আলফিকহুল ইসলামী ও মাযহাব বিষয়ক এক তথ্যবহুল গ্রন্থ

শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউসারী র. রচিত

اللامذهبية قنطرة اللادينية

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

[একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা]

মনিরুল ইসলাম

আলফিক্‌হুল ইসলামী ও মাযহাব বিষয়ক এক তথ্যবহুল গ্রন্থ

শাইখুল ইসলাম যাহিদ আল কাউছারী র. রচিত

اللامذهبية قنطرة اللادينية

বা

"মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ"

(একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা)

মনিরুল ইসলাম
(দাওরায়ে হাদীস, জামি'উল উলূম, তেজগাঁও, ঢাকা
তাখাস্‌সুস ফীল ফিক্‌হ ওয়াল ইফতা,
মারকাযুদ দা'ওয়াহ্ আলইসলামিয়া, মিরপুর, ঢাকা)

কৃত : **মনিরুল ইসলাম**

ই মেইল - monirulislam124@yahoo.com

প্রকাশক : ইদারাতুল ফুরকান, সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা।

খানকায়ে হামীদিয়া মাগুরা দরবার শরীফ পরিচালিত আনওয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসার গবেষণা, প্রচার, প্রকাশ ও দা'ওয়া বিভাগের একটি গবেষণা কর্ম।

০১৭৩৫ ০৩৩ ৮৮০ ০১৫৫৩ ৭৩৭ ১৯৪

সহযোগিতায় : হিফাযাতুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত ফাউন্ডেশন।

স্বত্ব : এ বইয়ের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই, প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক অথবা অন্য কোনো মিডিয়ায় লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১২

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৩

তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৪

বর্ণবিন্যাস : সিদ্দীকিয়া কম্পিউটার্স

মূল্য : ৩৪০ (তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র)

: আমেরিকা $ ২০ ডলার।

: ইউরোপ £ ১২ পাউন্ড

: মধ্যপ্রাচ্য ৪০ সৌদী রিয়াল

প্রাপ্তিস্থান

হাকীমুল উম্মত লাইব্রেরি

আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৯১৪৭৩৫৬১৫

মাকতাবাতুল আফনান

মাদানীনগর, চিটাগাংরোড

০১৯১৬৫৮৪৯৩৯

মাকতাবাতুল হাম্দ

কুমিল্লা ০১৯২৬৬৩৪০৩০

আলমাকতাবতুত, তাওফিকিয়্যাহ

ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্রগাম ০১৯৩৩ ০৮২৬৩৬

কোরআন মঞ্জিল

চক মসজিদ, লক্ষ্মিপুর

সার্বিক যোগাযোগ : মনিরুল ইসলাম ০১৭৩৫ ০৩৩ ৮৮০

মুহাম্মাদ বদরুল আমীন ০১৫৫৩ ৭৩ ৭১ ৯৪

মুহাম্মাদ মোফাজ্জাল হুসাইন ০১৭১০ ৭৮২ ১৪৬

মুহাম্মাদ ফরিদ ০১৯২৩ ১৩০ ৫৬৫

Majhab Tayger Shes Parinam Islam Tayg: written by Monirul Islam& Published by Idaratul Furqan, Magura-7600, Bangladesh. November 2012. price : Tk 340.00 ; US Dollar 20

উপহার

‘মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ’ বইটি

শ্রদ্ধার / স্নেহের

নিদর্শন স্বরূপ

শ্রদ্ধেয় / প্রিয় / স্নেহের

.... কে

উপহার হিসেবে

প্রদান করলাম।

প্রদানকারী

....

উৎসর্গ

যিনি রাহে নবুওয়্যাতের নূরে মুনাওয়ার হয়ে কামালাতে বেলায়াতের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন, যার ইলমী কামালাত ছিলো আরশে আযীম হতে মদদপুষ্ট। ইলহামী ও ইনকেশাফী ইল্‌ম যার ওপর বর্ষিত হত অঝোর ধারায়, যার তাজদীদিয়্যাতের নূর ছড়িয়ে পড়েছিলো আরব-আজম, আফগান সীমান্ত অঞ্চলসহ সমগ্র ভারতের আনাচে-কানাচে। ইরাদাতের মুনতাহায় পৌঁছে বালাকোটের জিহাদের ময়দানে যিনি আপন শিরকে করেছিলেন “ফানা”, সে মুজাদ্দিদ, আমীরুল মুমিনীন

শহীদ সাইয়িদ আহমাদ বেরলভী র.

এর রূহ মুবারকে নাচীজের তরফ থেকে এ ক্ষুদ্র হাদীয়া।

أرجو القبول عند الله وما توفيقي إلا بالله

هو الله المستعان على ما تصفون.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : সৌজন্য বাণী ০৮
লেখকের আরয ১২
মুখবন্ধ : ১৮
আলফিক্‌হুল ইসলামী ও আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
পূর্ব কথা ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাযহাব ও আলফিক্‌হুল ইসলামী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ : কুরআনের আলোকে ফিক্‌হ ৪৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীসের আলোকে ফিক্‌হ ৫৮
জামেআ আলআযহারে খ্রিস্টীয় ষড়যন্ত্রের প্রভাব ৬৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ ৭০
ترك النبى বা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্জন করা কি সুন্নাহ্‌? ৭৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তাবে'ঈদের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ ৮৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ ৯৪
হাদীস কাকে গোমরাহ করে? ৯৯
হাদীসের ওপর আমল করার জন্যই বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে দিতে হয় ১০১
লা-মাযহাবীদের সুন্নাহ্‌ প্রেমের অন্তরালে ১০৪

তৃতীয় অধ্যায় : সমকালীন প্রসঙ্গ
প্রথম পরিচ্ছেদ : নাসিরুদ্দীন আলবানী ১১০
দ্বীন শিক্ষার মূলনীতি ১৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ডা. জাকির নায়েক ১৪২

চতুর্থ অধ্যায় : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস ১৫০
ফিকহের চারো ইমামের সহীহ হাদীস বর্ণনা ১৫৬

পঞ্চম অধ্যায় : হাদীস সহীহ হলেই কি আমলযোগ্য? ১৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : إذا صح الحديث فهو مذهبي ইযা সাহ্‌হাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী ১৭৫
য'ঈফ হাদীসও শক্তিশালী হতে পারে ১৯৪

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ
সপ্তম অধ্যায় : "حول حجية العمل المتوارث" (হাওলা হুজ্জিয়্যাতিল আমালিল ২০১
অষ্টম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ : ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ২১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের গুরুত্ব ২২৫
নবম অধ্যায় : ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৫৯
দশম অধ্যায় : শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. রচিত اللامذهبية قنطرة اللادينية মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ ২৭১
এগারোতম অধ্যায়: জীবনী
প্রথম পরিচ্ছেদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ রা. ২৯০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কূফা রত্ন হযরত আলকামা র. ৩০৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখা'ঈ র. ৩১৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ফকীহুল ইরাক হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ র.৩১৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. ৩৩৪
ষষ্ট পরিচ্ছেদ : ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. ৩৪২
আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. কর্তৃক 'মুসনাদে ইমাম আযম' এর মুকাদ্দামার (ভূমিকা) অনুবাদ ৩৬৫
ইমাম আ'যম র. এর মুসনাদ সংকলকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি৩৬৬
আবুল মুআইয়াদ মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ খুওয়ারেযামী র.(৬৫৫ হি.) এর "জামিউ মাসানীদিল ইমাম আযম" কিতাব ৩৮০
ইসলামে ইমাম আবূ হানীফা র. এর 'মুসনাদ' এর ইলমী অবস্থান৩৯০
সপ্তম পরিচ্ছেদ : আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী র. লিখিত ইমাম আযম র. এর 'কিতাবুল আছার' এর ভূমিকার অনুবাদ ৩৯৫
বারোতম অধ্যায় : ইজমা' ও কিয়াসের দলীল ৪২৯
তেরোতম অধ্যায় : আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. ৪৪৩
চৌদ্দতম অধ্যায় : লা-মাযহাবী, আহ্লে হাদীসদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৫৭
পনেরোতম অধ্যায়: মাযহাববিরোধীদের ব্যাপারে শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত ৪৭২
মাযহাববিষয়ক গুরুত্তপূর্ন কিছু বই ৪৮৮

প্রথম অধ্যায়

সৌজন্য বাণী
লেখকের আরয
মুখবন্ধ
পূর্ব কথা

সৌজন্য বাণী

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

الحمد لله الذى هدانا سبيل الرشاد و علمنا الكلام المُفاد و إنتخب لنا أئمة المَهاد الذين ألفوا الفقه للإنسان المراد والصلوة والسلام على نبيه الْمُرام الذى أشار إلى هذا المذهب المقام بحديث معاذ بن جبل المكرم وعلى أله و أصحابه الذين نشؤوا في إقتداء القوم المعظم و على الأئمة المجتهدين الذين صبروا على نهاية الألم و يصل من يهينهم إلى أقصى المَلام. أما بعد

২০১২ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকের কথা। যিয়ারত ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আমরা ১১ জন মিরপুর ১২ নং-এ অবস্থিত মাদরাসা দারুর রাশাদের পশ্চিম পার্শ্বে আহ্‌লে হাদীস মতাদর্শের প্রতিষ্ঠান “দারুস্ সুন্নাহ্” পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে অত্র মাদরাসার প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুন্ নূর সাহেবের সাথে প্রায় দেড়-দুই ঘন্টা ধরে আলোচনা করলাম ।

আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব আব্দুন্ নূর সাহেব এ হাদীসটি উল্লেখ করলেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মাটিতে একটি সরল রেখা আঁকলেন এবং তার উভয় পার্শ্বে আরও অনেকগুলো বক্ররেখা আঁকলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে সরল রেখাটি দেখিয়ে বললেন, এটি হলো হেদায়াতের পথ, আর বাকি বক্র রেখাগুলো গোমরাহীর পথ; যে সকল রাস্তায় মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়।

তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে আমাকে বললেন,“আমরা আছি এ সরল রেখায়”। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আমরা কি গোমরাহ? তিনি বললেন, আমি বলব না আপনি বুঝে নিন। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ,আপনি কি মাযহাব সম্পর্কে তাকী উসমানী দা.বা. লিখিত ‘মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন?’ বইটি পড়েছেন? বা কোনো মাযহাবী আলিমের সাথে কথা বলেছেন? তিনি বললেন, তার হাতে বইটি পৌঁছেনি এবং কারো কাছে যাননি। তখন আমি তাকে বললাম, মাযহাবের অনুসারী হয়েও যেভাবে আমি আপনাদের নিকট এসেছি, তেমনি আপনাদেরও মাযহাবের অনুসারী আলিমদের নিকট যাওয়া প্রয়োজন। মোট কথা সেখানে তার সাথে আমাদের অনেক কথা হয়েছে এবং আমাদেরকে খুব সমাদর করলেন, কিন্তু তার মাযহাব বিরোধিতার কারণে আমার মনে দুঃখ রয়ে গেলো।

মাযহাববিরোধী প্রকাশিত বিভিন্ন বই-পুস্তক দেখে মনে হলো এ ভাইদেরকে সহীহ বুঝ দেওয়ার জন্য একটি তথ্য নির্ভর বই যদি প্রকাশ পেত! জাতিকে এ বিভ্রান্তি থেকে রেহাই দিয়ে সাহাবী, তাবে‘ঈ ও মুজতাহিদগণের মাঝে প্রচলিত সুন্নাতের অভিমুখী করা যেত! এমন চিন্তা-ভাবনার সময়ে আমার শিক্ষকতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় মুহ্‌তারাম বদরুল আমীন দা.বা. একদিন বললেন, মাওলানা মনিরুল ইসলাম সাহেব শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. এর **الامذهبية قنطرة الادينية** প্রবন্ধের অনুবাদ করছেন।

এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললাম তিনি যদি আমাকে এ কাজে একটু খেদমত করার সুযোগ দিতেন! পরবর্তীতে লেখক মহোদয়ের সাথে কথা বললে তিনি আমাকে এ বই প্রকাশের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, লেখক মনিরুল ইসলাম হিদায়াহ থেকে মিশকাত জামাত পর্যন্ত জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগে অধ্যয়ন করেন। জামাতে দাওরা পড়েন জামি'আতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ ঢাকায় (নতুন মালিবাগ)। ইল্‌ম অন্বেষণে তীব্র আগ্রহী এ তালিবে ইল্‌ম গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দা'ওয়াহ্‌ আলইসলামিয়ায় ফিক্‌হ নিয়ে অধ্যয়ন করেন।

এ বইয়ের নাম কি হবে, তা নিয়ে আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছিলাম। অনেকে মনে করতে পারেন, যারা মাযহাব মানে না তাদের আমরা অমুসলিম হিসেবে জানি, এটি হবে একটি চরম ভুল ধারণা। তারপরও আমরা এমন অনুবাদ করার মূল কারণ হলো হোসাইন বাটালবীর অভিজ্ঞতাপূর্ণ স্বীকারোক্তিকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া এবং কেউ যেন লা-মাযহাবী হওয়ার মতো দুঃসাহস না করে।

প্রিয় পাঠক! একটি সুন্দর স্বপ্ন ও আশা নিয়ে আমরা এ বই প্রকাশ করেছি। আল্লাহ্‌ তা'আলার বান্দারা যেন সাহাবা ও সালাফের পথের যথাযথ পথিক ও কুরআন সুন্নাহ্‌র একনিষ্ঠ ধারক-বাহক হতে পারেন, এ জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রিয় পাঠক! এ বইয়ের কোথাও যদি বুঝতে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান নেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি।

সত্যান্বেষী পাঠক! আপনি বা অন্য কেউ যদি মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা ভিডিও সংরক্ষণ করে প্রশাসনিক নিরাপত্তায় শান্তিপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, (ইনশাআল্লাহ্‌)!

বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এ দেশে যতবারই লা-মাযহাবী ভাইদেরকে আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, অধিকাংশ বারই তারা তাশরীফ আনেননি। এমনকি দলীলে স্বাক্ষর নিয়ে পত্রিকায়ও ঘোষনা দেওয়া হয়েছে তারপরও আলোচনার মজলিসে আসার সুযোগ তাদের হয়নি।

একবার আমাকে একজন মুরব্বী গবেষক ডেকে বললেন, আলোচনায় বসার কথা তুমি লিখে দিলে, তাহলে তোমার হুযুরদেরকে নিয়ে আমার সাথে বসো। আমি বললাম হযরত! মানার মতো দলীল আপনাকে দেখালে মানবেনতো? তাহলে আপনি আমাকে লিখে দিন যে, দলীল পেলে আমাদের কথা মেনে নেবেন। তখন তিনি আমাকে

ধমক দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর? বের হও। তখন আমি বিনয়ের সাথে বলেছিলাম হযরত! আপনার সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই। আপনাকে ইতিপূর্বে ইবনে তাইমিয়ার ফাত্ওয়া থেকে কালেমায়ে তায়্যিবার দলীল দেখালেও আপনি না মেনে ওঠে এসেছেন। অতএব লিখে না দিলে কে বিশ্বাস করবে আপনার ওয়াদা?

কিছু নাম যেগুলোকে কখনই ভুলব না, ভুলা সম্ভব হবে না; যাদের জাযা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই দিতে পারেন, তাঁরা আমার পরম স্নেহের এস. এম. নাজমুস সাকিব, সিরাজুস সালেহীন, সাজ্জাদুর রহমান, জান্নাতুন না'ঈম, যুবাইরুল হক মাহদী, যাইদ আল হাসান, যুবায়ের জুয়েল, বাহাউদ্দীন রিফাত, ইমামুদ্দীন দানিয়াল, আসাদুজ্জামান, আব্দুল বাছেত, হিফযুর রহমান, আব্দুল আহাদ এবং প্রিয় তারেক বিন ত্বহা ও আলী হোসাইন।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার অশ্রুসিক্ত আকুতি, হে আল্লাহ্! আমার সকল তালিবে ইল্ম বিশেষ করে এ কজন একান্ত অনুগত, ইঙ্গিতেই প্রভাবিত, পরিশ্রমে অক্লান্ত, সকল শিক্ষকের প্রিয়ভাজন মানুষগুলোকে এবং আরো যারা বিভিন্নভাবে এ কাজে সহযোগিতা করেছেন, আপনার রহ্মতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। যারা 'আমীন' বলবে, আল্লাহ্! তাদেরকেও।

এ খেদমতকে পূর্ণতা দানে আরো সহায়তা করেন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমার জীবনের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, ব্যস্ততাই যার অবসর, উসতাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ শেখ দা.বা. (প্রধান মুহাদ্দিস, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা)। আমার প্রিয় সাদীক, প্রত্যুৎপন্নমতী, কবি নুরুল আমীন আমজাদী দা.বা. এবং সুচতুর সাহিত্যিক মাওলানা মাকসুদুল হক মা.যি.আ. এ বইয়ের প্রুফ দেখতে তাঁদের ব্যস্ততাময় মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন।

আমাদের অজান্তে কোথাও কোনো ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে মেহেরবানী করে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তি সংস্করণে শুধরে নিব ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে দয়াবান মাওলার কাছে আমাদের কামনা, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ সামান্য খেদমতটুকু জাতির হেদায়াতের জন্য কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ ফরিদ,
খাদিম,
হিফাযাতুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত ফাউন্ডেশন

লেখকের আরয

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমার মতো এ ক্ষুদ্র বান্দাকে মাযহাবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে কলম ধরার তাওফীক দান করেছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম জানাই, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলমের বাগান বানিয়েছেন। আর যারা এ ইলমের নেয়ামতে ধন্য হয়েছেন তাঁদেরকেও।

মূলত মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণ এমন বিষয় যা কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য দেখা যায় সাহাবীদের যামানাতেই ফিক্হী মাযহাব ছিলো এবং মুসলমানরা তার অনুসরণ করত।

ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনি র. তাঁর "কিতাবুল ইলালে" বলেন,

لم يكن في أصحاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহ্বতপ্রাপ্ত সাহাবীগণের মধ্যে তিনজন সাহাবীর মাযহাব অনুসরণ করা হত। তাঁদের প্রদত্ত ফাত্ওয়া অনুযায়ী রায় প্রদান করা হত এবং তাঁদের (ফিক্হী সমাধানের) তরিকা বা পন্থা অনুসরণ করা হত। উক্ত তিন সাহাবী হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. যাইদ ইবনে সাবিত রা. ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.।[১]

সাহাবাযুগের ধারাবাহিকতায় প্রসিদ্ধ চার ইমামের ফিক্হী সংকলনের পর থেকে হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ্ এ ফিক্হী সংকলন অনুসরণ করে আসছে। যার অপর নাম মাযহাব অনুসরণ। যা হোক আলোচ্য অনূদিত কিতাবকে সামনে রেখে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আজ এ মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার সে সকল উস্তাদে মুহ্তারামকে, যাদের পরশে আমি ইলমের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছি। এবং সে সকল বুযুর্গকে যাদের নেক দৃষ্টি ও দু'আর ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইলমের পথে এনেছেন।

এ ক্ষুদ্র বইয়ের পাণ্ডুলিপি উস্তাদে মুহ্তারাম জনাব হযরত মাওলানা আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্ দা.বা.কে প্রদান করে একটি মুখবন্ধ লিখে দিতে

[১] আলী ইবনুল মাদীনি, কিতাবুল ইলাল. পৃ. ১০৭

আরয করলে, তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটি মুখবন্ধ লিখে দেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না।

বইটি প্রকাশের কাজে যারা পরামর্শসহ বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম জাযা দান করবেন বলে আশা রাখি। বিশেষ করে মাওলানা মুহাম্মাদ ফরিদ ভাই যার কর্মোদ্দীপনা সর্বজন স্বীকৃত। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় আল্লাহ্র মেহেরবানীতে বইটি দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছে।

বন্ধু আলী করীম সিদ্দীকি ও মুস্তফা তারিককেও আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম জাযা দান করুন। এবং আরো যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণী। আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

বইটি দ্রুত প্রকাশ করতে গিয়ে নানা ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই পাঠকদের খেদমতে আমার আরয থাকবে, আপনারা যদি কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি অবলোকন করেন, তবে তা নসীহত হিসেবে জানিয়ে দিলে কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব। আল্লাহ্ তা'আলাই সকল কাজের তাওফীকদাতা।

এ ক্ষুদ্র বই দ্বারা যদি মুসলমানদের সামান্য উপকারও হয়, তাহলে আমি নিজেকে স্বার্থক মনে করব। পরিশেষে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাকবূল হওয়ার প্রার্থনা করছি। আমীন!

মনিরুল ইসলাম
০১৭৩৫ ০৩৩ ৮৮০
২৮/১০/২০১২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। মহান রব্বুল আলামীনের কবুলিয়াত ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র তালিবুল ইলমের যৎসামান্য এ প্রচেষ্টাটি পাঠক সমীপে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, এটা মহান রব্বুল আলামীনের একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

আমরা সম্মানিত সকল পাঠককে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকরিয়া জানিয়ে দু'আ করছি, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁর এ সকল নেক বান্দার ওসীলায় আমাদেরকে কবুল করে নেন।

মাযহাবের এ কিতাবটি ইতোমধ্যে তিনবার ছাপা হয়েছে। অনেকে কিতাবটি নতুন করে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমরাও এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে নতুন আঙ্গিকে কিতাবটি সাজিয়েছি। সাথে সাথে নতুন কিছু আলোচনা এ এডিশনে যুক্ত করে দিয়েছি।

যেমন,
১. আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. লিখিত 'কিতাবুল আছারের' ভূমিকা।
২. আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. লিখিত 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' এর ভূমিকা।

ভারত উপমহাদেশে আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. এক ক্ষণজন্মা ইলমী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ইলমী জিন্দেগী ও লিখিত কিতাব-পত্রের ওপর স্বতন্ত্রভাবে কাজ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। বিশেষ করে বাংলা ভাষাতে তাঁর একটি বিস্তারিত জীবনী আসাতো একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের দাওরায়ে হাদীসের অনেক তালিবে ইল্‌ম এমনকি অনেক আলেমও তাঁকে চেনেন না। আমরা অনেক জায়গাতে এটি অনুধাবন করেছি। ইলমের এ মহান সাধকের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আমরা সাধারণত তাঁর আরবী ভাষায় লিখিত **الإمام ابن ماجه وكتابه السنن** ও উর্দু ভাষায় লিখিত **امام ابن ماجہ اور علم حديث** কিতাব দু'টিই চিনি। উপরোক্ত দু'টি কিতাব ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য অনেক কিতাব রয়েছে। আমরা কিছু কিতাবের তালিকা নিম্নে তুলে ধরছি।
আরবী ভাষার :

ক. **ما تمسُّ إليه الحاجة لمن يُطالِع سننَ ابن ماجَهْ. بقطع كبير..**

এ কিতাবটি মূলত পূর্বোল্লেখিত **الإمام ابن ماجه وكتابه السنن** কিতাব।

খ. **تعليقات على كتاب (دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب) لملا محمد معين السندي، بقطع صغير في نحو خمس مئة صفحة، كتب عليه مقدمة في ستين صفحة.**

গ. تحقيق (ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات) لمحمد عبد اللطيف بن مخدوم هاشم السندي. في مجلدين.

ঘ. مقدمة (كتاب التعليم) لمسعود بن شيبة السندي، وفيه نقدٌ لكتاب الجويني، في نحو ثلاث مئة صفحة.

ঙ.. فتح الأعز الأكرم لتخريج "الحزب الأعظم" للشيخ علي القاري.

চ.. مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. طُبع بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

উর্দু ভাষাতে:

ক.. لغات القرآن. في أربعة مجلدات.

খ. شہدائے کربلاء پر افتراء (الافتراء على شهداء كربلاء).

গ.. يزيد کی شخصيت اہل سنت کی نظرمیں (شخصية يزيد في نظر أهل السُّنة).

এগুলো ছাড়াও তাঁর আরো কিতাব রয়েছে। আল্লাহ্‌র কোনো বান্দা যদি এ কিতাবগুলো সহজে আলিম সমাজের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন, আলিম সমাজ অনেক উপকৃত হতেন।

যাহোক আমরা তাঁর দু'টি ভূমিকা (মুকাদ্দিমা) এ গ্রন্থে অনুবাদ করে দিয়েছি। যা তিনি 'কিতাবুল আছার' ও 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' এর শুরুতে লিখেছেন। ভূমিকা দুটির প্রতিটি লাইনে অনেক বিষয় জানার রয়েছে। আমার মনে হয় এ ভূমিকা দুটির অনুবাদ পাঠ করে প্রান্তিকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত ভাইয়েরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে পারবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা সকলকে সহীহ্‌ পদ্ধতিতে সালাফের অনুসরণের তাওফীক দান করুন!

আমরা মনে করি, যারা হানাফী ফিক্‌হ তথা মাযহাবে হানাফীর ওপর বাংলা ভাষাতে কাজ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা যদি আকাবির হযরতগণের কিতাব-পত্রের সাথে সাথে বিশেষভাবে আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. আল্লামা হাবীবুর রহমান আযমী র. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্‌ আবূ গুদ্দাহ র. আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী র. আল্লামা আব্দুর রশীদ নূমানী র. মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. ও মাওলানা আমীন সফদার উকাড়বী র. এর কিতাবগুলো সামনে রাখেন, তাহলে অনেক সহজ হবে ইনশাআল্লাহ্‌।

এ হযরতগণের গ্রন্থসমূহের আবেদন ও মানহাজ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ হলে, বাংলার মুসলিম সমাজ অনেক উপকৃত হবে। যাহোক এ এডিশনে আরো যে বিষয়গুলো এসেছে,

৩. ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণে পৃথিবী বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য। এ আলোচনাটি মূলত আমাদের যঈফ হাদীসের ওপর স্বতন্ত্র

কিতাব, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র. সংকলিত العمل بالحديث الضعيف। 'যঈফ হাদীসের হুকুম' এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং এ বিষয়ে 'নাসিরুদ্দীন আলবানীর মুসলিম উম্মাহ্‌র বিপক্ষে অবস্থান' কিতাবের কিছু অংশ।

৪. আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের গুরুত্ব : একটি পর্যালোচনা। এ আলোচনাটি জমা করেছে আমার শিশুকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সাথি, নিরব ইল্‌ম অনুরাগী মাও. মুহসিন উদ্দীন খাঁন হাফিযাহুল্লাহু। আমিও আলোচনাটির ওপর সংযুক্তি ও কাজ করেছি। তাঁর ইচ্ছাতেই আলোচনাটি অত্র কিতাবে দেওয়া হয়েছে।

৫. পূর্বের এডিশনে শুধু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. ও ইমাম আযম আবূ হানীফা র. এর জীবনী প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিলো। এ মুদ্রণে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাঁদের সাথে সাথে হযরত আলকামা র. হযরত আসওয়াদ র. হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ র. হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. এর জীবনীও আলোচনা করা হয়েছে।

৬. উল্লেখিত আলোচনাগুলো ছাড়াও এ মুদ্রণে আরো অনেক বিষয় গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমরা সকলের কাছে দু'আ কামনা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নেন। এবং এটাকে আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আর আমার মতো অতি নগণ্য ব্যক্তির ভুল হওয়া বিস্ময়ের কিছু নয়। সকলের খেদমতে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মুদ্রণগত কোনো ত্রুটি কারও দৃষ্টিগোচর হলে, মেহেরবানী করে আমাদেরকে জানালে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই প্রতিদান দিবেন। আমরাও কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব। পরিশেষে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাকবূল হওয়ার জন্য মুনাজাত করছি। আমীন!

মনিরুল ইসলাম
২৫/০৪/২০১৫

শাহ্ ওলিউল্লাহী চেতনায় উজ্জীবিত, বিশিষ্ট লেখক ও
গবেষক, যুগোপযোগী তা’লীম ও তারবিয়াতী মুরব্বী,
উস্তাযুল আসাতিযা, সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসার
স্বনামধন্য মুহ্তামিম, জনাব হযরত মাওলানা
আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু’তাসিম বিল্লাহ্
দামাত বারাকাতুহুম এর

মুখবন্ধ

(আলফিক্হুল ইসলামীর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা)

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, আলফিক্‌হুল ইসলামী ও আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

আলকুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান হওয়া সত্ত্বেও সুন্নাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা :

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রেরিত নবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে। তিনি হলেন শেষ নবী ও রাসূল। রিসালাতের সমাপ্তির কারণে তাঁর ওপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব আলকুরআনই সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। কিয়ামত পর্যন্ত যেমন আর কোনো নবী রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না, তেমনি আর কোনো কিতাবও ওহীর মাধ্যমে নাযিল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য এ আলকুরআনই হলো শেষ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আলকুরআন নাযিলের পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন,

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।[২]

কিন্তু পুরো আলকুরআন পড়ে সকল বিষয়ের সমাধান সুস্পষ্টরূপে পাওয়া গেলো না। তবে একটি নির্দেশনা পাওয়া গেলো। আর তা হলো আলকুরআনেই আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন : **أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ** "তোমরা আল্লাহ্‌র ইতা'আত করো, আর ইতা'আত করো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর"।

কুরআন মাজীদে আরো বলে দেওয়া হয়েছে, **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحى** "তিনি নিজ চাহিদামত কোনো কথা বলেন না, এতো আল্লাহ্‌ প্রেরিত ওহী"।[৩] আর এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, আমল ও স্বীকৃতি আলকুরআনের পরিপূর্ণ জীবন বিধানের সাথে সংযুক্ত হয়ে পরিপূর্ণতায় সহায়ক হলো।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্‌ পাক আলকুরআনে শুধুমাত্র **أقيموا الصلوة** 'নামায আদায় করো' বলেছেন। কিন্তু সালাত বা নামায আদায়ের ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেননি। এ বিস্তারিত পদ্ধতি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[২] সূরা মাইদা-৩

[৩] সূরা নাজম ৩-৪

সাল্লাম শিখিয়ে দিলেন। দ্বীনের একটি অংশ 'নামায', যা প্রধান ইবাদত। তা পরিপূর্ণ হলো আলকুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ দ্বারা।

আহ্লে কুরআন নামে একটি বাতিল ফিরকার উৎপত্তি :

ইবলিস শয়তান তার মিশন চালিয়ে যাচ্ছে সে মানব সৃষ্টির শুরু থেকে। অনেক বিষয়ে সে শুরুতেই সফল হলেও 'হাদীস বা সুন্নাহ্' এর ব্যাপারে পরিপূর্ণ সফল হতে পারলো না। আখেরী নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়ায় আগমনের পরে শত শত বৎসর পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ হাদীসে নববী ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনে ইলাহীর অন্যতম অংশ হিসেবেই জেনে আসছিলো। হঠাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজ খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আমলে মুসলিম উম্মাহ্ শুনতে পেলো যুগের পরিবর্তনে নতুন লিবাসে গর্দভের স্বরে ইবলিসের চিৎকার। 'হাদীস নয় আলকুরআনই হলো দ্বীনে ইলাহীর একমাত্র উৎস।"

কুরআন হাদীসের বাইরেও সমাধান থাকতে পারে :

আলকুরআন তো সুস্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, তোমাদের দ্বীনকে আজ পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো। আর এ পরিপূর্ণতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস ও সুন্নাহ্কে আলকুরআনের ব্যাখ্যা ও দ্বীনে ইলাহীর অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। কিন্তু এতেও যদি উদ্ভূত সমস্যা বা প্রশ্নের উত্তর না মিলে তখন দ্বীনে ইলাহী ইসলামের পূর্ণতার দাবী টিকবে কিভাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ পাক আলকুরআনে যা বলে দিলেন, তার দ্বারা মুসলিম জাতির সামনে উন্মুক্ত হলো জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। পূর্বের আসমানী কিতাবধারী মিথ্যা দাবীদার ইয়াহুদী-খ্রিস্টান জাতিসহ বিশ্বের সকল ধর্মের পণ্ডিতরা দেখতে পেলো জ্ঞান গবেষণায় মুসলিম জাতির গৌরবময় এক অধ্যায়। আর তা হলো "ফিক্হে ইসলামী"।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম আলকুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِيْ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

"আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে (যুদ্ধ) বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাঁদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা লাভ করে এবং স্বজাতিকে যেন সতর্ক করে, যখন তাঁরা তাঁদের কওমের নিকট ফিরে আসবে; যাতে তারা (কওমের লোকেরা) সতর্ক হতে পারে।"[৪]

[৪] সূরা তাওবা-১২২

এ আয়াতে আল্লাহ্পাক মুমিনদের একটি দলকে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করতে বলেছেন। শুধু দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করাকে তা'আল্লুম (**تعلم**) বলা হয়। এখানে একথা বলা হয়নি যে, **ليتعلموا في الدين** 'যেন দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করতে পারে' বরং বলা হয়েছে **ليتفقهوا فى الدين** "যেন দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা হাসিল করতে পারে।"

ফিক্‌হ অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা। **صيغة مجرد** এর **باب تفعل** থেকে তাফাক্কুহ্ (**تفقه**) এর অর্থ হয় দ্বীনি ইলমে গভীর প্রজ্ঞা ও দক্ষতা অর্জন করা। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় পরিশ্রম ও সাধনার। সে মতে বাক্যের মর্মার্থ হয়, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্বীনি বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞা ও দক্ষতা হাসিল করা। আর তাই দেখতে পাই, দ্বীনি ইল্‌ম ও আলিমের ফযীলত বর্ণনার পাশাপাশি ফিক্‌হ ও ফকীহ্ এর খাস ফযীলত বলে দেওয়া হয়েছে।

সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন **مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ** " আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তির কল্যান চান, তাঁকে দ্বীনের ফিক্‌হ দান করেন।" আরো দেখতে পাই, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. এর খেদমতে খুশী হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছিলেন **اللهم فقهه فى الدين** "হে আল্লাহ্! তাঁকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা দান করুন"। এখানে **فقهه** তথা ফিক্‌হের ইল্‌ম দান করুন বলে ফকীহ্ বানানোর জন্য দু'আ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.কে আল্লাহ্পাক 'তাফাক্কুহ্ ফীদ্ দ্বীন' এর এমন ইল্‌ম দান করেছিলেন যে, তিনি একজন অতি উঁচু মাপের মুজতাহিদ ও রয়ীসুল মুফাস্‌সিরীন হতে পেরেছিলেন।

নবউদ্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ফিক্‌হে ইসলামীর নিয়ম :

একটি বিষয় পরিষ্কার যে, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান যদি সুস্পষ্টভাবে 'কুরআন মাজীদে বা হাদীস শরীফে থাকে তাহলে তার জন্য কষ্ট-পরিশ্রম করে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করে তার উত্তর বা সমাধান প্রদানের প্রয়োজন হয় না, হয় না সে সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করার। আর সে বিষয়টির সুস্পষ্ট উত্তর যদি কুরআন ও হাদীসে না থাকে, তখন প্রয়োজন হয় কুরআন বা হাদীস শরীফে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্টভাবে, ইঙ্গিতে বা গুপ্তভাবে কোনো সমাধান আছে কিনা, অথবা এর কোনো নযীর আছে কিনা, যার হুকুমের সাদৃশ্যের ভিত্তির সাথে মিলিয়ে নব উদ্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর ঐ একই হুকুমে দেওয়া যায়।

ঠিক এরূপ সমস্যা সমাধানের এ পন্থা আল্লাহ্পাক কুরআন মাজীদে বলে দিলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَامَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِىْ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَاخِرِ .

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের; আর তোমাদের মধ্যে যারা উলীল আমর তাদেরও। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমীপেই পেশ করো, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান এনে থাক।"[৫]

উক্ত আয়াতের দুটি অংশ মুফাস্সিরগণের নিকট বেশি আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আয়াতের প্রথম অংশ উলীল আমরের ব্যাখ্যায় একদল সাহাবী ও তাবে'ঈ মুজতাহিদ ফকীহ্কে বুঝিয়েছেন।

আর উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় অংশ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُوْلِ "যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে তোমরা তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমীপে পেশ করো" এর দ্বারা এ কথাই জানা গেলো যে, বিরোধপূর্ণ বিষয়টির সমাধান কুরআন হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

যদি স্পষ্ট নির্দেশনা থাকে সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে বিরোধ সৃষ্টি করা মুমিনের কাজ হতে পারে না। যেহেতু কুরআন সুন্নায় স্পষ্ট সমাধান উল্লেখ না থাকায় মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে পুনরায় সে বিরোধপূর্ণ বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ্র সামনে পেশ করার অর্থই হলো, নিশ্চয় গুপ্তভাবে হলেও তাতে সমাধান উল্লেখিত রয়েছে বলে প্রমাণিত হওয়া। কুরআন ও সুন্নাহ্ (ইজমা'ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এর অন্তর্নিহিত এ হুকুম তালাশ করার নামই হলো ইজতিহাদ বা কিয়াস।

তাইতো তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে,

اعلم أن قوله فإن تنازعتم فى شيئ فردوه إلى الله والرسول يدل عندنا على أن القياس حجة

অর্থাৎ সূরা নিসার ৫৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন,
"কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে পেশ করো"- আয়াতের এ অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় নিশ্চয় কিয়াস শরীয়তের দলীল।

---

[৫] সূরা নিসা-৫৯

তাফসীরে আবুস স'উদ, বাইযাবী, রুহুল মা'আনী, রুহুল বায়ান, আহ্মাদী, মুনীর, নিসাপুরী, জামাল, মাআলিম ও খাযেনসহ প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'কিয়াস' এর মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

ঠিক একইভাবে সূরা নিসার-৮৩ নং আয়াতে নব উদ্ভাবিত বিরোধপূর্ণ বিষয়টি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উলীল আমরের সামনে পেশ করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা উভয়ে ইস্তিম্বাত করতে দক্ষ।

استنباط : কূপ খনন করে মাটির গভীর থেকে পানি বের করাকে ইস্তিম্বাত (**استنباط**) বলা হয়। এখানে সূক্ষ্ম উদ্ভাবনী শক্তিকে ইস্তিম্বাত বলা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে কিছু বিষয় রয়েছে যা সুস্পষ্ট 'নস' তথা নির্দেশ বা হুকুম। আর কিছু বিষয় এমন আছে যা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলা তা আয়াতসমূহের গভীরে রেখেছেন। সুস্পষ্ট আয়াতের হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আয়াতের গভীর অন্তর্নিহিত মর্ম ও হুকুম বের করার জন্য প্রয়োজন হয় গভীর প্রজ্ঞার। এ প্রজ্ঞাবান মহান ব্যক্তিগণই হলেন 'উলূল আমর' তথা মুজতাহিদ সম্প্রদায়।

মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'কিয়াস'কে শরীয়তের দলীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে 'কিয়াস' মান্য করাকে ওয়াজিব বলেছেন। একইভাবে উলূল আমর তথা মুজতাহিদ ফকীহ্গণের তাকলীদ (অনুসরণ) মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব বলে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন।

আলফিক্হুল ইসলামীর মূল বিষয়সমূহ :

যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী ও রাসূলের আগমন ঘটবে না, তারপরও এ দ্বীনে ইলাহী ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র দ্বীন এবং আলকুরআনকে পরিপূর্ণ আসমানী গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সে কারণে কেয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান ও তার সুস্পষ্ট উত্তর বা সমাধান প্রদানের নীতিমালা অবশ্যই তাতে থাকতে হবে। আর এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে অনস্বীকার্য যে, আসমানী কিতাবে তা অবশ্যই রয়েছে।

পূর্ব যামানায় একই সময়ে দুনিয়ায় একাধিক নবীর আগমন ঘটেছে। তেমনি একই কওমে একই সময়ে একাধিক নবীও প্রেরিত হয়েছেন। সময়ের স্বল্প ব্যবধানেও নবী রাসূল প্রেরণের ধারা অব্যাহত থেকেছে। কিন্তু আখেরী নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী ও রাসূলের আগমন ঘটবে না। তাহলে এ মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের হেদায়াত, যুগ সমস্যার সমাধান, নব

উদ্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদির কী হবে? এ সকল প্রশ্নের উত্তরও আলকুরআনে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে বলা হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ "আলিমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী" অর্থাৎ নবী ও রাসূলের আগমনের ধারা চিরতরে বন্ধ হওয়ায় এ সময়ে তাঁদের স্থলাভিষিক্তরূপে কাজ করবেন আলিমগণ। আর সাধারণ মানুষ যারা আলিম নন তাদেরকে মহান রব্বুল আলামীন নির্দেশ দিলেন فَسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ "যে বিষয়ে তোমরা জান না, সে বিষয়ে কুরআনে বিজ্ঞগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।" উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর তুমি আলকুরআনে পাচ্ছ না বলেই তোমার এ জিজ্ঞাসা, বা এ বিষয়ে সুন্নাহ্ থেকেও তুমি এর উত্তর বের করতে পারছ না বলেই তুমি উদ্বিগ্ন, তাতে কী হয়েছে? কুরআন ও সুন্নাহ্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমার প্রশ্নের উত্তর ঠিকই পেয়ে যাবেন। আর তাতে তুমিও আশ্বস্ত হবে।

ফকীহ্ আলিমদের জন্য সুন্দর সাবলীল নীতিমালা :

১. ইজমা' (إجماع) আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন : وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَا تَوَلّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَائَتْ مَصِيْرًا. "আর যারা সকল মুমিনদের (দ্বীনি পথের) বিপরীত দিকে চলবে, আমি তাদেরকে (দুনিয়ায় তারা) যা কিছু পছন্দ করে তা করতে দিব, আর আখিরাতে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর জাহান্নাম হলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।"[৬]

এ আয়াতে মুমিনদের পথ বলতে নিশ্চয় শরীয়ত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মুসলমান সমষ্টি বা সাধারণ আলিমদের বোঝাবে না। বরং সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন, তাবে তাবে'ঈন হয়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহা ও উলামায়ে রব্বানীর পথই বোঝাবে। আর তাঁদের পথের অর্থই হলো, যে বিষয়ে তাঁরা ঐক্যমত হয়েছেন সে পথে চলা। আর ঐ ঐক্যমতের বাইরে চলার অর্থ হলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এ ঐক্যমতকেই বলা হয় 'ইজমা'। এ আয়াতের তাফসীরে (কাবীর, খাযেন, নিসাপুরীতে) বলা হয়েছে,

إن الشافعى رح سئل عن أية فى كتاب الله تدل على الإجماع حجة, فقرأ القرآن ثلاثمأة مرة حتى وجد هذه الأية.

ইমাম শাফে'ঈ র.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, ইজমা'র দলীল সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কোনো আয়াতে প্রমাণ পাওয়া যায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিনশত বার কুরআন পাঠ করে উক্ত আয়াত পেয়েছিলেন।

---

[৬] সূরা নিসা-১১৫

প্রায় সকল মুফাস্সির এ আয়াত দ্বারা ইজমা'কে কুরআন ও হাদীসের মতো শরীয়তের আরো একটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একই সাথে বলে দিয়েছেন **والأية تدل على حرمة مخالفة الإجماع** "উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ইজমা'র খিলাফ করা হারাম"।[৭] তাফসীরে আহ্মাদী, কাবীর, খাযেন, নিসাপুরী, মাদারেক, ইবনে কাসীর প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থেও একই কথা বলা হয়েছে।

হাদীস শরীফে এ নীতির সমর্থন :

ক. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ইজমা' সম্পর্কে উক্তি : ইজমা' তথা ঐক্যমতকে মেনে চলতে এবং এর বিরোধিতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

إن الله لايجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شَذ شَذّ في النار.

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না এবং জামা'আতের ওপর আল্লাহ্র হাত (সাহায্য) রয়েছে। আর যে বা যারা এর থেকে পৃথক হয়ে যাবে, সে বা তারা পৃথক হয়ে জাহান্নামে যাবে"। ইজমা' মেনে চলার পক্ষে এরূপ প্রচুর হাদীস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

খ. কোথাও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুকাহা ও আবিদগণের মতানুযায়ী চলতে বলেছেন। যেমন :

হযরত আলী রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের সামনে যদি এরূপ কোনো বিষয় আসে যা করার নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা (কুরআন ও সুন্নাহে) পাওয়া যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولاتمضوا فيه رأي خاصة.** "এ ব্যাপারে তোমরা ফুকাহা ও আবিদগণের পরামর্শ গ্রহণ করো। আর এর বিপরীতে কোনো পৃথক ব্যক্তির মতকে গ্রহণ করো না।"[৮]

গ. কোথাও কুরআন ও সুন্নাহ্র পরে ইজতিহাদের কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয রা.কে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে বলেছিলেন,

بم تقضي يا معاذ فقال بكتاب الله, قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد برئيي فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله بما يرضى به رسوله.

---

[৭] বাইযাবী

[৮] তবারানী আলআওসাত

"হে মু'আয! তুমি কিসের সাহায্যে (মামলা মুকাদ্দামা) ফায়সালা করবে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের সাহায্যে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তাতে না পাও? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (অর্থাৎ আপনার) সুন্নাহ্‌র সাহায্যে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারো প্রশ্ন করলেন, তাতেও যদি না পাও? তখন তিনি উত্তর দিলেন, তা হলে (কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে) ইজতিহাদ করে ফায়সালা করতে চেষ্টা করব। তাঁর উত্তর শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি (মু'আয) কে এমন সিদ্ধান্তে আসার তাওফীক দিয়েছেন যাতে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী হন।"[৯]

এ হাদীসে ইজতিহাদের কথা বলা হয়েছে। আর 'কিয়াস' হলো ইজতিহাদের প্রধান পন্থা। এ পন্থার অনুমতি ব্যতীত ইজতিহাদের অনুমতি নিরর্থক। কারণ খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কিয়াস করেছেন।

ইজতিহাদের ফযীলত :

খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজতাহিদদের ইজতিহাদের ফযীলত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, **إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.** "যখন কোনো হাকিম ইজতিহাদ করে ফায়সালা দেয় এবং উক্ত ইজতিহাদ সঠিক হয়, তাহলে তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। আর যখন হাকিম ইজতিহাদ করলেন কিন্তু তা সঠিক হলো না, তারপরেও তাঁর জন্য রয়েছে একটি নেকী। [১০]

খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ফিক্‌হে ইসলামী :

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ উম্মতকে দিয়েছেন। সুনানে দারেমীতে হযরত মাইমূন রা. হতে বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, হযরত আবূ বকর রা. এর নিকট মাসআলা এলে তিনি প্রথমে কুরআন দেখতেন। তাতে না পেলে সুন্নাহ্ দেখতেন। তাতেও না পেলে সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোনো ফায়সালা জানা আছে কিনা জানতে চাইতেন। তাঁদের নিকট না পেলে নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে পরামর্শ করে

---

[৯] আহ্‌মাদ

[১০] বুখারী শরীফ-২/১০৯২

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বিষয়টির ফায়সালা করতেন।[১১] হযরত ওমর রা.ও এমনটিই করতেন। তহাবী শরীফে হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার রা. বর্ণিত এক হাদীসে এ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[১২]

ফিক্হে ইসলামীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : তাকলীদ

মানবজাতির মধ্যে দু'টি ধারা সর্বদাই রয়ে গেছে। এক. নবী, দুই. উম্মাত। একইভাবে, এক. বিজ্ঞ, দুই. অজ্ঞ। এক. আলিম, দুই. গাইরে আলিম। তেমনি, এক. ফকীহ্ আলিম, দুই. সাধারণ আলিম। একইভাবে, এক. মুজতাহিদ, দুই. গাইরে মুজতাহিদ। এটি হলো আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।

আবার বিভিন্ন 'ফন' তথা বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ থাকেন। যিনি ডাক্তার, তিনি ইঞ্জিনিয়ার নন। সকল রাসূল নবী বটে কিন্তু সকল নবী রাসূল নন। সকল ফকীহ্-মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস বটে, কিন্তু সকল মুহাদ্দিস মুজতাহিদ-ফকীহ্ নন।

সৃষ্টির একটি সার্বজনিন কানূন :

আল্লাহ্পাক মানুষের মধ্যে যে মেধা দিয়েছেন তা এভাবে ভাগ হয়ে গেছে যে, কেউ জানেন, আবার কেউ জানেন না। দ্বীন সম্পর্কে যারা জানে না, তাদেরকে বলা হয়েছে আলকুরআনের কানূন সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। ইরশাদ হলো : **فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون** "যদি তোমরা না জান, তাহলে আহ্লে যিক্র (জ্ঞানীগণ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করো।"[১৩]

'আহলুয্ যিক্র' অর্থ যেমন আলকুরআনের বিজ্ঞ আলিম, তেমনি ব্যাপক অর্থে কুরআন-সুন্নাহ্তে পারদর্শী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কেও বোঝায়। আল্লাহ্পাক দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে নবী-ওলীগণের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বলেন : **أُولِئَكَ الَّذِيْنَ هُدَى اللهِ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه** "এরাই হলো হেদায়াতপ্রাপ্ত। সুতরাং তোমরা এদের ইকতিদা করো।"[১৪]

তাকলীদের মর্মার্থ :

তাকলীদ বলতে বোঝায়, যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্ তথা শরীয়তের ইলমে অভিজ্ঞ তাঁর ওপর সু-ধারণায়, দলীল চাওয়া ব্যতীত তাঁর কথামত তাঁর অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ করা।

---

[১১] দারেমী-৫৮

[১২] তহাবী ১/৩৬

[১৩] সূরা নাহ্ল-৪৩,সূরা আম্বিয়া-৭

[১৪] সূরা আন'আম-৯০

যিনি জানেন না তিনি, যিনি জানেন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন এটিই কানূনে ইলাহী। ডাক্তারের কাছে রোগী যায়, ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দেয়। রোগী তা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব ঔষধ এর কার্যকারিতা, ফর্মুলা কী? তা রোগী জিজ্ঞাসা করে না। এটিই কানূনে ইলাহী। তাই দেখতে পাই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরেও সাহাবায়ে কিরামের একটি বড় অংশ, বিজ্ঞ ফকীহ্-মুজতাহিদ সাহাবীগণের ফাত্ওয়া দলীল চাওয়া ব্যতীরেকে মেনে নিয়ে আমল করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. মক্কায় ফাত্ওয়া দিতেন। অন্যরা দলীল চাওয়া ব্যতীত তাঁর তাকলীদ করতেন। একইভাবে মদীনার মুফতী সাহাবী ছিলেন হযরত যাইদ বিন সাবিত রা., কূফায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা.। সেসব অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের এলাকার মুফতী সাহাবীদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করতেন।

তাকলীদ হলো ইসলামের সৌন্দর্য্য। এটি মানুষকে সুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। যেখানে তাকলীদ নেই, সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু হয়ে যায়। তাকলীদের এ ধারা সাহাবা, তাবে‘ঈন, তাবে-তাবে‘ঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন হয়ে সকল যুগে চলে আসছে।

শরীয়তের ফায়সালা হলো, যাদের শরীয়তের আহ্কাম ও তার উৎস সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তাদের জন্য তাকলীদ ওয়াজিব। গাইরে মুজতাহিদরা মুজতাহিদের তাকলীদ করবে এটিই শরীয়তের অপরিহার্য বিধান। একইভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদও শরীয়ত সম্মত।

মাযহাবের অর্থ ও মর্ম :

মাযহাব অর্থ চলার পথ। এখানে মাযহাব অর্থ দ্বীন তথা ধর্ম নয়। প্রচলিত অর্থে মুজতাহিদগণের স্ব-স্ব ইজতিহাদী ফাত্ওয়া সংকলন ও তার ভিত্তিতে দ্বীন ও শরীয়ত পালন করার পথ বুঝায়। এ অর্থে মক্কা শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ফাত্ওয়া হলো তাঁর মাযহাব।

একইভাবে মদীনায় হযরত যাইদ বিন সাবিত রা. এর ফাত্ওয়া অন্যরা তাকলীদ করতেন। তাঁর এ ফাত্ওয়া হলো তাঁর মাযহাব। কূফায় ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা.। সেখানে তাঁর মাযহাব চালু ছিলো। যদিও সে সময়ে মাযহাব পরিভাষাটি চালু ছিলো না; কিন্তু এর মর্ম ছিলো পুরোপুরি বিদ্যমান।

ইসতিলাহ্ বা পরিভাষা সকল ধর্ম ও সকল বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উসূলুল হাদীসে এরূপ অগণিত পরিভাষা রয়েছে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের যুগে ছিলো না। ফিক্হের যে সকল পরিভাষা রয়েছে, তারও

সিংহভাগ সে সময় অনুপস্থিত ছিলো। 'মাযহাব'ও তদ্রূপ একটি পরিভাষা। এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অর্থই হলো পুরো দ্বীনের মূলে কুঠারাঘাত করা।

চার মাযহাবের সীমাবদ্ধতা :

ফকীহ্ সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ফুরূ'ঈ বিষয়ে ইখতিলাফ ছিলো। কিন্তু একে অপরকে নিন্দা করতেন না। এরই ভিত্তিতে তাবে'ঈগণের মধ্যে ফুরূ'ঈ ইখতিলাফ হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় বহু মুজতাহিদের। তারাও কেউ কাউকে নিন্দা করতেন না।

উল্লেখিত সকল মুজতাহিদের সংকলিত ফিক্হের বিলুপ্তি ঘটে। বাকী রয়ে যায় চার মুজতাহিদের সংকলিত ফিক্হ ও তাঁদের উসূল। এ চার মুজতাহিদ তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এর নামানুসারে তাঁদের স্ব-স্ব ফিক্হী মাযহাবের নামকরণ হয় হানাফী মাযহাব, মালেকী মাযহাব, শাফে'ঈ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব হিসেবে।

ফিক্হে হানাফীর উৎপত্তি ও বিস্তার :

ইমাম আযম আবূ হানীফা র.কে বলা হয় ফিক্হের জনক। হাজার হাজার সাহাবী ও অগণিত ফকীহ্ সাহাবীর পদভারে গড়ে ওঠা ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা. এর মতো জলীলুল কদর ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবীর ফিক্হী ইলমে ধন্য 'কূফা' নগরীতে, একদল 'ফকীহ্' এর সমন্বয়ে গঠিত পরিষদের তত্ত্বাবধানে, ইমাম আযম আবূ হানীফা র. ফিক্হ ও তার মূলনীতি দাঁড় করিয়ে, আগত ও সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের উত্তর ও সমাধানের মূলনীতি (উসূল) প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে তাঁরই নামানুসারে এর নাম হয় "ফিক্হে হানাফী"। এ পরিষদের মাধ্যমে তিনি ছিয়ানব্বই হাজার ফাত্ওয়া প্রদান করেন। হানাফী মাযহাব যেমন তত্ত্ব ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ, তেমনি বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ্র কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং দুনিয়ার বেশিরভাগ মুসলমানই এ মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায়।

চার মাযহাবের যে কোনো একটির অনুকরণ এবং বিরোধিতার হুকুম :

এ বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য ও সর্বজনমান্য উলামা ও ফুকাহায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব এবং এর বিরোধিতা করা হারাম। যারা বিরোধিতা করবে তারা 'আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত' হতে খারিজ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উক্তি এখানে দেওয়া হলো।

ভারতে ইংরেজ আমলে বিরোধিতার স্বরূপ :

সেই সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানচক্র সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তারা তাদের পলিসি পরিবর্তন করে। তারা মুসলিম জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পলিসি নির্ধারণ করে। তন্মধ্যে প্রধান হলো গুপ্ত হত্যা ও মুসলমানদের কৃষ্টি কালচারে পরিবর্তন আনা এবং নতুন নতুন দল সৃষ্টি করে বিভেদের বীজ বপন করার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা। এ কাজে তাদের প্রথম সফলতা খেলাফতে রাশেদার দু'মহান খলীফা হযরত ওমর রা. ও হযরত আলী রা.কে শহীদ করতে পারা।

কিন্তু বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা সফলতার চরম পারাকাষ্ঠা দেখাতে পারে প্রায় বারোশত বৎসর পরে ঐ সময়ে, যখন ইংরেজ পরাশক্তির শ্বেত ভল্লুক ভারতীয় উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করেছে। তারা ভারতে তাদের দখলদারিত্বের সময় গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানীর দ্বারা খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করিয়ে নবী দাবি করায়। সৃষ্টি করে মুসলমানদের মাঝে (একই কুরআনধারী) আরো একজন ভণ্ডনবীর।

একইভাবে তারা সহস্র বছরের মুসলিম কালচার চার মাযহাবের (আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের) অনুসারীদের কাফির-মুশরিক ফাত্ওয়া প্রদানের জন্য সৃষ্টি করে আরো একটি দল। কিন্তু জন্মের সময় এদের নামকরণ বারবার পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে মুহাম্মাদী, অতঃপর যখন তারা দেখতে পেলো এ নামের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর চরম মিল, এতে তাদের ওহাবী পরিচয় গুপ্ত থাকছে না; তখন ১৮৮৬ সালে ইংরেজদের কাছে আবেদন করে নিজেদের পরিচয় "আহ্লে হাদীস" নামে রেজিস্ট্রেশন করে।

এ দলের গোড়াপত্তন করে মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী (মৃত-১২৭৫ হিজরী)। সে শহীদে বালাকোট সাইয়িদ আহ্মাদ শহীদ বেরলবী র. এর মিথ্যা খলীফা দাবী করে সর্বপ্রথম লা-মাযহাবিয়্যাতের ভ্রষ্টতা প্রচার শুরু করে। তখন সাইয়িদ আহ্মাদ শহীদ বেরলবী র. এর খলীফা ও মুরীদগণ এদের সম্পর্কে ফাত্ওয়া তলব করে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের ওলামায়ে কিরামের কাছে আবেদন করেন। সেখানকার মুফতীগণ এদেরকে গোমরাহ্ বলে ফাত্ওয়া দেন। ১২৪৬ হিজরীতে এ ফাত্ওয়া তাম্বীহুদ্ দল্লীন (تنبيه الضالين)' নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।

এ পথভ্রষ্ট ফিরকাটির বাতিল মতবাদসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো :

১. শুধু কুরআন ও সহীহ্ হাদীস শরীয়তের দলীল (এটিও তাদের চতুরতা, নিজেদের মতের বাইরে গেলে তারা সহীহ্ হাদীসও অস্বীকার করে।)

২. ইজমা' ও কিয়াস মান্য করা শিরক।

৩. চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা শিরক।

৪. কোনো ব্যক্তি সাহাবী, ইমাম, মুজতাহিদ যাই হোক না কেন, তাদের কথা মান্য করা যাবে না। তাদের মতামত ও ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. মাখলূকের মতো আল্লাহ্ পাকের হাত, পা, চোখ ও মুখ আছে তথা আল্লাহ্কে অবয়বধারী বিশ্বাস করতে হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহ্লে হাদীস :

শুরু থেকে এরা ওলামায়ে কিরামের প্রতিরোধে এক ঘরে হয়ে যায়। পরবর্তীতে সৌদী আরবে নজদী সালাফীদের ক্ষমতা উত্থান এবং পেট্রো ডলারের জোরে, তারা যখন তাদের মতবাদ বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে প্রচারের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে থাকে, তখন এ লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, তথাকথিত আহ্লে হাদীসদের পালে বাতাস লাগে।

মধ্যপ্রাচ্যের নজদী সালাফীপন্থী দেশসমূহ থেকে মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার নামে আসতে থাকে অজস্র টাকা। আর্থিক শক্তি একটি বড় শক্তি। এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা পরিকল্পনা করে মেধা খরিদ করার জন্য এবং তাদের মতবাদ প্রচার প্রোপাগান্ডার জন্য।

বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এরা এদের বিভ্রান্তির দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছে। মিশরে তাদের অপতৎপরতা দেখে আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের বিশ্ববরেণ্য ইলমী ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. একটি ছোট রেসালা লিখেন। যার নামই বলে দেয় এ লা-মাযহাবী দলটি কতটা পথভ্রষ্ট। তাঁর সে রেসালাটি হলো الامذهبية قنطرة الادينيه। "অর্থাৎ মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ।"

রেসালাটির বাংলা অনুবাদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন আমার প্রিয় মুফতী মনিরুল ইসলাম। মূল অনুবাদটি পেশ করার পূর্বে তিনি লম্বা একটি ভূমিকাও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ গ্রন্থটির কবুলিয়্যাতের জন্য মুনাজাত করছি, আমীন!

নাচিজ আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্
মুহ্তামিম, আনোয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসা
খানকায়ে হামীদিয়া, সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা-৭৬০০

পূর্ব কথা

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের। শত সহস্র দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর।

মুসলিম উম্মাহ্র অন্যতম নক্ষত্র শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর বিখ্যাত প্রবন্ধ "আল্লামাযহাবিয়্যাতু কনতরাতুল লা-দ্বীনিয়্যাহ" এর কথা মনে হলে আমাদের হৃদয় পটে ভেসে ওঠে উপমহাদেশে ইংরেজ কর্তৃক কথিত আহ্লে হাদীস সৃষ্টির সেই কলঙ্কিত ইতিহাস।

বিশেষ করে এ ফেরকার প্রতিষ্ঠালগ্নের দু'হিন্দু, যারা মুসলিম নাম "আব্দুল হক বেনারসী" ও "আবুল হাসান মহিউদ্দীন" ধারণ করে, তাদের কথাও মনে পড়ে যায়। কেননা এরাই মূলত মুসলমানদের মধ্যে এ নব্য ফিতনার সূচনাতে ইন্ধন যোগায়।

প্রবন্ধের নামকরণের যৌক্তিকতা :

হাসান বাটালবীর স্বীকৃতি "পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কুরআন হাদীসের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত যেসব লোককে মাযহাব বর্জনের পরামর্শ দিয়ে মুজতাহিদ বানিয়েছি, তারা কেবল মাযহাব বর্জন করেই ক্ষান্ত হননি বরং মাযহাব বর্জনের সাথে সাথে দ্বীন ইসলামকেও বর্জন করে ছেড়েছেন।"

এ ইতিহাস শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর "আল্লামাযহাবিয়্যাতু কনতরাতুল লা দ্বীনিয়্যাহ" প্রবন্ধের আবেদন সত্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। "আল্লামাযহাবিয়্যাতু কনতরাতুল লা-দ্বীনিয়্যাহ" প্রবন্ধের আবেদনের প্রতি লক্ষ রেখে এবং সাধারণ মুসলমানদের সহজে বোধগম্যের জন্য আমরা শিরোনামটির ছায়া অনুবাদ করেছি,

"মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ"

শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. তাঁর উক্ত প্রবন্ধে ইমাম আবূ ইসহাক আলইসফারানী র. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ' **أوله سفسطة و آخره زندقة** ' অর্থাৎ এ প্রবণতার প্রথম পর্যায়ে থাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক কূটতর্ক আর শেষ পর্যায়ে হয় নাস্তিকতা।

আলোচ্য অনূদিত প্রবন্ধের পূর্বে কথিত আহ্লে হাদীসদের বিভিন্ন বাতিল চিন্তা দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে প্রত্যেক বিষয়কে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য ওলামার মন্তব্য :

যা হোক, ভূমিকা স্বরূপ এ আলোচনাতে পাঠক খেদমতে চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে হাজার বছরের ইমাম মুজতাহিদ

ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের কিছু মতামত তুলে ধরা হলো,

আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ র. বলেন, في الإفصاح : إن الإجماع انعقد على تقليد من المذاهب الأربعة و أن الحق لا يخرج عنهم. " ইফ্সাহ কিতাবে আছে, এ ব্যাপারে ইজমা' সংঘটিত হয়েছে যে, চার মাযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হবে এবং চার মাযহাবের মধ্যেই সত্য নিহিত।[১৫] আল্লামা যারকাশী র. লিখেন,

والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق ، لا عن مجتهد عن المذاهب الأربعة وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه الأربعة ، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها ، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها.

"স্বীকৃত বিষয় হলো বর্তমান যুগে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ (মুজতাহিদে মুতলাক) নেই। তবে সংশ্লিষ্ট মাযহাবের মুজতাহিদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হক এ চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এ চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয় এবং এ চার মাযহাবের মধ্যেই কেবল ইজতিহাদ করা যাবে। [১৬]

যারকাশী র. আরো বলেন, الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة "দলীলের দাবি হলো, চার ইমামের পরে কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে চলা জরুরী।[১৭] আল্লামা আলহাজ্ব ইবনে আমীর র. বলেন, ذكر بعض المتأخرين وهو ابن الصلاح منع تقليد غير أئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.

পরবর্তী আলিমগণ যেমন আল্লামা ইবনুস্ সালাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালেক র. ইমাম শাফে'ঈ র. এবং ইমাম আহ্মাদ র. ব্যতীত অন্য কারো মাযহাব অনুসরণ করা বৈধ নয়।[১৮]

ইমাম যাহাবী র. তাঁর "সিয়ারু 'আলামিন্ নুবালা" কিতাবে লিখেছেন,

لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه

চার ইমাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সে বিষয়ের বিপরীতে কোনো সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১৯]

---

[১৫] আলফুরূ, ইবনে মুফলিহ্, খ.৬, পৃ. ৩৭৪

[১৬] আলবাহ্রুল মুহীত, খ.৮, পৃ. ২৪০

[১৭] প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৪

[১৮] আত তাকবীর ওয়াত তাহ্বীর, খ. ৩, পৃ. ৪৭২

[১৯] ইমাম যাহাবী সিয়ারু 'আলামিন নুবালা, খ. ৭, পৃ. ১১৭

আল্লামা মুনাবী র. তাঁর "ফাইযুল কাদীর" কিতাবে লিখেছেন,

فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء والإفتاء لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت

বিচার ও ফাত্ওয়ার ক্ষেত্রে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২০]

আল্লামা কারাফী র. বলেন, **إن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم** "কেবল চার মাযহাবের কোনো একটির মাঝেই তাকলীদ সীমাবদ্ধ থাকবে"[২১]

শায়েখ আব্দুল গণী নাবলূসী র. লিখেছেন,

وأما تقليد مذهب من مذاهب الآن غير المذهب الأربعة، فلا يجوز

চার মাযহাব ব্যতীত বর্তমানে অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ জায়েয নেই।[২২]

হাফিয ইবনে হাজার র.বলেন,

إنه يشترط فى تقليد الغير أن يكون مذهبه مدونا محفوظ الشروط و المعتبرات

فقول الإمام السبكي : إن مخالفة الأربعة كمخالفة الإجماع محمول على مالم يحفظ ، ولم تعرف شروطه، وسائر معتبراته من المذاهب التي انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وغيرهم.

চার মাযহাব ব্যতীত অন্য মাযহাব অনুসরণের জন্য শর্ত হলো, তাঁদের মাযহাবসমূহ লিপিবদ্ধ থাকা এবং মাযহাবের শর্তসমূহ ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা সংরক্ষিত থাকা। আল্লামা সুবকী র. যে বলেছেন, "চার মাযহাবের বিরোধিতার অর্থ হলো, ইজমা'র বিরোধিতা করা" এ বক্তব্য (বিরোধিতার বৈধতা) সে সকল মাযহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো সংরক্ষিত নয়। যার শর্তসমূহ এবং অন্যান্য নীতিমালা অজানা। এ সব মাযহাবের কোনো অনুসারী বর্তমানে অবশিষ্ট নেই এবং তাদের মাযহাবের ওপর লিখিত কোনো কিতাবও পাওয়া যায় না। যেমন সুফিয়ান সাউরী র. ইমাম আওযা'ঈ র. ও ইবনে আবী লাইলা র.সহ অন্যদের মাযহাব।[২৩]

---

[২০] ফাইযুল কাদীর খ. ১, পৃ. ২১০

[২১] মাওয়াহিবুল জালীল খ. ১, পৃ. ৩০

[২২] খুলাসাতুত তাহকীক পৃ. ৬৮

[২৩] বুলূগুস সুবুল পৃ. ১৮

ইবনে খালদূন র. বলেন, ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق من الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز والإعواز وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين و حظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم ...ومدعي الاجتهاد لهذا العصر مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار أهل الإسلام اليوم على هؤلاء الأربعة.

বর্তমানে সমস্ত শহরে শুধু এ চার মাযহাবেরই অনুসরণ করা হয় এবং এর অনুসারীগণ অন্যদেরকে এ চার মাযহাবের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর মানুষ এ ব্যাপারে মতানৈক্যের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর কারণ হলো, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় নিত্য-নতুন পরিভাষার সৃষ্টি। সাথে সাথে যখন মানুষ "ইজতিহাদ"এর স্তরে উন্নীত হওয়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়লো এবং ইজতিহাদের বিষয়ে অযোগ্য ও দ্বীনের ব্যাপারে আস্থাহীন লোকদের হস্তক্ষেপের ভয় করলো, তখন তারা নিরূপায় হয়ে মানুষকে এ চার মাযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণের নির্দেশ দিলো। এবং চার মাযহাবের ক্ষেত্রে রদবদল বা তালফীক করা থেকে মানুষকে সতর্ক করলো। কেননা এটি দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা করারই নামান্তর। সুতরাং এ যুগে কেবল এ চার মাযহাবের মাসআলা-মাসায়েলই চর্চা করা হয়। এ যুগে কারো "মুজতাহিদ হওয়ার দাবী সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হবে। সুতরাং এ ধরণের দাবিদারের অনুসরণও নিষিদ্ধ। বর্তমান সময়ের মুসলমানগণ এ চার মাযহাবের ওপরই একমত হয়েছেন।[২৪]

বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন,

مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة والجماعة

চার মাযহাব ও অন্যান্য ইমামের মাযহাব আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।[২৫] আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম মুজতাহিদ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস সকলেই চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব অনুসরণ করাকে আবশ্যক বলেছেন এবং এর ব্যতিক্রম করাকে নাজায়েয বলেছেন।

[২৪] মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদূন খ. ১, পৃ. ৫৬৩

[২৫] উমদাতুল ক্বারী খ. ২, পৃ. ২৭৩

ইখতিলাফের স্তরসমূহ :

মুমিন হৃদয়ে হয়ত প্রশ্ন আসতে পারে চার মাযহাবের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যে ইখতিলাফ রয়েছে এর কারণ কী? মূলত ইখতিলাফ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে এ জাতীয় প্রশ্ন সৃষ্টি হত না। ইসলামী শরীয়তের সাথে যারা পরিচিত তাঁরা জানেন, মৌলিকভাবে ইখতিলাফ তিন প্রকার :

১. ধর্ম নিয়ে ইখতিলাফ : এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো (আল্লাহ্‌র দরবারে) গ্রহণ করা হবে না।"

২. ফেরকাসমূহের ইখতিলাফ : এ প্রসঙ্গে সুনানে আবূ দাউদ ও মুস্তাদরাকে হাকিমে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে,

ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة . اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة

"তোমাদের পূর্বের আহ্‌লে কিতাবরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে; আর এ উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর ফেরকায়। এর মধ্যে বাহাত্তর ফেরকা জাহান্নামে যাবে। একটিমাত্র দল যাবে জান্নাতে; আর সেটিই হচ্ছে আলজামা'আত।"[২৬]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

"নিশ্চয় যারা আমার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবে তারা অনেক ইখতিলাফ বা মতবিরোধ দেখতে পাবে। তাই তোমরা আমার সুন্নাহ্ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্‌কে আঁকড়ে ধর এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে অত্যন্ত মজবুতভাবে ধরে রাখ।"[২৭]

বোঝা যাচ্ছে যে, ফেরকাগত ইখতিলাফের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল একটিই যা পরিপূর্ণভাবে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল থাকবে। আর সে দল হলো 'আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত'।

এজন্য যে ব্যক্তি আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের সর্বস্বীকৃত বিষয়সমূহে দ্বিমত পোষণ করে, সে আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত থেকে বের হয়ে যায়। যেমন, ইজমা'-কিয়াস অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি জরুরিয়্যাতে দ্বীন বা শরীয়তের

[২৬] মুসনাদে আহ্‌মাদ : ৯/২১৫ (২৬৭৭) সুনানে দারেমী : ৯/২১৫ (২৬৭৭)

[২৭] সুনানে আবূ দাউদ : ৪/২০১ (৪৬০৭) সুনানে তিরমিযী/মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/৯৫-৯৬

স্বতঃসিদ্ধ বিষয়সমূহের কোনো একটিও অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার না করা। দেখুন, **شرح نخبة الفكر لابن حجر، الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد**

এ দু'প্রকার ইখতিলাফ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভাষ্যানুযায়ী এবং উম্মতের ঐক্যমতানুযায়ী ইখতিলাফে মাযমূম তথা নিন্দনীয় ইখতিলাফের অন্তর্ভুক্ত এবং এ জাতীয় ইখতিলাফ সম্পূর্ণ হারাম। তাই এ ধরণের ইখতিলাফ থেকে বেঁচে থাকা ফরয। রাবেতাতুল আলামী আলইসলামী মক্কা মুকার্‌রামা-এর **المجمع الفقهي** এর রেজুলেশনের ভাষ্যানুযায়ী এটি এমন ইখতিলাফের অন্তর্ভুক্ত যা **يجب أن لا يكون** অর্থাৎ একদম না হওয়াই জরুরী।[২৮]

এ ধরণের ইখতিলাফের কারণসমূহের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া সংক্ষিপ্তভাবে এবং আল্লামা শাতিবী র. বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। দেখুন, **اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ، الاعتصام للشاطبي**

৩. আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আলিমগণের মধ্যকার ইখতিলাফ :

এ ধরণের ইখতিলাফ তিন প্রকার :

ক. تعدد سنة তথা একাধিক সুন্নাহ্‌র কারণে ইখতিলাফ :

অর্থাৎ একটি বিষয়ে দু'ধরণেরই প্রমাণপুষ্ট সুন্নাহ্ পাওয়া যায়, তখন কোন্ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করা হবে সে ব্যাপারে ইখতিলাফ। মূলত এ ধরণের ইখতিলাফ কোনো ইখতিলাফই নয়; বরং বেশি থেকে বেশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরণের ইখতিলাফকে উত্তম অনুত্তমের ইখতিলাফ বলা যেতে পারে।

ইবনে তাইমিয়া এ ব্যাপারে বলেছেন :

وقاعدتنا فى هذا الباب أصح القواعد إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا فى أنواع صلاة الخوف وفى نوعى الأذان الترجيع وتركه ونوعى الإقامة شفعها وإفرادها وكما قلنا فى أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو والقنوت قبل

---

[২৮] مجلة المجمع الفقهي বর্ষ ১, সংখ্যা ২,পৃষ্ঠা ৫৭

الركوع وبعده والتحميد بإثبات الواو وحذفها وغير ذلك لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر

"এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতিই হচ্ছে সর্বাধিক সঠিক যে, ইবাদতের ঐ সকল একাধিক পদ্ধতি যদি এমন أثر এর মাধ্যমে বর্ণিত হয় যা দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায়, তাহলে তার কোনো একটি পদ্ধতিকেও মাকরূহ বলা যাবে না। বরং সবগুলোই শরীয়তসম্মত।

যেমন, সালাতুল খাওফ-এর বিভিন্ন পদ্ধতি; তারজী'সহ আযান ও তারজী'বিহীন আযান; ইকামাতের শব্দাবলি একবার করে উচ্চারণ করা বা দু'বার করে উচ্চারণ করা; তাশাহ্হুদের বিভিন্ন প্রকার; নামাযের শুরুতে পঠিতব্য বিভিন্ন দু'আ; কুরআনের বিভিন্ন প্রকারের কিরাআত; ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলার বিভিন্ন নিয়ম; জানাযার নামায ও সিজদায়ে সাহুর বিভিন্ন তরিকা; রব্বানা লাকাল হাম্দ বা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ বলা ইত্যাদি সব ব্যাপারে আমরা এটিই বলে থাকি। তবে কখনো কখনো কোনো একটি নিয়ম মুস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত হয় এবং একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অপরটি মাকরূহ হবে না।"[২৯]

এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম বলেন,

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع

"ফজরের নামাযে কুনূত পড়া ও না পড়ার ইখতিলাফটি ইখতিলাফে মুবাহ্ এর শামিল। যে পড়ে না তাকে তিরস্কার করা যাবে না এবং না পড়ার কারণেও কোনোরূপ কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। আর যে পড়ে তাকেও তিরস্কার করা যাবে না। যেমনিভাবে নামাযের মাঝে রফ'উল ইয়াদাইন করা না করার ইখতিলাফ। তাশাহ্হুদের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে ইখতিলাফ; এমনিভাবে আযান-ইকামাতের পদ্ধতি; হজ্জের বিভিন্ন পদ্ধতি তথা ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু'র ইখতিলাফ।"[৩০]

এ প্রকার ইখতিলাফ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া অন্য কিতাবে লিখেন,

اختلاف التنوع على وجوه, منه: ما يكون كل واحد من القولين، أو الفعلين حقاً مشروعاً،

---

[২৯] মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া : ২৪/২৪২-২৪৩, আরো দেখুন, আলফাত্ওয়াল কুবরা, ১/১৪০

[৩০] যাদুল মা'আদ, ১/২৬৬, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত। আরো দেখুন, রিসালাতুল উল্ফা বাইনাল মুসলিমীন, ইবনে তাইমিয়া

كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ك "كلاكما محسن". ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة، إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل.

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف، ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها، ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ، فتجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر، أو النهي عنه, ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

اختلاف التنوع (যা বাহ্যত ইখতিলাফ হলেও মূলত ইখতিলাফ নয়) কয়েক প্রকার, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এমন ইখতিলাফ যেখানে প্রত্যেকটি বক্তব্যই সঠিক এবং প্রত্যেকটি আমলই শরীয়ত স্বীকৃত। যেমন ঐ সমস্ত কিরাআত (যেগুলো **سبعة أحرف** এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো তথাপি মূল বিষয়টি জানার পূর্বে) সাহাবায়ে কেরামের মাঝে (কোনটি) নিয়ে ইখতিলাফ হয়েছিলো। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ নিয়ে ঝগড়া করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে ঠিকভাবে পড়েছ।

এমনিভাবে আযান-ইকামাতের পদ্ধতি; নামাযের শুরুতে পঠিতব্য দু'আ; তাশাহ্হুদ, সালাতুল খাওফ, জানাযা ও ঈদের নামাযের তাকবীর সংক্রান্ত ইখতিলাফ, যেখানে সব পদ্ধতিই শরীয়ত স্বীকৃত; যদিও কিছু পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনেক লোককে দেখা যায় যে, ইকামাতের শব্দ একবার বলা বা দু'বার বলা বা এ ধরণের (খুঁটিনাটি) বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এটি একেবারেই হারাম। আর কেউ কেউ এ পর্যায়ে না পৌঁছলেও তাদের অনেককে দেখা যায় যে, তারা এ সকল পদ্ধতির কোনো একটি পদ্ধতিকে তাদের অন্তরে গেঁথে নেয় এবং অপরটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; কিংবা মানুষকে সেগুলো গ্রহণ করতে নিষেধ করে। এর ফলে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞার আওতায় ঢুকে পড়ে। (অর্থাৎ তারা যে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো, তা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ তিনি বৈধ ইখতিলাফকে ঝগড়ার কারণ বানাতে বারণ করেছেন।)"[৩১]

[৩১] ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম : ১/১৩২-১৩৩

তিনি আরো বলেন ,

وهذا القسم – الذي سميناه اختلاف التنوع – كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك – إذا لم يحصل بغي

"আর এ প্রকার ইখতিলাফ যার নাম দিয়েছি **اختلاف التنوع** (অর্থাৎ আমলের পদ্ধতির বিভিন্নতার ইখতিলাফ) কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতীত প্রত্যেকেই তাতে সঠিক পথ অবলম্বনকারী; কিন্তু এ ধরণের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাকে নিন্দা করা হয়েছে। কারণ এ ধরণের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই প্রশংসনীয় হওয়াটি কুরআন মাজীদ থেকে বুঝে আসে; যদি একপক্ষ অপরপক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি না করে।"[৩২]

পাঠক! এজন্য চার মাযহাবের মধ্যে যে ফুরূ'ঈ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, এটি ইখতিলাফে মাহ্মূদ বা প্রশংসনীয় ইখতিলাফ।[৩৩] যারা চার মাযহাবের মধ্যে এ ফুরূ'ঈ ইখতিলাফ দোষের মনে করেন তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে শত শত ইখতিলাফে নিমজ্জিত। নিম্নের কিতাবগুলোর নামের প্রতি লক্ষ করলেই পাঠক সহজে তা বোঝতে পারবেন,

البشارة والاتحاف بما وقع بين ابن تيمية والألباني من الخلاف لحسن السقاف

تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني.

لا جديد في أحكام الصلاة لبكر أبو زيد.

الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز لدكتور سعد بن عبد الله

পাঠক! আমরা পূর্বোল্লেখিত হাজার বছরের এ সকল বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের মতামতের আলোকে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মত ও পথকে হক মনে করি না এবং তাদের পুস্তকাদি সাধারণ মুসলমানদের অধ্যয়ন করাও জায়েয মনে

---

[৩২] ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম : ১/১৩৫, আরো দেখুন, মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া : ২৪/২৪৫-২৪৭

[৩৩] এ বিষয়গুলো চৌদ্দশত বছরের চার মাযহাবের অনুসারী ইমাম, মুজতাহিদ-ফকীহ্, মুহাদ্দিস, সকলেরই জানা। তারপরও ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের হাওয়ালায় বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হলো, কোনো কোনো সময় কথিত আহ্লে হাদীস, সালাফীদের, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের হাওয়ালা তুলে ধরতে দেখা যায়। কিন্তু কেন যেন এ বিষয়গুলো তাদের চোখের আড়ালে থেকে যায় !!

করি না। মুফতীয়ে আযম (বাংলা ও আসাম) আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দীকি র. তাঁর **الموضوعات** কিতাবের পৃ. ১১৫ বলেন,

ان اخباروں کا دیکھنا جس میں اسلام کے خلاف اور مذھب اربع کے خلاف باتیں شائع ھوتی ھو وتصاویر وغیرہ منضم ھوں دیکھنا نا جائز ھے

যে সকল পত্র-পত্রিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে এবং চার মাযহাবের বিরুদ্ধে কথাবার্তা প্রচার করা হয়, ছবি ও অন্যান্য নাজায়েয বিষয় সন্নিবেশিত থাকে সেগুলো পাঠ করা বৈধ নয়।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তার জীবন ও কর্মের প্রতি দৃষ্টি দিলে শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর ব্যবহৃত একটি শব্দ মনে পড়ে যায়।

যে শব্দটি তিনি আবূ বকর হাযিমী র. (মৃত ৫৮৪ হি.) কর্তৃক **شروط الأئمة الخمسة** কিতাবের টীকাতে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি হলো, **أصحاب الكناشات** এ শব্দের ব্যাখ্যায় শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. বলেন,

المراد بأصحاب الكناشات الذين التقطوا كلمات من العلم من هنا وهناك لم يتأسسوا بالدرس و البحث والتلقي بين أيدى العلماء.

"আসহাবুল কুন্নাশাত" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা এখান-সেখান থেকে ইলমের কিছু বিষয় সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু দর্স-তাদ্রীস ইলমী আলোচনা পর্যালোচনা ও আলিমদের সোহ্বতে থেকে ইল্ম অর্জন করেননি। এক কথায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারা ইল্ম অর্জন করেনি।

মূলত ইসলামের ইতিহাসে সকল বাতিলই ইলমের এ স্বর্ণশিকলকে অবজ্ঞা করেছে। কি কথিত আহ্লে হাদীস, কি অন্যান্য বিদ'আতী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ধোঁকা থেকে মুসলিম উম্মাহ্কে হেফাযত করুন। আমীন!

যেহেতু এ কিতাবটি শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর "আল্লামাযহাবিয়্যাতু কনতরাতুল লা-দ্বীনিয়্যাহ" প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে লিখা। তাই শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর ইলমী শান ও মর্যাদার ব্যাপারে পাঠক হৃদয়ে প্রশ্ন আসতে পারে।

মূলত তাঁর জীবনীর ওপর বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র পুস্তক লিখার দাবি রাখে। বক্ষমান পুস্তকের শেষে যদিও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত তুলে ধরা হয়েছে। তথাপি এখানে

তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া একটি কথা তুলে ধরছি, যা দ্বারা বিজ্ঞ পাঠক তার ইলমী মাকাম সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাবেন।

এক মাগরিবী (পশ্চিমা) সালাফী আলিমকে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন,

أبديت له أني على استعداد لأناقشه في أية مسألة شاء. على أي مذهب شاء. في أمر يكون الحديث على خلافه بكل جلاء، وطلبت منه مسألة من مسائل مذاهب السنة تكون مخالفتها للحديث في غاية الوضوح في نظره- وجرت هذه الكلمة على لساني فلتة من غير قصد.

উক্ত মাগরিবী আলিমের নিকট প্রকাশ করলাম (চার মাযহাবের) যে কোনো একটির যে কোনো মাসআলা সে হাদীসের খিলাফ মনে করে, আমি সে মাসআলা নিয়ে তার সাথে দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা করতে রাজি এবং আমি তার নিকট আবেদন করলাম, আপনি চার মাযহাবের যে কোনো একটি মাসআলা প্রদান করুন, যে মাসআলা আপনার দৃষ্টিতে হাদীসের খিলাফ মনে হয়। (কিন্তু তিনি তা প্রদান করেননি) (কাউছারী র. বলেন) এ কথাটি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। **النكت الطريفة** কিতাবের শুরুতে আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. উক্ত ঘটনাটি এনেছেন।[৩৪]

পাঠক! যারা কাউছারী র. এর ইলমী শান ও ইলমী খেদমত সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তাঁরা জানেন কাউছারী র. সত্য কথাটিই বলেছেন। যার কিঞ্চিত প্রমাণ বহন করে তাঁর উক্ত **النكت الطريفة** কিতাবটি।

এখানে আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করবো না। ইবনে রজব হাম্বলী র. এর একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর দ্বারা আমরা এ আলোচনা শেষ করছি।

فإن قال أحمق متكلف: كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟.

যদি কোনো নির্বোধ প্রশ্ন করে যে, কেন মানুষকে সুনির্দিষ্ট কিছু আলিমের বক্তব্যের ওপর সীমাবদ্ধ করা হবে এবং “ইজতিহাদ” থেকে বাধা প্রদান করা হবে অথবা চার ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামের অনুসরণ করতে দেওয়া হবে না?

---

[৩৪] উক্ত পশ্চিমাপন্থী সালাফী আলিমের নাম তকিউদ্দীন হেলালী। সে জার্মানে পড়াশুনা করে এবং এক জার্মানী মেয়েকে বিবাহ করে। দেখুন, মুহাম্মাদ আওয়ামা কর্তৃক মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার টীকা খ. ২০, পৃ. ২৩

قيل له كما جمع الصحابة – رضي الله عنهم – الناس من القراءة بغيره من القرآن ، لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك ، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام، لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين: لأدى ذلك إلى فساد الدين ، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين؛ فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين، وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين . فلا تقضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين – رضي الله عنهم – أجمعين.

তাকে উত্তর দেওয়া হবে যে, যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রা. মানুষকে কুরআন মাজীদের সাত কিরাত থেকে এক কিরাত পাঠের ওপর বাধ্য করেছিলেন। কারণ যখন তাঁরা দেখলেন যে, এরই মাঝে মুসলমানদেরকে যদি বিভিন্ন কিরাতে কুরআন পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তারা মহাধ্বংসের মুখে নিপতিত হবে।

তেমনিভাবে শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল ও হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিষয়কে একত্রিত না করা হয়, তবে সেটি দ্বীনের ধ্বংস বয়ে আনবে। নিরেট নির্বোধ-মূর্খরাও নিজেদেরকে বড় বড় মুজতাহিদ ইমামের আসনে সমাসীন করবে, এবং নিজের মনগড়া বক্তব্যকে পূর্ববর্তীদের কিছু পরিত্যাজ্য বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দ্বীন বিকৃতির পথে অগ্রসর হবে। যেমন কোনো কোনো যাহিরী আলিম করেছেন। অথচ সেসব মাসআলায় পূর্ববর্তীদের অনুসরণ না করার ব্যাপারে উম্মত একমত হয়েছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যান আল্লাহ্‌র ফায়সালাকৃত এ চার মাযহাবের অনুসরণের মাঝেই নিহিত আছে।[৩৫]

---

[৩৫] আর-রাদ্দু আলা মান ইত্তাবা গাইরাল মাযাহিবিল আরবা'আ, পৃ. ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাযহাব ও আলফিক্‌হুল ইসলামী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ
কুরআনের আলোকে ফিক্‌হ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হাদীসের আলোকে ফিক্‌হ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ

জামেআ আলআযহারে খ্রিস্টীয় ষড়যন্ত্র

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্জন কি সুন্নাহ্?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
তাবে'ঈদের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ

হাদীস কাকে গোমরাহ্ করে?

হাদীসের ওপর আমল করার জন্যই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে দিতে হয়

লা-মাযহাবীদের সুন্নাহ্ প্রেমের অন্তরালে

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের আলোকে ফিক্‌হ

মাযহাবের ইতি কথা :

কিছু প্রশ্ন : কিতাবের নামের প্রতি লক্ষ করলে সাধারণ পাঠকদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, মাযহাব কী? বা মাযহাব অনুসরণ করা কী? কথিত আহ্‌লে হাদীস নামধারী বিদ‘আতীদের অপপ্রচারে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ আজ এসব প্রশ্নের সম্মুখীন। কারণ সারা পৃথিবীর মুসলিম সমাজের ন্যায় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজও ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে মাযহাব অনুসরণ করে আসছে।

তাই মাযহাব সম্পর্কিত আলোচনায় পাঠকদের যে বিষয়গুলোর প্রতি প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন তা হলো, মাযহাবের হাকীকত বা মাযহাব মূলত কী? বা মাযহাব মানার প্রয়োজন আছে কি না? ইত্যাদি প্রশ্নগুলো কখন সৃষ্টি হয়েছে? অর্থাৎ এ প্রশ্নগুলো কি বিগত তেরোশত বছর যাবত ছিলো? না বর্তমান সময়ের গুটিকয়েক ফাত্তান বা ফিতনাকারী কর্তৃক সৃষ্ট? এবং মাযহাব না মানার ওপর ইসলামের গৌরবময় সোনালী ইতিহাসে কখনো আমল হয়েছে কি?

মাযহাবের হাকীকত :

পাঠক! মাযহাবের হাকীকত বা মাযহাব মূলত কী এ বিষয়ের আলোচনা সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এখানে প্রথম কথা হলো, মাযহাব কি চার ইমামের অনেক পরে সৃষ্ট, (যা বলে কথিত আহ্‌লে হাদীস বিদ‘আতীরা সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে) না চার ইমামের পূর্বে সাহাবা-তাবে‘ঈ যামানাতেও মাযহাব ছিলো? সকল পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, সত্য গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়ন করলে বা আহ্‌লে হাদীস উপাধি গ্রহণ করার পূর্বে প্রকৃত ও যোগ্য হাদীসের খাদেমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করলে এ প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যেত।

ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী র. তাঁর কিতাব, **كتاب العلل** (কিতাবুল ইলাল) এ বলেন, **لم يكن في أصحاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس** হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহ্‌বতপ্রাপ্ত সাহাবীগণের মধ্যে তিনজন সাহাবীর মাযহাব অনুসরণ করা হত, তাঁদের প্রদত্ত ফাত্‌ওয়া অনুযায়ী রায় প্রদান করা হত। এবং তাঁদের (ফিক্‌হী সমাধানের) তরিকা বা পন্থা অনুসরণ করা হত। উক্ত তিন সাহাবী হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. যাইদ ইবনে সাবিত রা. এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.।[৩৬]

পাঠক! আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাহাবীগণের মাঝেও মাযহাব ছিলো। সাহাবীগণের যুগেও ফকীহ্-মুজতাহিদদের অনুসরণ করা হত। (এ অনুসরণের নামই

[৩৬] আলী ইবনুল মাদীনি র. কিতাবুল ইলাল. পৃ. ১০৭

তাকলীদ) অতএব মাযহাব নতুন কোনো বিষয় নয়। একইভাবে ফকীহ্-মুজতাহিদগণের ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়া অনুসরণও নতুন বিষয় নয়।[৩৭] ফকীহ্-মুজতাহিদগণের ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়া অনুসরণের এ চিরসত্য ও বাস্তব বিষয়ের ওপর মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আমল করে আসছে।

এজন্য দেখা যায়, আলফিক্হুল ইসলামী তথা চার মাযহাবের ইমাম[৩৮] ও তাঁদের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়া সংকলিত (যার অপর নাম মাযহাব) হওয়ার পর থেকে; ইসলামের এ দীর্ঘ ইতিহাসে তাঁদের এ ফিক্হ ও ফাত্ওয়া অনুসরণের বাইরে পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কোনো মুসলমান ছিলেন না।

সোনালী হরফে লিখা ইসলামী ইতিহাস ও মুসলিম উম্মাহ্র জন্য জীবন ওয়াকফকারী অদ্বিতীয় গৌরবময় ইলমী দাস্তান সম্পর্কে যে সকল ভাই কিঞ্চিত অবগত তাঁরা জানেন, চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়া সংকলিত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মুসলমান এ ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়া অনুযায়ী আমল করে আসছেন।

তাকলীদ না করার পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য :

তাঁদের ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়া অনুসরণের বাইরে যা ছিলো, তা তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,

১. কোনো যোগ্য মুজতাহিদ তাঁর নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করেছেন।

২. কোনো যোগ্য বা অযোগ্য আলিমের চার মাযহাবের ফিক্হী সংকলন ও ফাত্ওয়ার বাইরে কিছু অগ্রহণযোগ্য মতামত, ইসলামী ইতিহাসে যা পরিত্যাজ্য হিসেবেই চিহ্নিত।

৩. বাতিল ফেরকার অস্তিত্ব ও তাদের মতাদর্শ। প্রতি যুগের ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া হক্কানী আলিমগণ, এ বাতিল ফেরকার পরিচয় উম্মতে মুহাম্মাদীর সামনে তুলে ধরেছেন।

গোঁড়ামী মুক্ত মানসিকতার প্রয়োজন :

[৩৭] সত্য ও বাস্তব কথা হলো, মাযহাব ও তাকলীদ সাহাবীগণের যামানাতেও ছিলো। তাই এটি এমন নয় যে, শত শত দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। বরং প্রয়োজন শুধু প্রশস্ত হৃদয়, হক বা সত্য গ্রহণের মানসিকতা এবং তা'আস্সুবিয়্যাত বা গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হয়ে আদালতের নেয়ামত লাভের জন্য প্রার্থনা করা। এ নেয়ামতে ধন্য হলে আশা করা যায় অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

[৩৮] ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালেক র. ইমাম শাফে'ঈ র. ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র.

এ তিন অবস্থা ব্যতীত ইসলামের প্রথম যুগ থেকে বিশ্বব্যাপী সকল মুসলমান ফকীহ্-মুজতাহিদগণের মাথার মণিতুল্য চার ইমামের নামে সংকলিত ফিক্হী সংকলন ও ফাত্ওয়া (যার অপর নাম মাযহাব) অনুসরণ করে আসছেন এবং ইসলামী ফিক্হের গৌরবময় সোনালী ইতিহাসের সাথে যে সকল ভাই পরিচিত আছেন, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হবেন বলে আশা রাখি। তাহলে বর্তমান সময়ে এসে মাযহাব কী? বা মাযহাব মানার প্রয়োজন আছে কি? ইত্যাদি প্রশ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী?

উদ্দেশ্য কি এটিই যে, সাহাবা যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মাযহাবের অনুসারী সকল ইমাম-মুজতাহিদ, ফকীহ্-মুহাদ্দিস, আলিম-ওলামা, ওলী-আউলিয়াসহ সকল মুসলমান ভুলের মধ্যে ছিলেন প্রমাণ করা? (না'ঊযু বিল্লাহ্)[৩৯] এবং মুসলিম উম্মাহ্র সহস্র কোটি জীবন ওয়াক্ফের বিনিময়ে গড়ে ওঠা চৌদ্দশত বছরের ইলমের প্রাসাদকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া?[৪০] মুসলিম উম্মাহ্র চির শত্রু ইয়াহুদী-নাসারা ও মুশরিকদের কাছে চৌদ্দশত বছরের সকল মুসলিম মনীষীকে মূর্খ প্রমাণ করা?

পাঠক! এটি আবেগতাড়িত কোনো কথা নয়। আজ চৌদ্দশত বছর পর মুসলমানদের এ যুগ সন্ধিক্ষণে এ জাতীয় সমাধানকৃত বিষয়গুলো সামনে এনে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, তা মুসলমানদের বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং মুসলিম উম্মাহ্র দ্বীনি বিষয়ে শত খেদমত পরিত্যাগ করে যারা প্রকৃত মুসলমানদের কাফির-মুশরিক ফাত্ওয়া দিয়ে মুসলিম সমাজকে কলুষিত করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে কাদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে মুসলমানদের তাও ভেবে দেখতে হবে।

সাহাবা যুগে মাযহাব :

এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, সাহাবা যামানাতে যেমন শখ্ছে মাসলাকের তথা একদল ফকীহ্র অনুসরণ বা তাকলীদ হত, চার ইমামের নামে যে মাযহাব রয়েছে সেখানেও শখ্ছে মাসলাকের অনুসরণ বা তাকলীদ হয়ে থাকে। যেমন, মদীনাতে হযরত আয়েশা রা. হযরত ইবনে ওমর রা. হযরত যাইদ বিন

---

[৩৯] পাঠক! এটি শুধু খেয়ালী কথা নয়, গাইরে মুকাল্লিদ, কথিত আহ্লে হাদীসরা এমনই ধারণা করে। তাদের বিভিন্ন পুস্তিকাতে মুসলিম উম্মাহ্র মাযহাব অনুসরণের কারণে যুগ যুগ ধরে ভুলের অনুসারী হিসেবে বিভিন্ন উক্তি ও লিখা তুলে ধরছে।

[৪০] এ বিষয়ে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. রচিত صفحات من صبر العلماء على شدائد والتحصيل العلم কিতাবটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ছাবিত রা. ও অন্যান্য ফকীহ্ সাহাবীর ফিক্হের অনুসরণ করা হত। অর্থাৎ তাঁরা যে রায় দিতেন তার অনুসরণ করা হত। একে ফিক্হুল মদীনা বলে। একইভাবে ইসলামী বিশ্বের ইরাক, কূফা, বসরা, শাম ইত্যাদি অঞ্চলেও তথাকার ফকীহ্ সাহাবীগণের ফিক্হের অনুসরণ বা তাকলীদ হত।

সাহাবা যামানাতে এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে, একজন মুস্তাফতী বা ফাত্ওয়া অন্বেষণকারী একটি ফাত্ওয়া নিয়ে মদীনা, কূফা, শাম ইত্যাদি অঞ্চলে ছুটে ফিরেছেন। বরং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ এলাকার ফকীহ্ সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। চার ইমামের নামে যে ফিক্হী সংকলন বা মাযহাব রয়েছে, সেখানেও শখ্ছে মাসলাকের অনুসরণ বা ব্যক্তি তাকলীদ হয়ে থাকে।

মাযহাব ও বিদ‘আত :

চার ফিক্হী সংকলন বা চার মাযহাব এর নির্ভরযোগ্য ফিক্হের কিতাবগুলো যারা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা জানেন, কোনো মাযহাবের সকল মাসআলাতে উক্ত মাযহাবের ইমামের সকল ফাত্ওয়া অনুসরণ করা হয়নি। যেমন, ইমাম আবূ হানীফা র. এর নামে যে হানাফী ফিক্হ সংকলন বা হানাফী মাযহাব রয়েছে, সেখানে ইমাম আবূ হানীফা র. এর সকল ফিক্হী সমাধান বা ফাত্ওয়া অনুসরণ করা হয়নি; বরং ইমাম আবূ ইউসুফ র. ইমাম মুহাম্মাদ র. ইমাম যুফার র. ইমাম তহাবী র.সহ অন্যান্য ইমামের ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়াও এ মাযহাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে, ইমাম মালেক র. ইমাম শাফে‘ঈ র. ও ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এর নামে যে মাযহাব রয়েছে, সেখানেও উক্ত ইমামগণের সকল ফিক্হী সমাধান বা ফাত্ওয়া অনুসরণ করা হয়নি। একটি বিষয় আমাদের পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন যে, চার মাযহাবের ফিক্হ-ফাত্ওয়া অনুসরণের যে নীতি মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে রয়েছে, এটিই ইসলামী শরীয়তের মুতাওয়ারিছ বা প্রজন্ম ধারাবাহিকতায় চলে আসা তরিকা। এর ব্যতিক্রমটি বিদ‘আত।

পাঠক! এ পর্যায়ে আমরা মাযহাবের হাকীকত বা মাযহাব মূলত কী এ বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. তাঁর “বোরহানোল-মোকাল্লেদীন বা মজহাব মীমাংসা” কিতাবে বলেন, “এমামগণ শরীয়তের দলীলসমূহ হইতে যে সকল মছলা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয়কে মজহাব বলা হয়”।[৪১] অর্থাৎ, ইমামগণের ফিক্হ ও ফাত্ওয়া সংকলনকে মাযহাব বলা হয় বা ফিক্হ ও ফাত্ওয়া

[৪১] আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র.“বোরহানোল-মোকাল্লেদীন বা মজহাব মীমাংসা” পৃ. ১ আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র.এর পরিচয় স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

সংকলনের অপর নাম মাযহাব। এজন্য ফিক্হের পরিচয় জানলে, আমাদের সামনে মাযহাবের হাকীকত বা পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠবে এবং জানা যাবে মাযহাব কাকে বলে।

"ফিক্হ" এর পরিচয় :

আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. এর "তাকলীদ কি শর'ঈ হাইছিয়াত" এর বঙ্গানুবাদ "মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন ?" কিতাবটির ভূমিকা লিখেছেন, উস্তাদে মুহ্তারাম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুযুর দা.বা.। উক্ত ভূমিকাতে উস্তাদে মুহ্তারাম ফিক্হ এর অনুপম পরিচয় তুলে ধরেছেন। পাঠক খেদমতে তা হুবহু তুলে ধরছি। 'ফিক্হ' বলা হয়,

১. কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানাবলির সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপকে।

কেননা, ফিক্হের মধ্যে তহারাত (পবিত্রতা) থেকে ফারায়েয (মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল) পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের মাসায়েল বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে একস্থানে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।

২. ইসলামী ইবাদতসমূহের নিয়ম-কানূন ও পদ্ধতির সুবিন্যস্ত রূপকে।

যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে শিখিয়েছিলেন। তাঁরা তাবে'ঈদেরকে এবং তাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোকদেরকে শিখিয়েছিলেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আমরা প্রতিদিন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, তার তাকবীরে তাহ্রীমা থেকে সালাম পর্যন্ত মাসআলাসমূহ যদি আপনি হাদীসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে হাদীসের এক-দুটি কিতাব নয়, দশ-বিশটি কিতাবেও তা পাবেন না। নামাযের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীস যা শতাধিক কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। তা যদি আপনি এক জায়গায় একত্রিতও করেন তারপরও এ সংক্রান্ত মাসায়েল জানার জন্য আপনাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে,

ক. নামাযের কাজসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈরি করা। কেননা কোনো হাদীসেই স্পষ্টভাবে এ পূর্ণাঙ্গ খসড়া উল্লেখ করা হয়নি।

খ. জমাকৃত হাদীসসমূহের মধ্যে সহীহ্-য'ঈফ নির্ণয় করা।

গ. এ সকল হাদীসের মধ্যে যেসব হাদীসের মর্ম শুধু আরবী ভাষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় না, তার সঠিক মর্ম নির্ধারণ করা। কেননা অনেক হাদীস এমন আছে যেখানে ভাষার বিচারে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. কিছু হাদীস এমনও আছে যার বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে কিন্তু এর দলীল সে হাদীসে উল্লেখ নেই। শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে এ ধরণের হাদীসসমূহ সনাক্ত করাও জরুরী।

ঙ. অনেক হাদীসে সাধারণ পাঠকবৃন্দ দেখবেন যে, কোনো হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা আছে, কোনো হাদীসে আছে না করার কথা। কোথাও আমীন জোরে বলার কথা এসেছে, আবার কোথাও আস্তে বলার কথা। কোনো হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইমামের পেছনে কুরআন (সূরা ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা) পড়তে হয়, আবার কোনো হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইমামের পেছনে কুরআন পড়তে হয় না। এ ধরণের অনেক বিষয় আছে। এখন এ সব বিষয়ে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এবং কোন্ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে এর ফায়সালা শুধু হাদীসের অনুবাদ পড়ে করা সম্ভব নয়।

চ. উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে নামাযের মধ্যকার যেসব কাজের কথা জানা গেলো, তার মধ্যে কোন্‌টি ফরয, কোন্‌টি ওয়াজিব, কোন্‌টি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ-সুন্নাতে যায়েদাহ আর কোন্‌টি মুস্তাহাব; অনুরূপ যেসব কাজ কাযা নামাযে নিষিদ্ধ তার মধ্যে কোন্ কাজটি দ্বারা নামায নষ্ট না হলেও নামাযের মধ্যে তা মাকরূহ (মাকরূহে তাহ্‌রীমি বা মাকরূহে তানযীহি) কিংবা অনুত্তম ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণও হাদীস শরীফে উল্লেখ নেই। এবার আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন, ফুকাহায়ে কেরাম কত বড় কাজ করেছেন এবং সাধারণ মানুষের কত বড় উপকার করে গেছেন। পাশাপাশি এও বোঝা যাচ্ছে যে, ফিক্‌হ কাকে বলে।

ফুকাহায়ে কেরাম নামায সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করে তার আলোকে নামাযের ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ রূপটি সংকলন করেছেন। শুধু একজন সাধারণ মানুষ নয়, একজন আলিমও হাদীসের অসংখ্য কিতাব থেকে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করার পরও নামাযের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা এবং এর মাসায়েল আহরণ করতে উপরোক্ত যে জটিল সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতেন, শরীয়তের দলীল প্রমাণের আলোকে তার সমাধান দিয়ে গেছেন।

একইভাবে যাকাত ও হজ্জের ব্যাপারে চিন্তা করুন। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই এ ধরণের সমস্যা রয়েছে। এবং উম্মাহ্‌র ফকীহ্‌গণ এ সব সমস্যার সাগর পাড়ি দিয়ে কুরআনী বিধি-বিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপ উপযুক্ত বিন্যাস ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে পেশ করেছেন। তাই বলা যায়, ফিক্‌হ হলো শরীয়তের সুবিন্যস্ত ও সংকলিত এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ হুকুম-আহ্‌কামের সমষ্টির নাম।

৩. অনুরূপ ফিক্‌হের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, ঐ সব মাসআলার সুবিন্যস্ত সমষ্টি যা কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান নেই। শরীয়তের নীতিমালা থেকে বা কিয়াসে শর‘ঈর মাধ্যমে শরীয়তের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে আহরিত ঐ সব মাসআলাকেও ফিক্‌হের মধ্যে উপযুক্ত বিন্যাসের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

"ফিক্‌হ" ও মাযহাব :

ফিক্‌হের পরিচয় জানার পর এ প্রশ্নটির উত্তরও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হাদীস থাকা অবস্থায় ফিক্‌হের প্রয়োজন কী? কেননা, ফিক্‌হ হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় বরং হাদীস শরীফেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং হাদীস শরীফের হুকুম-আহ্‌কামেরই সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ। তাই খোদ হাদীসের জন্যই এবং সহজভাবে সঠিক পন্থায় হাদীস শরীফের অনুসরণের জন্যই ফিক্‌হের প্রয়োজন।

এজন্যই খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ফুকাহায়ে কেরামের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আর এজন্যই ফিক্‌হ বিমুখ ব্যক্তিরা কখনো হাদীসের অনুসারী হতে পারে না।

হাদীসের সঠিক অনুসারী তাঁরাই, যারা ফকীহ্‌গণের নির্দেশনাক্রমে এবং ফিক্‌হের আলোকে হাদীস শরীফের অনুসরণ করেন। হাদীস অনুসরণের এ পদ্ধতিটিই খাইরুল কুরূন (সাহাবা-তাবে'ঈনের যুগ) থেকে চলে আসছে এবং ইসলামের সকল যুগেই মুসলিম জাতি এ পদ্ধতিতেই হাদীস শরীফের অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন। তাই এটিই হলো হাদীস অনুসরণের সুন্নাহ্-নির্দেশিত পন্থা।

আজকাল হাদীস অনুসরণের নামে ফিক্‌হে ইসলামী এবং ফুকাহায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে এটি কখনো হাদীস অনুসরণ নয়, বরং এটি সুন্নাতে মুতাওয়ারিছার বিরুদ্ধাচরণ। অন্য ভাষায় বললে, এটি হলো হাদীস অনুসরণের একটি বিদ'আতী বা নবআবিষ্কৃত পন্থা।

"মাযহাব" এবং "তাকলীদ" কী?

আপনি যদি 'ফিক্‌হের' পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে এবার আরো একটি বিষয় লক্ষ করুন। আমরা ইতোমধ্যেই শুনেছি যে কুরআন-সুন্নাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কামের সুবিন্যস্ত সংকলনই হচ্ছে 'ফিক্‌হ'। এ 'ফিক্‌হের একাধিক সংকলন বিদ্যমান ছিলো। যার মধ্যে বর্তমানকাল পর্যন্ত শুধু চারটি সংকলনই স্থায়ীত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সে সংকলনগুলো হচ্ছে,

১. "ফিক্‌হে হানাফী" যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপনের কাজটি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. (জন্ম-৮০ হিজরী, মৃত্যু-১৫০ হিজরী)-এর হাতে সুসম্পন্ন হয়েছে।

২. "ফিক্‌হে মালেকী" যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইমাম মালেক র. (জন্ম-৯৪ হিজরী, মৃত্যু-১৭৯ হিজরী)-এর হাতে।

৩. "ফিক্‌হে শাফে'ঈ" ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ শাফে'ঈ র. (জন্ম-১৫০ হিজরী, মৃত্যু-২০৪ হিজরী) এর ভিত্তি গেঁথেছেন।

৪. “ফিক্‌হে হাম্বলী” ইমাম আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল র. (জন্ম-১৬৪ হিজরী, মৃত্যু-২৪১ হিজরী) এর ভিত্তি গেঁথেছেন।

সাধারণ পরিভাষায় ফিক্‌হের প্রত্যেকটি সংকলন ‘মাযহাব’ নামে পরিচিত। বলাবাহুল্য, এখানে “মাযহাব” শব্দটি দ্বারা “ফিক্‌হের মাযহাব” তথা ফিক্‌হের নির্দিষ্ট একটি সংকলনকে বোঝায়। এখানে ‘মাযহাব’ অর্থ ‘দ্বীন’ বা আকাইদ বিষয়ে মতবিরোধকারী কোনো “ফিরকা” নয়। কেননা ফিক্‌হের এ মাযহাবগুলোর প্রতিটিই দ্বীন ইসলাম ও শরীয়তের অধীন এবং শরীয়ত অনুযায়ী চলারই একাধিক পথ। এ মাযহাবের ইমামগণ সবাই আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা‘আতের আকীদার ওপরই ছিলেন এবং সব ধরণের ভ্রান্ত আকীদা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনুসারীরা সবাই আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা‘আতের মত-পথেরই অনুগামী।

তবে বিভিন্ন সময় এমন হয়েছে যে, আকীদাগতভাবে ভ্রান্ত বিদ‘আতী লোকেরা ফিক্‌হের অনুসরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসারী হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাদের বিদ‘আতী আকীদা ও বিশ্বাসের কোনো দায়-দায়িত্বই তাদের মাযহাবের ইমাম, তাঁদের সংকলিত ফিক্‌হ এবং তাঁদের অনুসারীদের ওপর বর্তাবে না।

তাকলীদ কী ?

এ ফিক্‌হী মাযহাবের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের আহ্‌কাম জানা এবং তদানুযায়ী আমল করাকে সাধারণ পরিভাষায় ‘তাকলীদ’ বলে। অর্থাৎ দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে ফকীহ্‌গণের শরণাপন্ন হওয়ার যে আদেশ মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে করেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে করেছেন উহাই তাকলীদের আদেশ।

তাদেরই সংকলিত ফিক্‌হ থেকে কুরআন-হাদীসের হুকুম জেনে সে অনুযায়ী আমল করাকেই সাধারণ পরিভাষায় ‘তাকলীদ’ বা ‘মাযহাব মানা’ কিংবা ‘ফিক্‌হ অনুসরণ করা’ বলা হয়। আপনি যদি ফিক্‌হের পরিচয় পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না যে, ‘তাকলীদ’ বৈধ কি অবৈধ বা ফিক্‌হ অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? কিংবা কোনো ফিক্‌হী মাযহাবের অনুসরণ করা ভালো না মন্দ?

ফিক্‌হ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

ফিক্‌হের পরিচয় জানার সাথে সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন-হাদীস অনুসরণ করার সঠিক, সহজ এবং নিরাপদ পথটি হলো, ফিক্‌হের আলোকে ফুকাহায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে এ পদ্ধতিই সর্বজন স্বীকৃত ও অনুসৃত।

(হুযুরের আলোচনা শেষ হলো) উস্তাদে মুহ্তারামের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, "এজন্যই খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে ফিক্হের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ফুকাহায়ে কেরামের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন।"

এর বাস্তবতা ব্যাপক। কুরআন-হাদীসে, সাহাবী-তাবে'ঈগণের দৃষ্টিতে, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদগণের নিকট ফিক্হের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় এর ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করছি।[৪২]

কুরআনের আলোকে :

মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, **قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي** মূসা আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বায় যে জড়তা আছে তা দূর করে দিন, যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।[৪৩]

যুলকারনাইনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا চলতে চলতে যখন দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো, তখন সে পাহাড়ের কাছে এমন এক জাতির সাক্ষাত পেলো, যাদের সম্পর্কে মনে হচ্ছিলো, যেন তারা কোনো কথা বোঝতে পারছে না।[৪৪]

ফিক্হ (বুঝ শক্তি) থেকে বঞ্চিতদের প্রতি ভর্ৎসনা ও তিরস্কার :

কুরআনে কারীমে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা ফিক্হ থেকে বঞ্চিত। **لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ** (হে মুসলিমগণ) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহ্র চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের ফিক্হ (বুঝ শক্তি) নেই।[৪৫]

---

[৪২] "ফিক্হের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" আলোচনাটিও আমাদের আলোচ্য বিষয় ও অনূদিত কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে এ বিষয়ের আলোচনা ব্যাপকহারে দরকার রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

[৪৩] সূরা তোয়াহা, আয়াত ২৫-২৮

[৪৪] সূরা কাহ্ফ আয়াত ৯৩

[৪৫] সূরা হাশর, আয়াত ১৩

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তাতে ফিক্‌হ (বুঝ শক্তি) নেই। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল।[৪৬]

فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ তাই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। এজন্য তারা ফিক্‌হ (বুঝ শক্তি) থেকে পরিপূর্ণ বঞ্চিত।[৪৭] وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ কিন্তু মুনাফিকরা ফিক্‌হ (বুঝ শক্তি) রাখে না।[৪৮] আমাদের যে সকল ভাই ফিক্‌হের প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, এমনকি ফিক্‌হ শব্দটাও শুনতে নারাজ। তারা কি দেখেননি, কুরআনে কারীমে এ শব্দের ব্যবহার কত ভঙ্গিতে হয়েছে? পরিভাষায় যাকে ফিক্‌হ বলা হয় সেটাওতো কুরআন হাদীস ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কুরআন হাদীস থেকেই ফিক্‌হ উৎসারিত। তাহলে এ ফিক্‌হের ওপর বিদ্বেষ রাখার অর্থটা কী দাড়ায়? ...

এজাতীয় অনেক আয়াত রয়েছে, সে আয়াতগুলো যদি আমরা সামনে আনি; আমরা দেখতে পাব, মহান রব্বুল আলামীন ফিক্‌হ থেকে বঞ্চিতদের তিরস্কার করেছেন। পরিভাষায় যাকে ফিক্‌হুল ইসলামী বলা হয় সেটাও কুরআন হাদীসের নির্যাস, যা সহীহ্ ইলমের অধিকারী সকলেই জানেন। আর এ ফিক্‌হ সংকলনের অপর নামই মাযহাব।[৪৯]

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেন, وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون মুমিনদের সকলে এক সাথে জিহাদে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন শিক্ষা করতে পারে এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যেন তারা সতর্ক হয়।[৫০]

---

[৪৬] সুরা আরাফ, আয়াত ১৭৯
[৪৭] সূরা মুনাফিকূন, আয়াত ৩
[৪৮] সূরা মুনাফিকূন, আয়াত ৭
[৪৯] বিস্তারিত দেখুন, ড. আল্লামা খালিদ মাহমূদ কর্তৃক 'আসারুত তাশরী' খ. ১, পৃ. ৮০-৮১
৯. তাওবা, আয়াত ১২২

এ আয়াতে কারীমা থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রত্যেক কওমে একদল ফকীহ্ থাকা আবশ্যক। যারা নিজ সম্প্রদায়কে দ্বীনি আহ্কাম ও সমাধান প্রদান করবেন। আর সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণ এ ফকীহ্গণের অনুসরণ করবে। মূলত এটিই তাকলীদের ভিত্তি, যা গোঁড়া-গোমরাহ্ ব্যক্তি ব্যতীত সকলেরই জানা আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকে আরো ইরশাদ করেন,

قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً

আপনি বলে দিন, কল্যাণ-অকল্যাণ সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, এ সম্প্রদায়ের কী হলো, এরা যে কোনো কথাই বোঝে না।[৫১]

উক্ত আয়াতে কারীমাতে 'কথা' বলতে হাদীস আর এ হাদীস বোঝতে ফিক্হ এর প্রয়োজন। অর্থাৎ, ফিক্হ ছাড়া হাদীস সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তাইতো ফিক্হশূন্য ব্যক্তিরা হাদীসের সঠিক অর্থ বোঝতে অনেকটাই অক্ষম থাকেন।

---

[৫১] নিসা. আয়াত ৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীসের আলোকে ফিক্‌হ

হাদীসের আলোকে ফিক্হ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين** আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীনের প্রজ্ঞা (ফিক্হ) দান করেন।[৫২]

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

সোনা-রূপার খনির ন্যায় মানবজাতিও (নানা গোত্রের) খনি। যারা (যে গোত্র) জাহেলিয়াতের যুগে উত্তম ছিলো, তাঁরা ইসলামী যুগেও উত্তম; যদি দ্বীনের জ্ঞান (ফিক্হ) ভালোভাবে শিক্ষা করে।[৫৩]

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **إن رجالاً يأتونكم من أقطارالأرض يتفقهون في الدين وإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً** নিশ্চয় পৃথিবীর দূর প্রান্তের দিক-বিদিক থেকে মানুষেরা তোমাদের কাছে দ্বীনের জ্ঞান (ফিক্হ) শিক্ষা করার জন্য আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তাঁদের কল্যাণ সাধনে স্বচেষ্ট থাকার জন্য তোমরা আমার অসিয়ত গ্রহণ করো।[৫৪]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد** একজন ফকীহ্, শয়তানের ওপর এক হাজার আবিদ অপেক্ষা বেশি গুরুতর।[৫৫]

হযরত যাইদ বিন ছাবিত রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه**

ফিক্হের অনেক বাহক নিজে ফকীহ্ নয়। (সুতরাং তার উচিত এ ফিক্হের জ্ঞান অন্য কোনো ফকীহের নিকট পৌঁছে দেওয়া) আবার অনেক ফকীহ্ এমন

---

[৫২] জামে' তিরমিযী, হাদীস নং. ২৬৪৫ পৃ. ৮৯, ইমাম তিরমিযী র. বলেন, حسن صحيح সুনানে দারেমী, খ. ১ পৃ. ৮৫, সহীহ্ মুসলিম, খ. ১ পৃ. ১৪৪ হযরত মু'আবিয়া রা. থেকে সহীহ বুখারী, খ. ১ পৃ. ৪৯৬, সহীহ্ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৩১

[৫৩] জামে' তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৮৯, ইবনে মাজাহ্, আস্সুনান, পৃ. ২২ সহীহ মুসলিম মিশকাতের সূত্রে পৃ. ৩২

[৫৪] জামে' তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৯৩, ইবনে মাজাহ্, আস্সুনান পৃ. ২২

আছেন, যে নিজের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানী ফকীহের নিকট ফিক্‌হের জ্ঞান পৌঁছে দেয়।[৫৬]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে দু'টি মজলিসের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন এক মজলিসের লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে দু'আ-দরূদ পাঠে মাশগুল রয়েছেন। অপর মজলিসের লোকেরা (يتعلمون الفقه) ফিক্‌হের জ্ঞান শিক্ষা করছেন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিক্‌হের জ্ঞান শিক্ষাকারী মজলিসের লোকদের সম্পর্কে বললেন, أما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء أفضل
এ মজলিসের লোকেরা ফিক্‌হের ইল্‌ম শিক্ষা করছে এবং তাঁরা জাহিলদের (ফিক্‌হের এ ইল্‌ম) শিক্ষা দিবে। অতএব এ মজলিসের লোকেরাই উত্তম।[৫৭]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. ও হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা.কে ইয়ামেনে পাঠান। সেখানে পৌঁছে হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। খুতবার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে রাবী বলেন,

فخطب الناس معاذ فحضهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه فى القرآن

হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। খুতবাতে জনসাধারণকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করেন এবং কুরআনে কারীমের ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেন।[৫৮]

হযরত আলী রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه.

দ্বীনের ফকীহ্ কতইনা উত্তম লোক! যদি তাঁর প্রতি লোক মুখাপেক্ষী হয়, তিনি তাদের উপকার সাধন করেন। আর যদি তাঁর প্রতি লোকের কোনো আবশ্যকতা না থাকে, তিনি নিজেকে বিমুখ করে রাখেন।[৫৯]

---

[৫৬] দারেমী, খ. ১, পৃ. ৮৬, জামে' তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৯০, ইমাম আহ্‌মাদ ও ইমাম শাফে'ঈ র. বর্ণনা করেছেন।

[৫৭] সুনানে দারেমী, খ. ১, পৃ. ৯৯, মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী, পৃ. ৩৬

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

[৫৯] রযীন, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৩৬

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت والتفقه في الدين** দু'টি স্বভাব কখনো মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হয় না। এক. উত্তম চরিত্র, দুই. দ্বীনি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান। (ফিক্‌হের জ্ঞান)[৬০]

এটি সত্য, প্রত্যেক আলিম ফকীহ্ নন। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু সংখ্যক সাহাবী ফকীহ্ ছিলেন। তবে যারা ফকীহ্ ছিলেন, তাঁদের প্রদত্ত শর'ঈ সমাধানের ওপর অন্যান্য সাহাবী আমল করতেন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ রা.কে বলেন, **أن كنت لأعدك من فقهاء المدينة** নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে মদীনার ফকীহ্‌গণের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।[৬১]

ফিক্‌হের গুরুত্ব তুলে ধরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, **مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة** ফিক্‌হের একটি মজলিস ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[৬২]

হাদীসের কিতাবে জুরাইয রাহেবের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে জুরাইয রাহেব ইবাদতে একাগ্রতার কারণে মাতার আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় মাতার বদ দু'আয় পতিত হয়েছিলেন।

এ ঘটনা উল্লেখ করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً لعلم أن إجابة أمه خير من عبادة ربه

যদি জুরাইয রাহেবের ইলমে ফিক্‌হ তথা ফিক্‌হের জ্ঞান থাকত, তাহলে সে জানত মাতার আহ্বানে উত্তর প্রদান করা প্রভুর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[৬৩]

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ফিক্‌হী ইলমের নেয়ামতের জন্য খাসভাবে দু'আ করেছেন। দু'আতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, **اللّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل** হে আল্লাহ্! আপনি ইবনে আব্বাসকে দ্বীনের ফিক্‌হ দান করুন এবং ইলমে তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।

---

[৬০] জামে' তিরমিযী, খ. ২ পৃ. ৯৩

[৬১] দারেমী, খ. ১, পৃ. ৯৯

[৬২] তবারানী, আলমু'জামুল কাবীর

[৬৩] উমদাতুল কারী, খ. ৭, পৃ. ২৮৩ ইমাম সুয়ূতী, জামি'উস সগীর, হাদীস নং ৭৪৭১ ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৭৮৮০

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

ইসলামের ইতিহাসে হকের পরিচয়বাহী কোনো ইমাম, কোনো মুজতাহিদ, কোনো মুহাদ্দিস, ফিক্‌হকে অস্বীকার করেছেন কি? সততার নেয়ামত থাকলে এ প্রশ্নের উত্তর নির্দ্বিধায় না-বাচক আসবে।

আমরা পূর্বে দেখেছি, এ ফিক্‌হ সংকলনের অপর নামই 'মাযহাব'। মাযহাব অনুসরণ মূলত ফিক্‌হ অনুসরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমানে যে চারটি ফিক্‌হের সংকলন বিদ্যমান রয়েছে, তা অনুসরণ করা কখনো দোষের নয়। সঠিক পন্থায় দ্বীনের খেদমত আঞ্জামদানকারী কোনো ইমাম মুজতাহিদ ফিক্‌হের এ অনুসরণকে নাজায়েয বলেননি।

কোনো স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ব্যতীত এ ফিক্‌হ সংকলন অনুসরণের বাইরে পৃথিবীর কোনো ইমাম, মুজতাহিদ, পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস বা হক্কানী আলিম ছিলেন না। বিভিন্ন স্বার্থে মাযহাবকে যারা অস্বীকার করেন তারাও এ বিষয়টি খুব ভালো করে জানেন। আর এ চার ফিক্‌হী সংকলনের কোনো এক সংকলনের অনুসরণ করাই তাক্‌লীদ। সঠিক হেদায়াত ও ফিক্‌হের জ্ঞানের নূর থেকে যারা মাহরূম তারা ছাড়া ইলমের পথের সকল যাত্রীই এ সত্যটি জানেন ও মানেন।

মাযহাব কি ব্যক্তি প্রভাবে প্রভাবিত?

১. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর নামে হানাফী ফিক্‌হ সংকলন যা হানাফী মাযহাব নামে প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য, হানাফী ফিক্‌হ সংকলন শুধু ইমাম আযম আবূ হানীফা র. এর একার ফিক্‌হী সমাধান নয় বরং ইমাম আযম আবূ হানীফা র. তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ র. ইমাম মুহাম্মাদ র. ইমাম যুফার র. ও এ মাসলাকের অন্যান্য মুজতাহিদের ফিক্‌হী সমাধান।

২. ইমাম মালেক র. এর নামে মালেকী ফিক্‌হ সংকলন যা মালেকী মাযহাব নামে প্রসিদ্ধ। এ সংকলনও ইমাম মালেক র. এর একার ফিক্‌হী সমাধান বা ফাত্‌ওয়া নয় বরং ইমাম মালেক র. ও তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম সুহ্‌নূন, ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ্‌ আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম ও উক্ত মাসলাকের মুজতাহিদগণের ফিক্‌হী সমাধান।

৩. ইমাম শাফে'ঈ র. এর নামে শাফে'ঈ ফিক্‌হ সংকলন যা শাফে'ঈ মাযহাব নামে প্রসিদ্ধ। এ সংকলনও শুধু ইমাম শাফে'ঈ র. এর একার ফিক্‌হী সমাধান বা ফাত্‌ওয়া নয় বরং ইমাম শাফে'ঈ র. ও তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম মুযানী র. ইমাম আবূ আলী হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আয্‌যাফরানী র. ইমাম আবূ সাওর ইবরাহীম ইবনে খালিদ আলইয়ামানী র. ও উক্ত মাসলাকের মুজতাহিদগণের ফিক্‌হী সমাধান।

৪. ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. এর নামে হাম্বলী ফিক্‌হ সংকলন যা হাম্বলী মাযহাব নামে প্রসিদ্ধ। এ সংকলনও শুধু ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. এর একার

ফিক্হী সমাধান বা ফাত্ওয়া নয় বরং ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. ও তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইবরাহীম আলহারাবী র. ইমাম আবূ বকর আলআরসাম র. এবং উক্ত মাসলাকের মুজতাহিদগণের ফিক্হী সমাধান।

মাযহাব ত্যাগ করার একটি সূক্ষ্ম কারণ :

সম্মানীত পাঠক! অনেকের মনে হয়ত প্রশ্ন আসতে পারে, মাযহাব অস্বীকারকারীরা যদি এ সকল বিষয় জেনেই থাকেন তাহলে তারা মাযহাব ত্যাগ করেছেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে যায়। সে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলো, এ দেশে কোনো কমিউনিস্ট নেই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন, কত কমিউনিস্টইতো দেখা যায়? সে বলেছিলো, ভিনদেশী বাবুরা তাদেরকে যে পরিমাণ অর্থ সহযোগিতা করে, তার থেকে বেশি অর্থ সহযোগিতা করতে পারলে তারা রাতারাতি কমিউনিস্ট ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাবে।

পাঠক! যেদিন শোনা যাবে আরবের ব্ল্যাক গোল্ড বা কালো স্বর্ণ শেষ হয়ে যাচ্ছে, হয়ত সেদিন অনেক মাযহাবত্যাগীরা নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন। আমরা সে দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

আদর্শিক বিপর্যয় ও কিছু প্রশ্ন :

এখন প্রশ্ন হলো আরবে এমন আদর্শিক বিপর্যয় কেন হলো? কেনই বা বারো-তেরোশত বছর ধরে উম্মতের ইজমা' হয়ে যাওয়া মাকবূল এ চার মাযহাবের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো? মুসলমানদের একতার সহজ বুলি দিয়ে পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলোতে ফেতনা ও হানাহানির ক্ষেত্র কেন তৈরি করা হলো? আর এ সুযোগে মুসলিম দেশগুলোতে খ্রিস্টান মিশনারীদের অবাধে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর পথ কেন সুগম করা হলো?

এক সময় ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে যে আঘাত হানত, আজ সে আঘাতটা মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারা হচ্ছে। এর অন্তরালে কারা যাদুর কাঠি নাড়াচ্ছে? হাজার বছর আগে সমাধানকৃত বিষয় খতিয়ে খতিয়ে বের করে এনে সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন পালনে সন্দিহান করা হচ্ছে! সাহাবা তাবে'ঈগণের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা কি হক বা সত্য পথ চিনতে পারেনি? এমনই এক উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, كنتم خير أمة أخرجت للناس "তোমরা উত্তম জাতী। মানবতার কল্যানে তোমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে"। এ সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান আজ সময়ের দাবি।

জামে‘আ আলআযহারে খ্রিস্টীয় ষড়যন্ত্রের প্রভাব :

পাঠক সমীপে ১৯৩৯ সালের একটি ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। যে ঘটনাটি বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্‌তাশরী‘ঈল ইসলামী’ এর লেখক মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. তাঁর ‘আলইস্তিশরাক ও মুস্তাশরিকূন’ (**الاستشراق والمستشرقون**) কিতাবের শেষে এবং ‘আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্‌তাশরী‘ঈল ইসলামী’(**السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي**) কিতাবের শুরুতে এনেছেন।

১৯৩৯ সালে মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. যখন মিসর আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন তাঁদের উস্তাদ হয়ে আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ড. আলী হাসান আব্দুল কাদির। এ ডক্টর জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর অধ্যয়ন করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

জার্মান যাওয়ার পূর্বে আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চৌদ্দ বছর অধ্যয়ন করেন। জার্মান থেকে এসে আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রথম দিন তিনি ক্লাসে আলোচনা শুরু করেন এভাবে,

إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ، ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بها ، وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر عاماً فلم أفهم الإسلام ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا.

আমি ইসলামী বিধান প্রণয়নের ইতিহাস তোমাদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরবো, যা হবে পূর্ণ ইল্‌মী আলোচনা। ইতিপূর্বে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইলমী আলোচনা কখনো হয়নি।

আমি তোমাদের নিকট স্বীকার করছি, আমি আলআযহারে চৌদ্দ বছর পড়ালেখা করেছি। কিন্তু এ চৌদ্দ বছর পড়ালেখা করে ইসলাম বোঝতে পারিনি। ইসলাম বোঝতে পারি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে।

মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. বলেন, স্যারের এ কথায় আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হই। এরপর দেখতাম তিনি বড় একটি কিতাব সামনে রেখে শুধু অনুবাদ করে যেতেন। পরে জানতে পারি এ কিতাবটি ছিলো বিখ্যাত মুস্তাশরিক[৬৪] গোল্ড জিহার এর ‘দিরাসাতে ইসলামীয়া’।

---

[৬৪] মুস্তাশরিক : ইংরেজীতে বলা হয় Orientalist বা পাশ্চাত্যের ইয়াহুদী-খ্রিস্টান যারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে গবেষণা করে এবং বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ইলমী বিষয় খেয়ানত করে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। সহজে বললে বলা যায়, আলিম-

ইমাম যুহ্‌রী র.কে অপবাদ ও তার দিলভাঙ্গা জবাব :

এক দিন ক্লাসে ইমাম যুহ্‌রী র. বর্ণিত হাদীস আসলে, উক্ত হাদীসের আলোচনায় স্যার ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেব তার কিতাবী উস্তাদ মুস্তাশরিক গোল্ড জিহারের অনুসরণ করে ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে বলেন, ইমাম যুহ্‌রী র. **واضع الحديث** ছিলেন। অর্থাৎ ইমাম যুহ্‌রী র. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে নিজের থেকে হাদীস বানাতেন [৬৫]।

মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. বলেন, আমি তার এ কথার প্রচণ্ড বিরোধিতা করি। কিন্তু আমাদের স্যার ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেব তার মুস্তাশরিক উস্তাদ গোল্ড জিহারের বিরোধিতা করতে অস্বীকৃতি জানান। অর্থাৎ তিনি মুস্তাশরিক উস্তাদের অনুসরণ করে এ কথা বলেন, ইমাম যুহ্‌রী র. **واضع الحديث** ছিলেন। (না‘উযু বিল্লাহ্)

তখন আমি স্যার ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেব থেকে মুস্তাশরিক গোল্ড জিহারের ‘দিরাসাতে ইসলামীয়া’ কিতাবটি নেই এবং উক্ত কিতাবে গোল্ড জিহার ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে যে আলোচনা করেছে তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করি।

মাওলানা কিন্তু ইয়াহুদী-খ্রিস্টান। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নের কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে-

১- الاستشراق والمستشرقون للدكتور الشيخ مصطفى السباعي

২- الإسلام والمستشرقون للشيخ الندوي

৩- الغارة على العالم الإسلامي للأستاذ على جريشة .

৪- التبشير والاستعمار / د. عمر فروخ

৫- المؤامرة على الإسلام / أنور جندي

৬- الإسلام على مفترق الطرق / محمد أسد .

আমার জানা মতে, বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে রচিত হয়েছে, “প্রাচ্যবিদদের ইসলাম চর্চা ও তা বিকৃতির অপপ্রয়াস”। আমরা বিশ্বব্যাপী “একই দিনে রোযা ও ঈদ” কিতাবের শুরুতে মুস্তাশরিকদের কর্ম তৎপরতার ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করেছি। আগ্রহী পাঠকগণ দেখতে পারেন।

[৬৫] পাঠক! ইমাম যুহ্‌রী র.কে যারা কিঞ্চিত চেনেন, তারা জানেন ইমাম যুহ্‌রী র.কে واضع الحديث বললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হাদীস ভাণ্ডারের আর কোনো ভিত্তি থাকে না। কি সহীহ্ বুখারী, কি সহীহ্ মুসলিম, কি হাদীসের অন্যান্য কিতাব, সবই বালির প্রাসাদের মতো নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

গোল্ড জিহার তার ‘দিরাসাতে ইসলামীয়া’ কিতাবে ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে যে যে কিতাব থেকে হাওয়ালা (রেফারেন্স) এনেছে, সেসব হাওয়ালা (রেফারেন্স) মূল কিতাবগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতে থাকি।

মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. তাঁর এ গবেষণা সম্পর্কে নিজেই বলেন ,

ولم أترك كتابا مخطوطاً في مكتبة الأزهر وفي دار الكتب المصرية من كتب التراجم إلا رجعت إليها ونقلت منها ما يتعلق بالزهري.

আমি আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও মিসরের বিখ্যাত দারুল কুতুবুল মিসরীয়া লাইব্রেরির সকল কিতাব, যেখানে ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে আলোচনা আছে তা নোট করি। এ সকল কিতাবের মধ্যে এমন অনেক কিতাব ছিলো যা মাখতূত (পাণ্ডুলিপি) অর্থাৎ সে কিতাবগুলো তখনও পর্যন্ত ছাপা হয়নি। সে কিতাবগুলোতেও আমি ইমাম যুহ্‌রী র. এর জীবনালোচনা অনুসন্ধান করি ও মুস্তাশরিক গোল্ড জিহারের প্রদত্ত রেফারেন্স মিলিয়ে দেখি।

আমি আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করি, মুস্তাশরিক গোল্ড জিহার তার ‘দিরাসাতে ইসলামীয়া’ কিতাবে ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে যে আলোচনা করেছে, সেখানে তিনি ব্যাপক প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে ও পূর্ববর্তীদের কিতাবের রেফারেন্স বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে।

আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান :

আমি এ বিষয়টি স্যার ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেবকে জানালে তিনি তখনও মানতে অস্বীকার করেন এবং মুস্তাশরিক গোল্ড জিহারের মতকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন। তখন আমি বাধ্য হয়ে আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে একটি মুহাযারা বা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এ মুহাযারাতে আলআযহারের সকল ছাত্র ও উস্তাদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফলে উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে স্যার ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেবসহ শিক্ষক ও ছাত্রের ব্যাপক উপস্থিতি ঘটে।

তখন আমি সকলের সামনে ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণা থেকে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরি এবং মুস্তাশরিক গোল্ড জিহার তার ‘দিরাসাতে ইসলামীয়া’ কিতাবে ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে কি কি বিকৃতি করেছে তাও সকলের সামনে পেশ করি।

আলোচনা শেষে আমি স্যার ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেবের নিকট সবিনয়ে আরয করি, ইমাম যুহ্‌রী র. সম্পর্কে এ হলো পৃথিবীর সকল হক মত-পথের অনুসারীদের সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে আপনার যদি আরো জানাশোনা থাকে তাহলে আপনি

তা পেশ করতে পারেন। তখন ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেব মাথা নিচু করে সকলের সামনে বলেছিলেন,

إني أعترف بأني لم أكن أعرف من هو الزهري حتى عرفته الآن، وليس لي اعتراض على كل ما ذكرته.

আমি স্বীকার করছি, আমি ইমাম যুহ্‌রীকে পূর্বে এভাবে চিনতাম না এখন যেভাবে চিনলাম। ইমাম যুহ্‌রী সম্পর্কে যা আলোচনা করা হলো এ বিষয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই।

মূলত ড. আলী হাসান আব্দুল কাদের সাহেবের সাথে মুস্তফা আসসিবা‘ঈর এ ঘটনাটি মুস্তফা আস্‌সিবা‘ঈ র. এর বিখ্যাত কিতাব ‘আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্‌তাশরী‘ঈল ইসলামী’ লিখার কারণ।[৬৬]

পাঠক! ঘটনাটি পুনরায় পাঠ করুন, আশা করি অনেক প্রশ্নের সমাধান সামনে চলে আসবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৩৯ সালে মিসরের বিশ্ববিখ্যাত আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, বর্তমান সময় থেকে পঁচাত্তর বছর পূর্বে ।

পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামী ইল্‌মের (জ্ঞানের) চারণ ক্ষেত্র আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এমন মুস্তাশরিক বা **Orientalist** ভক্ত শিক্ষক নিয়োগ হতে পারে; তাহলে আজকের দিনের অবস্থা কী? আর এটি কি শুধু মিসর আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা? নাকি পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও এমন হতে পারে?

আহ্‌লে হাদীস সম্পর্কে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব :

বিশেষ করে ঐ দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়, যে দেশগুলোর সরকার ইয়াহুদী-নাসারাদের সেবার দাস হয়ে দীর্ঘকাল পাড়ি দিচ্ছেন। যেমন সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আমরা কি বলতে পারি এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন মুস্তাশরিক শিক্ষক বা মুস্তাশরিকভক্ত কোনো শিক্ষক নিয়োগ হননি? এবং এটা কি মনে করা সম্ভব এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. এর মতো ইল্‌মী যোগ্যতা ও ইল্‌মী আমানতদারিতা রাখেন? তা কিভাবে বলা সম্ভব? স্বয়ং মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. এর সময়ে কতজন মুস্তফা আসসিবা‘ঈ র. এর মতো ছিলেন? কতজন ছাত্রই বা চিনতে পেরেছিলেন মুস্তাশরিক বা Orientalist ভক্ত শিক্ষককে?

[৬৬] বিস্তারিত দেখুন ‘আসসুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফীত্‌তাশরী‘ঈল ইসলামী’ পৃ. ৩২

তাহলে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে আসা কোনো নব্য গবেষকের বারো-তেরোশত বছর ধরে চলে আসা হকপন্থী সকল মাসলাক ও মাশরাবের ইমাম মুজতাহিদ ও ফকীহ্র ইজমা' হয়ে যাওয়া চার ফিক্হী সংকলনের বিরুদ্ধে কথা বলা পশ্চিমা মুস্তাশরিকদেরই ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। আর মুস্তাশরিকদের মূলনীতি তৈরি করে সাধারণ মুসলমানদের সামনে পেশ করা, ফিক্হী সংকলনকেই গুড়িয়ে দেওয়ার নামান্তর। এবং তা হবে পূর্বের সকল ফিক্হ সংকলনকারী ও তার অনুসারীদেরকে সুন্নাহ্ বিমুখতার তোহ্মত দেওয়ার চরম এক দুঃসাহস!

পাঠক! ইল্মী ফেতনা যুগে যুগে অনেক হয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাতি এখন এমন এক ক্রান্তিলগ্ন সময় অতিক্রম করছে, যা মুসলমানদের ইতিহাসে খুব কমই এসেছে। সবচে বড় কষ্টের বিষয়, আগে যে কথা ইয়াহুদী বা খ্রিস্টানরা, ইয়াহুদী-খ্রিস্টান হিসেবেই বলতো, আজকের দিনে সে কথাই তারা মুসলমান নাম ধারণ করে বলছে।

আমি কোনো আবেগপ্রবণ হয়ে বা অতি উৎসাহিত হয়ে কথা বলছি না এবং এও বলছি না যে, সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে এসে এমন করেন। কিন্তু দুঃখ হয় ঐ সকল ছাত্র ও ডক্টরের জন্য, যারা সাধারণ মানুষদের যেমন আহ্মক মনে করেন, তেমনই ইমাম মুজতাহিদ, ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও আলিম-উলামাকে জ্ঞানহীন মনে করেন!!

ড. নামের বেড়াজাল :

এর চেয়েও বড় আফসোসের কথা হলো, আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ইসলামী শিক্ষা না থাকায় সাধারণ মুসলমানরা কোনো ব্যক্তির নামের শুরুতে ডক্টর লিখা দেখলেই মনে করেন পৃথিবীর সকল ইল্ম বোধ হয় আল্লাহ্ তা'আলা এ 'ড.' এর মধ্যে দিয়ে রেখেছেন!!

সাধারণ শিক্ষিতরা যদি এতটুকুও খোঁজ নিতেন, নামের শুরুতে যিনি ড. লিখছেন, তিনি কোন্ বিষয়ে থিসিস করে ড. লিখছেন? আর কোন্ বিষয়ে তিনি কথা বলছেন বা কলম চালাচ্ছেন। তাহলেও সাধারণ ব্যক্তিদের সামনে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যেত। পরিষ্কার হয়ে যেত এ সকল ড. লিখা ব্যক্তিদের মতলব বা মাকসাদ। তবে নামের শুরুতে ড. লিখা সকল ব্যক্তিই যে এমন তা আমি বলছি না। পৃথিবীতে নামের শুরুতে ড. লিখা এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, যারা জাগতিক কোনো স্বার্থের বিনিময়ে সত্যকে কুরবানী করেননি। নিজের বিষয় ছাড়া অন্য ফন বা বিষয়ে ছড়ি ঘুরাননি। বরং আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের সন্তুষ্টির জন্য সকল মোহকে ত্যাগ করে সঠিক ইল্মী খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

তাইতো কিতাবে লিখা হয়েছে, **لكل فن رجال** অর্থাৎ প্রতি বিষয়েরই স্বতন্ত্র ব্যক্তি রয়েছে। কোথাও লিখা হয়েছে, **فإن المرء إذا أتى على غير فنّه أتى بالعجائب** কোনো ব্যক্তি যদি নিজ বিষয় ছাড়া অন্যের বিষয়ে ছড়ি ঘুরায় তখন সে অনেক অদ্ভূত বিষয় নিয়ে আসে। (যা মানুষকে হাসায়) আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে হিদায়াতের ওপর অটল রাখুন। আমীন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ফিক্হ

জামে‘আ আলআযহারে খ্রিস্টীয় ষড়যন্ত্র

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্জন কি সুন্নাহ্?

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ফিক্‌হের গুরুত্ব :

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিক্‌হের যে গুরুত্ব প্রদান করে গিয়েছিলেন তার ধারাবাহিকতা খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের মধ্যে স্বগতিতে প্রবহমান ছিলো। খুলাফায়ে রাশেদীনের সামনে কোনো মাসআলা আসলে ফকীহ্ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান করতেন। সাহাবীগণও ফিক্‌হ ও ফকীহের অতুলনীয় গুরুত্ব প্রদান করতেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, **كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ .** তোমরা রব্বানী বা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও, এভাবে যে তোমরা কিতাব শিক্ষা দান করো ও অধ্যয়ন করো।[৬৭]

তরজুমানুল কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, **كونوا حكماء علماء فقهاء** তোমরা হুকামা, উলামা ও ফকীহ্ হয়ে যাও।[৬৮]

হযরত মু'আবিয়া রা. সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, **إنه لفقيه** নিশ্চয় মু'আবিয়া রা. একজন ফকীহ্।[৬৯] অপর এক আলোচনায় তিনি বলেন,

أفضل العبادة الفقه في الدين

দ্বীনি বিষয়ে ফিক্‌হের ইল্‌ম অর্জনে লেগে থাকা উত্তম ইবাদত।[৭০]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. বলেন,

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربوا فيها الصغير... إذا كثرت قراءكم و قلت فقهاءكم

তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন বড়রা ফেতনার মধ্যে বুড়ো হবে, আর ছোটরা এ ফেতনার মধ্যেই বড় হবে ... তখন পাঠকদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, আর ফকীহ্গণের সংখ্যা কমে যাবে।[৭১]

আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম সাহাবী হযরত তামীম আদ্দারী রা. বলেন,

---

৬৭ সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৭৯

৬৮ সহীহ্ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬

৬৯ সহীহ্ বুখারী, মিশকাতের সূত্রে বাবুল বিতির

৭০ আওয়ারিফুল মা'আরিফ, এহ্ইয়ার টীকা খ. ১, পৃ. ২২৬

৭১ সুনানে দারেমী, খ. ১, পৃ. ৭৫

فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكاً له ولهم

যে ব্যক্তিকে তার কওম ফিক্‌হের জ্ঞানের বিবেচনায় নেতৃত্ব প্রদান করে, সে ব্যক্তি ও তার কওম স্থায়ী ও দীর্ঘায়িত হয়। আর যে ব্যক্তিকে তার কওম ফিক্‌হের জ্ঞান ছাড়া নেতৃত্ব প্রদান করে, উক্ত ব্যক্তি ও তার কওমের স্থায়ীত্ব হয় না বরং তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়।[৭২]

হযরত ওমর রা. হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা.কে এ কথাও লিখে পাঠান, **تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية** তোমরা সুন্নাহ্‌র ফিক্‌হ অর্জন করো এবং আরবী ভাষার ফিক্‌হ অর্জন করো।[৭৩]

হযরত ওমর রা. একথাও বলেছেন, **تفقهوا قبل أن تسودوا** নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বে ফিক্‌হ অর্জন করো।[৭৪] হযরত ওমর রা. আরো বলেন, **لايبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين** যে ব্যক্তির দ্বীনি বিষয়ে ফিক্‌হ অর্জিত হয়নি, সে যেন আমাদের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় না করে।[৭৫]

হযরত আলী রা. বলেন, **لا خير عبادة لا فقه فيها** ফিক্‌হ শূন্য ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই।[৭৬]

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মাযহাব মানার স্বরূপ :

ইবনে মাস‘ঊদ রা. ওমর রা. এর মাযহাব গ্রহণ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, **ما رأيت أحداً كان أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله ولا أعلم بالله من عمر** আমি হযরত ওমর রা. থেকে বেশি কুরআন পাঠকারী, দ্বীনি বিষয়ে অধিক ফিক্‌হী ইলমের অধিকারী ও আল্লাহ্‌র মা’রেফাতের অধিকারী অন্য কাউকে দেখিনি।[৭৭]

---

[৭২] প্রাগুক্ত পৃ. ৯১

[৭৩] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ৫, পৃ. ২৪০

[৭৪] সহীহ্ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৭ যারা সহীহ্ বুখারীকে পৃথিবীতে একমাত্র সমাধানদাতা কিতাব মনে করেন, তাদের জন্য এ বিষয়গুলো কি ভাবার নয়?

[৭৫] জামে’ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪৪৯, হাদীস নং ৩০৪

[৭৬] দাওযী, ইতহাফ শরহুশ্ শামাইল, পৃ. ৩৪২

[৭৭] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ৬, পৃ. ১৩৯

পাঠক! হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. এর হযরত ওমর রা. সম্পর্কে পূর্বোক্ত মতামত "দ্বীনি বিষয়ে অধিক ফিক্হী ইলমের অধিকারী" ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত্তবারী র. এর গবেষণামূলক একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেন,

لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذهبه فى الفقه غير ابن مسعود رضي الله ، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر رضى الله عنه وكان لا يكاد يخالفه فى شئ من مذهبه، ويرجع من قوله إلى قوله،

(হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের মধ্যে) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর শাগরেদদের (ছাত্রদের) ন্যায় প্রসিদ্ধ শাগরেদ অন্য কোনো সাহাবীর ছিলো না এবং তাঁর মতো অন্য কোনো সাহাবীর ফাত্ওয়া ও মাযহাব (ফিক্হী সমাধান) লিপিবদ্ধ হয়নি।

ইবনে মাস'ঊদ রা. ফিক্হী সমাধানের ক্ষেত্রে হযরত ওমর রা. এর সাথে খুব কমই দ্বিমত পোষণ করতেন। কোনো ফাত্ওয়া হযরত ওমর রা. এর মতের বিপরীত হলে, তিনি নিজ মত ত্যাগ করে হযরত ওমর রা. এর মত ও মাযহাব গ্রহণ করতেন।[৭৮]

জুনদুব র. কর্তৃক ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়া :

এখানে প্রসঙ্গত হযরত জুনদুব র. ও হযরত আ'মাশ র. এর কথা তুলে ধরা হলো। হযরত জুনদুব র. বলেন, **ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس** আমি অন্য কারো ফাত্ওয়া বা ফিক্হী সমাধান পেয়ে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর ফাত্ওয়া বা ফিক্হী সমাধান ছাড়বো না।[৭৯]

ইবরাহীম নাখা'ঈ র. কর্তৃক দু'সাহাবীর মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়া :

হযরত আ'মাশ র. জলীলুল কদর তাবে'ঈ ইবরাহীম নাখা'ঈ র. সম্পর্কে বলেন, **إنه كان لا يعدل بقول عمر رض وعبد الله رض إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه** যদি কোনো বিষয়ে হযরত ওমর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. একমত হতেন, তাহলে ইবরাহীম নাখা'ঈ র. অন্য কারো মত তাঁদের

---

[৭৮] ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, খ. ১, পৃ. ১৬

[৭৯] আদওয়াউল বায়ান, খ. ৭, পৃ. ৪৯৫

মতের সমকক্ষ মনে করতেন না। তবে তাঁদের দু'জনের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতবিরোধ হলে, তিনি ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মতকেই বেশী পছন্দ করতেন।[৮০]

উল্লেখ্য, এ ইবরাহীম নাখা'ঈ র. ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর প্রধান ছাত্রের ছাত্র। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর অন্যতম প্রধান ছাত্র ছিলেন হযরত আলকামা র.। হযরত আলকামা র. এর প্রধান ছাত্র ছিলেন, হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ র.।

ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর ইল্‌মী মাকাম :

[১]পাঠক! সহীহ্ বুখারী ও তার অন্যতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী" যারা অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর ইল্‌মী মাকাম ও ইজতিহাদী শান সম্পর্কে অবগত আছেন। মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি র. "তারীখে আহ্‌লে হাদীস" কিতাবে লিখেছেন,

امام بخاری اپنی صحیح مین اجتهادی مسائل مین ابرهیم نخعی کے اقوال کثرت سے اور عزت سے علمائے تابعین کے ساته ذکرتے ہین جس طرح صحیح بخاری قال الحسن (البصری) سےبهری پڑی ہے اسی طرح وہ قال ابراهیم و قال نخعی سے بهری پڑی ہے کسی کو ان کی بزرگی سے انکارنهيي صحيح بخاری اور فتح الباری کو مطالعه میں رکهنے والے علماء اس بات کو خوب پہچانتے ہے اگر کسی ناقص العلم اور متعصب کو ان کی بزرگی میں کلام ہو تو وہ اپنے دل کا علاج کرائے

ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ্ বুখারীতে ইজতিহাদী মাসআলাগুলোতে ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর কথা ব্যাপকভাবে এনেছেন। যেমন, সহীহ্ বুখারী **قال الحسن (البصری)** বা 'হাসান বসরী র. বলেছেন' বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে **قال إبراهيم** এবং **قال النخعي** অর্থাৎ ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর নামের ক্ষেত্রে কোথাও শুধু ইবরাহীম আবার কোথাও শুধু নাখা'ঈ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সহীহ্ বুখারী পরিপূর্ণ।

তাঁর (ইবরাহীম নাখা'ঈ র.) মর্যাদা কেউ অস্বীকার করেন না। যে সকল আলিম সহীহ্ বুখারী ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী" অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা বিষয়টি খুব ভালোভাবেই জানেন। কোনো অপূর্ণ ইল্‌মের অধিকারী বা চরম গোঁড়া

---

[৮০] ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, খ. ১, পৃ. ১৬

ব্যক্তি যদি ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর মর্যাদার ব্যাপারে কথা বলে, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অন্তরের চিকিৎসা করা উচিত।[৮১]

আবূ হানিফা র. কার ছাত্র ছিলেন?

এ ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. ইমাম আ’যম আবূ হানীফা র. এর দাদা উস্তাদ।

মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি র. বলেন,

امام ابوحنیفه اپنے داد استاد ابراهیم نخعی کے مسلك پر ان کے اقوال پر تخریجات کرتے ہیں جن کوآپ کے شاگردوں میں سب سے پہلے امام ابو یوسف اور پھرامام محمد نے اپنی تصنیفات میں جمع کیا

ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর দাদা উস্তাদ ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর মাসলাক বা ফিক্‌হী সমাধানের ওপর বিভিন্ন শাখা মাসআলা তুলে ধরেছেন। যে মাসআলাগুলো তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম আবূ ইউসুফ র. এবং আবূ ইউসুফের পর ইমাম মুহাম্মাদ র. তাঁদের কিতাবগুলোতে লিপিবদ্ধ করেন।[৮২]

হানাফী মাযহাবের উৎস :

যারা চার ফিক্‌হী সংকলন বা চার মাযহাবের ক্রমবিকাশের কিঞ্চিত ইতিহাস জানেন তাঁদের আর বলার প্রয়োজন নেই যে, হানাফী ফিক্‌হ সংকলন বা হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফিক্‌হী সমাধান ও ফাত্‌ওয়া হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এবং ইরাকে অবস্থানরত হাজারের অধিক সাহাবী[৮৩],
হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর ছাত্র, তাঁদের নাতি ছাত্র এবং পৃথিবী বিখ্যাত অসংখ্য তাবে‘ঈর ফিক্‌হী সমাধান ও ফাত্‌ওয়া।[৮৪]

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে এ সূত্র ধারায় যেহেতু অসংখ্য সাহাবী, তাবে‘ঈ ও পূর্বযুগের নির্ভরযোগ্য ইমাম মুজতাহিদ এবং প্রতি যুগের

---

[৮১] তারীখে আহ্‌লে হাদীস, পৃ. ৭৪ সূত্রঃ আছারুত্ তাশরী’ পৃ. ২৪৪

[৮২] প্রাগুক্ত

কূফা নগরীর রত্নশীলতা :

[৮৩]হাজারের অধিক সাহাবীর মধ্যে সত্তরেরও অধিক সাহাবী ছিলেন বদরী। এবং হযরত সা‘আদ ইবনে মালেক রা. হযরত হুযাইফা রা. হযরত আম্মার রা. হযরত সালমান রা. হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা. এদের মতো প্রসিদ্ধ সাহাবীগণও সেখানেই ছিলেন। বিস্তারিত দেখুন শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. রচিত “ফিক্‌হু আহ্‌লিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম” পৃ. ৪২ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. এর তা’লীকযুক্ত।

[৮৪] এ বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য “মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা”, মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক ও ইবনে আব্দুল বার র. রচিত “আত্‌তামহীদ” “আলইযতিযকার” ইত্যাদি কিতাব দেখা যেতে পারে।

হক্কানী আলিম-ওলামা ও কোটি কোটি মুসলমান নিরবচ্ছিন্ন আমল[৮৫] করে আসছেন কোনো ব্যক্তির এ নিরবচ্ছিন্ন আমলের বিরোধিতা করা কোনোভাবেই সমিচীন নয়। ইমামুল হারামাইন র.সহ অনেকে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন।

হযরত ওবাইদ ইবনে ওমর রা. বলেন, **إذا أراد الله بعبد خيراً فقَّهَه في الدين وألهمه رشده** আল্লাহ্ তা‘আলা কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করলে, তাকে দ্বীনি বিষয়ে ফিক্‌হের ইল্‌ম দান করেন এবং সঠিক হিদায়াত প্রদান করেন।[৮৬]

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক রা. হযরত আবূ মুসা আশ‘আরী রা.কে পত্রে লিখেছিলেন, **أما بعد فإنى آمركم بما أمركم به القرآن وأنهاكم عما نهاكم عنه محمد صلى الله عليه وسلم وآمركم باتفاق الفقه والسنة والتفهم فى العربية** আমি তোমাদের ঐ বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যা কুরআন তোমাদের নির্দেশ দিয়েছে এবং ঐ বিষয়ে নিষেধ করছি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে ফিক্‌হ ও সুন্নাহ্‌কে একত্রিত করতে নির্দেশ দিচ্ছি এবং আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে বলছি।[৮৭]

ترك النبى বা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্জন করা কি সুন্নাহ্?

পাঠক! এখানে আমরা দেখছি, হযরত ওমর রা. বলেছেন ঐ বিষয়ে নিষেধ করছি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর রা. কিন্তু এ কথা বলছেন না, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বর্জন করেছেন তা তোমাদের নিষেধ করছি এবং এ কথাও বলছেন না, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বর্জন করেছেন তা হারাম বা নাজায়েয।

[৮৫] আমলে মুতাওয়ারিছা বা নিরবচ্ছিন্ন আমল সম্পর্কে হায়দার হাসান খান টুংকী র. এর “ حول حجية العمل المتوارث” প্রবন্ধটি দেখুন। আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক থাকায় পাঠক খেদমতে হযরতুল আল্লাম হায়দার হাসান খান টুংকী র. এর আমলে মুতাওয়ারিছ বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধ “حول حجية العمل المتوارث” (হাওলা হুজ্জিয়্যাতিল আমালিল মুতাওয়ারিছ) এর বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্র অধ্যায়ে পেশ করা হলো। প্রবন্ধটি ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ফকীহ্ হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ নু'মানী র. এর অন্যতম বিখ্যাত কিতাব “ الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ” (ইমাম ইবনে মাজাহ্ ও কিতাবুহুস্ সুনান) এর ৮৬ পৃষ্ঠাতে রয়েছে।

[৮৬] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ৬, পৃ. ২৪১

[৮৭] মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক. খ. ১১, পৃ. ২১৩

এটি শুধু হযরত ওমর রা. এরই নীতি নয় বরং হকপন্থী সকল মাসলাক ও মাশরাবেরও এ একই নীতি ছিলো। চার মাযহাবের ফিক্হের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করলে এর বাস্তবতা কিছুটা অনুধাবন করা যায়। যাহোক, হযরত ওমর রা. এর উক্ত কথা নিম্নের আয়াত ও হাদীসের আলোকে উপলব্ধির চেষ্টা করুন।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দান করেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।[৮৮] আল্লাহ্ তা‘আলা কিন্তু একথা বলেননি, وَمَا تركه عَنْهُ فَانْتَهُوا অর্থাৎ যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্জন করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم و ما نهيتكم فاجتنبوه (البخارى – كتاب الاعتصام) “আমি যে বিষয়ে আদেশ করি তা তোমরা সাধ্যমত আমল করো, আর যা থেকে নিষেধ করি তা বর্জন করো।[৮৯] এখানে লক্ষনীয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি, ما تركته فاجتنبوه “আমি যা বর্জন করি তা থেকে তোমরা বেঁচে থাক।” অতএব বোঝা গেলো বর্জনটা হারাম বা নাজায়েয এর দলীল নয়।

হযরত ওমর রা. কেন, কোনো সাহাবী এ কথা বলেছেন কি? বা কোনো হাদীসে বা আছারে বর্ণিত হয়েছে কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা আবশ্যক? তা কিভাবে সম্ভব! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কত আমলই না বর্জন করেছেন যা সাহাবীগণ করেছেন। সাহাবা তাবে‘ঈসহ আমাদের সালাফের মধ্যে এর শত শত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।[৯০]

এজন্য মুহাদ্দিসগণও হাদীস বা সুন্নাহ্ এর সংজ্ঞার মধ্যে وتروكه বা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্জনকে উল্লেখ করেননি। পাঠক! বরং হাদীসের

---

[৮৮] সূরা হাশর, আয়াত নং-৭

[৮৯] বুখারী শরীফ

[৯০] আগ্রহী পাঠকদের এ বিষয়ে হযরত আব্দুল হাই লাখনবী র. এর কিতাব إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة “ইকামাতুল হুজ্জাহ্ আলা আন্নাল ইকছারা ফীত্ তা‘আব্বুদি লাইসা বি বিদ‘আতিন” পড়তে অনুরোধ করছি। আব্দুল হাই লাখনবী র. এর অন্যান্য কিতাবের মতো এ কিতাবটিও শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. তাহ্কীক ও তা’লীক করে ছেপেছেন। ইনশাআল্লাহ্ কিতাবটির বঙ্গানুবাদ অতি শীঘ্রই পাঠকগণের খেদমতে আসবে।

কিতাবেতো দেখা যায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাজ বর্জন করেছেন, সে কাজটিই কোনো একজন সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনেই করেছেন; কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সাহাবীকে না নিষেধ করছেন, না কাজটি হারাম বা নাজায়েয বলেছেন।

এ প্রশ্নের উত্তর কী হবে?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতে জিন্দেগীতে সাহাবীদেরকে নিয়ে তারাবীহ্‌র নামায জামা'আত করে পড়লেন। আবার উম্মতের ওপর ফরয হওয়ার ভয়ে বর্জন করলেন। হযরত ওমর রা. তারাবীহ্‌র এ জামা'আত পুনরায় চালু করলেন। হযরত ওমর রা. তারাবীহ্‌র এ কাজটি চালু করে খিলাফে সুন্নাহ্ কোনো আমল করলেন কি? (না'ঊযু বিল্লাহ্) এবং এ প্রশ্নও সামনে আসে, হযরত ওমর রা. কি তারাবীহ্‌র এ জামা'আত সাওয়াব লাভের আশায় করেছিলেন? না সাওয়াব লাভের আশায় করেননি? যদি সাওয়াব লাভের আশায় করে থাকেন, তাহলে তিনি কি খিলাফে সুন্নাহ্ আমল করলেন? (না'ঊযু বিল্লাহ্)

অনুরূপভাবে মুসলমানরা তারাবীহ্‌তে কুরআন মাজীদ খতম করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারাবীহ্‌তে কুরআন মাজীদ খতম করার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এমনকি সাহাবীগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতে জিন্দেগীতে তারাবীহ্‌তে কুরআন খতম করেছেন এমন কোনো বর্ণনাও পাওয়া যায় না। তাহলে তারাবীহ্‌তে কুরআন খতম করা কি খিলাফে সুন্নাহ্ হবে? সাহাবী-তাবে'ঈগণ থেকে সারারাত জেগে সালাত আদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রতিদিন সিয়াম পালনের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। তাহলে তাঁরাও কি খিলাফে সুন্নাহ্ কর্ম করেছেন? (না'ঊযু বিল্লাহ্)

হাদীস শরীফের ভুল ব্যাখ্যা :

পাঠক! মুসলমানদের ইলমী ও আমলী অধঃপতনের এ যামানাতেও কিছু ব্যক্তি নিম্নের হাদীসগুলো দ্বারা ধারণা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ বর্জন করেছেন তা বর্জন করা সুন্নাহ্। শুধু এখানেই শেষ নয়, তাদের ভাষায় অতিরিক্ত ইবাদত-মুজাহাদা করা, সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়া, ইত্যাদি বিদ'আত ও ধ্বংসের কারণ। হাদীসগুলো হলো,

عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا عثمان اني لم أومر بالرهبانية أرغبت

عن سنتي قال لا يا رسول الله قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق فمن رغب عن سنتي فليس مني

হযরত সা‘আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, যখন ওসমান ইবনে মায‘ঊন রা. দাম্পত্য জীবন বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, ওসমান! আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার সুন্নাহ্‌কে অপছন্দ করছো? তিনি বলেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার সুন্নাহ্‌কে অপছন্দ করছি না। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সুন্নাহ্‌র মধ্যে রয়েছে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি এবং ঘুমাই। কখনো নফল রোযা রাখি, কখনো রাখি না। বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ্‌কে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।[৯১]

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

তিন ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের নিকট গিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে জানালেন। মনে হলো, এই প্রশ্নকারী সাহাবীগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে কিছুটা কম ভাবলেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে?

আল্লাহ্ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন। (অতএব তিনি কোথায় আর আমরা কোথায়) তখন তাঁদের একজন বললেন, আমি সর্বদা সারারাত জেগে নামায পড়ব। অন্যজন বললেন, আমি সর্বদা রোযা রাখব, কখনো রোযা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন, আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব।

[৯১] সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২১৬৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এ কথা জানতে পেরে তাঁদের বললেন, তোমরা কি এ ধরণের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্কে বেশি ভয় করি। তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার ওপরে অবস্থান করি। তথাপি আমি মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝে মাঝে রাখি না। রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করি, আবার ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি, স্ত্রীদেরকে সময় দেই। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ্ অপছন্দ করলো তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।[৯২]

এ সকল হাদীসের বিস্তারিত জাওয়াব আব্দুল হাই লাখনবী র. তাঁর إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة "ইকামাতুল হুজ্জাহ্ আলা আন্নাল ইকছারা ফীত্তা'আব্বুদি লাইসা বি-বিদ'আতিন" কিতাবের শেষে প্রদান করেছেন। আগ্রহী পাঠককে উক্ত আলোচনা দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা ঐ দীর্ঘ আলোচনায় যাচ্ছি না, তবে কিছু সাহাবী ও তাবে'ঈর আমলী জিন্দেগী তুলে ধরছি।

কয়েকজন সাহাবীর নফল ইবাদতের দৃশ্য :

১. আবূ নু'আইম আলইস্পাহানী র. তাঁর حلية الأولياء কিতাবে সনদসহ উল্লেখ করেছেন,

كان عثمان بن عفان يصوم الدهر، ويقوم الليل إلا هجعة من أوّله.

হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রা. সর্বদা রোযা রাখতেন এবং রাতের প্রথম ভাগে সামান্য নিদ্রা ছাড়া সারারাত নামায পড়তেন।[৯৩] উক্ত কিতাবে আছে,

হযরত ওসমান রা. একইরাতে নামাযে পুরো কুরআন খতম করতেন এবং সনদসহ এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান রা. এর শাহাদাতের সময় তাঁর স্ত্রী হত্যাকারীদের বলেছিলেন, **إن تقتلوه أو تتركوه فانه كان يحيي الليل كلّه في ركعة يجمع فيها القرآن** তোমরা তাঁকে (হযরত ওসমান রা.) হত্যা কর বা ছেড়ে দাও; তবে জেনে রাখ, তিনি সারারাত জেগে নফল নামায পড়েন এবং এক রাকাতেই পুরো কুরআন মাজীদ খতম করেন।

পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও মুওয়ার্রিখ ইবনে কাসীর র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **البداية و النهاية** তে হযরত ওমর রা. সম্পর্কে বলেন,

كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر، وما مات حتى سرد الصوم.

---

[৯২] সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩

[২৭] হিল্ইয়াতুল আওলিয়া খ. ১, পৃ. ৫৬

হযরত ওমর রা. ইশার নামায মানুষদের সাথে পড়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করতেন। এরপর ফজর পর্যন্ত নফল নামায পড়তেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা তাঁর আমল ছিলো।[৯৪]

"হিল্ইয়াতুল আওলিয়া" কিতাবে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে,

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র নাফে' বলেন, **أن ابن عمر كان يحيي الليل صلاةً** হযরত ইবনে ওমর রা. সারারাত নফল নামায পড়তেন।[৯৫]

আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত তামীম আদ্দারী রা. যার বর্ণিত দাজ্জালের প্রসিদ্ধ হাদীস সহীহ্ মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফে রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে ইমাম সাম'আনী র. তাঁর **الأنساب** কিতাবে বলেন, **كان تميم يختم القرآن في ركعة ، وربما ردّد الآية الواحدة الليل كله حتى الصباح.** হযরত তামীম আদ্দারী রা. এক রাকাতে কুরআন মাজীদ খতম করতেন। কখনো এক আয়াত বারবার পড়ে পুরোরাত কাটিয়ে দিতেন।[৯৬]

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. সম্পর্কে "হিল্ইয়াতুল আওলিয়া" কিতাবে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে, **أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على الفراش لا يأتيه النوم، فيقول : اللهم إنّ النار أذهبت عني النوم ، فيقوم فيصلّي حتى يصبح.** হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. রাতে বিছানাতে যখন আরাম করতে যেতেন, জাহান্নামের আগুনের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়তেন। ফলে তাঁর ঘুম আসত না। তখন বলতেন, হে আল্লাহ্! আগুন আমার ঘুম দূর করে দিয়েছে। অতঃপর দাঁড়িয়ে ফজর পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতেন।[৯৭]

<u>আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জলীলুল কদর সাহাবীগণ সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন, সারা বছর রোযা রেখেছেন, এক রাকাতে পুরো কুরআন মাজীদ খতম করেছেন।</u>

---

[৯৪] আলবিদায়া ওয়ান্ নিহায়া খ. ৭, পৃ. ১৩৫

[৯৫] হিল্ইয়াতুল আওলিয়া খ. ১, পৃ. ৩০৩০

[৯৬] আল্লামা সাম'আনী, আলআনসাব, ইবনে হাজার মাক্কী আলহাইতামী র. فتح المبين بشرح الأربعين কিতাবে ১০৮ পৃ. বলেন, كان تميم يختم القرآن في ركعة হযরত তামীম আদ্দারী রা. এক রাকাতে কুরআন খতম করতেন।

[৯৭] হিল্ইয়াতুল আওলিয়া খ. ১, পৃ. ২৬৪

এখন কথা হলো, তাঁদের এ আমলগুলো কি খিলাফে সুন্নাহ্? তাঁরা এ আমলগুলো সাওয়াবের আশায় বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য কি করেননি? যদি সাওয়াবের আশায় বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য করে থাকেন তাহলে তাঁদের এ আমল 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ অপছন্দ' করার পর্যায়ে পড়বে কি? (না'ঊযু বিল্লাহ্) বা তাঁদের এ সকল আমল বিদ'আত বা ধ্বংসের কারণ হয়েছে কি??

পাঠক! আজ এমন কথাই বলা হচ্ছে ও লিখা হচ্ছে। একপেশে পড়ালেখা বা আরব বিশ্বের কিছু ব্যক্তির বিকৃত ধ্যান-ধারণায় সিক্ত হয়ে শুধু মুসলিম উম্মাহ্ই নয়, বরং মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সাহাবী-তাবে'ঈগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

কথার মারপ্যাঁচে খুব ঠাণ্ডা মাথায় সুন্নাহ্ ও নফল ইবাদত-বন্দেগীর ওপর মুসলিম উম্মাহ্র অনীহা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, সারারাত তাহাজ্জুদ পড়লে খিলাফে সুন্নাহ্ হবে। নিয়মিত নফল রোযা রাখলে 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ অপছন্দ' করা হবে। বিদ'আত হবে, ধ্বংসের কারণ হবে। উম্মতের অনুসৃত ব্যক্তিগণ থেকে শুধু আযমত মুহাব্বাত ভালোবাসা দূর করার চেষ্টাই নয় বরং তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করা হচ্ছে।

কথিত আহ্লে হাদীসদের দু'টি অপকৌশল :

দুঃখের ব্যাপার হলো, এ সকল কাজ করতে তারা দু'টি পন্থা গ্রহণ করছে যথা :

এক. তারা সুন্নাহ্কে মাধ্যম বানানোর চেষ্টা করছে। অর্থাৎ তারা সাধারণ মুসলমানদের খুব কায়দার সাথে বোঝাতে চাচ্ছে, আমরা শুধু সুন্নাহ্ প্রেমিক। আর আমরা যা বলছি বা লিখছি এটি ব্যতীত সব খিলাফে সুন্নাহ্।

পাঠক! মুসলমানদের একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার হলো, তাঁরা ইসলাম, সুন্নাহ্, হাদীস ইত্যাদি কথা শুনলে দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজে একটু দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ইসলামী লেবেল লাগিয়ে কত হারাম নাজায়েয কাজ করা হচ্ছে। ঠিক সুন্নাহ্ ও হাদীসের নামটিও অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের এরূপ বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

দুই. তারা সুন্নাহ্ বা খিলাফে সুন্নাহ্ ইত্যাদি মোড়কে যে মতাদর্শ প্রচার করতে চাচ্ছে, এ মতাদর্শগুলোর ধারক-বাহক কারা, তারা তা উল্লেখ করছে না। অর্থাৎ তারা তাদের কিতাবে লিখছে এ হাদীস থেকে 'খিলাফে সুন্নাহ্' বা 'তরকে সুন্নাহ্' বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু এ কথা কোথাও লিখছে না যে, উক্ত হাদীস থেকে পৃথিবীর কোন্ আলিম বা ব্যক্তি "খিলাফে সুন্নাহ্" বা "তরকে সুন্নাহ্" বোঝেছেন। হয়ত এর অন্যতম একটি কারণ হলো, তারা যদি উক্ত আলিমদের নাম উল্লেখ করেন, তাহলে মুসলিম উম্মাহ্ কোনো চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই এ সকল কথিত সুন্নাহ্ প্রেমিকদের প্রত্যাখ্যান করতেন।

কারণ তারা মতাদর্শ নির্বাচনে এমন সব ব্যক্তির গ্রহণ করছেন, মুসলিম উম্মাহ্ যাদেরকে আগেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই সেসব আলিমের নাম উল্লেখ না করে নতুন আঙ্গিকে তাদের মতাদর্শ তুলে ধরছে। মূলত এ ফেতনাগুলো পুরাতন। শুধু পোশাক ও আংশিক রং পরিবর্তন হয়েছে এবং যুগের বিবর্তনে এর আভিজাত্য বেড়েছে।

পাঠক! কষ্ট করে যদি একটু আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী র. এর **حسن التفهم و الدرك لمسألة الترك** ও **الرد المحكم المتين** এবং আব্দুল হাই লাখনবী র. এর **إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة** কিতাব [৯৮] অধ্যয়ন করে নেওয়া যায়, তাহলে কথিত সুন্নাহ্ প্রেমিকদের অনুসৃত ব্যক্তিত্বদের চেনা সহজ হবে এবং এ ফেতনার পুরাতন তত্ত্বও জানা যাবে।

তাবে'ঈগণের নফল ইবাদতের দৃশ্য :

হযরত ওমায়ের ইবনে হানী র. প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। ইমাম যাহাবী র. তাঁর 'আলইবার বি আখবারি মান গবার' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, জলীলুল কদর তাবে'ঈ মাসরূক ইবনে আজদা'আ র. এত বেশি নফল নামায পড়তেন যে তাঁর দু'পা ফুলে যেত এবং হজ্জের সফরে না ঘুমিয়ে সিজদাতে রাত কাটিয়ে দিতেন।

আসওআদ ইবনে ইয়াযীদ আন-নাখা'ঈ র. প্রতি রমযানে দু'রাতে কুরআন খতম দিতেন। আবূ নু'আইম আলইস্পাহানী র. তাঁর 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, জালীলুল কদর তাবে'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব র. পঞ্চাশ বছর ইশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন।

উক্ত কিতাবের অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন। ছাবেত ইবনে আসলাম আলবুনানী র. সারা বছর রোযা রাখতেন ও দিন-রাত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাবে'ঈদের পরেও এরূপ ইবাদতের ধারা বিদ্যমান ছিলো। আবু নু'আইম 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' কিতাবে বলেন,

---

[৯৮] শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. এর টীকা ও সংযোজনকৃত

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. দিনে-রাতে তিনশত রাকাত নফল নামায পড়তেন।

ইমাম শাফে‘ঈ র. রমযানে নামাযে ষাট বার কুরআন খতম করতেন।

ইমাম শু’বা ইবনুল হাজ্জাজ র. সারা বছর রোযা রাখতেন এবং এত বেশি নফল নামায পড়তেন যে তাঁর পা ফুলে যেত।

বিস্তারিত দেখুন আব্দুল হাই লাখনবী র. এর **إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة** কিতাব। যা শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. তাহকীক ও তা’লীক করে বের করেছেন। উক্ত কিতাবে খুব সংক্ষেপে ৩০/৩৫ জন সাহাবা-তাবে‘ঈর ইবাদতের কিঞ্চিত নমুনা তুলে ধরেছেন।

সাহাবী ও তাবে‘ঈগন কি সুন্নাহ্ বুঝতেন?

পাঠক! আমরা জানি না এ সকল কথিত সুন্নাহ্ প্রেমিকের নিকট সাহাবা-তাবে‘ঈ, তাবে-তাবে‘ঈ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারী ছিলেন কি না। নাকি তাদের ভাষায় এ সকল সাহাবী-তাবে‘ঈ খিলাফে সুন্নাহ্ কাজ করে বিদ‘আতে লিপ্ত হয়ে মূল্যবান জীবন ধ্বংস করে দিয়েছেন (না‘উযু বিল্লাহ্)।

পাঠক! সকল প্রকার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে লিখাটি পুনরায় পড়ুন। সাথে সাথে সকল সাহাবী, তাবে‘ঈ, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, হক্কানী আলিম, নেককার বুযুর্গ প্রমূখ হযরতের আমলে জিন্দেগীকে সামনে আনুন।[৯৯] আমার মনে হয় সঠিক সত্যটি পাঠক মহোদয়কে বলে দেওয়া লাগবে না।

আব্দুল হাই লাখনবী র. এর গবেষণা :

ইতমীনানে কলবের তথা আত্মার প্রশান্তির জন্য আমি আব্দুল হাই লাখনবী র. এর **إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة** কিতাবের প্রথম থেকে কয়েক লাইন অনুবাদ করছি,

মহান রব্বুল আলামীনের করুণা ভিখারী আবুল হাসনাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী র. বলেছেন, আমি জীবনের প্রথম থেকেই মহান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবন চরিত, নৈতিক গুণাবলী, মহৎ কার্যাবলী পঠন ও অধ্যয়নে মগ্ন ছিলাম। আশা ছিলো এ মহান ব্যক্তিগণের উত্তম চরিত্রের ছাপ আমার জীবনে

---

[৯৯] এখানে কুরূনে ছালাছাতে যারা ছিলেন তাঁদের আমলও সামনে আনতে বলা হচ্ছে, যেমন সাহাবা-তাবে‘ঈন শুধু পরবর্তীদের আমল নয়।

প্রতিফলিত হবে এবং আমি তাঁদের উত্তম গুণাবলী অনুসরণ করতে পারব। ফলে আমি সঠিক মত-পথের অনুসারী হয়ে যাব।

কবি কতই না চমৎকার বলেছেন,

أحبُّ الصالحين ولست منهم * لعلّ الله يرزقني صلاحا

আমিতো নেককার বুযুর্গদেরকে মুহাব্বাত করি, যদিও আমি নেককার বুযুর্গ নই। তবে আশা করি হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নেককার হওয়ার তাওফীক দান করবেন।

এ অধ্যয়নে আমি পূর্ববর্তী (সাহাবী-তাবে'ঈগণের) ও পরবর্তী আলিমগণের (ইমাম-মুজতাহিদগণের) জীবন সাধনা, অধিক ইবাদত, রিয়াযত, ও মুজাহাদার বিষয়ে অবগত হই। আমি লক্ষ করেছি, এ সকল বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত ও রিয়াযতে কাটিয়ে দিয়েছেন। আমি মনে করি এটিই সিরাতে মুস্তাকীম বা সঠিক পথ এবং এ পথেই জান্নাতের উচ্চ মাকামে পৌঁছা সম্ভব।

এরপর দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো, মহান রব্বুল আলামীন আমাকে হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়নের তাওফীক দান করলেন এবং আমার সামনে হাদীসে নববীর তাৎপর্য প্রকাশ পেতে থাকলো। এ সময়ে আমি কিছু হাদীস ও আছার[১০০] অবগত হলাম, যে হাদীস ও আছারগুলোতে অধিক ইবাদত, অতিরিক্ত মুজাহাদা ও তপস্যা নিষেধ করা হয়েছে।

তখন আমার দুর্বল অন্তর এ ভেবে আলোড়িত হলো, একদিকে এ সকল হাদীস, অপর দিকে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সাহাবা-তাবে'ঈন, ইমাম-মুজতাহিদীন, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের অধিক ইবাদত বন্দেগী ও অতিরিক্ত মুজাহাদায় নিমগ্ন থাকার বর্ণনা। আমার অন্তর একদিকে নিষেধাজ্ঞার হাদীস, অপর দিকে সাহাবা-তাবে'ঈন, ইমাম-মুজতাহিদীন, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের আমল, আমার অন্তর এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে ফিরছিলো?

এ ভেবে আমি হাদীসের ভাণ্ডারে গভীর দৃষ্টি দিলাম। আছারসমূহে নিবিড় মনোনিবেশ করলাম। হাদীসের বিজ্ঞ গবেষকগণ হাদীসের কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা নিরীক্ষণ করতে লাগলাম এবং গবেষক ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ হাদীসের কি মর্ম ও সমন্বয় প্রদান করেছেন তা অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

[১০০] সাহাবীগণের রা.বাণী, কর্ম ও সমর্থন

তখন আমার নিকট প্রকাশ পেলো যে, এ বিষয়ের হাদীস পরস্পর বিরোধী। কিছু হাদীস নির্দেশ করছে বা উৎসাহ যোগাচ্ছে অধিক ইবাদত ও রিয়াযত করতে। আর কিছু হাদীস নির্দেশ করছে অল্প ইবাদত করতে। প্রত্যেক হাদীস স্ব-স্ব স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সঠিক আছে।

গবেষণার ফলাফল :

অর্থাৎ অধিক ইবাদতের হাদীসগুলো গণ্য হবে তাঁদের ক্ষেত্রে যারা অধিক ইবাদত করতে সক্ষমতা রাখেন। আর স্বল্প ইবাদতের হাদীসগুলো তাঁদের ক্ষেত্রে যারা সক্ষমতা রাখেন না। এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম মুজতাহিদ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ।

এ কেমন আজীব কথা!

ইতোমধ্যে এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, অধিক ইবাদত করা বিদ‘আত। যেমন, সারারাত জেগে ইবাদত করা। এক রাকাতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করা। হাজার রাকাত নামায পড়া ইত্যাদি যা ইমাম মুজতাহিদ, মুহাদ্দিসগণের আমল ছিলো, এ সব বিদ‘আত!! আর সকল বিদ‘আতই গোমরাহী।

তার এ বক্তব্য আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুললো। আমি তার নিকট আরয করলাম, এ সকল ইবাদত ও মুজাহাদাকারী (অধিক ইবাদতকারী) সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তাঁদের মধ্যে সাহাবা তাবে‘ঈ ও মুহাদ্দিসগণের বড় জামা‘আত রয়েছে। তাঁরা সকলেই কি বিদ‘আতী? সে পুনরায় বললো, এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং সহীহ্ হাদীসের কিতাবে তা বিদ্যমান রয়েছে।

আমি আরয করলাম, এতো অপ্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি এবং শব্দের বাহ্যিকতার প্রতি যার চিন্তার সমাপ্তি ঘটেছে সেই এমন কথা বলতে পারে।

বিদ‘আতের পরিচয় :

তোমার কর্ণকুহরে কি পৌঁছেনি যে, নিশ্চয় বিদ‘আত বলা হয় ‘কুরূনে ছালাছাতে’ যা ছিলো না এবং কুরআন, হাদীস, ইজমা’ ও কিয়াসে যার কোনো আসল বা মূল নেই। পক্ষান্তরে, অধিক ইবাদত-রিয়াযতের দৃষ্টান্ত ‘কুরূনে ছালাছা’ তথা তিন বরকতময় সময়গুলোতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এ অধিক ইবাদত-রিয়াযত শুধু জায়েযই নয় বরং সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর এটি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল বিদ্যমান রয়েছে।

ভুল বোঝার কারণ :

সে পুনরায় বললো, কোনো কোনো আলিম এ রকম অধিক ইবাদত-রিয়াযতকে বিদ‘আত বলেছেন এবং তাঁদের কারো কারো কথা যোগ্য আলিমদের

নিকট গ্রহণীয়। আমি তাকে বললাম, যদি কোনো আলিম এমন বলে থাকেন, তাহলে বোঝতে হবে নিষেধসূচক হাদীস দেখে তিনি সন্দেহে পতিত হয়েছেন এবং শরীয়তের সকল মূলনীতির ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। এ জন্য তাঁর ব্যাপারে বলা যায়, সে অপারগ বরং এটিও বলা যায় যে, সে এ জন্য নেকির অধিকারী হবেন। (তবে তাঁর কথা গ্রহণীয় নয়।)

তাছাড়া পূর্ববর্তী অনুসরণীয় অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস-ফকীহ্ এ অধিক ইবাদত-রিয়াযত জায়েয হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। তাঁদের কথা কিভাবে অবমূল্যায়ন করা যেতে পারে? তখন সে চিন্তিত হয়ে মাথা নিচু করে ফেললো এবং অসহায়ত্বের সাথে ফিরে গেলো।

আবারো সে অপপ্রচার :

এরপর কিছুদিন এমনই আওয়াজ শুনছিলাম এবং সাধারণ-অসাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রসার লক্ষ করছিলাম। তারা খুব জোরে-শোরে প্রচার চালাচ্ছিলো যে, "পূর্ববর্তী নেককার বুযুর্গগণ থেকে (যার মধ্যে সাহাবা-তাবে'ঈ রয়েছেন) যে অধিক ইবাদত-রিয়াযত বর্ণিত রয়েছে, তা নিকৃষ্ট বিদ'আত"(না'ঊযু বিল্লাহ্)।

এভাবে তারা পূর্ববর্তী-পরবর্তী নেককারগণের ওপর আক্রমণ শুরু করলো। অথচ এ সকল বুযুর্গ (দ্বীন ইসলামের সকল বিষয়ে) সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত। তাদের এ অবস্থা অবলোকন করে কঠোরভাবে আমি তাদের নিন্দা করলাম এবং ইফরাত-তাফরীত ব্যতীত সত্য ও বাস্তব বিষয়টি তুলে ধরতে স্বচেষ্ট হলাম।

আমি ইচ্ছা করছিলাম এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি পুস্তিকা লিখার, ইতিপূর্বে যা কেউ লিখেনি এবং পুস্তিকাটি হবে যথার্থ ও সন্তোষজনক, ইতিপূর্বে যার দৃষ্টান্ত কেউ রাখেনি।

তবে 'শারহুল বিকায়া' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ **السعاية في كشف ما في شرح الوقاية** "আস্সি'আইয়াহ্ ফী কাশফি মা ফী শারহিল বিকায়া"[১০১] কিতাব লিখার ব্যস্ততা, এ

আব্দুল হাই লাখনবী র. ও তাঁর السعاية :

[১০১] আব্দুল হাই লাখনবী র. তাঁর কিতাব السعاية في كشف ما في شرح الوقاية "আস্সি'আয়া ফী কাশফি মা ফী শারহিল বিকায়া" সম্পর্কে নিজে বলেন, এটি একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি এমন একটি সঞ্চিত ভাণ্ডার যা যথেষ্ট এবং এ বিষয়ের অন্যান্য কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। কিতাবটিতে ফকীহ্গণের মাযহাবের প্রত্যেক মাসআলার দলীলভিত্তিক আলোচনা এবং মাসআলাসমূহের ওপর উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত

গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে বাধা দিচ্ছিলো। তবে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি আমার কিছু সাথীর জোর তাগাদা আর কিছু শুভাকাঙ্খীর পীড়াপীড়িতে আমি এ কাজ গুরুত্বের সাথে হাতে নেই।

যাহোক, "আস্‌সি'আইয়াহ" কিতাবের কাজ বন্ধ রেখেই এ নতুন পুস্তিকার কাজ শুরু করি। (আব্দুল হাই লাখনবী র. এর কথা শেষ হলো)

বাস্তবতা হলো, এমন আমলও রয়েছে. যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্জন করেছেন, তথাপি সাহাবীগণ সে আমল করেছেন।[১০২]

আলোচনা হয়েছে। আব্দুল হাই লাখনবী র. এর উক্ত বক্তব্যের টীকাতে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. বলেন, আব্দুল হাই লাখনবী র. তাঁর কিতাব সম্পর্কে যে কথা লিখেছেন তা যথার্থ বরং তাঁর কিতাবটির যে প্রশংসা তিনি তুলে ধরেছেন তার থেকেও কিতাবটি আরো উঁচু স্তরের। শ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণ, গবেষণালব্ধ, যথার্থরূপে পরীক্ষিত, এ কিতাবের সকল আলোচনাই পরিপূর্ণ। হায়! তিনি যদি ইন্তিকালের পূর্বে কিতাবটি পূর্ণ করতে পারতেন! তবে কিতাবটির 'কিতাবুত তহারাত' ও 'কিতাবুস সালাতের' একটি বৃহৎ অংশ তিনি লিখে শেষ করেছেন।

কিতাবটি ভারতের মুস্তফাবী ছাপাখানা থেকে ১৩০৬ হিজরীতে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ দু' খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় এক হাজারের মতো। কিতাবটি পূর্ণ না হয়েও যে অবস্থা তাতে ঐ কথাটিই মনে পড়ে যায়। كتاب الظفر به فتح عظيم، والنظر فيه نعيم مقيم. এটি এমন এক সফল কিতাব যার দ্বারা ইলমের বৃহৎ দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং কিতাবটির মধ্যে দৃষ্টি দেওয়া স্থায়ী শান্তি প্রদান করেছে।

[১০২] এ বিষয়ে "ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত" কিতাবের শুরুতে "উসূলী আলোচনা" শিরোনামে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী র. (মৃ. ১৪১৩ হি.) এর حسن التفهم والدرك لمسئلة الترك (হুসনুত্ তাফাহ্হুম ওয়াদ্ দারক লি-মাসআলাতিত্ তারক) কিতাবের আলোকে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক আলোচনাটি দেখতে পারেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাবে‘ঈদের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ

তাবে‘ঈদের দৃষ্টিতে ফিক্হ :

হযরত আমর ইবনে মাইমূন আলআওদী র. বলেন,

قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال: فألقيت محبتي عليه، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود رضي الله عنه فلزمته حتى مات.

হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি হয়ে আমাদের দেশ ইয়ামানে আসলেন। ফজর নামাযে আমি তাঁর তাকবীর শুনলাম। তাঁর আওয়াজ ছিলো বেশ উঁচু। তাঁকে দেখে আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। এজন্য সিরিয়াতে তাঁর মৃত্যুবরণের পর সমাধিস্থ করা পর্যন্ত আমি তাঁর সংস্পর্শে থাকি।

এরপর আমি মানুষদের (সাহাবীদের) মধ্যে বড় ফকীহের সন্ধান করতে থাকি। যাহোক তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা.কে আমি বড় ফকীহ্ হিসেবে পাই। এজন্য তাঁর সোহ্বতে আমি তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত থাকি।[১০৩]

হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রা. এর এ ঘটনা শুধু ফিক্হের গুরুত্বই বুঝাচ্ছে না বরং ফিক্হের গুরুত্বের সাথে ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর ইল্ম ও তাঁর ফাকাহাতের অবস্থাও বোঝাচ্ছে।

হযরত আবূ তামীমা র.[১০৪] বলেন,

আমি শাম দেশে এসে দেখি এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মানুষ দ্বীন শিখছে। আমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, লোকেরা আমাকে বলেন, **هذا أفقه من بقي من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلّم** হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সকল সাহাবী জীবিত আছেন, তাঁদের মধ্যে এ ব্যক্তি[১০৫] সবচে বড় ফকীহ্।[১০৬]

---

[১০৩] আবূ দাউদ, বাবুন-ইযা আখ্খারাল ইমামুস সালাতা আনিল ওয়াক্ত. খ. ১, পৃ. ৬২

[১০৪] হযরত আবূ তামীমা র. হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা. এর খাস ছাত্র। ইবনে মা‘ঈন, দারাকুতনীসহ অনেকেই তাঁকে ছিকাহ্ বলেছেন। হাফিয ইবনে আব্দুল বার র. বলেন. هوثقة حجة عند جميعهم আবূ তামীমা র. ছিকাহ্ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

[১০৫] উক্ত সাহাবী ছিলেন হযরত আমর আলবাকাঈ, হযরত আবূ তামীমা র.সহ অনেকেই তাঁকে أفقه الناس খিতাবে অভিষিক্ত করেছেন।

[১০৬] ইবনুল কাইয়িম, ই’লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, খ. ১, পৃ. ১৬

সাহাবী ও তাবে'ঈদের যুগে এ ধারা বিদ্যমান ছিলো অর্থাৎ প্রত্যেক শহরের অধিবাসী তাঁদের ফকীহ্ সাহাবী বা ফকীহ্ তাবে'ঈদের অনুসরণ করতেন।

একটি বাস্তবতা :

ইসলামের ইতিহাসে আমরা এমন দৃষ্টান্ত পাইনি যে, একজন ব্যক্তি একটি মাসআলা নিয়ে প্রত্যেক সাহাবী বা প্রত্যেক তাবে'ঈর নিকট ছুটে ফিরেছেন। এর মধ্যে মাযহাব অনুসরণ ও তাকলীদের বুনিয়াদী রূপরেখা রয়েছে। আল্লাহ্ যাকে তাওফীক দিয়েছেন তাঁর জন্য বিষয়টি অনুধাবন করা কঠিন নয়। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এ দু'আই করি, "হে আল্লাহ্! ইসলামের প্রথম যুগ থেকে উম্মতে মুসলিমা যেভাবে দ্বীন পালন করে আসছেন, আমাদের সেভাবে দ্বীন পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

লা-মাযহাবীদের প্রতি জিজ্ঞাসা :

পাঠক! যারা বলেন মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজন নেই, তাঁদের নিকট আদবের[১০৭] সাথে জিজ্ঞাসা করুন,

ইসলামের ইতিহাসে ফিক্‌হ সংকলনের পর থেকে[১০৮] কারা মাযহাব অনুসরণ থেকে বিরত থেকেছেন, তাঁদের তালিকা আমাদের সামনে পেশ করুন। আল্লাহ্

লা-মাযহাবীদের চরম ধৃষ্টতা :

[১০৭] পাঠক! এটি মাযহাবের অনুসারীদের উসূল বা রীতি। আর মাযহাবত্যাগকারী গায়রে মুকাল্লিদ, লা-মাযাহাবী, কথিত আহ্‌লে হাদীস, আলবানীভক্তদের উসূল দেখুন। তারা মাযহাবের অনুসারীদের শুধু কাফির, মুশরিক বলেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তাদের লেখায় তারা এ কথাও দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছে, যে নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ করবে তাকে হত্যা করতে হবে। যেমন তারা

هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة

বা "মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য?"

নামে কিতাব লিখে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়াচ্ছে। উক্ত কিতাবের ৩০ পৃ. তাদের এক নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে,

"যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ ওয়াজিব বলে ঘোষণা করবে, তাকে তাওবা করানো হবে। (তাওবা না করলে) হত্যা করা হবে।"

অপর এক পৃষ্ঠায় লিখেছে,

"যার কারণে তাকে তাওবা করতে হবে। যদি তাওবা করে তাহলে উত্তম, নচেৎ হত্যা।"

পাঠক খেদমতে আরয, এটি মুসলমানদের কথা না কি মুসলিম নামে অন্য কারো? বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানের এটি কি ভাবার নয়?

[১০৮] অর্থাৎ মাযহাবের ক্রমবিকাশের পর থেকে।

চাহেনতো তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুধাবন করতে ও হক পথ চিনতে আপনার দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হবে না।

বিস্ময়ের সাথে আপনারা শুধু অবলোকন করবেন এরা উম্মতে মুহাম্মাদীকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। হয়ত ইল্‌মী আমানত, সকল লোকলজ্জা ও খোদাভীতিকে ছুঁড়ে ফেলে তাদের কেউ বলে ফেলতে পারে, তেরো-চৌদ্দশত বছর যাবত সকল ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ্, হক্কানী আলিম-ওলামা ও মুসলিম উম্মাহ্ ভুল করলে আমরাও কি ভুল করব?

আমরা বলি, অচিরেই তারা হয়ত বলবে আরে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভুল করে গেছেন[১০৯]। (না'উযু বিল্লাহ্) অতএব রাখো তোমাদের ইসলাম।

সত্য বুঝেও গ্রহণ করার সুযোগ হলো না :

আর তখনই বোঝা যাবে শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর **اللامذهبية قنطرة اللادينية** বা 'মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ' প্রবন্ধের বাস্তবতা। এবং আরো বোঝে আসবে, গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, কথিত আহ্‌লে হাদীস ও আলবানীভক্তদের প্রথম সময়ের গুরু মাওলানা হুসাইন বাটালবীর

লা-মাযহাবীরা যেভাবে ঈমানহারা হতে পারে :

[১০৯] পাঠক! তারা হয়ত এক সময় বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির আগেই জানতেন, আরবরা قروء হায়েয ও তুহুর দু'অর্থে ব্যবহার করবে। তাহলে কী কারণে তিনি কুরআনে কারীমে ثلثة قروء বললেন? তিনি তো ثلثة حيض বা তিন হায়েয বলতে পারতেন। অথবা বলতে পারতেন, ثلثة أطهار বা তিন তুহুর। তাহলে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. ও যাইদ ইবনে ছাবিত রা. এর মধ্যে ثلثة قروء এর অর্থ তিন হায়েয বা তিন তুহুর নিয়ে কোনো মতবিরোধ হত না।

অনুরূপভাবে তারা হয়ত বলবে, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত। অপর হাদীসে বলেছেন, لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার নামায হবে না।

এখন তারা এ দু'হাদীসের সঠিক ব্যবহার না জানার কারণে এবং এ জাতীয় শত শত বিষয়ে সমাধান না করতে পেরে পরিশেষে ইসলাম ধর্মকেই সালাম দিয়ে ত্যাগ করার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

ঐতিহাসিক স্বীকৃতি। যিনি মাযহাব ত্যাগের বাস্তব ফল স্বচক্ষে অবলোকন করে নিজেই বলে গেছেন,

“পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কুরআন-হাদীসের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত যে সমস্ত লোকদের মাযহাব বর্জনের পরামর্শ দিয়ে মুজতাহিদ বানিয়েছি, তারা কেবল মাযহাব বর্জন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মাযহাব বর্জনের সাথে সাথে দ্বীন ইসলামকেও বর্জন করে ছেড়েছে।”[১১০] আল্লাহ্ তা‘আলা সবাইকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!

হযরত ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. ও অন্যান্যরা বলেছেন,

تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هوس

প্রথমে ইল্মে ফিক্হ অর্জন করো অতঃপর একাকী নিভৃতে ইবাদতে লেগে যাও। যে ইল্ম শিক্ষার পূর্বে নিভৃতে ইবাদতে লেগে যায়, তার অধিকাংশ সময় সে ঘুমিয়ে বা বাজে চিন্তায় নষ্ট করে ফেলে।[১১১]

হযরত হাসান বসরী র. বলেছেন, **ويحك ورأيت أنت فقيهاً قط** তোমার কী হলো, তুমি কি কখনো ফকীহ্ দেখেছো ?[১১২] উক্ত কথার প্রেক্ষাপট ছিলো, হযরত ইমরান আলমুনকারী র. কোনো একটি কথা প্রসঙ্গে বলেন, **أليس هكذا يقول الفقهاء** ফকীহ্গণ কি এরূপ বলেননি? তখন হাসান বসরী র. উক্ত কথা বলেন।

হযরত ইবনে শিহাব যুহ্রী র. বলেন, **ما عبد الله بمثل الفقه** আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদত (দ্বীনের) ফিক্হ অর্জন দ্বারা যেভাবে সম্ভব হয়, তা অন্য কোনোভাবে সম্ভব হয় না।[১১৩]

হযরত আ’মাশ র. বলেন, **يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة** হে ফকীহ্ সম্প্রদায়! তোমরা ডাক্তার আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা।[১১৪] অর্থাৎ ডাক্তাররা যেমন জানেন কোন্ রোগের কোন্ ঔষধ, তেমনি তোমরাও জান কোন্ হাদীস আমলযোগ্য আর কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

---

[১১০] ইশা‘আতুস্ সুন্নাহ্, খ. ৪, পৃ. ১৮৮, সূত্রঃ ড. খালেদ মাহমূদ কৃত আসারুত্তাশরী’, খ. ১, পৃ. ৩৬৮ আরো দেখুন, মুহাম্মাদ আমীন সফদার রচিত মাজমু‘আয়ে রাসায়েল, খ. ১, পৃ. ২৩১

[১১১] এহইয়াউল উলূমুদ্দীন খ. ২, পৃ. ২৩২

[১১২] শরহুস্ সুন্নাহ্, খ. ১, পৃ. ২৭৯

[১১৩] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা খ. ১, পৃ. ২৩৯

[১১৪] সুনানে দারেমী, খ. ১, পৃ. ১০৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ

হাদীস কাকে গোমরাহ্ করে?

হাদীসের ওপর আমল করার জন্যই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে দিতে হয়

লা-মাযহাবীদের সুন্নাহ্ প্রেমের অন্তরালে

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফিক্‌হের গুরুত্ব :

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা র. তাঁর মুসান্নাফে একটি সনদ এভাবে বর্ণনা করেন, **حدثنا جرير عن هشام عن عروة عن فقهاء أهل المدينة** এখানে দেখা যাচ্ছে মদীনার অধিবাসী ফকীহ্‌দের সনদে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, **لو أن فقيهاً على رأس جبل لكان هو الجماعة** যদি কোনো পাহাড়ে একজন ফকীহ্ অবস্থান করেন তাহলে তিনি একাই এক জামা'আতের সমকক্ষ।[১১৫]

হযরত ইমাম মালেক র. ফিক্‌হের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁর নিজ দু'ভাগিনাকে ফিক্‌হ শিখতে উৎসাহিত করেন। খতীবে বাগদাদী র. তাঁর 'আলফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্' কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

أوصى الإمام مالك ابني أخته أبا بكر و إسماعيل...فقال لهما أراكما تحبان هذا الشأن جمع الحديث وسماعه وتطلبانه قال نعم قال إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكما فأقلا منه و تفقها.

ইমাম মালেক র. তার দু'ভাগিনা আবূ বকর ও ইসমা'ঈল র.কে অসিয়ত করে বলেন, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি হাদীস সংরক্ষণ, শ্রবণ ও অনুসন্ধানে খুব আগ্রহী। তাঁরা উত্তরে বলেন হ্যাঁ, আমরা এমনই আগ্রহী। তখন ইমাম মালেক র. তাঁদের বলেন, যদি তোমরা ইচ্ছা করো তোমরা হাদীস থেকে উপকৃত হবে এবং আল্লাহ্ তোমাদের দ্বারা মানুষকে উপকৃত করবেন, তাহলে হাদীস কম রেওয়ায়াত করো এবং হাদীসের ফিক্‌হ অর্জন করো।[১১৬]

ইমাম মালেক র. ও ইমাম লাইস ইবনে সা'আদ র. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. বলেন,

كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال ولو لا إن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا

প্রত্যেক হাদীস গবেষক (মুহাদ্দিস) যার ফিক্‌হের ইমাম নেই, সে পথভ্রষ্ট। যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইমাম মালেক র.ও লাইস ইবনে সা'আদ র. দ্বারা রক্ষা না করতেন, তাহলে আমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম।[১১৭]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. এর (ওফাত ১৯৭ হিজরীতে) মতো একজন ইমাম বলেছেন, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ইমাম মালেক র. ও লাইস ইবনে সা'আদ র.

---

[১১৫] শরহুস্ সুন্নাহ্, খ. ১ পৃ. ২৭৯

[১১৬] রামাহুরমুযী, আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল, পৃ. ২৪২ এবং ৫৫৯. খতীবে বাগদাদী র. 'আলফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্' খ. ২, পৃ. ৮২

[১১৭] কায়রুওয়ানী, কিতাবুল জামি', পৃ. ১৭৭

দ্বারা রক্ষা না করতেন, তাহলে আমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম।" এবং আরো বলেছেন, "প্রত্যেক হাদীস গবেষক (মুহাদ্দিস) যার ফিক্‌হের ইমাম নেই, সে পথভ্রষ্ট"।

তাহলে আজ তেরো-চৌদ্দশত বছর পরে, কোনো ব্যক্তি যদি বলেন, কোনো ইমাম মানার প্রয়োজন নেই, মাযহাব মানারও প্রয়োজন নেই, এ ইমাম হাদীস জানতেন না, তার নিকট হাদীস পৌঁছেনি, এ সব বাতিল কথাবার্তা, তাহলে সে কি শুধু পথভ্রষ্ট? না সাথে সাথে মুফ্‌সিদ বা ফেতনা সৃষ্টিকারী?

হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা র. বলেন, **الحديث مضلة إلا للفقهاء** ফকীহ্‌গণ ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়।[১১৮] হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা র. আরো বলেন, **التسليم للفقهاء سلامة في الدين** ফকীহ্‌গণের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মধ্যেই দ্বীনি অনুসরণ নিরাপদ।[১১৯]

হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা র. এর ইন্তিকাল ১৯৮ হিজরীতে। যখন এমন এমন মুহাদ্দিস পৃথিবীতে ছিলেন, যাদের এক থেকে সাত লক্ষ হাদীস সনদসহ, শানে উরূদসহ, হাদীসের ইলালসহ মুখস্ত ছিলো। যারা মুহাদ্দিসগণের জীবন চরিত সম্পর্কে কিঞ্চিত অবগত তাঁরা বিষয়টি জানেন। তথাপি সে সময়ের এ সকল মুহাদ্দিস (যারা দ্বীনের স্তম্ভ স্বরূপ) বলছেন, ফকীহ্‌গণের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মধ্যেই দ্বীনি অনুসরণ নিরাপদ। এটি কি তাকলীদ নয়? এবং হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা র. এর মতো মুহাদ্দিস কি ফকীহ্‌দের তাকলীদে উৎসাহিত করছেন না?

বড়ই দুঃখের ব্যাপার :

দুঃখের ব্যাপার হলো, যারা লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন তাঁরা বলছেন, ফকীহ্‌গণের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মধ্যেই দ্বীনি অনুসরণ নিরাপদ। আর যারা কোনো উস্তাদের কাছে হাদীস পড়েনি, জীবনব্যাপী চল্লিশখানা হাদীস মুখস্ত করেছে কিনা সন্দেহ আছে। তারা কোত্থেকে দ্বীন শিখেছে তাও জানা যায় না। তারা মুসলমান সেজে এ তেরো-চৌদ্দশত বছরের উম্মতে মুসলিমার ইজমা'কৃত তাকলীদকে নাজায়েয বলছে!! হায় গবেষক!! হায় গবেষণার বিষয়বস্তু!

হযরত ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ র. বলেন, **الحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ** ফকীহ্‌দের সনদে বর্ণিত হাদীস মুহাদ্দিসগণের সনদে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে উত্তম।[১২০] হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী র. বলেন,

---

[১১৮] কায়রুয়ানী, কিতাবুল জামে', পৃ. ১৭৮

[১১৯] আলজাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফী তবাকাতিল হানাফিয়্যাহ খ. ১, পৃ. ৪৫৩

[১২০] মা'রেফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ১১

أما أئمة أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم ، أو عند طائفة منهم ، فأما على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به.

হাদীসের ইমামগণ ঐ সকল সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করেছেন, যে হাদীসগুলো সাহাবীগণের নিকট ও পরবর্তী ইমামগণের নিকট আমলযোগ্য ছিলো। অথবা তাঁদের কোনো একদলের নিকট আমলযোগ্য ছিলো। তাই ইমামগণ কোনো হাদীসকে বর্জন করলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয নেই। কেননা তারা উক্ত হাদীসকে এরূপ জেনেই বর্জন করেছেন যে, উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না।[১২১]

ইমাম আবূ যুরআ’ র. বলেন, **عليكم بالفقه** তোমাদের ওপর ফিক্হ শিক্ষা করা আবশ্যক।[১২২]

হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ্ হাকিম আন নিশাপুরী র. তাঁর **معرفة علوم الحديث** কিতাবের ভূমিকাতে ফিকহুল হাদীসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন,

النوع العشرون من هذا العلم معرفة فقه الحديث ، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة ، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر: فمعروفون في كل عصر و أهل كل بلد ، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله

বিশতম পরিচ্ছেদ : ফিক্হুল হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে :

ইল্মের মূলই হলো ফিক্হুল হাদীস। কেননা এটিই শরীয়তের ভিত্তি। আর ইসলামের ফকীহ্গণ যেমন, আসহাবুল কিয়াস, আসহাবুর রায় ও ইস্তিম্বাত এবং আসহাবুল জাদল ও নযর প্রমূখ প্রত্যেক যুগেই পরিচিত। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা এখানে ফিক্হুল হাদীস ও ফকীহুল হাদীসগণের আলোচনা তুলে ধরব।[১২৩]

ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, **عليكم بالفقه** তোমাদের ওপর ফিক্হ শিক্ষা করা আবশ্যক।[১২৪] ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, **قد جائت أحاديث لا يؤخذ بها** এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা গ্রহণ করা হয় না।[১২৫] অর্থাৎ এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা সনদের বিচারে সহীহ্ কিন্তু উক্ত হাদীসের মধ্যে গুপ্ত দোষ রয়েছে। যে

[১২১] ফাদ্লু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ পৃ. ৯, সূত্র : আছারুল হাদীস, পৃ. ৭৮

[১২২] ইবনে বাশকুয়াল, “আস্সিল” সূত্র: আছারুল হাদীস, পৃ. ৭৮

[১২৩] হাকিম নিশাপুরী, মা’রেফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৬৩, সূত্র : আছারুল হাদীস, পৃ. ৭৮

[১২৪] ইবনে বাশকুয়াল, “আসসিল” সূত্র : আছারুল হাদীস, পৃ. ৭৮

[১২৫] ইবনে রজব, শরহুল ইলাল, খ.১, পৃ. ২৯ সূত্র : আছারুল হাদীস, পৃ. ৯৯

দোষের কারণে ইমাম মুজতাহিদগণ উক্ত হাদীসের ওপর আমল করেননি। এজন্য কোনো একটি হাদীস সনদের বিচারে সহীহ্ হওয়ার পরও কোনো ইমাম মুজতাহিদ যদি উক্ত হাদীসের ওপর আমল না করেন এ কথা বলা যাবে না যে, উক্ত ইমাম হাদীসের খেলাফ বা বিরোধিতা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী র. বলেন, وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث ফকীহ্গণ এমন বলেছেন, তাঁরাই হাদীসের অর্থ সবচে ভালো বোঝেন।[১২৬] ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. বলেন, إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء يتخير فيقضى به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يوخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح কোনো ব্যক্তির কাছে যদি হাদীসের এমন কিতাব থাকে, যে কিতাবের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী সাহাবী ও তাবে‘ঈদের বিভিন্ন মতামত থাকে, তাহলে এ ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে না, নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোনো হাদীসের ওপর আমল করা বা না করা। যতক্ষণ না সে কোনো যোগ্য আলিমের কাছে জিজ্ঞাসা করে। যোগ্য আলিমের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমল করলে তবেই এ ব্যক্তির আমল সহীহ্ তরিকায় করা হবে।[১২৭]

উক্ত যোগ্য আলিমের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ আওয়ামা র. বলেন, لا بد من سؤال أهل العلم، وهم أهل الفقه والمعرفة هل يؤخذ بهذا الحديث أو لا অবশ্যই যোগ্য আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করতে হবে। আর যোগ্য আলিম হলেন ফকীহ্। কারণ তাঁরাই জানেন বর্ণিত হাদীসটি গ্রহণ করা যাবে কি না।[১২৮]

ইমাম শাফে‘ঈ র. এর অন্যতম ছাত্র ইমাম মুযানী র. বলেন, اطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء তোমরা ফকীহ্গণের নিকট থেকে ইল্ম শিক্ষা করো এবং ফকীহ্ হয়ে যাও।[১২৯] মূলত তৎকালীন সময়ে, ফকীহ্গণের কোনো একটি হাদীসের ওপর আমল করাটা হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো।

---

[১২৬] জামে’ তিরমিযী, খ.১, পৃ. ১১৮

[১২৭] ইবনুল কাইয়িম, ই’লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, খ. ১, পৃ. ৪৪

[১২৮] আছারুল হাদীস, পৃ. ৯৮

[১২৯] খতীবে বাগদাদী, আলফকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্, খ. ২, পৃ. ১৫

সহীহ্ বুখারীর রাবী আবূ বকর ইবনে আয়াশ র. বলেন, **ما رأيت فقيهاً قط يفعله** কোনো ফকীহ্কে আমি এমন কাজ করতে দেখিনি।[১৩০] অর্থাৎ কোনো ফকীহ্ এমন আমল করলে বিষয়টি জায়েয হতো। যেহেতু কোনো ফকীহ্ বিষয়টির ওপর আমল করেননি তাই বিষয়টি জায়েয নেই।

ফয ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, **فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء** হালাল-হারামের ইল্ম ফকীহ্গণের নিকট থেকে অর্জন করতে হয়।[১৩১]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব আলমিসরী র. বলেন, **الحديث مضلة إلا للعلماء** আলিমগণ ছাড়া সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়।

হাদীস কাকে গোমরাহ করে :

পাঠক! মুহাম্মাদ আওয়ামা তাঁর **أثر الحديث الشريف** কিতাবে, **الحديث مضلة إلا للعلماء** বাক্য দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি সরাসরি হাদীসের ওপর আমল করে ও হাদীস থেকে সরাসরি মানুষদের ফাত্ওয়া দেওয়া শুরু করে, তাহলে তাকে গোমরাহ বলা হবে কি?

তিনি উত্তরে বলেন হ্যাঁ, তাকে গোমরাহ বলা হবে, যদি সে এরূপ কাজের উপযুক্ত না হয়। অর্থাৎ সে হাদীসের ওপর আমল করছে এ কারণে তাকে গোমরাহ বলা হচ্ছে না বরং তাকে গোমরাহ বলা হচ্ছে এ কারণে যে, সে এ কাজের উপযুক্ত না হয়ে এ কাজে অংশগ্রহণ করছে।

মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. বলেন, মূলত এ প্রশ্নের উত্তর বহু পূর্বেই ইমাম মালেক র. এর মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব আলমিসরী র. দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, **الحديث مضلة إلا للعلماء** বা ওলামা ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ।[১৩২]

ইমাম ইবনু আবী যায়েদ কাইরুওয়ানী র. বলেন, ইবনে ওয়াইনা বলেছেন, **الحديث مضلة إلا للفقهاء** ফকীহ্গণ ছাড়া সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য হাদীস পথভ্রষ্টতার

---

[১৩০] তহাবী, খ. ১, পৃ. ১১২

[১৩১] ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩১ (ফিক্হের গুরুত্ব বিস্তারিত জানতে দেখুন মুহাম্মাদ আওয়ামা র. এর আছারুল হাদীস ও আল্লামা খালেদ মাহমূদ এর আছারুত্ তাশরী')

[১৩২] পাঠক! এখানে ওলামা মানে আমাদের বর্তমান সময়ের ওলামা নয়। বরং তাঁরা তৎকালীন সময়ের ওলামা যাদের সামনে ইল্মী দুনিয়া আয়নার মতো ছিলো। যারা তবাকাতুল ফুকাহা সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাদের এটা বলার আর প্রয়োজন নেই।

কারণ হয়ে যায়। ইমাম ইবনু আবী যাইদ কায়রুয়ানী র. বলেন, ইবনে ওয়াইনা র. এর এ কথা (الحديث مضلة إلا للفقهاء) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফকীহ্গণ ব্যতীত অন্যরা কেন হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করবে? অথচ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা অপর হাদীসের আলোকে বা অন্য কোনো দলীলের আলোকে রয়েছে। অথবা হাদীসটি বর্জন করা জরুরী। অর্থাৎ এমন শক্তিশালী দলীল রয়েছে যার কারণে উক্ত হাদীসটি গ্রহণ করা যায় না। আর এ বিষয়গুলো শরীয়তের সকল দলীলে অধিক পাণ্ডিত্য অর্জন ও ফিক্হ শিক্ষা করা ব্যতীত জানা সম্ভব নয়।[১৩৩]

লা-মাযহাবীদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তার অপনোদন :

কিছু কিছু গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, কথিত আহ্লে হাদীস, আলবানী ভক্তরা কোনো রকম পড়াশোনা ব্যতীত বা শুধু ধারণা করে অথবা অন্য কারো থেকে শুনে শুনে এ কথা বলেন যে, অমুক ইমাম হাদীসের খেলাফ করেছেন। তিনি হাদীস জানতেন না বা অমুক হাদীস তাঁর কাছে পৌঁছেনি ইত্যাদি। অথচ তারা যদি একটু কষ্ট করে উক্ত ইমামের বা তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের বা তাঁর মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো খুলে দেখতেন, আর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সত্য গ্রহণের মানসিকতা থাকলে দেখতে পেতেন, উক্ত ইমাম হাদীসের খেলাফ করেননি। বরং তিনি কোনো হাদীস গ্রহণ না করার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে।

হয়ত হাদীসটির অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে বা হাদীসটি মানসূখ বা উক্ত হাদীস থেকে শক্তিশালী কোনো দলীল ইমামের নিকট প্রকাশ পেয়েছে, যার কারণে তিনি উক্ত হাদীস গ্রহণ করেননি। আরো কারণ থাকতে পারে। তাহলে কিভাবে এ কথা বলা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় হয় যে, উক্ত ইমাম হাদীস বা নসের বিরোধিতা করেছেন!

হাদীসের ওপর আমল করার জন্যই বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে দিতে হয় :

পাঠক! যাদের হাদীসের কিতাবগুলোতে নযর দেওয়ার তাওফীক হয়েছে, তাঁরা দেখেছেন; হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতে জিন্দেগীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার সঠিক অর্থ গ্রহণ করার জন্য সাহাবা রা. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করেছেন। এতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিরস্কার না করে উক্ত সাহাবীর প্রশংসা করেছেন।

মুসলিম শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেলো, ঐ ব্যক্তি এক উম্মে ওয়ালাদ দাসীর সাথে যিনা করেছে। এ সংবাদ শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রা.কে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী রা. উক্ত ব্যক্তির নিকট গিয়ে দেখেন,

فإذا هو في ركى يتبرد فقال اخرج فتناوله يده فأخرجه فهو مجبوب ليس له ذكر

---

[১৩৩] আলজামে', পৃ. ১১৭ সূত্র: أثر الحديث الشريف পৃ. ৬৩

সে একটি ছোট কূপের মধ্যে নেমে শরীর ঠাণ্ডা করছে। হযরত আলী রা. তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি ওঠে এসো। অতঃপর তার হাত ধরে ওপরে তুলে ধরে দেখেন, উক্ত ব্যক্তি পুরুষাঙ্গ শূন্য। এ অবস্থা দেখে হযরত আলী রা. উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন।

কারণ তিনি ইজতিহাদ করে দেখেন, এ ব্যক্তিকে যে কারণে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা কখনো তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য হযরত আলী রা. উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রা. এর উক্ত ইজতিহাদ দেখে সন্তুষ্ট হন এবং বলেন, **الشاهد يرى مالا يراه الغائب** উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখতে পায় অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখতে পায় না।[১৩৪]

বুখারী শরীফে এসেছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, **لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة** বনূ কুরাইযাতে না পৌঁছে কেউ আসরের নামায পড়বে না।[১৩৫]

পথিমধ্যে আসরের সময় হয়ে গেলে একদল সাহাবী মনে করলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, বনূ কুরাইযাতে দ্রুত পৌঁছা। এটি উদ্দেশ্য নয় যে, পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেলেও তোমরা আসরের নামায আদায় করবে না। তাই তাঁরা পথিমধ্যেই আসরের নামায পড়ে নিলেন। অপর একদল সাহাবী বনূ কুরাইযাতে পৌঁছে আসরের নামায পড়েন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ঘটনা শুনে **فلم يعنف واحداً منهم** কাউকেই তিরস্কার করলেন না।

কি জবাব দেবেন লা-মাযহাবীগণ?

এখন গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, কথিত আহ্লে হাদীস, আলবানীভক্তরা বলবেন কি, হযরত আলী রা. হাদীস বা নসের খেলাফ করেছিলেন? (না'ঊযু বিল্লাহ্)। ইমাম মুজতাহিদগণও তো এ কাজই করেছেন। অর্থাৎ হাদীস বা নসের ইল্লাতের (মূল কারণ) প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে ফিক্হী সমাধান ও ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। তাহলে তাঁদের ওপর মিথ্যা তোহ্মত প্রদান কি শরীয়ত সম্মত?

পাঠক! আমরা দেখতে পাচ্ছি হাদীস বা নসের ইল্লতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতে জিন্দেগীতেই ছিলো। তাই হাদীস

[১৩৪] ইমাম আহ্মাদ র. বর্ণনা করেছেন, বিস্তারিত দেখুন, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া খ.৫ পৃ. ২০৪

[১৩৫] সহীহ্ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫৯১

বা নসের ইল্লতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুজতাহিদগণের শরীয়তের হুকুম প্রদান করা দোষের কোনো বিষয় নয়। হাদীস বা নসের ইল্লাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার দৃষ্টান্ত হাদীস ভাণ্ডারে আরো অনেক রয়েছে।

পাঠক! এখান থেকে অপর একটি বিষয়ও বোঝা যাচ্ছে, হাদীস বা নসের ইল্লতের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে ইমাম মুজতাহিদগণ যে ইখতিলাফ বা মতবিরোধ করেছেন এবং এর ফলে যে চার ফিক্হী মাসলাক বা চার মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে তাও দোষের নয় বরং অনেক দিক দিয়ে উম্মতের জন্য সহজ হয়েছে এবং সকলেই হক বা সত্যের ওপর আছেন। যেহেতু হাদীস ও নস নিয়ে আলোচনা চলছে, পাঠক খেদমতে এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেই আলোচনার ইতি টানবো।

কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডক্টর সাহেবের স্বীকারোক্তি :

১৪৩৩ হিজরীতে "ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত" পুস্তিকাটি প্রকাশ পেলে কিছু শুভাকাঙ্খী উক্ত পুস্তিকাটি নিয়ে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডক্টর সাহেবের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন। আলোচনা শেষে তিনি মেনে নিয়েছিলেন, যারা ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত মুনাজাত করেন তাদেরও গ্রহণযোগ্য দলীল রয়েছে। উক্ত ডক্টর সাহেব আলোচনার শুরুতে বলেছিলেন, "নস ছাড়া অন্য কিছু শোনার মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নস নিয়ে আমার সাথে কথা বলবেন।"

পরবর্তীতে যখন এ ঘটনা শুনেছি তখন বার বারই আমার মনে হয়েছে, এতো গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, কথিত আহ্লে হাদীসদের পূর্বের সেই কথা, যা তারা বলতো এবং এখনো বলে, 'কুরআন-হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানি না' অর্থাৎ ইজমা', কিয়াস তাদের নিকট কোনো দলীল নয়।

লা-মাযহাবীরা কি হাদীস মানেন?

বাস্তব সত্য কথা হলো, তারা হাদীসও মানেন না। যেমন কোনো একটি মাসআলাতে আপনি যদি ইমাম আবূ বকর ইবনে আবী শাইবা র. এর প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ হাদীসের কিতাব মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা অথবা আবূ বকর আব্দুর রায্যাক এর মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক বা ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এর মুসনাদে আহ্মাদ থেকে দলীল হিসেবে হাদীস পেশ করেন, তারা আপনাকে বলবে এ হাদীসতো আলকুতুবুস সিত্তাহ্তে (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্তে) নেই। অতএব এ হাদীস মানা যাবে না।

আপনি যদি নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ থেকে দলীল প্রদান করেন, তারা বলবে এ হাদীসতো সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিমে নেই, অতএব তা মানা যাবে না। আপনি যদি সহীহ্ মুসলিম থেকে দলীল প্রদান করেন, তারা বলবে

এ হাদীসতো সহীহ্ বুখারীতে নেই, অতএব তা মানা যাবে না। যদি সহীহ্ বুখারী থেকে কোনো হাদীস পেশ করেন তারা হয়ত বলবে এ হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তাই তারা যে আহ্‌লে হাদীস লিবাসে "মুনকিরীনে হাদীস" তা তারা অনুধাবন করতে পারে না। পাঠক! অথচ তাদের কাউকে দেখবেন, কথায় কথায় সুন্নাহ্ সুন্নাহ্ বলে এমনভাবে যিকির তুলছে যেন মনে হবে পৃথিবীতে সে একাই সুন্নাহ্‌র ধারক-বাহক ও প্রেমিক। ইতিপূর্বে সুন্নাহ্‌র এমন ধারক-বাহক ও প্রেমিক বোধ হয় আর কেউ ছিলেন না।

লা-মাযহাবীদের সুন্নাহ্ প্রেমের অন্তরালে :

মূলত তাদের এ অবস্থা সীমাহীন ঐ **حب علي** এর ন্যায়, যার অন্তরালে রয়েছে **بغض معاوية** অর্থাৎ এক সম্প্রদায় হযরত আলী রা. এর প্রতি এমন ভালোবাসা প্রদর্শন করছে, যেন আল্লাহ্ তা'আলাও হযরত আলী রা.কে এমন ভালোবাসেননি। (না'উযু বিল্লাহ্) কিন্তু যারা সচেতন, তারা মূল বিষয়টি জানেন। পক্ষান্তরে হযরত আলী রা. এর প্রতি এমন ভালোবাসা প্রদর্শনের অন্তরালে রয়েছে **بغض معاوية** বা হযরত মু'আবিয়া রা. এর প্রতি শত্রুতা।

ঠিক কথিত সুন্নাহ্ প্রেমিকদের এমন সুন্নাহ্ প্রেম প্রদর্শনের অন্তরালে রয়েছে বুগযে ফিক্‌হ অর্থাৎ ফিক্‌হের প্রতি শত্রুতা। তারা সরাসরি বলতে পারে না আলফিক্‌হুল ইসলামীকে মানা যাবে না। তাই কূটকৌশল হিসেবে সুন্নাহ্ প্রেমের জোয়ার বহাতে চাচ্ছে। উদ্দেশ্য (আল্লাহ্ মা'লূম) এটাই যে, এ জোয়ার দ্বারা আলফিক্‌হুল ইসলামীকে ধ্বংস করে দেওয়া। এ তেরো-চৌদ্দশত বছরের ইসলামী বুনিয়াদকে ধ্বংস করে দেওয়া।

লা-মাযহাবীদের প্রতি সদয় আহ্বান :

তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলছে। যাহোক, আমাদের শুভাকাঙ্খীদের বলেছিলাম, আপনারা কেন উক্ত ড. সাহেবকে আদবের সাথে জিজ্ঞাসা করেননি? স্যার! আপনার যেহেতু নস ব্যতীত অন্য কিছু শোনার মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নস দিয়ে আমাদের কিছু মাসআলার উত্তর প্রদান করুন। যেমন,

১. নপুংসককে (হিজড়া) কয়টি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হবে?

২. বুকের পশম কাটতে হবে না রাখতে হবে?

৩. যার হাত তিনটি সে অজুতে কয়টি হাত ধৌত করবে?

৪. তাওরাত, ইঞ্জিল স্পর্শ করতে অজু করতে হবে কি না?

৫. বানরের গোস্ত খাওয়া জায়েয কি না?

৬. যেখানে সূর্যাস্ত যেতে যেতে সুবহে-সাদিক হয়ে যায় সেখানে ইশার নামযের হুকুম কী? এরূপ শত শত মাসআলা আমরা পেশ করবো, আপনি নস বা হাদীস থেকে সমাধান পেশ করুন।

উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে হাদীস বা নস সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিমের হওয়া শর্ত নয় এবং আলকুতুবুস্ সিত্তাহ্র অন্যান্য কিতাবের (নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ এর) হাদীস হওয়াও শর্ত নয় বরং আলকুতুবুস্ সিত্তাহ্ ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য কিতাব থেকে হলেও চলবে।

তাদের পূর্বসূরীরাও এমন বলতেন :

তখন আমরা ঐ ভাইদের মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. এর অন্যতম প্রধান খলীফা আল্লামা রূহুল আমীন র. এর গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, কথিত আহ্লে হাদীসদের তৎকালীন প্রথম সারীর এক বড় নেতার সাথে বাহাসের ঘটনা শুনিয়েছিলাম। সে নেতাও বাহাসের শুরুতে বলেছিলেন, কুরআন-হাদীস ব্যতীত দলীল দিলে মানবো না।

তখন আল্লামা রূহুল আমীন র. কথিত আহ্লে হাদীসদের উক্ত নেতার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনিতো কুরআন হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানবেন না, তাহলে আমাদের বলে দিন, ف–ي–ل (فِيل) মানে হাতি, এই হাতি খাওয়া জায়েয আছে কি? সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে উত্তর বলে দিন। তখন কথিত আহ্লে হাদীসদের উক্ত নেতা নাকি অনেক সময় মাথা চুলকিয়ে ছিলেন, তবে উত্তর প্রদান করেননি। আর ঐ এক প্রশ্নেই বাহাসের সমাপ্তি হয়ে গিয়েছিলো।[১৩৬]

একটি গোপন তথ্য:

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ভাইরা তখন আমাদের বলেছিলেন, তাদের সামনে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছেন যারা বলেন, তোমরা সাধারণ মানুষদের সরাসরি বলবে না যে আমরা মাযহাব মানি না। যদি সাধারণ মানুষদের বলো আমরা মাযহাব মানি না, তাহলে সাধারণ মানুষ তোমাদের আর পাত্তা দিবে না। তবে সাধারণ মানুষদের তোমরা দা'ওয়াত দিবে সুন্নাহ্র ওপর আমল করতে। এভাবে তাদেরকে আস্তে আস্তে মাযহাব থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

---

[১৩৬] পাঠক! আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের সকলেই যেহেতু জানেন, শরীয়তের দলীল শুধু কুরআন-হাদীস নয় বরং কুরআন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস। এজন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আর যাচ্ছি না।

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

পাঠক! এ বিষয়টি কি ভাবার নয়? এবং যারা সরাসরি মাযহাব অস্বীকার করে তাদের থেকেও এ কূটকৌশল কি ভয়ংকর ও ঘৃণিত নয়? শিয়াদের তাকিয়া ও এর মধ্যে পার্থক্য কী?

যাদের অনুসরণে নাজাতের সম্ভাবনা :

এ সকল ব্যক্তিকে আপনারা আবার দেখবেন, সাধারণ মানুষের সামনে যখন আলোচনা করছে তখন চার মাযহাবের অনুসারীদের প্রশংসা করছে। এমনকি এ দেশীয়রা ভারত উপমহাদেশের হযরত কারামত আলী জৌনপুরী র. হযরত কাসিম নানুতবী র. হযরত থানবী র. হযরত আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. হযরত নেছারুদ্দীন আহ্‌মাদ র. হযরত আব্দুল হামিদ মাগুরাবী র. প্রমুখ হযরতেরও প্রশংসা করছে।

সাধারণ মুসলমানদের আমরা বলবো, যারা কুরআন হাদীসের গভীর জ্ঞান রাখেন না, তারা এ হযরতগণের অনুসরণ করুন। কারণ আপনারা দেখবেন এ সকল কথিত সুন্নাহ্ প্রেমের দাবীদারগণও পূর্বোক্ত হযরতগণের প্রশংসা করছে কিন্তু বিভিন্ন অদৃশ্য কারণে তাঁদের মানছে না।

আর আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণতো তাঁদের দ্বীনি খেদমতের ঋণ কিয়ামত পর্যন্ত শোধ করতে পারবে না। এজন্য সাধারণ মুসলমানদের এ সকল হযরতের অনুসরণ করতে বলছি। কারণ হক মত-পথের অনুসারীগণ মনে করেন, আল্লাহ্ চাহেন তো তাঁদের অনুসরণে নাজাত পাওয়া যাবে।

ফিক্‌হশূন্য মুহাদ্দিসের পরিণতি :

সাধারণ ব্যক্তিতো দূরের কথা, হাদীস বর্ণনাকারীদের অনেকে এমন রয়েছেন যাদের মাঝে ফিক্‌হের নেয়ামত না থাকায়, তাঁরা কোনো কোনো হাদীসের এমন অর্থ গ্রহণ করেছেন, যা শুধু হাস্যকরই নয় বরং অনেকটা আশ্চর্যের।

কেউতো ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে ওজু না করেই বিতেরের নামায পড়েছেন!! আর এ আমলের দলীল প্রদান করেছেন من استجمر فليوتر হাদীস দ্বারা! অথচ, এ হাদীসের মর্ম হলো, যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জাতে ঢিলা ব্যবহার করতে চায়, সে যেন বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।[১৩৭] এখানে فليوتر অর্থ বিতেরের নামায পড়া নয়, বরং বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা।

---

[১৩৭] সহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ২৫৭. সুনানে দারেমী, হাদীস নং ৬৬২. সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ৩৩৭

কেউ আবার نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة এ হাদীস দ্বারা বুঝেছেন, জুম'আর পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন। তাই চল্লিশ বছর জুম'আর নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেননি!! এ আমলের দলীল প্রদান করেছেন পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা।

অথচ الحلق এর মধ্যে লামের ওপর যবর হবে এবং হাদীসের মর্ম হলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর দিন জুম'আর নামাযের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।[১৩৮] মাথা মুণ্ডন করার সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আবার, কোনো হযরত نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره এ হাদীস দ্বারা বুঝেছেন, প্রতিবেশীর বাগানে পানি সিঞ্চন করা নিষেধ। অথচ হাদীসের মর্ম হলো, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী লোকের সাথে মিলিত হওয়া নিষেধ।[১৩৯]

প্রতিবেশীর বাগানে পানি সিঞ্চন করার সাথে, এ হাদীসের অর্থের আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, দু'অর্থের মধ্যে মাশরিক-মাগরিব বা পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান। অর্থাৎ হাদীসের অর্থ বা মর্মের সাথে প্রতিবেশীর বাগানে পানি সিঞ্চন করা অর্থের কোনো সম্পর্কই নেই।

তাদের কোনো একজন বড় শায়েখকে হাদীস বর্ণনা করার সময় মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, একটি কুয়ার মধ্যে মুরগী পড়েছে, কুয়ার পানির হুকুম কি? প্রশ্নকারীকে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কুয়া ঢেকে রাখলে না কেন? ঢেকে রাখলে কুয়ার মধ্যে কিছুই পড়ত না!

তাদের অপর একজনকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কুয়ার মধ্যে ইঁদুর পড়েছে, কুয়ার পানির হুকুম কি? তিনি উত্তরে বলেন, البئر جبار [১৪০] কুয়ায় পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। হায় প্রশ্ন কী! আর উত্তর কী!

এ হলো ফিক্‌হশূন্য শুধু হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা, যাদের হাদীসের উস্তাদ ছিলো এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁরা হাদীসের উস্তাদদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন।

---

[১৩৮] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাতের সূত্রে, মিরকাত ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ, খ. ২, পৃ. ২১৬ আশরাফিয়া কুতুবখানা দেওবন্দ।

[১৩৯] সুনানে আবূ দাউদ, বাবু ফী ওতয়ি সাবায়া, খ. ২, পৃ, ২১৪. সুনানে বায়হাকী, খ. ২, পৃ. ২৩৫

[১৪০] সহীহ্ ইবনে খুযাইমা, খ. ৪, পৃ. ৪৬. নাসায়ী, আস-সুনান, খ. ৫ পৃ. ৪৮, বিস্তারিত দেখুন, ইবনু জাওযী, তালবীসুল ইবলীস, সূত্র : ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. তানীবুল খতীব, পৃ. ৯।

আর যাদের হাদীসের উস্তাদ নেই বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস অধ্যয়ন করেননি তাদের অবস্থা কী? বিশেষ করে আমাদের সময়ে যারা কোনো উস্তাদের কাছে হাদীস বা ফিক্হ অধ্যয়ন না করে মুহাদ্দিস বা মুজতাহিদ সেজেছেন, তাদের অবস্থা কী হতে পারে ?

এরূপ দু'জন গবেষকের যেমন: নাসিরুদ্দীন আলবানি ও ডা.জাকির নায়েক। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাদের পরিচয় পাঠক খেদমতে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমকালীন প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাসিরুদ্দীন আলবানী

দ্বীন শিক্ষার মূলনীতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডা. জাকির নায়েক

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাসিরুদ্দীন আলবানী

নাসিরুদ্দীন আলবানীর স্বরূপ :

আমাদের আলোচিত নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রাথমিক জীবনে কাঠমিস্ত্রী, অতঃপর ঘড়ি মেরামতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। লা-মাযহাবী ও তথাকথিত আহ্‌লে হাদীস কর্তৃক আলবানীর "সিফাতুস্ সালাত" কিতাবের যে বঙ্গানুবাদ বের হয়েছে, সেখানে "অনুবাদক ও সম্পাদকের ভূমিকা" শিরোনামে আলবানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লিখা হয়েছে, "প্রথম দিকে তিনি (আলবানী) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন, অতঃপর তিনি পিতার পেশা ঘড়ি মেরামতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন"।

বিশ্বময় খ্যাত মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য :

নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা নিজের পক্ষ থেকে কিছু না বলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের ভাষ্য তুলে ধরব, সঠিক ইল্‌মী গবেষণার ক্ষেত্রে যারা পৃথিবীময় অনুসরণীয়। তাই কোনো ব্যক্তির এখানে সন্দেহ বা প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই।

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. এর ভাষ্য :

শায়েখহীন আলবানী :

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে তাঁর "আছারুল হাদীস" কিতাবের পৃ. ৫১ বলেন, **مع أن هذا الرجل ليس له من الشيوخ إلا شيخ واحد من علماء حلب بالإجازة لا بالتلقي والأخذ والمصاحبة والملازمة** এ ব্যক্তির (আলবানীর) কোনো শায়েখ নেই। তবে হালাবের একজন শায়েখ আছেন যিনি শুধু অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে শায়েখ। তার কাছ থেকে আলবানী হাদীস শিক্ষাও করেননি। তার সোহবতেও থাকেননি। তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণও করেননি। তার সহযোগী ও সহচরও আলবানী ছিলেন না।[১৪১]

'মাসিক আলকাউসার' ২০০৫ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নাসিরুদ্দীন আলবানীর 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয্ য'ঈফাহ্ কিতাবের ওপর পর্যালোচনা তুলে ধরেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব হুযুর দা.বা. আলবানীর বিচ্যুতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত লিখেছেন :

"শায়েখ আলবানী রহ. এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি উলূমুল হাদীসের জ্ঞান এ বিষয়ের কোন বিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট থেকে গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে নিজের অধ্যয়নই তাঁর মূল নির্ভর। অথচ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে সর্বজন স্বীকৃত একটি মূলনীতি, অভিজ্ঞতাও যার সাক্ষ্য প্রদান করে তা এই যে, যে কোন শাস্ত্রে পরিপক্কতা অর্জনের জন্য সে শাস্ত্রের পণ্ডিত

[১৪১] আছারুল হাদীস পৃ- ৫১

ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করা জরুরি। ব্যক্তিগত অধ্যয়নে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে কিন্তু শাস্ত্রীয় পরিপক্কতা কোন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের সাহচর্য ছাড়া অর্জিত হওয়া বাস্তবতার নিরিখে অসম্ভব।

আমাদের জানা মতে হাদীসশাস্ত্রে আলবানী রহ. এর একজন মাত্র উস্তাদ আছেন। তাঁর কাছ থেকেও তিনি প্রথাগত 'ইজাযত' গ্রহণ করেছেন। তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করা, তাঁর নিকট থেকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করা, কোনটাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। (দেখুন: মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আযমী [মৃত্যু ১৪১২ হিজরী] আলবানী শুযূযুহু ওয়াআখতাউহু ১/৯; শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা, আছারুল হাদীসিশ্ শরীফ ফিখ্‌তিলাফিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা পৃ. ৪৭) এজন্য উলূমুল হাদীসের একজন সচেতন ছাত্রের কাছেও যার কোন শাস্ত্রজ্ঞের সাহচর্য লাভ হয়েছে-আলবানী সাহেবের এই দুর্বলতার প্রভাব তাঁর রচনাবলিতে অনেক স্থানেই প্রকটভাবে অনুভূত হয়।"

আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞতা :

মূলত নাসিরুদ্দীন আলবানী আরবী ভাষাভাষী হলেও আরবী ভাষাতে তিনি দুর্বল ছিলেন। তার এ অবস্থা অবলোকন করে মুহাম্মাদ আওয়ামা তাঁর এক কিতাবে আফসোস করে বলেছেন, **فإذا كان يخطئ (الباني) في فهم كلام مثلي، فكيف في فهمه لكلام الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم !!** এ ব্যক্তি (আলবানী) আমার মতো (সামান্য) ব্যক্তির (মুহাম্মাদ আওয়ামা) কথা বোঝতে ভুল করে, তাহলে মহান রব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী বোঝার ক্ষেত্রে তার (আলবানীর) অবস্থা কী হতে পারে!![১৪২]

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. এর ইলমী মাকাম :

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. এর ইলমী গভীরতা অনুধাবন করার জন্য, তিনি যে সকল কিতাব তাহ্‌কীক-তা'লীক করেছেন, নিম্নে তার কিছু তালিকা তুলে ধরা হলো,

১. শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. "মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা" বিশ খণ্ডে
২. ইমাম যাহাবী র. এর আলকাশেফ
৩. ইবনে হাজার র. এর তাকরীবুত্ তাহ্‌যীব
৪. সুনানে আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী র. এর আশ-শামাইলে মুহাম্মাদিয়া
৫. ইমাম সাখাবী র. এর আলকাওলুলবাদী ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ্ শাফে'ঈ
৬. ইমাম সাম'আনী র. এর আলআনসাব

[১৪২] বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মাদ আওয়ামা, আছারুল হাদীস, পৃ. ৭৭

৭. মুসনাদু আমীরিল মু'মিনীন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ও হাফিয যাইলা'ঈ র. এর নাসবুর রায়াহ্ তাহ্কীক করে বের করেছেন ।

এছাড়া তিনি হলেন আছারুল হাদীস, আদাবুল ইখতিলাফসহ অনেক মূল্যবান ইলমী গ্রন্থ প্রণেতা। শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. এর স্বনামধন্য ছাত্র ও সহকর্মী, হাফিযুল হাদীস, একজন প্রকৃত ইলমী শাখছিয়াত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হায়াতে তইয়িবা দান করুন 'আমীন'!

হাবীবুর রহ্মান আ'যমী র. এর মতামত :

শায়েখহীন আলবানী :

তিনি তাঁর **الألباني شذوذه وأخطاؤه** কিতাবের শুরুতে বলেন, **ولكن من كان يعرف الألباني، ومن له إلمام بتاريخه، يعرف أنه لم يتلق العلم من أفواه العلماء، وما جثا بين أيديهم للاستفادة** যিনি আলবানীকে চিনেন এবং তার জীবন সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনি জানেন, আলবানী আলিমদের থেকে ইল্ম অর্জন করেনি এবং আলিমদের সাহচর্যও গ্রহণ করেনি।

সাধারণ ছাত্রদের মতোও নয় :

এরপর হযরত আ'যমী র. বলেন, **أنه والله لا يعرف ما يعرفه آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة الحديث في عامة مدارسنا** আল্লাহ্র কসম! সে (আলবানী) এতটুকুও জানে না, যা আমাদের সাধারণ মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়নরত হাদীসের ছাত্ররা জানে।এরপর হযরত আ'যমী র. এক এক করে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। পাঠকদের খেদমতে আরয করছি, হযরত হাবীবুর রহ্মান আ'যমী র. এর কিতাবটি অধ্যয়ন ও তাঁর কথার বাস্তবতা নিজ চোখে অবলোকন করার জন্য।

উস্তাদবিহীন জ্ঞানার্জনের অশুভ পরিণতি :

মূলত নাসিরুদ্দীন আলবানী ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। যার কারণে তিনি তার লিখা-লিখিতে ব্যাপক ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতার শিকার হন। তার ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতার ওপর পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। যেমন শাইখুল হাদীস হাবীবুর রহ্মান আ'যমী র. **الألباني شذوذه وأخطاؤه** বা "আলবানীর ভুলভ্রান্তি ও বিরল মতামতসমূহ" নামে তিন খণ্ডে কিতাব লিখেছেন।

ঘড়ির কারিগর আলবানী :

হাবীবুর রহ্মান আ'যমী র. তাঁর **الألباني شذوذه وأخطاؤه** কিতাবের শুরুতে বলেন, **جل مهارته في تصليح الساعات، ويعترف بذلك هو ويتبجح ولازم ذلك.** তার (আলবানীর) বড় নৈপুণ্য হলো ঘড়ি মেরামতের ক্ষেত্রে। এবং সে নিজে এটি স্বীকার করত ও গর্ব করত এবং সে এ কাজে লেগে থাকত।

হাদীসের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি করা :

শাইখুল হাদীস হাবীবুর রহ্মান আ'যমী র. বলেন, **فتراه يوهّم البخاريّ ومسلماً ، ومن دونهما ، ويغلّط ابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية والذهبيّ وابن القيم وابن حجر والصنعاني والشوكاني** তুমি আলবানীকে দেখতে পাবে সে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করছে এবং বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রেও সে এ কাজ করছে। ইবনে আব্দুল বার, ইবনে হাযম, ইবনে তাইমিয়া, ইমাম যাহাবী, ইবনুল কাইয়িম, ইবনে হাজার সান'আনী ও শাওকানী র. সহ অন্যান্য হযরতেরও ভুল ধরছে। শুধু কি তাই? কখনো কখনো এ ব্যক্তি বলছে, **اغتنم هذا التحقيق فإنك لا تجده في غير هذا الموضع** এ গবেষণাকে গনীমত মনে করো, কেননা তুমি এসব ব্যতীত কোথাও এটা পাবে না!!

হাবীবুর রহ্মান আ'যমী র. এর ইলমী মাকাম :

শায়েখ হাবীবুর রহ্মান আ'যমী র. আমাদের আকাবিরের অন্যতম। তাঁর ইলমী আমানতদারী, ইলমী যোগ্যতা ও মাকবুলিয়াত, পৃথিবীব্যাপী আহ্লে ইল্মগণের কাছে সমাদৃত রয়েছে। পাঠক খেদমতে তাঁর ইলমে হাদীসের কিঞ্চিত খেদমত তুলে ধরছি। তিনি যেসব হাদীসের কিতাব তাহ্কীক-তা'লীক করেছেন, নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হলো:

১. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, (বড় এগারো খণ্ডে)
২. হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. এর "আলমাতালিবুল আলিয়াবি যাওয়াইদিল মাসানিদিস সামানিয়া" (বড় চার খণ্ডে)
৩. "মুসনাদুল ইমাম হুমাইদী" এ কিতাবটি (বড় দুই খণ্ডে)। এ ইমাম হুমাইদী র. ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ।
৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক র. এর "কিতাবুয্ যুহুদ" (এটি বড় এক খণ্ডে)
৫."সুনানে সা'ঈদ ইবনে মানসূর" এটি বড় দুই খণ্ডে। এ সা'ঈদ ইবনে মানসূর র. ইমাম মুসলিম র. এর উস্তাদ।

৬. ইবনুল আছীর র. এর ‘তালখীসু খাওয়াতিম জাওয়ামি‘উল উসূল’ (বড় এক খণ্ডে)

৭. ইমাম সাখাবী র. এর ‘ফাতহুল মুগীস বি শারহি আলফিয়াতিল হাদীস’

৮. ইবনে হাজার র. এর “মুখতাসিরুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব”

৯. ইবনে শাহীন র. এর ‘সিকাত’

১০. হাফিয হাইসামী র. এর “যাওয়াইদু মুসনাদিল বায্যার”

১১. ‘নুসরতুল হাদীস’ এটি শায়েখের নিজের লিখা

১২. ‘আত্তবাকাতুল মারফু‘আ ফী উক্‘ঈস ছালাছ বি লাফযিন ওয়াহিদীন’ এটি এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হওয়ার ওপর লিখা। এটিও শায়েখের নিজের লিখা।

১৩. “আলহাবী লি রিজালিত্ তহাবী” এটিও শায়েখের নিজের লিখা।

১৪. “মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই” ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই র. ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র. এর উস্তাদ ছিলেন।

১৫. মুসনাদে আহ্মাদের যে তা’লীক আহ্মাদ শাকের র. করেছেন, সে তা’লীকের অনেক সংশোধনী তুলে ধরেন শায়েখ হাবীবুর রহমান আ’যমী র.। তাঁর এ সংশোধনী শায়েখ আহ্মাদ শাকের র. সানন্দে গ্রহণ করেন এবং হাবীবুর রহ্মান আ’যমী র. এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাবীবুর রহ্মান আ’যমী র. এর এ সংশোধনী মুসনাদে আহ্মাদের পনেরোতম খণ্ডের সাথে ছেপে দিয়েছেন।

১৬. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার তাহ্কীক। এছাড়াও শায়েখ হাবীবুর রহ্মান আ’যমী র. এর আরো তাসনীফাত ও রিসালা রয়েছে। পাঠক খেদমতে শায়েখ হাবীবুর রহ্মান আ’যমী র. এর এ সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার কারণ হলো, পাঠক মহোদয় যেন বোঝতে পারেন কোন্ মাপের আলিম আলবানীর ভুলভ্রান্তি তুলে ধরে কিতাব লিখেছেন।

কোথায় গেলো বুখারী শরীফ?

সম্মানিত পাঠক! সহীহ্ বুখারীর এ হাদীসটি স্মরণ করুন, إنما العلم بالتعلم অর্থাৎ নিশ্চয় ইল্ম শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই হাসিল করতে হয়। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইল্ম) হায় আফসোস! দিবা-নিশি যারা বুখারী-বুখারী বলে চিৎকার করছেন, বুখারীর নামে সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন পালনে সন্দেহ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, তারা এসকল ক্ষেত্রে বুখারী শরীফের হাদীসগুলোকে পর্দার আড়াল করে রেখেছেন বা ভুলে রয়েছেন। হায় ইনসাফ! হায় সততা!

মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ এর দৃষ্টিভঙ্গি :

হাদীস শাস্ত্রের ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা :

মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ **التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح و ضعيف** নামে ছয় খণ্ডে বিশাল কিতাব লিখেছেন। এ কিতাবে তিনি আলবানীর হাদীস শাস্ত্রের ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা হাতে-কলমে দেখিয়েছেন এবং তিনি **التهاني بإثبات سنية السبحة** **والرد على الألباني** ও **تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم** নামে অপর দুটি স্বতন্ত্র কিতাবেও আলবানীর ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা তুলে ধরেছেন। মূলত, মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ তার অন্যান্য কিতাবেও আলবানীর ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা তুলে ধরেছেন। যেমন তাঁর **تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ** কিতাবের শেষে সালাউদ্দীন আলায়ীর কিতাব **النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح** ছেপেছেন।

আলায়ীর এ কিতাবের তাসহীহ্, তা’লীক ও টীকা মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ নিজে লিখেছেন। উক্ত কিতাবের ভূমিকাতে মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ বেশ কিছু হাদীস এনে দেখিয়েছেন। আলবানী শুধু সহীহ্ হাদীসকে য‘ঈফ বলে ভুল করেননি, বরং অনেক য‘ঈফ হাদীসকে সহীহ্ বলেও তিনি ভুল করেছেন।

রিজাল শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা :

একইভাবে আলবানী রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারীদের) ওপর আলোচনা করতে যেয়েও অসংখ্য ভুলের শিকার হয়েছেন। কখনো রিজাল শাস্ত্রের শুধু একটি কিতাবের ওপর নির্ভর করে এরূপ ভুলে পতিত হয়েছেন। কখনো মুহাদ্দিসগণের আলোচনা না বোঝার কারণে ভুলে পতিত হয়েছেন।

যেমন মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ উক্ত কিতাবের ভূমিকাতে বলেন,

والذى أوقع الألبانى فيما تراه هو اعتماده على كتاب واحد

কোথাও এভাবে বলেছেন,

فاعتماد الألباني على الميزان فقط في ترجمة هذا الراوي أوقعه فيما تراه

কোথাও এভাবে, **اعتمد الألباني على الميزان فقط، وهو قصور بلا شك**

কোথাও এভাবে লিখেছেন,

اعتمد الألباني على كلام الحافظ في التقريب فقط، كما أخطأ في فهم كلام الحافظ

এ বাক্যগুলোর মূল কথা যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ আলবানী রিজাল শাস্ত্রের শুধু একটি কিতাবের ওপর নির্ভর করে ভুলে পতিত হয়েছেন। কখনো মুহাদ্দিসগণের আলোচনা না বোঝার কারণে ভুলে পতিত হয়েছেন।

তাই যারা মনে করেন আলবানী বোধহয় শুধু সহীহ্ হাদীসকে য‘ঈফ বা মাওযু’ বলে ভুল করেছেন, এটি সঠিক নয় বরং আলবানী তাসহীহ্ ও তায‘ঈফ তথা হাদীসের সহীহ্ ও য‘ঈফ উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করেছেন।

মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ এর ইলমী জগত :

শায়েখ মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ আশ্ শাফে‘ঈ আলমিসরী এর ইল্মী গভীরতা অনুধাবন করার জন্যে তার লিখিত কিছু কিতাবের তালিকা পাঠক সমীপে তুলে ধরছি,

১. আত-তা‘আরিফ বি আওহামি মান কাস্সামাস্ সুনানা ইলাস সহীহ্ ওয়ায য‘ঈফ। এটি বেশ বড়, ছয় খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডটি মুকাদ্দামা। এ মুকাদ্দামার মধ্যে হাদীসের অনেক মূল্যবান উসূলী আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে যারা মনে করেন হাদীস য‘ঈফ হলেই জাল বা বানোয়াট এবং উক্ত হাদীস বর্জনযোগ্য, তাদের এ ভুল ধারণা দূর করতে উল্লেখিত মুকাদ্দামা অনেক উপকারী। মূলত এ কিতাবে শায়েখ মামদূহ্ হাদীসের ক্ষেত্রে আলবানীর বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি তুলে ধরেছেন।

২. তাসনীফুল আসমা বিশ শুয়ূখিল ইজাযাতি ওয়াস্সিমা। এটি হাদীস শ্রবণ ও শায়েখগণ থেকে অনুমতির ওপর।

৩. তানবীহুল মুসলিমি ইলা তা‘আদ্দিল আলবানী আলা সহীহ্ মুসলিম। এটি আলবানীর সহীহ্ মুসলিমের ওপর হস্তক্ষেপে যে ভুলের শিকার হয়েছেন সে বিষয়ে সতর্ক করে লিখা।

৪. তাযয়ীনুল আলফায বিতাতমীমি যুয়ূলি তাযকিরাতিল হুফ্ফায। এটি ইমাম যাহাবী র. এর তাযকিরাতুল হুফ্ফাযের পরিশিষ্ট।

৫. রাফ‘উল মানার লিতাখরীজি আহাদীসিত তাওয়াসসুলি ওয়ায্ যিয়ারাতি। এটি ওসীলা প্রদান করা ও যিয়ারত সম্পর্কে হাদীসগুলোর তাখরীজ। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহ্র মাহ্বূব বান্দাগণের ওসীলা প্রদান করা আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের নিকট জায়েয। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয।

৬. আত্তাহানী বি-ইসবাতিস্ সুবহাতি ওয়ার্ রদ্দি আলাল আলবানী। এ কিতাবটি তাসবীহ্ পড়া সুন্নাত প্রমাণের ওপর এবং এ বিষয়ে আলবানীর আপত্তি খণ্ডন।

৭. মুবাহাসাতুস্ সাইরিন বি আহাদীসি-আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিহাক্কিস্ সাইলীন। এটি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিহাক্কীস্ সাইলীন হাদীসের ওপর। মূলত এ হাদীসটিও ওসীলা জায়েয প্রমাণের নির্দেশ করে।

৮. বাশারাতুল মু'মিনি বিতাসহীহি হাদীসি-ইত্তাকূ ফিরাসাতাল মু'মিনীন। এটি ইত্তাকূ ফিরাসাতাল মু'মিনীন বা মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করার হাদীসের ওপর লিখা।

৯. মাসারাতুস সিদ্দীক বিবায়াদি আখবারি সাইয়িদী আহ্মাদ বিন সিদ্দীক। এটি সুয়ূতী র. এর জামে' সগীর ও এর শরাহ্ মুনাবীর ফাইযুল কাদীর এর ই'লালের ওপর লিখা 'আলমুদাবী' গ্রন্থ প্রণেতা ও এটি ছাড়া প্রায় শতাধিক ইলমী গ্রন্থ প্রণেতা আহ্মাদ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী র. এর জীবনীর ওপর লিখা।

১০. আশ্শাযুল ফাত্ওয়া বি আখবারি সাইয়িদী আশ-শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্। এটি শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. এর জীবনী এবং উক্ত জীবনী গ্রন্থে শায়েখ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ্ আবূ যায়েদ আলকাযা'ঈ র. রচিত 'তাহ্রীফুন্ নুসূস' ও তার অন্য কিছু রিসালার ভুল তুলে ধরা হয়েছে।

১১. আলইহ্তিফাল বিমা'রিফাতির রুয়াতিস্ ছিকা আল্লাযী লাইসূ ফী তাহ্যীবিল কামাল।

১২. আলমাসইয়্যুর্ রাজী বি তাতমীমিন্ নাকদিস সহীহ্। এটি আ'লায়ীর 'আন-নাকদুস্ সহীহ্' এর পরিশিষ্ট।

১৩. কাশফুস্ সুতূর আম্মা উশকিলা মিন আখবারিল কুবূর।

১৪. আলইত্তিজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ ফীল কারনির রাবি'ঈ আশার। এ কিতাবে শায়েখ মামদূহ্ চৌদ্দশত হিজরীতে যারা হাদীস নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেছেন এবং কে কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাদীসের ওপর কাজ করেছেন তাও তুলে ধরেছেন।

আলবানী সাহেবের 'তাসহীহ-তায'ঈফ'

২০০৫ সালের 'মাসিক আলকাউসার' আগস্ট সংখ্যায় নাসিরুদ্দীন আলবানীর 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয য'ঈফা' কিতাবের ওপর যে পর্যালোচনা হযরত

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব হুযুর দা.বা. তুলে ধরেছিলেন, সে প্রবন্ধ থেকে আলবানীর 'তাসহীহ-তায'ঈফ' অবস্থা কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো।

"২. শায়েখ আলবানী র. 'তাসহীহ-তায'ঈফ' এর ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত নীতি আলোচ্য কিতাবের শুরুতে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

ومما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة أنني لا أقلد أحداً فيما أصدره من الأحكام على تلك الأحاديث، وإنما أتبع القواعد العلمية التي وضعها أهل الحديث، وجروا عليها في إصدار أحكامهم على الأحاديث من صحة أو ضعف.

অর্থাৎ তিনি সহীহ-য'ঈফ নির্ণয়ের ব্যাপারে পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদ ইমাম বা পরবর্তী হাফিযুল হাদীসগণের কারো অনুসরণ করেন না; বরং আইম্মায়ে হাদীস যে নীতিমালার আলোকে হাদীসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন তিনিও সেসবের অনুসরণ করবেন এবং সরাসরি ওই সব নীতির আলোকেই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

এখন প্রশ্ন হয় যদি হাদীস বিশারদ ইমামগণের নীতিমালা অনুসরণ করা বৈধ হয়, তবে সেসব নীতির আলোকে গৃহীত তাদের সিদ্ধান্তসমূহের তাকলীদ করা এমনকি দোষের ব্যাপার যে, যারা এ সব নীতি নির্ধারণ করেছেন তারাই এর হাকীকত ও প্রয়োগের ব্যাপারে অধিকতর জ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত শায়েখ আলবানী রহ. কি হাদীস শাস্ত্রে এই পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও পরিপক্কতা অর্জন করেছিলেন যার ভিত্তিতে আয়িম্মায়ে কেরামের সিদ্ধান্তসমূহকে পরিত্যাগ করে নিজস্ব বিচার-বিবেচনা মোতাবেক সেই সব নীতিমালা প্রয়োগের অধিকার তাঁর জন্মেছে? শাস্ত্রের প্রাণ পুরুষ ইমাম, যাদের বক্তব্য ও বাস্তব প্রয়োগ থেকেই শাস্ত্রের কায়দাকানুন তৈরি হয়; তাঁদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তসমূহের তোয়াক্কা না করে তাদের 'নিয়ম' অনুসরণের ভাওতায় নিজস্ব বিচার-বিবেচনা প্রসূত স্বেচ্ছাচারী 'তাস্‌হীহ-যয়ীফ' এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, তাকে পূর্ববর্তী ইমামগণ এমনকি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সাথেও মতানৈক্যে লিপ্ত হতে হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমের প্রায় বিশটি বা ততোধিক হাদীসকে তিনি 'যয়ীফ' বলেছেন এবং সহীহ্ বুখারীর বেশ কিছু হাদীসকেও সরাসরি 'যয়ীফ' বা 'মুনকার' বলে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন সহীহ্ বুখারীর ২১১৪ নং হাদীস ও ২৮৫৫ নং হাদীস। এ দুটি হাদীসকে 'যয়ীফুল জামিয়িস্ সগীর' ২৫৭৬ ও ৪৪৮৪ নম্বরে যয়ীফ বলেছেন। সহীহ্ মুসলিমের যেসব হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, তাঁর আলোচনা শায়েখ মাহ্‌মুদ সাঈদ মামদূহ্ এর কিতাব **تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم**

(তাম্বীহুল মুসলিমি ইলা তা'আদ্দিল আলবানী আলা-সহীহ মুসলিম) এ বিদ্যমান রয়েছে। এতে শায়েখ আলবানী রহ. এর সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি এবং তার দালীলিক আলোচনা পাওয়া যাবে। যখন এই দুই ইমাম এবং তাঁদের সবচে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব দুটির ব্যাপারেই তাঁর নীতি ও আচরণ এই; তখন অন্যদের ব্যাপারে তাঁর আচরিত নীতির কথা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়ত যে বিষয়টা এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, 'উলূমুল হাদীসের' মাঝারি মানের একজন ছাত্রও জানে যে, হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের অবস্থা ও অবস্থানের নিরিখে তাদের পর্যায় নির্ধারণ করা। এক কথায় 'তাসহীহ্ তাযয়ীফ' ও ' জার্হ তা'দীল' এর বহু বিষয় ও নীতি এমন রয়েছে যা খোদ হাদীস বিশারদ ইমামগণের মধ্যেও মতভেদপূর্ণ। প্রশ্ন হয়, এ জাতীয় ক্ষেত্রে শায়েখ আলবানী কোন্ মত বা পথ অবলম্বন করবেন? এ প্রশ্নের স্পষ্ট কোন উত্তর তাঁর বক্তব্যে পাওয়া যায় না। অথচ বিষয়টি অস্পষ্ট ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল না।

অপর দিকে তাঁর বাস্তব কর্মক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে কোন ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা এ জাতীয় একাধিক মতপূর্ণ নীতিমালাতে তিনি নির্দিষ্ট কোন অবস্থানে স্থির নন। কোথাও একমত অবলম্বন করেন, অন্যত্র অপর মত। যথা 'মাসতূর' এর হাদীস হুজ্জত হবে কি না; ইবনে হিব্বানের 'তাওসীক' গ্রহণযোগ্য কি না; হাদীসের 'তাসহীহ্' দ্বারা রাবীর 'তাওসীক' হয় কি না; 'যিয়াদাতুস সিকাত' গ্রহণযোগ্য কি না ইত্যাদি বিষয়ে শায়েখ আলবানী রহ. অনেক জায়গায় স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শায়েখ মাহ্মুদ সাঈদ মামদূহ্ রচিত التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح و ضعيف (আত্তারীফ বিআওহামি মিন কিসমিস সুনান ইলা সহীহ্ ওয়াযয়ীফি (১/২৫ এবং এ কিতাবের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আলোচনা।

চতুর্থত হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়গুলো জানতে হয় তার মধ্যে 'জার্হ তা'দীল' তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করা অন্যতম এবং এরই ভিত্তিতে রাবীদের স্থান ও পর্যায় নির্ণীত হয়; যা ছাড়া হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা কখনো সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হলো শায়েখ আলবানী রহ. যখন হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের ব্যাপারে কারো তাকলীদ না করার ঘোষণা দিয়েছেন তখন রাবীর জার্হ-তা'দীলের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান কী হবে? তিনি কি এ ক্ষেত্রে আয়িম্মায়ে হাদীসের তাকলীদ করবেন, নাকি জার্হ-তা'দীলের নীতিমালার আলোকে হাজার বছর আগের রাবীদের সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি এবং এ ধরণের আরো হাজারো বিষয়ের যাচাই সরাসরি

নিজেই করবেন? এরপর রাবীদের স্থান ও পর্যায় নিরুপণ করবেন? এ প্রশ্নটির স্পষ্ট কোনো উত্তর তাঁর বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বাস্তব কর্মক্ষেত্র লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি কার্যত 'জার্‌হ-তা'দীলের' ব্যাপারে সাধারণত তাকলীদই করে থাকেন।

প্রশ্ন হলো রাবীর জার্‌হ তা'দীলের ব্যাপারে ইমামগণের তাকলীদ করা যাবে আর হাদীসের 'তাসহীহ্-তাযয়ীফ' এর ক্ষেত্রে তাঁদের তাকলীদ করা যাবে না-এই দ্বৈতনীতির যৌক্তিক কোনো কারণ থাকতে পারে কি?

এছাড়া এখানে আরো আফসোসের ব্যাপার হলো, শায়েখ আলবানী রহ. রাবীদের জার্‌হ তা'দীলের ব্যাপারে তাকলীদ করলেও সেটাকে যথাযথ তাকলীদ বলাও কঠিন। কেননা তিনি সাধারণত 'আসমায়ে রিজাল' ও 'জার্‌হ তা'দীল' এর সংক্ষিপ্ত কিতাবাদির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেন অথবা দু'একটি মাঝারি ধরণের কিতাবের ভিত্তিতেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যান। বলাবাহুল্য, তাহ্‌কীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে এ জাতীয় অবস্থান নিঃসন্দেহে ছেলেমিপনা।

অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, তিনি শুধু 'তাকরীবুত্ তাহ্‌যীব' 'খুলাসা ' বা মীযানুল ইতেদাল' ইত্যাদি কিতাবের ওপর নির্ভর করেই কোনো রাবীকে 'মাজহুল বা 'যয়ীক' আখ্যায়িত করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে অনেক হাদীসকে 'যয়ীফ' আখ্যায়িত করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে অনেক হাদীসকে 'যয়ীফ' আখ্যা দিয়েছেন অথচ তিনি যদি 'জার্‌হ-তা'দীল' এর বিস্তারিত ও দীর্ঘ কিতাবসমূহের সাহায্য নিতেন তবে দেখতেন যে, এসব রাবী গ্রহণযোগ্য এবং তাদের বর্ণিত ওই সকল হাদীসও সহীহ্ এবং তিনি বোঝতে পারতেন যে, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইমামগণের বক্তব্যই সঠিক।
দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন রাবীর কথা আলোচিত হল :

১. 'আব্দুল্লাহ বিন যুগব' এর ব্যাপারে মেশকাতের টীকা (৩/১৫০০) এ লিখেছেন, 'তিনি 'মাজহুল'। দলীল হিসেবে লিখেছেন, খুলাসাতে তার ব্যাপারে জার্‌হ -তা'দীলের ইমামগণের কারো বক্তব্য উদ্ধৃত হয়নি। অথচ 'খুলাসার' মতো সংক্ষিপ্ত কিতাব কেন, আসমায়ে রিজালের দশ-বিশটি দীর্ঘ কিতাবেও যদি কারো ব্যাপারে কারো সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তবে তাকে 'মাজহুল' আখ্যা দেওয়ার অধিকার শায়েখ আলবানী কেন অষ্টম শতাব্দীর হাফিয যাহাবী রহ. এর মতো ব্যক্তিত্বেরও নেই। (লিসানুল মীযান ৯/৭৯, তরজমা নং ৮৮৭৭ দ্রষ্টব্য)

অথচ শায়েখ আলবানী শুধু এই দলীলে যে, 'খুলাসা'তে আবদুল্লাহ্ বিন যুগবের ব্যাপারে কোন বক্তব্য বিদ্যমান নেই, তাকে মাজহুল আখ্যা দিচ্ছেন। খোদার বান্দা যদি খুলাসার সাথে আরো দু'একটি কিতাবের পাতা ওল্টানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরতেন তবুও না হয় একটি কথা হত।

আফসোসের ব্যাপার হলো, আবদুল্লাহ্ বিন যুগব সাধারণ কোন রাবী নন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। فرضي الله عنه و عن جميع الصحابة أجمعين. তাঁর ব্যাপারে আলোচনা তারাজিমুস্ সাহাবা (সাহাবীগণের জীবন চরিত অভিযান) বিষয়ক কিতাবাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। দেখুন আলইসাবা ৪/৯৫, 'উসদুল গাবাহ্ ২/৬০০ শায়েখ আলবানী রহ. যদি অন্তত 'তাহ্যীবুত তাহ্যীব' (৫/২১৮) বা তাকরীবুত তাহ্যীব' (৩৬০) পড়ে নিতেন তবুও এই মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত হতেন না।

২. 'ইয়াহ্ইয়া বিন মালেক আলআযদী আবূ আইয়ূব আলমারাগী', তিনি একজন তাবেয়ী এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের একজন 'রাবী'। নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ইজলী, ইবনে সা'দ প্রমূখ তাকে 'সিকাহ্' বলেছেন। কিন্তু শায়েখ আলবানী রহ. মেশকাতের টীকায় (১/৪৩৮) একটি সনদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, ''ইয়াহ্ইয়া ইবনে মালেক আলআযদী ছাড়া সনদের সকল রাবী 'সিকাহ্'। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মালেক কেন 'সিকাহ্' নন? এর উত্তরে তিনি বলেন, ''তার ব্যাপারে কিতাবুল জারহ ওয়াত তা'দীল (৪২/১৯০) এ কোন মন্তব্য উল্লেখ নেই।'' ব্যাস এক কিতাবেই তাহ্কীক শেষ হয়ে গেল। অথচ তিনি যদি 'তাহ্যীবুত তাহ্যীব' ও 'তাকরীবু তাহ্যীব' ইত্যাদি কিতাবেও তার আলোচনা পড়ে নিতেন তবে এই 'সিকাহ্' ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীকে অন্যান্য 'সিকাহ্ রাবী' থেকে বিচ্ছিন্ন করতেন না।

৩. শায়েখ আলবানী রহ. إرواء الغليل (ইরওয়াউল গালীল) কিতাবে (৩/১২১) সাঈদ বিন আশওয়া এর ব্যাপারে বলেন, ''আমি তাঁর তরজমা বা আলোচনা পাইনি।'' অথচ তাঁর আলোচনা 'তাহ্যীবুত তাহ্যীব' (৪/৬৭), তাকরীবুত তাহ্যীব' (২৮৫) ছাড়াও আরো অনেক কিতাবেই রয়েছে। তাছাড়া তিনি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মতো প্রসিদ্ধ কিতাব দুটির রাবী। তার পুরো নাম সা'ঈদ বিন আমর বিন আশওয়া। মোট কথা এ এক লম্বা ফিরিস্তি। এক দুই কিতাবে দু'চার পৃষ্ঠা উল্টিয়েই কোনো 'সিকাহ্' বা 'মারূফ' রাবীকে 'যয়ীফ' বা 'মাজহুল' বলে দেওয়া, তেমনি এক দুই কিতাব থেকে কোনো ইমামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণভাবে উল্লেখ করে রাবীর ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা বা 'যথাযথভাবে রাবীর আলোচনা পেলাম না' বলে দেওয়া ইত্যাদির বহু দৃষ্টান্ত শায়েখ আলবানীর রচনাবলিতে পাওয়া যায়।

লজ্জার ব্যাপার হলো, যখন তাকে এসব বিষয়ে সতর্ক করা হলো তখন তাঁর অতিভক্ত লোকেরা তাঁর পক্ষ থেকে এই ওযর পেশ করল যে, "শায়েখের 'নাশাত' হয়নি।" (অর্থাৎ অনেক কিতাব থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তাহ্কীক করতে তাঁর তবীয়তে চায়নি।) এজন্য তিনি 'তাক্রীবুত তাহ্যীব' এর ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত দিয়ে

দিয়েছেন। দেখুন আলী আলহালাবী রচিত إحكام المباني (ইহ্কামুল মাবানী) ৩৬,৪১,৭৬

এই ওযরখাহি থেকে এ ছাড়া আর কী অর্থ বের হয় যে, শায়েখ আলবানী রহ. তাহ্কীক করা ছাড়াই তাঁর তবীয়তসম্মত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন; যদিও সিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তী ইমামগণের বিরোধী হোক না কেন। লড়াই হবে ফন ও শাস্ত্রের ইমামগণের সাথে আর হাতিয়ার হবে 'তাকরীবুত তাহ্যীব' বা তার ও পরের কোন কিতাব! কী অদ্ভূত ব্যাপার!"[১৪৩]

আলবানীর কাজের কাফ্ফারা দিতে কয়েক শত বছর লেগে যাবে :

দেওবন্দ মাদরাসার বিখ্যাত আলিম মুফতী সা'ঈদ আহ্মদ পালনপূরী দা.বা. তাঁর "ইলমী বয়ানে" এ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, **আলবানী সাহেবের কৃতিত্ব :**

যখন থেকে হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের সূচনা হয়েছে, তখন থেকেই মূলত সহীহ্, হাসান এবং য'ঈফ-সকল শ্রেণীর হাদীস একই গ্রন্থে সংকলিত হতে থাকে। কেবলমাত্র মাওযূ সংকলনের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখা হতো। যেহেতু এ বিন্যাসটি কেবলই সনদের বিচারে, তাই আমাদের ফকীহ্গণ মাসায়েল আহরণ করার বিচারেও স্তর বিন্যাস করেছেন। দেখা গেছে, যদি কোনো মাসআলার উৎস সহীহ্ এবং হাসান উভয় ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের ফকীহ্গণ প্রথমে সহীহ্ হাদীসটিকে গ্রহণ করেন। যদি কোনো মাসআলার উৎস সন্ধানে তাঁরা সহীহ্ এবং য'ঈফ উভয় ধরণের বর্ণনা পান, তাহলে য'ঈফটি গ্রহণ করেন না।

অনুরূপভাবে যদি হাসান এবং য'ঈফ পান তাহলে গ্রহণ করেন হাসানটি, য'ঈফটিকে নয়। আর যদি কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র য'ঈফ হাদীসই থাকে, তাহলে তারা দেখেন, সে হাদীসের দুর্বলতার পর্যায়টা কী? যদি তা মেনে নেওয়ার পর্যায়ে হয়, তাহলে আমাদের চার ইমামের প্রত্যেকেই এ জাতীয় হাদীস দ্বারা মাসআলা প্রমাণ করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, যখন কোন একটি হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হয়, তখন তা 'হাসান লিগাইরিহী' এবং প্রমাণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন-সালাতুত্ তাসবীহ্ সম্পর্কে যত বর্ণনা আছে, তার কোনটিই সহীহ নয়; বরং য'ঈফ। অথচ এ য'ঈফ হাদীসের সংখ্যা এগারোটি। তাই সব মিলিয়ে এ হাদীস হাসান লিগাইরিহী-এর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়। আর এ থেকেই সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়া মুস্তাহাব বলে প্রমাণিত হয়। এ কারণেই ইসলামের একেবারে প্রাথমিক কাল থেকেই মুসলমানগণ সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়ে আসছেন। আর যদি

---

[১৪৩] 'মাসিক আলকাউসার' ২০০৫ সালের আগস্ট সংখ্যা এর আলোচনা শেষ হলো।

সনদের দুর্বলতা বরদাশতযোগ্য না হয় এবং তার একটি মাত্র সনদ হয়, তাহলেও সে হাদীস আমলের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। তবে তার দ্বারা কোনো ফিক্হী মাসআলা প্রমাণ করা যাবে না।

সার কথা হলো, আমাদের চার ইমামের সকলের মতেই সহীহ্, হাসান এবং য'ঈফ সবগুলোই হাদীস। আর প্রতিটি তার সনদগত মান বিচারে আমলযোগ্য। বর্তমানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি হলেন নাসিরুদ্দীন আলবানী। তিনি এসে হাদীসের গ্রন্থাবলী চষে য'ঈফ হাদীসগুলোকে আলাদা করেছেন। য'ঈফু আবীদাউদ, য'ঈফু জামিই সগীর, য'ঈফু মিশকাত ইত্যাদি নামে তিনি বই লিখেছেন। তারপর তিনি এসব য'ঈফ হাদীসকে মওযূ হাদীসের সাথে মিলিয়ে এক সাথে পেশ করেছেন। আর বেশ কয়েক খণ্ডে এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম দিয়েছেন, **سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة** অর্থাৎ 'য'ঈফ এবং মাওযূ হাদীস সংকলন ও উম্মাহ্‌র জীবনে তার মন্দ প্রভাব।'

এর সাথে তিনি আরব এবং ইউরোপ আমেরিকার যুবকদের একটি মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এ য'ঈফ হাদীসই মওযূ হাদীস। যখনই তাদের মতের বিপরীতে কোনো হাদীস উত্থাপিত হয়, তখন তারা সাথে সাথে মুখের ওপর বলে দেয়, 'হাযা হাদীসুন য'ঈফ'। আর এ কথা বলে বোঝাতে চান, এটি মাওযূ হাদীস। এটি হাদীসই নয়। জনাব আলবানী সাহেবের এ এক কীর্তিই বটে। তিনি সমগ্র উম্মতের মানসিকতাকে বিকৃত করে দিয়েছেন। যদিও আরব রাষ্ট্রগুলোতে আলবানীর এ কর্মের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা চলছে, কিন্তু সেসব গ্রন্থ আপনাদের এখানে পৌঁছাচ্ছে না। তাই আমার মনে হয়, আলবানী সাহেব এখানকার যুবকদেরকে যে বিষ পান করিয়েছেন, তা থেকে উদ্ধার পেতে অন্তত দু'শ বছর সময় লাগবে।"[১৪৪] আফসোস হয় ঐ ভাইদের জন্য, আলবানী কোনো একটি হাদীসকে সহীহ্ বললে যারা মনে করে থাকেন হাদীসটি সহীহ্! এবং এরূপ ব্যক্তির কথা উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন!

আলবানী সাহেবের কিছু ভ্রান্ত আকীদা :

মাযহাব অনুসারীদের সম্পর্কে আলবানীর কূটমন্তব্য :

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম হাদীস গবেষক শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলবানী লিখেছেন ,

وليس بيني وبين عوامة أيّ خير يذكر، فالرجل حنفي المذهب، وأنا فقير من قراء المسلمين، وديني لا علاقة له بمذهب فلان أو فلان، وإنما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الإمام الأول والأخير لهذه الأمة.

---

[১৪৪] "ইলমী বয়ান" পৃ. ৮৬ অনুবাদ, মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন, বইঘর ৪৩ ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা

"আমার ও মুহাম্মাদ আওয়ামার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পর্ক নেই। সে হানাফী মাযহাবের অনুসারী আর আমি একজন মুসলমান ফকীর, 'অমুক' 'অমুক' কোনো মাযহাবের সাথে আমার ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ধর্ম হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম, যিনি এ উম্মতের প্রথম ও শেষ ইমাম।"[১৪৫]

পাঠক! অংশটুকু পুনরায় পাঠ করুন। লক্ষ করুন, কিভাবে বারো-তেরোশত বছরব্যাপী মাযহাবের অনুসারী সকল মুসলমানকে নিমিষেই কলমের এক খোঁচায় মুসলমান থেকে আলাদা করে দেওয়া হলো।

আলবানীর ভাষ্য "সে হানাফী মাযহাবের অনুসারী আর আমি একজন মুসলমান ফকীর" সহজভাবে কথাটির অর্থ হলো, যিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলবানীর নিকট তিনি মুসলমান নন!!

আলবানীর পরবর্তী বক্তব্য "'অমুক' 'অমুক' কোনো মাযহাবের সাথে আমার ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ধর্ম হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম।"

আলবানী নিশ্চয় 'অমুক' 'অমুক' মাযহাব দ্বারা হানাফী, মালেকী, শাফে'ঈ, হাম্বলী মাযহাব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো, হানাফী, মালেকী, শাফে'ঈ, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্মের অনুসারী নন? এবং এ তেরোশত বছরের সকল ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ্, মুহাদ্দিস, আলিম-ওলামা, হক্কানী পীর-মাশায়েখ, এক কথায় পুরো উম্মতে মুসলিমা অমুসলিম? (না'ঊযু বিল্লাহ)

আলবানীর কথাতো এমনই বোঝাচ্ছে। পাঠক! আলবানীর এমন ধৃষ্টতা অবলোকন করে মুসলিম উম্মাহ্‌র এ প্রশ্ন জাগা কি দোষের হবে যে, এ তেরোশত বছর ব্যাপী মাযহাবের অনুসারী সকল মুসলমান যদি মুসলিম না হয় তাহলে আপনি আলবানী কে? আপনার নিজের সঠিক পরিচয়টাই বা কী?

উম্মতের ইজমা' হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র নিকট মাকবূল ইমাম মুজতাহিদদেরকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে এ আলবানী নির্দ্বিধায় কত প্রচেষ্টাই না করেছেন। মাযহাব, তাকলীদ, ইমাম-মুজতাহিদগণের সাথে তার বিদ্রোহ-বিদ্বেষতো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

তারাবীহ্ নামায আট রাকাত প্রমাণ করতে তার শঠতা খোদ সালাফী আলিমগণ তুলে ধরেছেন। আলবানীই প্রথম ব্যক্তি যে হাজার বছর পর মুসলিম

---

[১৪৫] বিস্তারিত দেখুন, আদাবুল ইখতিলাফ এর টীকা পৃ. ১০২

উম্মাহ্‌র গর্বের বিষয় হাদীস গ্রন্থগুলোর সংকলকগণের মানহাজকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাব নির্মমভাবে বিদীর্ণ করেছেন।

অথচ আমরা পূর্বে দেখেছি আলবানী কোনো আলিমের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেননি। কোনো আলিমের সোহ্‌বত বা সাহচর্য গ্রহণ করেননি। তাই এ জাতীয় লোক থেকে মুসলিম উম্মাহ্ এরূপ ফলাফল ছাড়া কী আর আশা করতে পারে?

এটি সত্যিই আশ্চর্য যে, পৃথিবীর সকল ইল্‌ম বা জ্ঞান উস্তাদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। আর ইলমে ইলাহী শিক্ষা করার জন্য এ সকল মুতাজাদ্দিদ (নব্যগবেষক) উস্তাদ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না !!

এক নযরে নাসিরুদ্দীন আলবানীর কিছু বাতিল আক্বীদা ও ফাত্‌ওয়া :

আল্লাহ্ সম্পর্কে আলবানীর আক্বীদা :

সালাফী দাওয়াত বা সালাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আল্লাহ্ তাআলা।[১৪৬]
আল্লাহ্‌র দুটি চোখ আছে।[১৪৭]
আল্লাহ্‌র পায়ের পিণ্ডলী বা সাক রয়েছে।[১৪৮]
আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত হাত রয়েছে।[১৪৯]
হাসা আল্লাহ্‌র একটি সিফাত।[১৫০]
আশ্চার্যন্বিত হওয়া আল্লাহ্‌র একটি সিফাত।[১৫১]
এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ্ তাআলা আসমানে রয়েছেন।[১৫২]

নবীগণ সম্পর্কে আলবানীর আক্বীদা :

নবীগণ যে নিষ্পাপ এটি সাধারণ বা ব্যাপক নয়।[১৫৩]

---

[১৪৬] ফাতাওয়াল আলবানী ফীল মাদীনাতি ওয়াল ইমারত, সংকলক : আমর আব্দুল মুনঈম সালিম, পৃ. ১৮, প্রথম সংস্করণ, দারুয যিয়া, মিশর।

[১৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১৪৮] সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হাদীস নং ৫৮৩, খ. ২, পৃ. ১২৮, প্রকাশনা : মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।

[১৪৯] প্রাগুক্ত

[১৫০] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৮১০, খ. ৬, পৃ. ৭৩৮

[১৫১] কিতাবুশ শায়েখ আলবানী ও মানহাজুহু ফী তাকরীরি মাসাঈলিল ই'তেক্বাদ, মুহাম্মাদ বিন সুরুর শা'বান, পৃ.২৪৩, দারুল কাইয়ান, রিয়াদ।

[১০] আল হাবী মিন ফাতাওয়াশ শায়েখ আলবানী, আবূ হাম্মাম মিশরী, খ.১, পৃ. ৪৩, প্রকাশনায় : আল ইলমিইয়া, মিশর।

নবী ও রাসূলগণ বিভিন্ন ধরণের সগীরা গোনাহ ও আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে থাকেন।[১৫৪]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলবানীর আক্বীদা :

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে যে সমস্ত আয়াত শিখিয়েছেন সেগুলো তিনি ভুলে যেতে পারেন।[১৫৫]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের পক্ষে যিনায় লিপ্ত হওয়া সম্ভব।[১৫৬]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরকে মসজিদে নববী থেকে বের করে দেওয়ার আবেদন।[১৫৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নন।[১৫৮]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলা করে দু'আ করা হারাম।[১৫৯]

জুমআর দিনে ইন্নাল্লাহা ওমালাইকাতাহু... এ আয়াত পাঠ করা জায়েয নয় এবং এটি একটি বিদআত।[১৬০]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম।[১৬১]

---

[১৫৩] ফাতওয়াল আলবানী ফীল মাদীনাতি ওয়াল ইমারত, সংকলক : আমর আব্দুল মুনঈম সালিম, পৃ. ১৮, প্রথম সংস্করণ, দারুয যিয়া, মিশর।

[১৫৪] আল ফাতাওয়াল কুয়েতিইয়া লিল আলবানী, সংকলক : আমর আব্দুল মুনঈম সালিম, পৃ. ২৯,৩১, প্রথম সংস্করণ, দারুয যিয়া, মিশর।

[১৫৫] প্রাগুক্ত

[১৫৬] সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হাদীস নং ২৫০৭, খ. ৬, পৃ. ২৬, প্রকাশনা : মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।

[১৫৭] তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদ, শায়েখ আলবানী, পৃ. ৯৮, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশনায় : আল-মাকতাবুল ইসলামী, বাইরূত।

[১৫৮] আত-তাওয়াস্সুল আনওয়াউহু ও আহকামুহু, শায়েখ আলবানী, বিন্যাস : মুহাম্মাদ ঈদ আল আবখাসী, পৃ. ১৪৯ প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।

[১৫৯] আহকামুল জানায়েয ও বিদাউহা, শায়েখ আলবানী, পৃ.২৬৪ ও ২৬৬, চতুর্থ সংস্করণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী, বাইরূত।

[১৬০] আল-আজউইবাতুন নাফেআ, শায়েখ আলবানী, পৃ. ৬৭ দ্বিতীয় সংস্করণ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বাইরূত।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য মৃতের উদ্দেশ্যে কোনো আমলের সওয়াবের হাদিয়া প্রেরণ করা জায়েয নেই।[১৬২]

হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে তুলনা করা :

মূলত আলবানী, মাযহাবকে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ধর্মের মতো মনে করেন। যেমন তিনি এক জায়গায় হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে তুলনা করে লিখেছেন, **هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب و السنة لا بغير هما من الانجيل أو الفقه الحنفي ونحوه.** এটি স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা আ. আমাদের শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন এবং কিতাব ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে বিচার করবেন। তিনি ইঞ্জিল, হানাফী ফিক্হ কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু দ্বারা বিচার করবেন না।[১৬৩]

আলবানী সাহেব কোন্ ধর্মের?

আলবানী হানাফী মাযহাবকে যে খ্রিস্টান ধর্মের বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করলেন, তিনি কি ভেবে দেখেছিলেন, তার নিজের পিতা হানাফী মাযহাবের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন?

মাহ্মূদ সা'ঈদ মামদূহ্ তাঁর **الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر** কিতাবের ২৩২ পৃ. বলেন, **كان والده (الألباني) الشيخ نوح نجاتي الألباني الحنفي** আলবানীর পিতা নূহ্ নাজাতী আলবানী হানাফী ছিলেন।

এখানে সহজেই প্রশ্ন আসে, কোনো মুসলমান ইঞ্জিল কিতাব অনুযায়ী বিবাহ করলে তার বিবাহ শুদ্ধ হয় না। নিশ্চয় এটি আলবানীরও মত। অপর দিকে আলবানীর পিতা এমন একটি মতবাদে বিশ্বাসী যা আলবানীর নিকট ইঞ্জিল কিতাবের সমগোত্রীয়। তাহলে নিজ পিতার বিবাহ কি আলবানীর নিকট শুদ্ধ হয়েছিলো?!!

---

[১৬১] ফাতাওয়াল আলবানী ফীল মাদীনাতি ওয়াল ইমারত, সংকলক : আমর আব্দুল মুনঈম সালিম, পৃ. ১২, প্রথম সংস্করণ। দারুয যিয়া, মিশর। আহকামুল জানায়েয ও বিদাউহা, পৃ. ২৬৫, চতুর্থ সংস্করণ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বাইরূত।

[১৬২] আহকামুল জানায়েয ও বিদাউহা, পৃ. ২৬০-২৬১, চতুর্থ সংস্করণ, আল মাকতাবুল ইসলামী, বাইরূত।

[১৬৩] আল্লামা মুনযিরী র. রচিত 'মুখতাসারু সহীহিল মুসলিম' এর ওপর আলবানীর টীকা সংযোজন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭ আলমাকতাবাতুল ইসলামী, পৃ. ৫৪৮

আলবানী নিজেও প্রথম জীবনে হানাফী ছিলেন, “সাবাতু মুয়াল্লাফাতিল আলবানী” কিতাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ আশশামরানী আলবানী সম্পর্কে লিখেছেন, (قديماً) **الحنفي** প্রথম জীবনে আলবানী হানাফী ছিলেন।

আলবানীর নিকট যেহেতু হানাফী মাযহাব বিকৃত ইঞ্জিল কিতাবের সমগোত্রীয়, তাহলে প্রথম জীবনে তিনি কি মুসলমান ছিলেন না? কারো কারো কাছে হয়ত এ বিষয়গুলো তিক্ত লাগতে পারে, কিন্তু আলবানীর লিখা যদি কারো সামনে থাকে তাহলে হয়ত এ তিক্ততা দূরীভূত হয়ে যাবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে অসমীচীন উক্তি :

পাঠক! আমাদের আলোচিত নাসিরুদ্দীন আলবানীর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমের অবস্থা হলো, সে তার বিভিন্ন লিখা-লিখিতে মসজিদে নববী থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা শরীফ আলাদা করার আবেদন করেছিলো। <u>এ কারণেই তাকে মদীনার জামি‘আ ইসলামিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয়।</u>

মাহ্মূদ সা‘ঈদ মামদূহ্ তার الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر কিতাবে বলেন,

ثم أُخرج منها (الجامعة الإسلامية) لأنه كان يدعو لعزل القبر الشريف عن المسجد النبوي....وصرح به في بعض كتبه

অতঃপর আলবানীকে মদীনার জামি‘আ ইসলামিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয়, কেননা সে তার কিছু কিতাবে মসজিদে নববী থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা শরীফ আলাদা করার আবেদন করে।[১৬৪]

আলিম-ওলামার শানে আলবানীর অশালীন বক্তব্য :

ইমাম বুখারী র.কে অমুসলিম আখ্যায়িতকরণ :

আলবানী ইমাম বুখারী র.কে অমুসলিম আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী র. বুখারী শরীফের “কিতাবুত তাফসীর” এ সূরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, **كل شيئ هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال: إلا ما أريد به وجه الله** “আল্লাহ্র সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে” এখানে তিনি “ওয়াজহুন” শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন “মুলকুন” তথা আল্লাহ্র রাজত্ব। তখন অর্থ হয়, সবকিছু ধ্বংস হবে তাঁর রাজত্ব ব্যতীত। অথবা “ওয়াজহুন” দ্বারা যা উদ্দেশ্য হবে, তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

[১৬৪] আলইত্তিজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ পৃ. ২৩৪

এ তাফসীর সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন আলবানী লিখেছেন,

إن هذا التأويل لا يقوم به مؤمن مسلم وقال إن هذه التأويل هو عين التعطيل.

"এ ধরণের ব্যাখ্যা কোনো মুমিন-মুসলমান দিতে পারে না। তিনি বলেন, এ ধরণের ব্যাখ্যা মূলত কুফরী মতবাদ "তা'তীলের" অন্তর্ভুক্ত"।[১৬৫]

পাঠক! কথিত আহ্‌লে হাদীস, গাইরে মুকাল্লিদরা আলবানীর বই অনুবাদ করছে। তার বিভ্রান্ত মতবাদকেই নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছে। আমাদের বক্তব্য হলো, আলবানীর নিকট ইমাম বুখারী র. যেহেতু অমুসলিম, তাই কথিত আহ্‌লে হাদীসরা যেন তাদের আদর্শের ব্যক্তিত্ব আলবানীর কথা অনুযায়ী (না'ঊযু বিল্লাহ) কোনো অমুসলিমের হাদীসের কিতাবের কথা মুখে না আনেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাকেম, যাহাবী, মুনযিরী র. সম্পর্কে বক্তব্য :

আলবানী 'সিলসিলাতুয য'ঈফাতে' বলেন,

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي ! وأقره المنذري في " الترغيب " (٣: ١٦٦) وكل ذلك من إهمال التحقيق ، والاستسلام للتقليد ، وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا الإسناد.

"হাকেম বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী র. তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ইমাম মুনযিরী র. "আততারগীব ওয়াত তারহীব" নামক কিতাবে তার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর এটি হয়েছে তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রতি উদাসীনতা এবং তাকলীদের প্রতি আত্মসমর্পণের কারণে। নতুবা একজন বিশ্লেষণধর্মী আলিম কিভাবে একে সহীহ বলতে পারেন"।[১৬৬]

ইমাম হাকেম, যাহাবী, মুনযিরী র. এর উদাসীনতা ও তাহ্‌কীকের যোগ্যতার কথা এমন ব্যক্তির কলম দিয়ে বের হচ্ছে, যার না আছে কোনো উস্তাদ, না পৃথিবীর হক্কানী আলিমগণ তাকে হক্কানী আলিম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন! না তার হৃদয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম বিদ্যমান আছে!!

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. সম্পর্কে মন্তব্য :

আলবানী লিখেছে,

ولكنه دافع عنه بوازع من التعصب المذهبي، لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان ما فيه من التعصب.

---

[১৬৫] ফাত্‌ওয়ায়ে শায়েখ আলবানী, পৃ. ৫২৩, মাকতাবাতুত তুরাছিল ইসলামী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ ইং।

[১৬৬] সিলসিলাতু য'ঈফা খ. ৩, পৃ. ৪১৬

মাযহাব অনুসরণের গোঁড়ামী তাঁকে প্ররোচিত করেছে। তাঁর কথা উল্লেখ করে এবং তাঁর গোঁড়ামীর কথা আলোচনা করে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো উপকারিতা নেই।[১৬৭]

পাঠক! ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী র. এর মতো বাদরুল উলূম ব্যক্তিত্ব যদি তা'আসসুবাত বা গোঁড়ামীতে লিপ্ত হতেন, তাহলে আজ চৌদ্দশত বছর পর ইসলাম আমরা অবিকৃত অবস্থায় পেতাম না।

ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বক্তব্য :

আলবানী লিখেছে , **إنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ، قد ضعف الشطر الأول من الحديث ، وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب! وهذا من مبالغته الناتجة في بقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها**

"আমি শায়েখ ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি, তিনি হাদীসের প্রথম অংশকে দুর্বল বলেছেন এবং হাদীসের শেষ অংশকে মিথ্যা মনে করেছেন। আমার ধারণা মতে "হাদীসকে য'ঈফ বলার ক্ষেত্রে এটি ইবনে তাইমিয়ার বাড়াবাড়ি, যা তাঁকে হাদীসটি য'ঈফ বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে; অথচ তিনি হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন পরম্পরা খতিয়ে দেখেননি এবং এ ব্যাপারে গভীর দৃষ্টিপাত করেননি।"[১৬৮]

ইবনে তাইমিয়ার 'কালিমুত তাইয়িব' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আলবানী বলেন,

انصح لكل من وقف علي هذا الكتاب (الكلم الطيب لإبن تيمية) وغيره : أن لايبادر إلي العمل بما فيه من الأحاديث ، إلا بعد التأكيد من ثبوتها، وقد سهلنا له السبيل إلي ذلك بما علقنا عليه، فما كان ثابتا منها عمل به... وإلا تركه.

"যারা ইবনে তাইমিয়ার এ কিতাবটি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, তাদের অনুরোধ করব, এ কিতাবে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে সেগুলোর প্রতি তারা যেন আমল করতে অগ্রসর না হন, যতক্ষণ না হাদীসগুলো শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। আমি এর ওপর যে টীকা সংযোজন করেছি। এর মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং যে সমস্ত হাদীস প্রমাণিত হবে, সেগুলোর ওপর আমল করা হবে। নতুবা সেটি পরিত্যাজ্য হবে"।[১৬৯]

---

[১৬৭] সিলসিলাতুয্ য'ঈফা, খ. ২, পৃ. ২৮৫

[১৬৮] সিলসিলাতুস সহীহা, খ. ৪, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪, হাদীস নং ১৭৫০

[১৬৯] সহীহুল কালিমিত তাইয়িব, পৃ. ৪

আলবানীর এ কথা উল্লেখ করে আল্লামা হাবীবুর রহ্‌মান আ'যমী র. তাঁর **الألبانى شذوذه وأخطاؤه** কিতাবে লিখেছেন,

وليس يعني الألباني بذلك إلا أنه يجب علي الناس أن يتخذوه إماما ويقلدوه تقليداً أعمي ، ولا يعتمدوا علي إبن تيمية ولا علي غيره من الثقات من المحدثين ، في ثبوب الأحاديث حتي يسألوا الألباني ويرجعوا إلى تحقيقاته !

"অর্থাৎ, আলবানীর এ কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন আবশ্যকভাবে আলবানীকে ইমাম বানায় এবং তার অন্ধ অনুকরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আলবানীকে জিজ্ঞাসা না করবে এবং তার বিশ্লেষণকে গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইবনে তাইমিয়াসহ অন্য কোনো বিশ্বস্ত ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহাদ্দিসের হাদীসের ওপর নির্ভর না করে।"[১৭০]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. সম্পর্কে আলবানীর মন্তব্য :

আলবানী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. সম্পর্কে লিখেছে,

فيا عجباً للسيوطي كيف لم يخجل من تسويد كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث

"কি আশ্চর্য! জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর জামে' সগীর কিতাবে এ হাদীস উল্লেখ করতে একটু লজ্জাবোধ করলেন না।[১৭১] আরো লিখেছে, **وجعجع حوله السيوطي** অর্থাৎ, জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. হাঁক-ডাক ছেড়ে থাকেন।[১৭২]

যুগশ্রেষ্ঠ অন্যতম আল্লাহ্ওয়ালা মুহাক্কিক আলিম শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র.কে অভিশাপ প্রদান :

আলবানী শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. সম্পর্কে বলেন,

أشل الله يدك وقطع لسانك আল্লাহ্ তা'আলা তোমার হাত অবশ করে দিক এবং তোমার জিহ্বাকে কর্তন করুক। (না'ঊযু বিল্লাহ্) আরো বলেন, **إنه غدة كغدة البعير ثم يقول مستهزئاً ضاحكاً أتعرفون غدة** অর্থাৎ সে হলো উটের প্লেগ রোগের মতো একটি মহামারী (গুদ্দাতুল বা'ঈর)। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে উপহাস করে বললেন, তোমরা কি জান, উটের প্লেগ কী? এছাড়াও অন্যান্য আলিমের সে বিভিন্নভাবে অশালীন শব্দ দ্বারা আঘাত করেছে। মূলত তার এ আচরণই প্রমাণ করে দেয়, কোনো আলিমের কাছেই সে ইল্‌ম শিক্ষা করেনি।

---

[১৭০] আলআলবানী শুযুযুহু ও আখতা'উহু পৃ. ৪০

[১৭১] সিলসিলতুয য'ঈফা খ. ৩ পৃ. ৪৭৯

[১৭২] প্রাগুক্ত, খ. 8, পৃ. ১৮৯

আলবানীকে ইসলাহ্ করার জন্য লিখিত কিছু কিতাব ও লেখক :

নিম্নে আলবানীর ভ্রান্তি তুলে ধরে লিখিত আরো কিছু কিতাবের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো। মাহ্মূদ সা'ঈদ মামদূহ্ তার **الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر** কিতাবের ২৫৯ পৃ. টীকাতে বলেন, **ذكر الأستاذ عبد الله بن محمد الشمراني في كتابه ثبت مؤلفات الألباني سبعاً وخمسين مصنفاً في التعقيب علي الأباني.** উস্তাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ আশশামরানী র. তাঁর **ثبت مؤلفات الألباني** কিতাবে এমন সাতান্নটি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন, যে কিতাবগুলো আলবানীর ভ্রান্তি উন্মোচনে লিখা হয়েছে।

শায়েখ আব্দুল আযীয আলগুমারী র. রচিত

بيان نكث الناكث المقعدي بتضعيف الحارث

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী র. রচিত

القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ আলখাজরাযী র. রচিত **الألباني تطرفاته**

উস্তাদ বদরুদ্দীন হাসান দিয়াব দামেশকী র. রচিত

أنوار المصابيح على ظلمات الألباني في صلاة التراويح

আব্দুল্লাহ্ আলহারারী র. রচিত

التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ বিন বায র. রচিত

أين يضع المصلي يده في الصلاة بعد الرفع من الركوع

শায়েখ ইসমা'ঈল বিন মুহাম্মাদ আইসারী র. রচিত

ক . **تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والردّ على الألباني في تضعيفه**

খ. **تعقبات على: (سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة)**

গ. **إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والردّ على الألباني في تحريمه**

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. রচিত **كلمات في كشف أباطيل وافتراءات**

শায়েখ হাসান বিন আলী আস-সাক্কাফ র. রচিত

ক. **قاموس شتائم الألباني و ألفاظه المنكرة في حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم**

খ. البشارة والإتحاف فيما بين ابن تيمية و الألباني في العقيدة من الاختلاف

গ. تناقضات الألباني الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات

ঘ. صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

শায়েখ আবুল হাসান মুহাম্মাদ হাসান আব্দুল হামীদ রচিত

تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا

আহ্মাদ শাহ্হাতা আলইসকেনদারী র. রচিত

السبل الوضيحة ببيان أوهام الألباني بين الضعيفة والصحيحة

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ যুকাইল র. রচিত

تراجعات الشيخ الألباني من خلال موقع الدرر السنية

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আদ-দাবীশ র. রচিত

تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী র. রচিত অপর একটি কিতাব

جزء فيه الردّ على الألباني و بيان بعض تدليسه و خيانته

শায়েখ আবূ আব্দুল্লাহ্ মুস্তফা আলআদাবী ও খালিদ ইবনে আহ্মাদ আলমু’যান র. রচিত

نظرات في : (السلسلة الصحيحة) للشيخ محمد ناصرالدين الألباني

আবূ ওমর হাই ইবনে সালেম আলহাই রচিত

النصيحة في بيان الأحاديث التي تراجع عنها الألباني في الصحيحة

আওদাহ ইবনে হাসান ইবনে আওদাহ র. রচিত

حديث مما تراجع عنها العلامة المحدث الألباني في كتبه

হামীদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আত্ তুয়াইজারী র. রচিত

التنبيهاتُ على رسالة الألباني في الصلاة

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, অনেক সালাফী আলিমও আলবানীর ভ্রান্ত বিষয়গুলো অবলোকন করে চুপ থাকতে পারেননি। তাঁরাও আলবানীর ভ্রান্তি তুলে ধরে কিতাব লিখেছেন। তাই সঠিক পথের অনুসারী কোনো পাঠকের একথা বলার অবকাশ নেই যে, শুধু মাযহাবের অনুসারীরা আলবানীর ভ্রান্তি নিয়ে কথা বলেছেন ও লিখেছেন।

উল্লেখযোগ্য সালাফী আলিমদের মধ্যে যারা আলবানীর ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন তারা হলেন,

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ বিন বায।
শায়েখ হামীদ বিন আব্দুল্লাহ্।
ড. বকর বিন আব্দুল্লাহ্ আবূ যাহিদ ।
শায়েখ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আদ্দাবীশ।
সফর বিন আব্দুর রহ্মান।
আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহ্মান সা'আদ।
শায়েখ আব্দুল্লাহ্ বিন মানে' আলউতাইবি।
শায়েখ ফাহাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আসসুনাইদ।
আবূ আব্দুল্লাহ্ মুস্তফা আলআদাবী।

মূলত, আলবানীর খতরনাক ভ্রান্তি অবলোকন করে সালাফী আলিমরাও আলবানী থেকে নিজেদের দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। তাইতো জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'উদ এর দা'ওয়া বিভাগের প্রধান ড. আব্দুল আযীয আলআসকার, আলবানী ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে লিখেছেন, الألباني وأتباعه ليسوا سلفية। আলবানী ও তার অনুসারীরা সালাফী নয়। (সূত্রঃ জারীদাতু উকায, মাজালুর রায়।)

কিন্তু দুঃখ ও আফসোসের বিষয়, আলবানী সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ আলিমগণ কি মতামত প্রদান করেছেন তা না জেনেই বা জেনেও অদৃশ্য কোনো যাদুর কাঠির ইশারায় আলবানীর ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচার করা হচ্ছে এবং কোনোরূপ সমালোচনা ও সতর্ক করা ছাড়া তার লিখিত বই অনুবাদ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তির আচরণ দেখে মনে হয়, তারা বোধহয় আলবানীর কিতাবকে দ্বিতীয় কোনো আসমানী ওহী মনে করেন। (না'উযু বিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা যেন মুসলমানদের এ সকল ফেতনা থেকে রক্ষা করেন। আমীন!

এ পর্যায়ে পাঠক খেদমতে নিবেদন করবো, আলবানী লিখিত কিতাবগুলোর সাথে উপরোল্লেখিত কিতাবগুলো মিলিয়ে দেখলে আলবানীর বাস্তবতা সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। আলবানী সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। অচিরেই আলবানীর জীবন ও কর্মের ওপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখা হবে ইনশাআল্লাহ্।

ইলমে দ্বীন অর্জনে শায়েখের আবশ্যকতা :

যে কোনো জ্ঞান অর্জনের জন্য উস্তাদ আবশ্যক। তাইতো ওমর রা. বলেন إنما العلم بالتعلم. অর্থাৎ নিশ্চয় ইল্ম শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই হাসিল করতে হয়।

ইমাম শাফে'ঈ র. বলেন, من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ফকীহ্ হলো, সে শরীয়তের হুকুমকে জলাঞ্জলি দিলো।

মালেক বিন নবী র. এর উদ্বেগ :

মালেক বিন নবী র. সত্য কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেন,

والحقيقة أنّنا قبل خمسين عاما كنّا نعرف مرضا واحدا يمكن علاجه، هو الجهل وأمية، ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضا جديدا مستعصيا هو (التعالم) وإن شئت فقل: الحرفية في التعلم، والصعوبة كلّ الصعوبة في مداواته،

আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্বে একটি রোগ সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যার প্রতিকার করাও সম্ভব ছিলো। সেটি অজ্ঞতা ও মূর্খতা। কিন্তু বর্তমানে আমরা এক নতুন দুরারোগ্য ব্যাধির মুখোমুখি হয়েছি। সেটি হলো স্ব-শিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা। যাকে পেশাদার শিক্ষাও বলা যেতে পারে। এ ধরণের ব্যাধির চিকিৎসা অসম্ভব।[১৭৩]

ইমাম আবূ যুর'আ র. বলেন, لا يفتي الناس صحفي ، ولا يقرئهم مصحفي

শুধু বই পড়ে কেউ ফাত্ওয়া দিবে না এবং শুধু কুরআন পড়ে কেউ কারী হবে না।[১৭৪]

শায়েখ আওয়ামা দা.বা. এর মন্তব্য :

আলবানী যেহেতু আলিম-ওলামা তথা উস্তাদ গ্রহণ করে ইল্ম শিক্ষা করেননি, এজন্য আরবী কিতাবগুলোর উচ্চারণের ক্ষেত্রে আলবানীর ছাপাখানা থেকে প্রদত্ত যের, যবর, পেশ এর ওপর নির্ভর করতে হত। আর ছাপাখানা থেকে প্রদত্ত যের, যবর, পেশ এর সাথে উচ্চারণ না মিললে তিনি ভুল মনে করতেন!! এ বিষয়ে আলবানীর জীবনের একটি ঘটনা মুহাম্মাদ আওয়ামা তাঁর "আছারুল হাদীস" কিতাবের টীকাতে পৃ. ৫১ এনেছেন। মুহাম্মাদ আওয়ামা উক্ত ঘটনার নাম দিয়েছেন "**المضحك المبكي**" বা "হাস্যকর কান্নার ঘটনা" আগ্রহী পাঠকদের ঘটনাটি পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। উক্ত ঘটনা উল্লেখের পর শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন,

وفي الإلماع للقاضي عياض (ص٢٨) ان المعتصم العباسي قال للإمام أحمد : كلّم ابن أبي دؤاد ،فأعرض عنه الإمام بوجهه وقال :كيف أكلّم من لم أره على باب عالم قطّ

কাযী ইয়ায র. 'ইলমা' কিতাবে বলেন, আব্বাসী খলীফা মু'তাসীম ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র.কে বলেন, ইবনে আবী দাউদের সাথে (ইলমী বিষয়ে) আলোচনা করো। ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং

[১৭৩] শুরুতুন নাহ্জা, পৃ. ৯১

[১৭৪] আলফকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্. পৃ. ১৯৪

বলেন, এমন ব্যক্তির সাথে কিভাবে আলোচনা করবো যাকে কখনো কোনো আলিমের দরজায় দেখিনি।

এ ছিলো আমাদের সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ উস্তাদশূন্য এমন ব্যক্তির কাছে তাঁরা কখনো যেতেন না এবং তাদের সংশ্রবও তাঁরা কখনো গ্রহণ করতেন না। এর প্রচুর দৃষ্টান্ত ইলমের স্বর্ণালী ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছে।

কামালুদ্দীন সাম'আনী কত সুন্দর কবিতাই না লিখেছেন,

من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة...يكن من الزيف والتصحيف في حرم

ومن يكن آخذا للعلم من صحف ... فعلمه عند أهل العلم كالعدم

"যে ব্যক্তি তার শায়েখের নিকট থেকে সরাসরি ইল্‌ম শিক্ষা করে, সে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র থাকে। আর যে ব্যক্তি (উস্তাদ ব্যতীত) কিতাব পড়ে ইল্‌ম অর্জন করে, আলিমদের নিকট তার ইল্‌ম মূল্যহীন।"

শাওকানী র. লিখেছেন,

إن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كلّ فن عن أهله كائناً ما كان

কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। শাওকানী র. আরো লিখেছেন,

وأما إذا أخذ العلم عن غير أهله , ورجح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها ، فإنه يخبط ويخلط.

আলিম যদি অযোগ্য লোকের কাছ থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখায় পারদর্শী নয় এমন লোকের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে আলিম অনুমান নির্ভর এবং অবিমৃষ্যকারী।[১৭৫]

হযরত রাবী'আ র. এর ক্রন্দন :

খতীবে বাগদাদী র. তাঁর **الفقيه والمتفقه** কিতাবে ইমাম মালেক র. থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ইমাম মালেক র. এর উস্তাদ হযরত রাবী'আ র. এর নিকট এসে দেখেন তিনি কাঁদছেন। উক্ত ব্যক্তি হযরত রাবী'আ র.কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? (উত্তর না পেয়ে) এ ব্যক্তি হযরত রাবী'আ র. এর কাঁদা দেখে শঙ্কিত হয়ে বলেন, আপনার কোনো মুসীবত হয়েছে কি? উত্তরে রাবী'আ র. বলেন,

لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم!

---

[১৭৫] বিস্তারিত দেখুন, আদাবুত তলাব ও মুনতাহাল আরাব, পৃ. ৭৬

না, আমার কোনো মুসীবত হয়নি। আমার কাঁদার কারণ হলো, এমন ব্যক্তির নিকট শরীয়তের মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, যার কোনো ইল্‌ম নেই! ইসলামে এ কি বড় মুসীবত সংঘটিত হলো!!

ইবনুস সালাহ্ র. উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ হযরত রাবী'আ র. এর ওপর রহ্‌মত করুন। তিনি যদি আমাদের সময় দেখতেন! আল্লাহ্‌ই জানেন তাঁর অবস্থা কী হত! লা হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল্ আযীম, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক।[১৭৬]

এরা চোর থেকেও বেশি অভিযুক্ত :

ইবনে আব্দুল বার র. তাঁর জামি'উ বায়ানিল ইল্‌মি ওয়া ফাযলিহী' কিতাবে এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, **ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق** কিছু ব্যক্তি যারা এখানে ফাত্ওয়া প্রদান করছে, চোর থেকে তারাই জেলে থাকার বেশি উপযুক্ত।[১৭৭]

এ পর্যন্ত উল্লেখ করে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন, আল্লাহ্ হযরত রাবী'আ র. এর ওপর সন্তুষ্ট হোন। তিনি যদি তাঁর পরের ব্যক্তিদের দেখতেন এবং আমাদের মধ্যকার মুজতাহিদীনদেরও (!) দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন তাদের সংখ্যা ইল্‌ম শিক্ষাকারী ছাত্রদের চেয়েও বেশি!! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'উন।[১৭৮]

একটু ভেবে দেখুন :

পাঠক! একটু চিন্তা করুন; হযরত রাবী'আ র. যদি দেখতেন, উস্তাদশূন্য কোনো ব্যক্তি বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সন্দেহ সৃষ্টি করছে; আলকুতুবুস সিত্তাহ্ এর অন্যান্য কিতাবকে বিদীর্ণ করছে; ইবনে আব্দুল বার, ইবনে হাযম, ইবনে তাইমিয়া, ইমাম যাহাবী, ইবনুল কাইয়িম, ইবনে হাজার সান'আনী ও শাওকানী র. এ রকম উল্লেখযোগ্য হযরতগণের মতের সাথে না মিলায় ভুল ধরছেন, তাহলে তিনি বোধহয় বুক ফেটে মারা যেতেন।

আমাদের পূর্ববর্তী ইমাম মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণ কোনো ব্যক্তির শুধু পাণ্ডিত্য দেখে তার কাছ থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করতেন না। উস্তাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে উস্তাদের স্বর্ণসূত্র (যোগ্য উস্তাদের সিলসিলা) দ্বীনদারী ইত্যাদি সৎ গুণাবলীও লক্ষ করতেন।

---

[১৭৬] আদাবুল মুফতী পৃ. ৭৫

[১৭৭] জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী খ. ২, পৃ. ২০১

[১৭৮] মুহাম্মাদ আওয়ামা, আদাবুল ইখতিলাফ পৃ. ৮৫

শায়েখের রূহানী অবস্থা :

ইমাম মালেক র. বলেন, আমি আইয়ূব সাখতিয়ানীকে মক্কায় দু'বার হজ্জ করতে দেখেছি। কিন্তু তাঁর থেকে আমি হাদীস লিখিনি। তৃতীয়বার (হজ্জে) আমি তাঁকে যমযম কূপের নিকট বসা দেখলাম; তাঁর হালত এমন ছিলো যে, তাঁর নিকট হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা করলেই তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই কাঁদছিলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি তাঁর থেকে হাদীস লিখলাম অর্থাৎ তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করলাম।[১৭৯]

একজন মুমিনেরতো এমনই হওয়া উচিৎ। আমল আখলাকের সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম ও মুহাব্বাতে তাঁর হৃদয় সিক্ত থাকবে। ইলমের স্বর্ণালী ইতিহাসে যুগে যুগে যারা হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে পৃথিবীময় অনুপম খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, তাঁদের এ বিশাল খেদমতের পেছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমই ছিলো মূল চালিকাশক্তি এবং যাদের মেহনতে চৌদ্দশত বছর পরও আমাদের নিকট ইসলাম অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে তাঁদের হৃদয়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে এমনই সিক্ত ছিলো।

দ্বীন শিক্ষার মূলনীতি :

আমাদের পূর্ববর্তী আকাবির সালাফগণ (অনুসৃত ব্যক্তিগণ) ইল্‌ম শিক্ষার মূলনীতি উম্মতের সামনে পেশ করে গেছেন। আমরা যদি তাঁদের বাতলে দেওয়া মূলনীতি স্মরণ রাখি, তাহলে ইলমের নামে যারা প্রতারণা করছে তাদের চিনতে অনেক সহজ হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন র. বলেন, إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم শরীয়তের এ ইল্‌মতো দ্বীন। অতএব তোমরা ভালো করে লক্ষ করে দেখ, কার কাছ থেকে তোমরা এ দ্বীন গ্রহণ করছো।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারাক র. বলেন,

الإسناد عندي من الدين ، ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء

সনদ বা সূত্র দ্বীনের অংশ। দ্বীনের এ সূত্রধারা যদি না থাকত, দ্বীনের ব্যাপারে যে যা ইচ্ছা তাই বলত।[১৮০]

---

১৭৯ ইমাম সুয়ূতী, ইস'আফুল মুবাততা'আ এর মুকাদ্দামা, সূত্র: আদাবুল ইখতিলাফ পৃ. ৬৬

১৮০ সহীহ্ মুসলিম, মুকাদ্দামা

এ বিষয়ে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. এর কিতাব **الإسناد من الدين** এবং উক্ত কিতাবের শেষে **صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدّثين** নামে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ র. এর একটি মুহাযারা দেখা যেতে পারে, যা এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তা করবে।

এ বিষয়টি সকলে স্বীকার করেন যে, আলবানী স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলো। তার কোনো শিক্ষাগুরু ছিলো না। যা পূর্বে আমরা মুহাম্মাদ আওয়ামার ভাষ্য থেকেও জেনেছি। আলবানীর জীবনের এ দিকটি সামনে আসলেই ইমাম আবূ হাইয়ান আন্দালুসী র. এর কবিতা মনে পড়ে যায়।

তিনি বলেন,

يظن الغمر ان الكتب تهدي ...اخا جهل لادراك العلوم

ولا يدري الجهول بان فيها... غوامض حيرات عقل الفهيم

اذا رمت العلوم بغير شيخ ...ضللت عن الصراط المستقيم

“মূর্খ অনভিজ্ঞ লোক মনে করে, কিতাব তাকে ইল্‌ম অর্জনে পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না, কিতাবে এমন দুর্বোধ্য বিষয় থাকে যাতে তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যদি তুমি উস্তাদ ব্যতীত ইল্‌ম অর্জন করো, তবে তুমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

ইমাম সাখাবী র. এর “আলজাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার” কিতাবে আছে,

من دخل في العلم وحده ، خرج وحده

যে ব্যক্তি একাকী ইল্‌মের পথে প্রবেশ করলো, সে একাকী সেখান থেকে বের হয়ে গেলো।[১৮১]

আল্লামা ইবনে জামা‘আ র. এর ‘তাযকিরাতুস্ সামি’ কিতাবে আছে,

من أعظم البلية تشيخ الصحيفة

কিতাবকে নিজের উস্তাদ বানানো বড় বড় মুসীবতের অন্যতম কারণ।[১৮২]

এজন্য আল্লাহ্ তা‘আলাও, কোনো অজানা বিষয়কে জানতে হলে, যে জানে তাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। সূরা নাহ্‌লের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন. **فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون** অর্থাৎ তোমরা কোনো বিষয়ে না

[১৮১] আলজাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার খ. ১, পৃ. ৫৮

[১৮২] তাযকিরাতুস্ সামে’ পৃ. ৮৭

জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বলেননি যে, فسئلوا القرآن و الحديث الصحيح. তোমরা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসকে জিজ্ঞাসা করো।

আবার আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতিহায় সিরাতে মুস্তাকীমের পরিচয়ে বলেন, صراط الذين أنعمت عليهم. যাদের ওপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন তাঁদের পথ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেননি যে, صراط القرآن والحديث الصحيح. কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পথ। মোটকথা শরীয়ত ও বাস্তবতার দাবি হলো উস্তাদ ব্যতীত শুধু গ্রন্থ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান হাসিল করলে গ্রহনযোগ্য হয় না। কেননা একশত চারখানা আসমানী কিতাব শিখানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার উস্তাদ তথা নবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডা.জাকির নায়েক

ডা. জাকির নায়েকের আসলরূপ :

প্রাথমিক কথা :

ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে আলোচনা করা এখন ঈমানী দায়িত্ব। এ বিষয়ে আলোচনা করাটা দু'দিক থেকে কঠিন। একদিকে সাধারণ পাঠক ও ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমান, যারা মিডিয়া বা পিস টিভির সাথে পরিচিত। তাদের কেউ কেউ ডা. জাকির নায়েককে আল্লাহ্ তা'আলার আশীর্বাদ মনে করতে শুরু করেছেন। অপরদিকে হক্কানী আলিম-ওলামার ঈমানী দায়িত্ব এবং কাল কেয়ামতের ময়দানে হক কথা বলা থেকে বিরত থাকলে বা বাতিল মতাদর্শের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থাকলে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম। ফলে ওলামায়ে কেরাম নিশ্চুপ না থেকে কথা বলতে শুরু করেছেন।

মূলত ডা. জাকির নায়েককে তৈরির পেছনে এটিও একটি কারণ যে, সাধারণ মুসলমানরা যেন হক্কানী আলিম-ওলামা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আলিম-ওলামা ও সাধারণ মুসলমান মুখোমুখি অবস্থানে পৌঁছে যায় এবং সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল হয় যে, আলিমরা আমাদের এত দিন ভুল বুঝিয়ে আসছেন। (না'উযু বিল্লাহ্) পাঠক! এখানে একটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যে বিষয়ে আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

ওলামায়ে কেরাম তার বিরোধিতার কারণ :

ডা. জাকির নায়েক একজন ডাক্তার। তিনি ব্যক্তিগতভাবে Comparative theory of religion বা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপর পড়ালেখা করেন। কুরআন হাদীস নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার পড়ার সুযোগও হয়নি এবং তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়েনওনি। (এমন ব্যক্তিদের ফলাফল বা কার্যক্রম সম্পর্কে ''বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ" বইয়ের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন)

তিনি এক সময় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপরই আলোচনা করতেন। তার এ আলোচনার ফলাফল বা উপকারিতা পরে আলোচনা করা হবে। এখন কথা হলো, বিশ্বব্যাপী হক্কানী আলিমরা যে তার ভ্রান্ত আকীদা বা তার গোমরাহী মতবাদ ও কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যার ওপর কথা বলছেন। এটি কেন?

এটি কি ডা. জাকির নায়েকের ওপর হিংসা করে তার খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে? তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? ডা. জাকির নায়েকের পূর্বেতো এমন অনেক জগদ্বিখ্যাত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেতো হক্কানী ওলামায়ে কেরাম কথা বলেননি। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ আহ্মাদ দিদাতকে চেনেন না কে? কৈ, তার ব্যাপারে পৃথিবীতে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম কথা বলেছেন বা তাঁকে গোমরাহ্ বলেছেন এমন কথাতো শোনা যায় না।

রহ্মতুল্লাহ্ কিরনাবী র.কে চেনেন না কে? যিনি শুধু ভারত উপমহাদেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীর সকল মুসলিম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদদের কিতাবী গুরু। ইল্ম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপর তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত কিতাব "ইজহারে হক" কোন্ আলিমে দ্বীন চেনেন না? কৈ তাঁর বিরুদ্ধেতো কেউ কথা বলেননি। বরং তাঁর এ কিতাব পৃথিবীর কত ভাষায় যে অনুবাদ হয়েছে তার সন্ধান কে রাখে। শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানি দা. বা. শুধু অনুবাদ নয় বরং কিতাবটির গুরুত্ব বোঝে ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করে ছেপেছেন। শুরুতে নাতিদীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছেন যা স্বতন্ত্র পুস্তিকায় রূপ নিয়েছে। আমাদের দেশের কথাই ধরুন না, মুনশি মেহেরুল্লাহ্ র.কে চেনেন না কে? হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী ফুরফুরাবী র. এর অনুপ্রেরণায়*

(* মুনশি মেহেরুল্লাহ্ র. এর রচনাবলীর ভূমিকাতে আছে তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. এর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপর ব্যাপক পড়াশুনা করেন এবং এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। সবচে বড় কথা, তৎকালীন সময়ে তিনি দু'বাংলা ও আসামের এলাকাব্যাপী খ্রিস্টান মিশনারী পাদ্রী ও খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ওপর আলোচনাতে অনেক স্থানে পরাজিত করেন। তাঁর এ খেদমতের আলোচনা অনেক কিতাবে রয়েছে।)

উৎসাহিত হয়ে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে কি জিহাদই না করেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আলিম-ওলামা কথা বলেছেন কি?

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, হক্কানী আলিম-ওলামা ডা. জাকির নায়েকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলছেন না। বরং তাঁদের ঈমানী দায়িত্বের কারণেই তাঁরা ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। হক্কানী আলিমেদ্বীনের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? তাঁরা ঈর্ষান্বিত হয়ে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলবেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إنما يخشى الله من عباده العلماء আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র আলিমরাই আল্লাহ্কে ভয় করে।[১৮৩] তাই খোদাভীরু আলিমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে কখনো কথা বলেননি। বরং ঈমানী দায়িত্ব পালন করার জন্যই প্রতি যুগে হক্কানী আলিমরা বাতিলের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে কথা বলেছেন এবং বলবেন।

ডা. সাহেবের কিছু ভ্রান্ত আকীদা :

পাঠক! আলিমদের কথা বলা লাগবে কেন, ডা. জাকির নায়েক এর ভ্রান্ত আকীদার সামান্যতমও যদি কোনো মুসলমান জানতে পারে, সে মুসলমান তার বিরুদ্ধে কথা না বলে পারবে না। তার ভ্রান্ত আকীদার কয়েকটি নমুনা অতি সংক্ষেপে তার নিজের ভাষায় তুলে ধরছি।

[১৮৩] সূরা ফাতির. ২৮

১. আল্লাহ্‌কে ব্রাক্ষ্মণ, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে ডাকা যাবে।[১৮৪]

২. রাম ও কৃষ্ণের নবী হওয়ার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি, হতে পারে।[১৮৫]

৩. উল্লেখিত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামে চারজন মহিলা নবী এসেছেন।[১৮৬]

৪. (হিন্দুদের) বেদ, হয়ত আল্লাহ্‌র বাণী হতে পারে।[১৮৭]

৫. পবিত্র কুরআনে ভুল আছে বলে ঘোষণা প্রদান। ডা. জাকির নায়েক বলেন, "ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমাকে বলেছেন-কুরআনে রয়েছে, 'নূহ্ আ. এর জাতি রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো'। অথচ আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে, নূহ আ. এর জাতির নিকট মাত্র একজন নবী প্রেরিত হয়েছিলো। সুতরাং এটি পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাকরণগত ভুল। কুরআনের বলা উচিত ছিলো, 'নূহ আ. এর জাতির লোকেরা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো'। আমি আপনাদের সাথে একমত যে, এটা ভুল হতে পারে।"[১৮৮]

৬. সাহাবীদের ওপর মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অপবাদ প্রদান। ডা. জাকির নায়েক বলেন, "পরবর্তীতে যখন তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করলেন আর লোকজন যখন তাঁর কথাগুলো উদ্ধৃতি দিতে শুরু করলো এবং কেউ কেউ এমন কথাও বলতে শুরু করলো-যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ত বলেননি..।"[১৮৯]

৭. হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীদাকে অস্বীকার। ডা. জাকির নায়েক বলেন, সাহাবীগণ এটা কিভাবে বুঝেছিলেন? তাঁরা কি ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনি বেঁচে আছেন? তাঁরাতো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযার নামায পড়েছিলেন। তাঁকে কবরস্থ করেছিলেন।"[১৯০]

৮. মহিলাদের চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়।[১৯১]

৯. জুম'আর খুতবাহ্ আরবীতে হওয়া জরুরী নয়। যে কোনো ভাষায় জুম'আর খুতবাহ্ দেওয়া যাবে।[১৯২]

---

[১৮৪] ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং ১ পৃ. ২৬৫

[১৮৫] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ২ পৃ. ১৬২

[১৮৬] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ১ পৃ. ৩৫৫

[১৮৭] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ২ পৃ. ১৬২

[১৮৮] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ১ পৃ. ৫১২

[১৮৯] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ৫ পৃ. ৭৬

[১৯০] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ৫ পৃ. ৯৫

[১৯১] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ১ পৃ. ১৪.১৭৫.৩৬৬.৪৪৮

১০. ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দিতে হবে।[১৯৩]

১১. জুম‘আর দিন আগে ঈদের নামায আদায় করলে, জুম‘আর নামায আদায় করা না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার। তা আদায় না করলে অসুবিধা নেই।[১৯৪]

১২. ফজরের আযানের পরও সাহ্‌রী খাওয়া যাবে। ডা. জাকির নায়েক বলেন, ফজরের আযান শুরু হলে এক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় রয়েছে। হাতে যে খাবার আছে, তা শেষ করার সুযোগ রয়েছে। হতে পারে তা এক গ্লাস পানি বা পাত্রের বাকি অল্প খাবার।[১৯৫]

১৩. এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হবে।[১৯৬]

১৪. কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে অযুর প্রয়োজন নেই। বিনা অযুতে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যাবে।[১৯৭]

এছাড়াও কুরআন মাজীদের ও হাদীস শরীফের অর্থ বিকৃতি,
হাদীসে বর্ণিত দাজ্জাল সম্পর্কে মনগড়া তথ্য প্রদান,
শার্ট-প্যান্ট, কোর্ট-স্যুট ইত্যাদি নামাযের উত্তম পোষাক বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি,
তারাবীহ্‌র নামায আট রাকাত বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি,
কাঁকড়া ও কচ্ছপ খাওয়া জায়েয বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান,
‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একাধিক বিবাহ ছিলো রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য’ বলে শানে রিসালাতে আঘাত প্রদান,
মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ায় কোনো অসুবিধা নেই বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান, জান্নাতে নারীরাও পুরুষ হুর লাভ করবে বলে ঘোষণা প্রদান,
গুনাহ্‌গার মুসলমানরা হাশরের ময়দানে সুপারিশ লাভ করবে না বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান, এবং মাযহাব মানা জরুরী নয় বলে ফাত্‌ওয়া দিয়ে উম্মতকে গোমরাহীতে নিপতিত করেছেন।

হিন্দু ধর্ম প্রচারে ডা. সাহেবের অবদান :

সর্বোপরি হিন্দু ধর্ম ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারে ডাক্তার জাকির নায়েকের অবদান অতুলনীয়। ডাক্তার জাকির নায়েকের হিন্দু ধর্ম প্রচারে মুগ্ধ হয়ে, ডাক্তার জাকির নায়েকের কনফারেন্সে হিন্দু পণ্ডিত শ্রী শ্রী রবি শংকর মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “তাহলে

---

[১৯২] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ২ পৃ. ৪২

[১৯৩] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ৫ পৃ. ৪৭৫

[১৯৪] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ৫ পৃ. ৪৭৬

[১৯৫] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ৩ পৃ. ৩২৪

[১৯৬] (http://www.youtube.com/watch? =WEEOSmobuvM

[১৯৭] প্রাগুক্ত, ভলিয়ম নং ২ পৃ. ৬২৬

এখন আপনারা সবাই বেদকে শ্রদ্ধা করবেন। ডাক্তার জাকির নায়েক নিজেই বলেছেন, সবারই বেদকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর কথা হলো, আপনারা ভাববেন না যে, এটি কাফির-মুশরিকদের বই। প্রত্যেক মুসলমানেরই এ গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করা উচিত।"[১৯৮]

খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে ডা. সাহেবের অবদান :

খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারেও ডাক্তার জাকির নায়েকের নিকৃষ্ট অবদান অনস্বীকার্য। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, প্যাস্টার রুকনি, ফাদার জিওপায়াপিল্লি প্রমূখের মাধ্যমে তার কনফারেন্সে মুসলিম লিবাসে খ্রিস্টানদের বাতিল আকীদাগুলো মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। প্যাস্টার রুকনি বলেন "এখানে আমার উদ্দেশ্য কোনো বিতর্ক করা নয়। এখানে আমার উদ্দেশ্য হলো, যীশুখ্রিস্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে পাপ থেকে মুক্তির পথ দেখানো। বিতর্কে হারলেও কোনো ক্ষতি নেই। ঠিক আছে; এখানে এটিই আমার উদ্দেশ্য।"[১৯৯]

প্যাস্টার রুকনি খ্রিস্টান ধর্মমতগুলো ডাক্তার জাকির নায়েকের কনফারেন্সে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে মুসলমানদের তার চার্চে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, "এখন সময় নেই, তবে অন্য কোনো সময় আমাদের সভায় আসতে পারেন। সভাটি 'দামোদর' হল ক্লাসরুমে সকাল নয় ঘটিকায়। আগামী রোববার একবার চলে আসুন। সবার জন্য আমরা সেদিন প্রার্থনা করব। চার্চের সবাই আপনাদের জন্য প্রার্থনা করবেন।"[২০০]

গ্রহণযোগ্য মহল থেকে ডা. সাহেবের তীব্র সমালোচনা :

পাঠক! অতি সংক্ষেপে ডাক্তার জাকির নায়েকের কিছু আকীদা তুলে ধরা হলো। এ সকল আকীদা প্রত্যক্ষ করে আলিম-ওলামা চুপ থাকলে কি গুনাহ্গার হবেন না? শুধু কি আলিম-ওলামা? কোনো মুসলমান কি চুপ থাকলে গুনাহ্গার হবেন না? অবশ্যই গুনাহ্গার হবেন। এজন্য সকল মুসলমানের উচিত ডাক্তার জাকির নায়েকের মতবাদ পরিত্যাগ করা এবং যে সকল মুসলমান তার সম্পর্কে জানেন না, তাদেরকে তার ভ্রান্ত আকীদাগুলো জানিয়ে সাবধান করা। অবশ্য, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে হক্কানী আলিম-ওলামা, ইসলামী গবেষকগণ, মুসলিম উম্মাহ্কে ডাক্তার জাকির নায়েক সম্পর্কে ইতোমধ্যে সতর্ক করেছেন।

যেমন পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ডাক্তার জাকির নায়েককে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ্, পথভ্রষ্টকারী ইত্যাদি অনেক বিষয় উল্লেখ করে ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. এর ঐতিহ্যবাহী

---

[১৯৮] দেখুন-ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং ২ পৃ. ৪৭৩

[১৯৯] ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং ৩.পৃ. ৪০৫

[২০০] এ বিষয়গুলো জানার জন্য দেখুন, ডাক্তার জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র এর ৩৭১ থেকে ৪১১ পর্যন্ত, এবং ভলিয়ম নং ৫. পৃ. ১১৩ থেকে ১১৯ পর্যন্ত এবং উক্ত ভলিয়মের পৃ. ১৫১ থেকে ১৬১ পর্যন্ত ।

দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম করাচি থেকে ডাক্তার জাকির নায়েক সম্পর্কে সাবধান করে ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ মাদরাসা জামি‘আ বিন নূরিয়া থেকে ডাক্তার জাকির নায়েক থেকে সাবধান থাকার ব্যাপারে ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়েছে।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা সাইয়িদ খালীক সাজিদ বুখারী দা. বা. حقیقت ڈاکٹر ذاکر نائیک (হাকীকতে ডাক্তার জাকির নায়েক) নামে ৪৯৮ পৃ. উর্দূ ভাষায় বিশাল কিতাব লিখে ডাক্তার জাকির নায়েক সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। পাকিস্তান করাচীর অপর একজন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আবূ উসামা জা’ফর বাগরবী ڈاکٹر ذاکر نائیک پر ایک نظر নামে কিতাব লিখে উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

ইয়ামেনের দারুল হাদীস দাম্মায থেকেও ডা. জাকির নায়েককে গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট বলে ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্ণৌর কাজী মুফতী আবুল ইরফান কাদবী সর্বস্তরের ওলামা কনফারেন্সে ডা. জাকির নায়েক এর ভ্রান্ত বিষয়গুলো উত্থাপন করে তার বিরুদ্ধে ফাত্ওয়া প্রদান করেন। তাঁর এ ফাত্ওয়া ভারতের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে ডা. জাকির নায়েকের কনফারেন্সের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। তার বিরুদ্ধে ভারতের হাইকোর্টে মামলা হয় এবং তার নামে ওয়ারেন্ট জারী করা হয়। এমনকি ভারতের মুসলমানরা ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে জনসভা মিছিল সমাবেশ করে। ডা. জাকির নায়েক হাইকোর্টের এ মামলা থেকে লিখিত মুচলেকা দিয়ে নিষ্কৃতি পান। আরব দেশের ওলামায়ে কেরামও ডা. জাকির নায়েকের ব্যাপারে উম্মতে মুসলিমাকে সতর্ক করে ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। পাকিস্তানের বিশিষ্ট গবেষক আলিম মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে সেমিনার করে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে তার ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

বাংলাদেশেও সকল হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত আকীদাগুলো ওয়াজ মাহ্ফিলে ও লিখার মাধ্যমে তুলে ধরছেন। দেশের সকল প্রান্তেই তার বাতিল কথাবার্তা নিয়ে আলোচিত হচ্ছে। মুফতী মিজানুর রহ্মান কাসেমী “ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ” নামে, মাওলানা ওলীপুরী “ডা. জাকির নায়েকের আসল চেহারা” নামে এবং মাসিক আদর্শ নারী ২০১১ সালের কয়েক সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছে।

উস্তাদে মুহ্তারাম মাওলানা আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু’তাসিম বিল্লাহ্ দা. বা. বেশ আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এ ডা. জাকির নায়েকের দ্বারা ভারতের দু’ চার হাজার লোক মুসলমান হলে, ইয়াহুদী-খ্রিস্টান তথা আমেরিকা-ইসরাঈলের কিছু যায় আসে না। কিন্তু এ লোকটির দ্বারা যদি ভারতবর্ষসহ পুরো উম্মতে মুসলিমাকে গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট করে দেওয়া যায় বা এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, এর চেয়ে বড় পাওয়া ইয়াহুদী-খ্রিস্টান তথা আমেরিকা-

ইসরাঈলের আর কী হতে পারে? পাঠক! আমার মনে হয় উস্তাদে মুহ্তারামের উক্ত কথার দ্বারা আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। আকলের নেয়ামতে ভাগ্যবান একজন সাধারণ পাঠক, ডা. জাকির নায়েকের জীবন সম্পর্কে মোটামুটি জানলেই বুঝে যাবেন, এ ব্যক্তি ইসলামের জন্য কত ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠতে পারে।

ডা. সাহেবের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম :

ডা. জাকির নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৮ অক্টোবর ভারতের মুম্বাই শহরে জন্ম গ্রহণ করে। খ্রিস্টান মিশনারীদের স্কুল সেন্ট পিটার্স হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি. পাশ করে। এরপর হিন্দুদের কৃষ্ণচন্দ্র রাম কলেজ মুম্বাই থেকে এইচ.এস.সি. পাশ করে। সুতরাং এ ব্যক্তির মধ্যে হিন্দু ও খ্রিস্টানপ্রেম আসা বা হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ধর্মের খিদমাত আঞ্জাম দেওয়াতে আশ্চর্যের কী আছে? এতে যদি মুসলিম বা ইসলামের লিবাস চড়ানো যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

পরিশেষে সকলের খেদমতে আরয করব, দ্বীন ও ইসলাম কাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে আর কাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবে না, এ বিষয়ে হক্কানী আলিমগণের সাথে পরামর্শ করা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হেদায়েতের ওপর অটল রাখুন। আমীন!

চতুর্থ অধ্যায়

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের হাদীস

ফিক্‌হের চারো ইমামের সহীহ্ হাদীস বর্ণনা

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের হাদীস :

কিছু ব্যক্তি মনে করেন, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের হাদীসই যথেষ্ট। অন্য কোনো কিতাবের হাদীসের আর প্রয়োজন নেই। কেউ কেউতো এমনও আছেন, যারা মনে করেন শুধু সহীহ্ বুখারী ব্যতীত অন্য কোনো হাদীসের কিতাবের হাদীস মানা যাবে না।

মূলত এটি ইনকারে হাদীস বা হাদীস অস্বীকারেরই একটি প্রকার। কারণ হাজার হাজার সহীহ্ হাদীস রয়েছে যা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে নেই। তাই যারা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদীসের কিতাবের হাদীসকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, তারা প্রকারান্তরে হাজার হাজার হাদীসকে অস্বীকার করেন।

উস্তাদে মুহ্তারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা. বা. তাঁর "তানকীহুল ফিকার"[২০১] (এখনও মাখতূতা বা পাণ্ডুলিপি) কিতাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাঠক খেদমতে হুযুরের আলোচনার আলোকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা তুলে ধরছি।

১. যারা মনে করেন, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম এর হাদীসই যথেষ্ট, অন্য কোনো কিতাবের হাদীসের আর প্রয়োজন নেই, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম কিতাব দু'টির নামের প্রতি দৃষ্টি দিলে দূর হয়ে যেত। কারণ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম দু'জনই তাদের কিতাবের নাম المختصر 'মুখতাসার' রেখেছেন। আর المختصر 'মুখতাসার' অর্থ সংক্ষিপ্ত। যেমন,

ইমাম বুখারী র. তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه و أيامه

ইমাম মুসলিম র. তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন,

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [202]

---

[২০১] এটি হাফিয ইবনে হাজার র. রচিত "নুখবাতুল ফিকার" এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। হুযুরের কিতাবের অনেক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তবে আমাকে যে বিষয়টি নাড়া দিয়েছে তা হলো, এ কিতাবটি ছাপা হওয়ার পূর্বেই ব্যাপকহারে দাওরা-তাখাসসুসের ছাত্রদের এবং অনেক আলিমের, এ কিতাব থেকে ইস্তেফাদা বা ইলমী চাহিদা মেটানোর দৃশ্য।

[২০২] শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. তাঁর تحقيق اسمى الصحيحين واسم جامع الترمذي কিতাবে ৯ ও ৩৩ পৃষ্ঠায় সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের المختصر নামের ব্যাখ্যা করেছেন এবং উক্ত কিতাবদ্বয়ে যে সকল সহীহ্ হাদীস সংকলন হয়নি, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক কিতাবটি দেখতে পারেন।

অতএব কিতাবের সংকলকগণই যখন বলছেন তাঁদের কিতাব সংক্ষিপ্ত, তাহলে আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে উক্ত কিতাব দু'টিতে সকল সহীহ্ হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি।

সংকলকদ্বয়ের স্ব স্ব স্বীকৃতি :

২. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. দু'জনই স্পষ্টভাবে বলে গেছেন, তাঁরা সকল সহীহ্ হাদীস উক্ত দু'কিতাবে সংকলন করেননি। ইবনে আদী র. তাঁর "আলকামিল" কিতাবের ভূমিকাতে নিজস্ব সনদে ইমাম বুখারী র. থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী র. বলেছেন :

ما أدخلت فى كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول

আমি আমার জামে' কিতাবে (সহীহ্ বুখারীতে) সহীহ্ হাদীস সংকলন করেছি, তবে দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আমি অনেক সহীহ্ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।[২০৩]

ইমাম বুখারী র. এর উক্ত স্বীকৃতি ভিন্ন শব্দে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবে ইমাম বুখারী র. থেকে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম র. বলেন,

إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت : هو صحاح، ولم أقل إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما خرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحته، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف.

আমি যে সকল হাদীস এ কিতাবে সংকলন করেছি তা সহীহ্। আর যে সকল হাদীস এ কিতাবে সংকলন করিনি, আমি বলি না সে হাদীসগুলো য'ঈফ। আমিতো এ সংকলন করেছি যেন আমার নিজের কাছে সহীহ্ হাদীসের একটি সংকলন থাকে এবং আমার থেকে যারা হাদীস লিখেন তারা এর সিহ্হাতের ব্যাপারে সন্দেহ না করেন। আমি কখনই বলিনি এ সংকলন ব্যতীত অন্য হাদীস য'ঈফ।[২০৪]

হাজার বছর পূর্বেই এ ফিতনা হতে সতর্ক করা হয়েছে :

ইমাম মুসলিম র. এর এ স্বীকৃতির সাথে সম্পৃক্ত একটি ঘটনা রয়েছে যা শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নু'মানী র. তারীখে বাগদাদ থেকে তাঁর **الإمام ابن ماجه وكتابه السنن** কিতাবে এনেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

---

২০৩ ইবনে আদী র. এর কিতাব আলকামিল, খ. ১, পৃ. ২২৬ এবং খতীবে বাগদাদী র. তারীখে বাগদাদ খ. ২, পৃ. ৮-৯

২০৪ খতীবে বাগদাদী র. তারীখে বাগদাদ, খ. ৪, পৃ. ২৭৩ আবূ বকর হাযিমী, শুরূতুল আইম্মাতিল খামসাহ্, পৃ. ১৮৫

ইমাম আবূ যুর‘আ র. ইমাম মুসলিম র. এর সহীহ্ মুসলিম কিতাব দেখে বলেছিলেন,

ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل، بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح : বিদ‘আতীদেরকে আমাদের ওপর কথা বলার সুযোগ করে দিলো। তারাতো বাঁচার পথ পেয়ে গেলো। কারণ বিদ‘আতীদের নিকট কোনো হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করলে তারা বলবে, “এ হাদীসতো সহীহ্ হাদীসের কিতাবে নেই”।

হযরত আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা র. এর নিকট সহীহ্ মুসলিম পৌঁছলে তিনিও ইমাম আবূ যুর‘আ র. এর ন্যায় একই কথা বলেন। তখন ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ্ মুসলিম সংকলন করার কারণ তুলে ধরেন এবং স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, এ সংকলনের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, এ কিতাবে সকল সহীহ্ হাদীস রয়েছে বরং অনেক সহীহ্ হাদীস থেকে আমি সংক্ষিপ্তভাবে এ কিতাব সংকলন করেছি।[২০৫]

পাঠক! একটু ভাবুন আজ থেকে হাজার বছর আগে ইমাম আবূ যুর‘আ র. যে কথা বলে গেছেন আজ তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে। মাযহাব অনুসারীগণ সুনান, মাসানীদ বা অন্য কোনো হাদীসের কিতাব থেকে সহীহ্ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করলে, গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী কথিত আহ্লে হাদীসরা বলে, **ليس هذا فى كتاب الصحيح** : “এ হাদীস তো সহীহ্ হাদীসের কিতাবে নেই”।

কেউ বলে, এ হাদীস তো বুখারীতে নেই। আবার কেউ বলে, বুখারী-মুসলিমে নেই। এ থেকে বোঝা যায়, এ জাতীয় প্রশ্ন তোলাই বিদ‘আতীদের কাজ এবং কোনোভাবেই বিদ‘আতীদের সুযোগ দিতে নেই। সে, যে বিদ‘আতীই হোক না কেন।

বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত :

৩. পৃথিবী বিখ্যাত হাদীসের হাফিয ও ইমামগণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যাদের সামনে হাদীসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাঁরা হাদীস ভাণ্ডার সামনে রেখে ব্যাপক গবেষণা করে বলেছেন, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে সকল সহীহ্ হাদীস সংকলনের প্রশ্নই আসে না, বরং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের সংকলকদ্বয় শত শত সহীহ্ হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন।

---

[২০৫] আলইমাম ইবনু মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহুস সুনান। পৃ. ১০৭

হাদীসের ইমামগণ থেকে এরূপ স্বীকৃতি প্রচুর।[২০৬] আমরা এখানে শুধু সহীহ্ বুখারীর 'মুস্তাখরাজ' এর লেখক, আবূ বকর আলইসমা'ঈলী র. এর কথা তুলে ধরছি, তিনি তাঁর المدخل إلى المستخرج على صحيح البخارى কিতাবে বলেন,

ترك البخاري الرواية عن حماد بن سلمة ونحوه كتركه كثيراً من الأحاديث الصحيحة على شرطه.

ইমাম বুখারী র. হাম্মাদ ইবনে সালামা র.সহ অনেক (ছিকাহ্ বা গ্রহণযোগ্য রাবীর) হাদীস (তাঁর সহীহ্ বুখারীতে) আনেননি। যেমন তিনি নিজ শর্তানুযায়ী অনেক সহীহ্ হাদীস তাঁর সহীহ্ বুখারীতে আনেননি।[২০৭]

বাস্তবতার সাক্ষ্য :

৪. বাস্তবতা এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, নির্ভরযোগ্য রাবী দ্বারা বর্ণিত হওয়ার পরও এমন লক্ষ লক্ষ হাদীস রয়েছে যা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আনা হয়নি। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি অস্বীকার করে, বুঝতে হবে তার হাদীসের কিতাব বা হাদীসের জগৎ সম্পর্কে কোনো খবর নেই।

বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত আরো বহু হাদীসের ব্যাপারে শাইখাইনের صحة এর স্বীকৃতি :

নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করুন,

ক. ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র. এমন অনেক হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন, যা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ করেননি।[২০৮]

এ বিষয়টি জানার জন্য ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র. এর সংকলিত অন্যান্য কিতাব দেখলেই চলবে। যেমন ইমাম বুখারী র. এর 'কিরাত খলফাল ইমাম' 'রাফ'উল ইয়াদাইন' 'খলকু আফ'আলিল ইবাদ' ইত্যাদি কিতাব। ইমাম মুসলিম র. এর 'কিতাবুত্ তামইয' ও অন্যান্য কিতাব।

শাইখাইনের উস্তাদদের সহীহ্ হাদীস :

খ. ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র. এর পূর্বে তাঁদের উস্তাদগণ ও উস্তাদগণের উস্তাদগণ কতশত হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন, যে হাদীসগুলো ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র. তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেননি, উক্ত হাদীসসমূহের

---

[২০৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুস্তলাহুল হাদীসের কিতাবসমূহ। (বিশেষ করে মুকাদ্দামায়ে ইবনে সালাহ ও মুকাদ্দামায়ে ইবনে সালাহের শাখা গ্রন্থগুলো। যে গ্রন্থগুলোকে ফুরূ'আতে ইবনে সালাহ বলে। যে ফুরূ'আতে ইবনে সালাহের সংখ্যা অগণিত) এবং দেখুন তারাজিমের কিতাবগুলোতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের জীবনী আলোচনায়। আরো দেখুন, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে কেন্দ্র করে যে সকল কিতাব রচিত হয়েছে সে কিতাবসমূহ।

[২০৭] বদরুদ্দীন যারকাশী র. "আন নুকাত আলা ইবনিস সালাহ্", খ. ৩, পৃ. ৩৫৩

[২০৮] ইমাম তিরমিযী র. তাঁর সুনানে তিরমিযীতে ইমাম বুখারী র. থেকে হাদীসের সিহ্হাত বর্ণনা করেছেন কিন্তু উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ বুখারীতে আনেননি।

অনেকাংশ তাখরীজের কিতাব, হাদীসের শুরূহাত, রিজাল ও ইলালের কিতাবগুলোতে পাওয়া যায়। যেমন, ইবনে আব্দুল বার র. এর التمهيد ও الاستذكار এর মতো বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থগুলো।

অন্যান্য ইমাম কর্তৃক হাদীসের সিহ্হাত বর্ণনা :

গ. এমন হাজার হাজার হাদীস রয়েছে যে হাদীসগুলো অন্যান্য ইমাম সহীহ্ বলেছেন এবং এ সকল ইমাম, বুখারী ও মুসলিম র. উভয়কেই পেয়েছেন, অথবা দু'জনের একজনকে পেয়েছেন বা এ সকল ইমাম, বুখারী ও মুসলিম র. এর পরবর্তী যুগের ছিলেন যারা স্বতন্ত্র সহীহ্ হাদীসের কিতাবও লিখেছেন।[২০৯]

বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদীসেও হাদীস সহীহ্ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান :

ঙ. অনেক হাদীস এমনও আছে যেগুলো সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের থেকে কোনো মতামত বর্ণিত হয়নি। কিন্তু হাদীস সহীহ্ হওয়ার যে শর্ত তা উক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং উম্মত উক্ত হাদীসগুলোকে কবুল করে নিয়েছে। এ প্রকারের হাদীসগুলো সুনান, মুসান্নাফাত, জাওয়ামি', কুতুবুয যাওয়াইদ, মাসানীদ, মা'আজিম ইত্যাদিতে রয়েছে। তাই যারা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস শরীয়তের দলীল মনে করেন না তারা মূলত এ হাদীসগুলোকে অস্বীকার করেন।

কোন্ যুগ থেকে হাদীস সহীহ্ হয়েছে?

চ. হাদীস সংকলনের ইতিহাস যাদের সামনে আছে তাঁরা সকলে একমত যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. এর পূর্বেই হাদীস সহীহ্ হওয়ার এবং হাদীস বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়ার মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিলো।

বুখারী ও মুসলিমে থাকাই কি হাদীস সহীহ্ হওয়ার শর্ত?

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. তাঁদের কিতাবে একটি হাদীস এনেছেন বলে হাদীসটি সহীহ্ হয়েছে, বিষয়টি এমন নয়। বরং হাদীসটি সহীহ্, তাই তাঁরা তাঁদের কিতাবে এনেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা কোনো বর্ণনাকারীর হাদীস তাঁদের

---

[২০৯] শুধু কি তাই? বরং আরো যে 'মুসতাদরাকাত', 'মুসতাখরাজাত', কিতাব রয়েছে এ সকল কিতাবের মধ্যেও শত শত সহীহ্ হাদীস রয়েছে।

উল্লেখ্য, এ সকল কিতাবের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে, যে হাদীসের ওপর কোনো কোনো ইমাম কালাম করেছেন বা কথা বলেছেন। তবে কালামকৃত হাদীসগুলো ছাড়াও সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা প্রচুর ।

কিতাবে আনার কারণে উক্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হয়ে যায়নি বরং বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে তাঁরা উক্ত বর্ণনাকারীর হাদীস তাঁদের কিতাবে এনেছেন।

তাহলে এটি বলার আর কোনো সুযোগই থাকে না যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. যে হাদীসগুলো তাঁদের কিতাবে এনেছেন তা বাদে অন্য সব হাদীস য'ঈফ অথবা অন্য কিতাবের হাদীসগুলো আমল ও দলীলের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

যদি কেউ এমন বলে থাকেন তাহলে তার ইলমে হাদীসে শুধু জ্ঞান দৈন্যতাই বোঝাবে না বরং সে ইলমে হাদীসের মূলনীতি, পূর্ববর্তী-পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের ইজমা', এমনকি খোদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. এর হাদীসের খেদমত সবই শেষ করে দিলো। কারণ তাঁরাও তো সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের হাদীস ছাড়া অন্য অনেক হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন।

ফিকহের চারো ইমামের সহীহ্ হাদীস বর্ণনা :

পাঠক! শায়েখ মুল্লা খাতের শাফে'ঈ র. তাঁর "**مكانة الصحيحين**" কিতাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন দলীল ও বাস্তবতার আলোকে প্রমাণ করেছেন, এটি সুন্নাহ্ প্রীতির নামে সুন্নাহ্ ধ্বংসেরই চক্রান্ত। তাঁর বিস্তারিত আলোচনা থেকে, পাঠক খেদমতে একটি কথা তুলে ধরছি।

তিনি বলেন,

إن الفقهاء الكرام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة المتبوعون كلهم كانوا قبل أصحاب الكتب الستة، وكلهم يروون بأسانيدهم ، لا بأسانيد من جاء بعدهم، وكم من حديث عند هؤلاء الأربعة أو بعضهم، وقد بنوا عليه حكماً من الأحكام، وهو لا يوجد عند الشيخين، وصاحب هذه الدعوى الغي ذلك الحكم لعدم وجود دليله في الصحيحين، وهذا ضلال مبين.

সম্মানিত ফকীহ্গণ এবং তাঁদের মাথার তাজতুল্য অনুসরণীয় চার ইমাম (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র.) প্রত্যেকেই আলকুতুবুস্ সিত্তাহ্ (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্) সংকলকগণের পূর্বযুগের। এজন্য এ ইমামগণ নিজস্ব সনদেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীদের সনদে অর্থাৎ আলকুতুবুস্ সিত্তাহ্ এর সংকলকগণের সনদে হাদীস বর্ণনা করেননি।

মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণের মধ্যে কারা প্রথম হাদীসের কিতাব সংকলন করেন :

আর এটি কিভাবে সম্ভব? বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদি কিতাবের সংকলকগণ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এর পরবর্তী যুগের। তবে যারা উক্ত

ইমামগণের জীবন চরিত বা হাদীস ও ফিক্‌হ সংকলনের ইতিহাস জানেন তাদের বিষয়টি বলার প্রয়োজন নেই।

৪০ হাজার হাদীস থেকে আবূ হানীফা র. এর কিতাব সংকলন :

পাঠক! সদরুল আইম্মা মুফাক্ক বিন আহ্‌মাদ র. বলেন,

وانتخب أبو حنيفة رحمه الله الآثار من أربعين ألف حديث

ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর 'কিতাবুল আছার' চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেছেন।[২১০]

ইমাম মালেক র. আবূ হানীফা র. এর কিতাবুল আছার থেকে উপকার গ্রহণ করতেন :

উল্লেখ্য, ইমাম আবূ হানীফা র. এর হাদীসের এ "কিতাবুল আছার" গ্রন্থটি ইমাম মালেক র. এর "মুআত্তা" কিতাবের পূর্বে সংকলিত। ইমাম মালেক র. ইমাম আবূ হানীফা র. এর এ "কিতাবুল আছার" থেকে উপকৃত হতেন।

আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আদ্দারওয়ারদী র. বলেন, **كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها** ইমাম মালেক র. ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব দেখতেন এবং উক্ত কিতাব থেকে উপকৃত হতেন।[২১১]

বড় মুহাদ্দিস কে ছিলেন?

আবূ ইয়াহ্‌ইয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া আননিশাপুরী র. (মৃ. ২৯৮ হি.) তাঁর মানাকিবে আবী হানীফা কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে সনদসহ এ কথা উল্লেখ করেছেন, **عندي صناديق من الحديث ما أخرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به.**

ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, আমার নিকট হাদীসের ভাণ্ডার জমা রয়েছে, আমি সে হাদীসগুলো থেকে অল্প হাদীসই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে হাদীসগুলো মানুষদের উপকৃত করবে সে হাদীসগুলোই উল্লেখ করেছি।[২১২] অবশ্যই শায়েখ আব্দুর রশিদ নু'মানী র. এর "তারীখে তাদবীনে হাদীস" কিতাবটি পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। ইমাম মালেক র. এর 'মুয়াত্তা' ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. এর 'মুসনাদে আহ্‌মাদ' ও ইমাম শাফে'ঈ র. এর 'কিতাবুল উম্ম' তো পাঠকের সামনে রয়েছে।

অতএব শায়েখ মুল্লা খাতের শাফে'ঈ র. ব্যাপক বিস্তৃত বাস্তব একটি বিষয়কে অল্প কথায় তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্‌ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

---

[২১০] সদরুল আইম্মা মুফাক্ক বিন আহ্‌মাদ, মানাকিবুল ইমাম আ'যম, খ. ১, পৃ. ৯৫

[২১১] আবুল কাসিম ইবনু আবিল আওয়াম, ফাদাইলু আবী হানীফা, পৃ. ২৩৫

[২১২] সদরুল আইম্মা মুফাক্ক বিন আহ্‌মাদ, মানাকিবুল ইমাম আ'যম, খ. ১, পৃ. ৯৫

বুখারী ও মুসলিমেই কি সকল সমস্যার সমাধান?

এ ইমামগণের নিকট অনেক হাদীস ছিলো, যে হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁরা শরীয়তের অনেক মাসআলা পেশ করেছেন কিন্তু সে হাদীসগুলো সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে পাওয়া যায়নি। এখন যে ব্যক্তি মনে করে বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো সহীহ্ হাদীসের কিতাব নেই, সে ইমামগণের পেশ করা শরীয়তের উক্ত মাসআলাগুলোর দলীল বুখারী ও মুসলিম শরীফে না পেয়ে ভাবতে থাকেন, ইমামগণের পেশ করা মাসআলাগুলো ভিত্তিহীন।

পাঠক! নিশ্চয় এটি বুঝে এসেছে, শুধু বুখারী-মুসলিম নয়, বুখারী-মুসলিমের হাদীস ছাড়াও অনেক সহীহ্ হাদীস রয়েছে এবং সে হাদীসগুলো শরীয়তের শক্তিশালী দলীল।

পঞ্চম অধ্যায়

হাদীস সহীহ্ হলেই কি আমলযোগ্য?

হাদীস সহীহ্ হলেই কি আমলযোগ্য?

অনেকে মনে করেন হাদীস সহীহ্ হলেই বোধহয় আমলযোগ্য। ফলে কোনো কোনো গবেষক সহীহ্ বুখারী বা সহীহ্ মুসলিমের অনুবাদ পড়ে মনে করতে থাকেন যে, আলিমরা সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন না। না'ঊযু বিল্লাহ্।

মূলত তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। বরং হাদীস সহীহ্ হওয়ার পরও আমলযোগ্য হওয়ার জন্য অনেক স্তর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, হাদীস যদি আমলযোগ্য হয়, তাহলেই উক্ত হাদীস দ্বারা আমল করা যেতে পারে। আর হাদীস যদি আমলযোগ্য না হয়, তাহলে উক্ত হাদীস দ্বারা আমল করা যায় না।

হাদীস মানার একটি ভুল পদ্ধতি :

তাই শুধু হাদীসের সনদে দৃষ্টি দিয়ে রিজালের কিতাব ' **تقريب التهذيب** ' বা '**ميزان الاعتدال**' খুলেই কোনো একটি হাদীস সহীহ্ মনে করে আমল শুরু করা কখনোই জায়েয নেই। এ বিষয়ে মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. তাঁর **أثر الحديث الشريف** কিতাবে আলোচনা করেছেন। পাঠক খেদমতে উক্ত আলোচনার আলোকে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হলো।

বাস্তব কথা হলো, এটি হাদীসের ইমামগণের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সকল ইমাম হাদীসে ব্যাপক পারদর্শীতা অর্জন করেছেন, হাদীসের মূলনীতি শাখাগত বিষয় সঠিকভাবে আয়ত্ত করেছেন, ফিক্হুল হাদীস সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁরা বোঝতে পারেন কোন্ হাদীস আমলযোগ্য আর কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়। শুধু হাদীসের কিতাব পড়ে কখনো আমল করা যায় না।

আমলযোগ্য হাদীসই গ্রহণীয় :

ফাকীহুল ইরাক ইমাম ইবরাহীম নাখা'ঈ র. বলেন,

إني لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به، وأدع سائره.

আমি হাদীস শ্রবণ করি অতঃপর দেখি কোন্ হাদীস আমলযোগ্য আর কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়। যেগুলো আমলযোগ্য সেগুলো আমি গ্রহণ করি। আর বাকিগুলো ছেড়ে দেই।[২১৩]

ইমামুল মুজতাহিদীন ইবনে আবী লায়লা র. বলেন, **لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع.** কোনো ব্যক্তি ফিক্হুল হাদীস বা হাদীসের ফিক্হ অর্জন করতে

---

[২১৩] শরহু ইলালিত তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৩

পারে না, যতক্ষন না সে হাদীস ভাণ্ডারের কিছু গ্রহণ করে ও কিছু ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ আমলযোগ্য হাদীসগুলো গ্রহণ করে ও যেগুলো আমলযোগ্য নয় সেগুলো ছেড়ে দেয়।

হাদীসের ইমামগণও যে বিষয়ে শঙ্কিত ছিলেন :

হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী র. তাঁর "শরহু ইলালীত তিরমিযী"তে বায়হাকী র. তার থেকে এবং শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী, **الانتقاء** কিতাবের টীকাতে ইবনে আসাকের থেকে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. বলেন,

لو لا مالك بن أنس والليث ابن سعد لهلكت : كنت أظنّ أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به، وفي رواية : لضللت. يعني: لاختلاف الأحاديث.

যদি মালেক ইবনে আনাস ও লাইস ইবনে সা'আদ র. না থাকত তা হলে আমি হালাক বা ধ্বংস হয়ে যেতাম। কারণ আমি ধারণা করতাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবই আমলযোগ্য। অপর বর্ণনায় এসেছে, হাদীসের ইখতিলাফের কারণে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম।[২১৪]

বাস্তবতাও তাই বলে :

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. এর উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন, **كما يقع لكثير من الرواة البعيدين عن الفقه غير المميزين ما قارن العمل به عما سواه** এমন ঘটনা অনেক হাদীস বর্ণনাকারী থেকে ঘটেছে, যাদের ফিক্‌হের কোনো জ্ঞান ছিলো না এবং জানত না কোন্ হাদীস আমলযোগ্য আর কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়।[২১৫] কাজী ইয়ায র. আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. এর কথাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, **قال ابن وهب: لو لا مالك بن أنس والليث ابن سعد لضللت**

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. বলেন, যদি মালেক ইবনে আনাস ও লাইস ইবনে সা'আদ না থাকত তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. এ কথা বললে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতেন কেন?

তিনি উত্তরে বলেন, **أكثرت من الحديث فحيرني فكنت أعرض ذلك على مالك الليث فيقولان لي : خذ هذا ودع هذا.** আমি প্রচুর হাদীস সংকলন করেছিলাম, ফলে হাদীসের আধিক্য আমাকে দিশেহারা করে তোলে। তখন আমি উক্ত হাদীসগুলো ইমাম মালেক

---

[২১৪] ইবনে রজব হাম্বলী, শরহু ইলালিত তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৩, ইবনু আবী হাতেম, মুকাদ্দামাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, পৃ. ২২

[২১৫] ইবনে আব্দুল বার র. রচিত আলইনতিকা এর টীকা পৃ. ৬১

ও ইমাম লাইস র. এর নিকট পেশ করি। তাঁরা আমাকে বলেন, তুমি এ এ হাদীস গ্রহণ করো এবং এ এ হাদীস ত্যাগ করো।[২১৬]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব র. এর লক্ষাধিক হাদীস সংকলন :

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. কত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন তা অনুধাবনের জন্য রিজাল ও তবাকাতের কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে। পাঠক খেদমতে তাঁর সম্পর্কে একটি কথা তুলে ধরছি, যা তাজুদ্দীন সুবকী র. তাঁর "তবাকাতে শাফে'ঈয়্যা"তে[২১৭] আহ্মাদ ইবনে সালেহ্ র. থেকে উল্লেখ করেছেন, আহ্মাদ ইবনে সালেহ্ র. বলেন, **صنف ابن وهب مئة ألف وعشرين ألف حديث.** ইবনে ওহাব এক লক্ষ বিশ হাজার হাদীস সংকলন করেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব র. :

পাঠক! এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীর হাদীস সংখ্যা সামনে রাখলে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. এর হাদীসশাস্ত্রে জ্ঞানের ব্যাপকতা সাধারণ পাঠকদের বুঝতে সহজ হবে। বুখারী শরীফের পৃথিবী বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, তাকরার তথা এক হাদীস দু'তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সহ সহীহ্ বুখারীর হাদীস সংখ্যা ৭৩৯৬ আর তাকরার ব্যতীত (অর্থাৎ একই হাদীস যে কয় স্থানে এসেছে সব স্থানের গণনা না করে, শুধু একবার গণনা করে) হাদীস সংখ্যা ২৬০২।

ইবনুস সালাহ্ ও ইমাম নববী র.তো আরো কম বলেছেন।[২১৮] যারা সহীহ্ বুখারীকে শরীয়তের সকল সমস্যার সমাধানদাতা মনে করেন, আশা করি তাদের ভাবনার জগতটা আরো প্রশস্ত হবে।

হাদীস সহীহ্ হওয়ার সাথে আরো যে বিষয়গুলো জানা দরকার :

পাঠক! হাদীসের ইমামগণের এসব উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শুধু হাদীস সহীহ্ হলেই আমলযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং হাদীস সহীহ্ হওয়ার সাথে সাথে উসূলুশ শরী'আ, কাওয়াঈদুশ শরী'আ, ফিক্হুল হাদীস, তাফসীরুল হাদীস, ফাহ্মুল হাদীসসহ আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার।[২১৯]

---

[২১৬] তারতীবুল মাদারিক, খ. ২ পৃ. ৪১৭

[২১৭] খ. ২ পৃ. ১২৮

[২১৮] বিস্তারিত দেখুন, নবাব সিদ্দীক হাসান খান রচিত الحطة في ذكر الصحاح الستة পৃ. ১৭৫

[২১৯] এ বিষয়গুলো যে শুধু সাধারণ হাদীস অধ্যয়নকারী ভুলে চলেছেন তা নয় বরং অনেক হাদীসের খাদেম ও সুন্নাহ্ প্রেমিক বলে নিজেকে প্রকাশ করতে আগ্রহী, তারাও বিভিন্ন কারণে এ বিষয়টিকে এড়িয়ে চলেন। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, এ বিষয়গুলো মেনে নিলে মাযহাব মেনে নেওয়া যে আবশ্যক তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত সুফিয়ান সাউরী র. বলেন, **تفسير الحديث خير من سماعه** হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা জানা হাদীস শ্রবণ থেকে উত্তম।[২২০]

ইমাম আবূ আলী নিশাপুরী র. বলেন, **.الفهم عندنا أجلّ من الحفظ** হাদীস সঠিকভাবে বোঝা বা অনুধাবন করা আমাদের নিকট হাদীস মুখস্ত করা থেকে গুরুত্বপূর্ণ।[২২১]

আমাদের পূর্ববর্তী হাদীসের ইমাম মুজতাহিদগণের নিকট বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিলো। এজন্য তবাকাত, রিজাল ইত্যাদি বিষয়ের কিতাবগুলোতে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ইমাম মালেক র. এর আফসোস :

ইমাম মালেক র. বলেন,

كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطين وأني لم أحدث به.

এ অধিক সংখ্যক হাদীসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যে হাদীসগুলো আমার থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমার ইচ্ছে হয়; প্রত্যেক হাদীসের জন্য আমাকে দুটি করে চাবুক মারা হলেও আমি এ হাদীসগুলো বর্ণনা করতাম না।[২২২]

“এ অধিক সংখ্যক হাদীসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়” অর্থাৎ যার এ অধিক হাদীসের নাসেখ মানসূখ বা গুপ্ত দোষ সম্পর্কে জানা নেই, সে অধিক সংখ্যক বিপরীতমুখী হাদীস দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। ইমাম মালেক র. এর উল্লেখিত উক্তির ব্যাখ্যায়,

আল্লামা ইসমা‘ঈল আনসারী র. বলেন, **.إنما هذا بالنسبة لمن يضعها غير مواضعها** এটি হলো তাদের ক্ষেত্রে, যারা হাদীসকে যথাস্থানে ব্যবহার না করে ভুল স্থানে ব্যবহার করে।

লা-মাযহাবীদের জন্য ইমাম মালেক র. এর একটি উপযুক্ত জবাব :

ইমাম শাফে‘ঈ র. বলেন, ইমাম মালেক র.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইবনে উয়াইনার নিকট যুহুরী র. থেকে অনেক হাদীস রয়েছে, সে হাদীসগুলোতো আপনার

[২২০] ইবনে আব্দুল বার র. জামে‘উ বায়ানিল ইলমী ওয়া ফাদ্‌লিহী, খ. ২, পৃ. ১৭৫

[২২১] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, পৃ. ৭৭৬

[২২২] হাকেম, মা’রিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৬১, খতীবে বাগদাদী র. ‘আলফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্’ খ. ২, পৃ. ৮১

নিকট দেখি না। উত্তরে ইমাম মালেক র. বলেন, أنا كلّ ما سمعته من الحديث أحدث به؟ أما إذاً أريد ان أضلّهم যে সকল হাদীস আমি সংকলন করেছি তার সবই যদি আমি বর্ণনা করি তাহলে তো আমি মানুষদের পথভ্রষ্ট করে দিব।[২২৩]

হাদীস অধ্যয়ন সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন ইমামের সতর্কবাণী :

মূলত এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব আলমিসরী র. বলেন, الحديث مَضَلَّةٌ إلا للعلماء আলিমগণ ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়।[২২৪]

হযরত ইবনে উয়াইনা র. বলেন, الحديث مضلة إلا للفقهاء ফকীহ্গণ ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়।[২২৫]

ইমাম তিরমিযী র. বলেন, وكذالك قال الفقهاء وهم أعلم بمعانى الحديث ফকীহ্গণ এমন বলেছেন, তাঁরাই হাদীসের অর্থ সবচে ভালো বুঝেন।[২২৬]

আর ঠিক এ কারণেই, ইসলামের প্রথম যামানাতে ইমাম মুজতাহিদ ও ফকীহ্গণের ফিক্হ সংকলনের পর আজ অবধি প্রতি যুগের পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম, মুজতাহিদ, হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এ ফিক্হ সংকলন (যার অপর নাম মাযহাব) অনুসরণ করে আসছেন।

মূলত, হাদীস অনুসরণের সঠিক তরিকা বা পথ এটিই। এছাড়া লা-মাযহাবী, কথিত আহ্লে হাদীসরা সাধারণ মানুষদের যে পথে হাদীস অনুসরণের দাওয়াত প্রদান করে, সেটি সম্পূর্ণ বিদ‘আতী তরিকা। যে তরিকা ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী যামানা কোনো কালেই ছিলো না এবং এর ভয়াবহ পরিণতির কথা খোদ লা-মাযহাবীদের নেতা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী বলে গেছেন, যা ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

ইমাম মালেক র. এর ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব আলমিসরী র. বলেন, ইমাম মালেক র. আত্তার ইবনে খালেদের (আত্তার ইবনে খালেদ র. একজন হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন) প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন, আমি জানতে পারলাম তোমরা এ ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করছো? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. বলেন, হ্যাঁ, তখন ইমাম মালেক র. বলেন, ما كنا نأخذ إلا من الفقهاء আমরা তো ফকীহ্গণ

[২২৩] খতীবে বাগদাদী র. ‘আলজামি‘উ লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি’ খ. ২ পৃ. ১০৯

[২২৪] তারতীবুল মাদারেক, খ. ১ পৃ. ৯৬

[২২৫] আলজামে’, পৃ. ১১৮ সূত্রঃ আছারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ৬৩

[২২৬] জামি’ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১১৮

ব্যতীত অন্য কারো থেকে হাদীস গ্রহণ করি না।[২২৭] ইমাম মালেক র. এর অন্যতম উস্তাদ যাঁকে হাদীস জগতের বাদশাহ্ বলা হতো, ইমাম আবূ যিনাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাকওয়ান র. বলেন,

وايم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي القرآن.

আল্লাহ্র কসম, আমরাতো ফকীহ্ ও নির্ভরযোগ্যদের নিকট থেকে সুন্নাহ্ গ্রহণ করতাম ও শিখতাম। যেভাবে আমরা কুরআনের আয়াত শিক্ষা করি।[২২৮]

হাদীস শিক্ষা গ্রহণের সঠিক পন্থা :

পাঠক! সুন্নাহ্ গ্রহণ ও শিক্ষার সুন্নাহ্ তরীকা এমনই। যেমন সাহাবীগণ শিক্ষা করেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। আর সাহাবীগণ থেকে শিক্ষা করেছেন তাবে‘ঈগণ। এ ধারাবাহিকতা মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে আজও বিদ্যমান রয়েছে। এ ধারা অনুসরণ না করে অতি পরিচিত সুন্নাহ্ এর কিছু কিতাব অধ্যয়ন করে নিজেকে মুজতাহিদ[২২৯] মনে করার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোনো মেডিকেল কলেজে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়ালেখা না করে নিজেকে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার মনে করেন। এমন পদক্ষেপ যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কওয়ালার কাজ নয়। এ বিষয়ে আমার সাথে পৃথিবীর সকল প্রকার জ্ঞান ও শিক্ষার অনুসারীগণ একমত হবেন।

ইমাম আবূ যিনাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাকওয়ান র. এর পূর্বে ইরাকের প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. আরো স্পষ্টভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। হযরত ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর মজলিসে হযরত মুগীরা আদ্দব্বী র. আসতে বিলম্ব করলে হযরত ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হযরত মুগীরা আদ্দব্বী র. বলেন, আমাদের নিকট একজন হাদীস বর্ণনাকারী এসেছিলেন আমরা তাঁর থেকে হাদীস লিখছিলাম। তখন ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. বলেছিলেন,

لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعلم حلالها من حرامها، وحرامها من حلالها ،

وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله من حرامه، وحرامه عن حلاله وهو لايشعر

---

[২২৭] কাযী ইয়ায র. ‘তারতীবুল মাদারিক’ খ. ১, পৃ. ১২৪

[২২৮] ইবনে আব্দুল বার র. ‘জামি‘উ বাইয়ানিল ইল্মী ওয়া ফাদ্লিহী’ খ. ২, পৃ. ৯৮

[২২৯] যেমন নাসিরুদ্দীন আলবানী ও ডা.জাকির নায়েক। কারণ হাদীস বা ইল্ম শিক্ষার কোনো উস্তাদ তাদের ছিলো না। (এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) তারা যে সুন্নাহ্র নামে মানুষকে বিদ‘আতের পথে আহ্বান করেছেন ও করেন, অনেক সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন করতে পারেন না। দুঃখের ব্যাপার হলো এ কাজে তারা সুন্নাহ্কেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন !!

আমিতো মনে করি আমরা তাঁদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করবো, যারা হাদীসের হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। (অর্থাৎ ফকীহ্গণ থেকে) কেননা তুমি এমন হাদীস বর্ণনাকারীও পাবে, যে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বানিয়ে দিবে, কিন্তু সে নিজেও তা অনুধাবন করতে পারবে না।[২৩০]

ইমাম শাফে'ঈ র. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম মুযানী র. বলেন,

فانظروا رحمكم الله على ما أحاديثكم التي جمعتموها، واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমরা যে হাদীস সংকলন করেছ তার প্রতি দৃষ্টি রেখো। তোমরা ইল্ম শিক্ষা করো ফকীহ্গণের নিকট থেকে এবং তোমরাও ফকীহ্ হয়ে যাও।[২৩১]

মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতা :

হাদীসের এ সকল ইমামদের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শুধু হাদীস সহীহ্ হওয়াই আমলযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং কোন্ হাদীস আমলযোগ্য আর কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়, এজন্য ইমাম মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'আলা যাদের কুরআন, হাদীস, রিজাল, উলূমুল হাদীস, উলূমুল কুরআন, ফিক্হ, উলূমুল ফিক্হ, তাফসীর, তারীখ, তবাকাত ইত্যাদি বিষয়ের কিতাব ব্যাপক অধ্যয়নের তাওফীক দিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্কে ফিক্হের ইমামগণের কোনো এক মাযহাব অনুসরণের আবশ্যকতা বর্ণনা করে গিয়েছেন।[২৩২]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহাব র. বলেন,

كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضالّ

যে কোনো মুহাদ্দিসের যদি ফিক্হের কোনো ইমাম না থাকে, তবে সে বিপথগামী হয়ে যায়।[২৩৩]

---

[২৩০] ইবনে আব্দুল বার র. আত্তামহীদ খ. ১, পৃ. ২৯

[২৩১] খতীবে বাগদাদী র. 'আলফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্' খ. ২, পৃ. ১৫

[২৩২] পূর্ববর্তী হাদীসের ইমাম ও মুজতাহিদ ফকীহ্গণের অবস্থান তুলে ধরে মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. বলেন, وليس كما يزعم الزاعمون: أن صحة الحديث وحدها كافية لوجوب العمل به .কোনো কোনো ধারণাকারী মনে করেন, শুধু হাদীস সহীহ্ হলেই উক্ত হাদীস দ্বারা আমল করা আবশ্যক, এটি সঠিক নয়।

[২৩৩] ইবনু আবিয যিনাদ কায়রুওয়ানী, কিতাবুল জামে', পৃ. ১১৭, সূত্রঃ আছারুল হাদীস পৃ. ৮৮

পাঠক! একজন মুহাদ্দিস, যিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন তাঁর যদি বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে বর্তমানে যারা বিভিন্ন ভাষায় হাদীসের অনুবাদ পড়ে নিজেকে হাদীস গবেষক বলে মনে করেন তাদের অবস্থা কী হতে পারে? এজন্য পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ফিক্হের ক্ষেত্রে কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করে গেছেন। তারাজীমের কিতাবগুলোতে তাঁদের জীবনী আলোচনাতে দেখা যায়, তাঁদের গৌরবময় নামের সাথে মালেকী, শাফে‘ঈ, হাম্বলী, হানাফী স্বগৌরবে লিখা রয়েছে। ইবনু আবিয যিনাদ কায়রুওয়ানী র. বলেন,

كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه وإن كان مخرجه من ثقة

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. ফকীহ্গণকে একত্রিত করে সুন্নাহ্ ও বিভিন্ন ফায়সালা জিজ্ঞাসা করতেন। যে সকল সুন্নাহ্ ও ফায়সালার ওপর মানুষের আমল প্রচলিত ছিলো সেগুলোকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতেন। আর যে সকল সুন্নাহ্র ওপর আমল প্রচলিত ছিলো না সেগুলো তিনি গ্রহণ করতেন না। যদিও উক্ত সুন্নাহ্গুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হত।

সাহাবায়ে কেরাম যে হাদীসের ওপর আমল করেননি তার হুকুম :

ইমাম মালেক র. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র হাফিযুল হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত্তবা বলেন, **كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه.** হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সকল হাদীস তোমার নিকট পৌঁছেছে, এর কোনো হাদীস সম্পর্কে যদি তুমি জানতে পার, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো একজন সাহাবী উক্ত হাদীসের ওপর আমল করেননি, তাহলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা থেকে তুমি বিরত থাক।[২৩৪]

যে হাদীসের ওপর ইমামগণের আমল নেই তার হুকুম :

ইমাম যাহাবী র. তাঁর “সিয়ারু আলামিন নুবালা” কিতাবে বলেন, **من أخذ بحديث صحيح، وقد تنكب سائر الأئمة : فلا.** যে হাদীস গ্রহণ করা থেকে ইমামগণ বিরত থেকেছেন, উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই যদিও হাদীসটি সহীহ্ হোক না কেন।[২৩৫]

---

[২৩৪] খতীবে বাগদাদী র. ‘আলফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্’ খ. ১, পৃ. ১৩২

[২৩৫] ইমাম যাহাবী র. সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ১৬, পৃ. ৪০৪

পাঠক! হাদীস সহীহ্ কিন্তু কোনো ইমাম উক্ত সহীহ্ হাদীসের ওপর আমল করেননি। এজন্য ইমাম যাহাবী র. বলেছেন উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না। কারণ বাহ্যিক সনদ বা অন্যান্য দৃষ্টিতে হাদীস সহীহ্ মনে হলেও হাদীসের মধ্যে এমন সুপ্ত দোষ রয়েছে যে দোষ সম্পর্কে ইমামগণ অবগত হয়েছেন। এজন্য তাঁরা উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা থেকে বিরত থেকেছেন।

মূল কথা :

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারি,

১. শুধু নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হলেই ইমামগণ উক্ত সুন্নাহ্র ওপর আমল প্রতিষ্ঠিত করতেন না, বরং হাদীস নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হওয়ার পরও ইমামগণ দেখতেন উক্ত সুন্নাহ্র ওপর আমল প্রচলিত ছিলো কিনা। যেমন, ইবনু আবিয যিনাদ কায়রুওয়ানী র. বর্ণিত হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. এর সুন্নাহ্ এর ওপর আমল সংক্রান্ত বর্ণনা। মূলত তৎকালীন সময়ে আমলের প্রতি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হত।

শরীয়তের বিশেষজ্ঞগণ আমলের ওপর অনেক মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। যেমন, **إذا ثبت عن الراوي حديث والعمل بخلافه لا يعمل بالحديث بل يعمل بالعمل** অর্থাৎ, যখন কোনো বর্ণনাকারী থেকে হাদীস এক রকম পাওয়া যাবে, আর উক্ত বর্ণনাকারীর আমল হাদীসের খিলাফ (বিপরীত) হবে, তখন হাদীসের ওপর আমল না করে বর্ণনাকারীর আমল অনুযায়ী আমল করতে হবে।[২৩৬]

ইমাম মালেক র. এরও এ নীতি ছিলো। এজন্য হাদীসের মধ্যে মতভেদ দেখলে, ইমাম মালেক র. মদীনাবাসীর আমল অনুযায়ী আমল করার হুকুম প্রদান করতেন। শরীয়তবিশেষজ্ঞগণ আরো বলেন, **أن الرواية الضعيفة يصححها العمل** অর্থাৎ, নিশ্চয় দুর্বল হাদীসের পক্ষে (সাহাবী ও তাবে'ঈর) আমল যুক্ত হলে হাদীসটি শক্তিশালী হয়ে যায়।

২. কোনো হাদীসের ওপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো একজন সাহাবীও যদি আমল না করে থাকেন, তাহলে মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদীস ছেড়ে দিতে বলেছেন।

৩. ইমামগণ কোনো সহীহ্ হাদীসের ওপর আমল ত্যাগ করলে নির্বিচারে এ কথা বলা সঠিক হবে না, ইমামগণ হাদীসের খিলাফ করেছেন। কারণ, আমরা পূর্বে দেখেছি ইমামগণের হাদীস ত্যাগ করার অনেক কারণ থাকতে পারে।

---

[২৩৬] হুজ্জিয়াতু আমালিল মুতাওয়ারিছ

ইবনে রজব হাম্বলী র. এর দৃষ্টিভঙ্গি :

হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী র. বলেন,

أما أئمة أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم ، أو عند طائفة منهم ، فأما على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به.

হাদীসের ইমামগণ ঐ সকল সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করেছেন, যে হাদীসগুলো সাহাবীগণের নিকট ও পরবর্তী ইমামগণের নিকট আমলযোগ্য ছিলো। অথবা তাঁদের কোনো একদলের নিকট আমলযোগ্য ছিলো। এজন্য ইমামগণ কোনো হাদীসকে বর্জন করলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয নেই। কেননা তাঁরা উক্ত হাদীসকে এ কথা জেনেই বর্জন করেছেন যে, উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা হবে না।[২৩৭]

শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস জেনেই মুফতী হওয়া যাবে না :

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, **وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية** এমন কত হাদীস রয়েছে, যা উলূমে হাদীসের শর্তানুযায়ী সহীহ্ কিন্তু সে হাদীস রহিত হয়ে গেছে।[২৩৮] অর্থাৎ, উক্ত হাদীস সহীহ্ কিন্তু হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সে হাদীস অনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই। এখন কোনো ব্যক্তি সহীহ্ হাদীসের কিতাবে একটি হাদীস দেখে, এ বলে আলিমদের নিন্দা শুরু করে দিলেন যে, আলিমগণ সহীহ্ হাদীস মানেন না বা সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন না। (না'উযু বিল্লাহ্)

পাঠক! এ ব্যক্তিকে আপনি কিভাবে বোঝাবেন, এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি তো জানেন না হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। হায়! এ ভাই যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীসের ইল্‌ম শিক্ষা করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের ওপর এ ঈর্ষণীয় মুহাব্বাত! তো এরই দাবি রাখে।

ইমাম আওযা'ঈ র. বলেন,

كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا به، وما أنكروا تركنا.

আমরা হাদীস বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস শুনতাম, অতঃপর উক্ত হাদীসগুলো আমাদের যোগ্য গবেষকদের সামনে তুলে ধরতাম, যেমনিভাবে নকল

---

[২৩৭] ফাযলু ইল্‌মিস সালাফ আলাল খালাফ পৃ. ৯, সূত্র: আছারুল হাদীস, পৃ. ৭৮

[২৩৮] ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৪১৩

মুদ্রা যাচাইয়ের জন্য (মুদ্রা যাচাইকারীর নিকট) তুলে ধরা হয়। যদি তাঁরা মনে করতেন হাদীস আমলযোগ্য, তাহলে উক্ত হাদীস আমরা গ্রহণ করতাম। আর যদি তাঁরা মনে করতেন উক্ত হাদীস আমলযোগ্য নয়, তাহলে আমরা তা ত্যাগ করতাম।[২৩৯]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. বলেন, من طلب الحديث ولم يطلب تفسيره فقد ضاع سعيه وصار وبالاً عليه যে হাদীস অন্বেষণ করলো কিন্তু হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা জানলো না, সে তাঁর পরিশ্রমকে মাটি করে দিলো এবং নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনলো।[২৪০] ইমাম আ'যম র. এর এ কথার বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. এর তানীবুল খতীব পৃ. ৯ দেখুন।

পাঠক! পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু হাদীস সহীহ্ হলেই আমলযোগ্য হওয়া আবশ্যক নয়, বরং সাহাবী, তাবে'ঈ বা পূর্ববর্তী কোনো একজন ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ্ উক্ত হাদীসের ওপর আমল করেছেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বিবেকবানদের জন্য এটিই যথেষ্ট :

আজ এ ইল্মী ইনহিতাতের যুগে দ্বীন ইসলাম সহজভাবে পালনের জন্য পূর্ববর্তী চার ইমামের[২৪১] কোনো এক ইমামের অনুসরণ করা থেকে উত্তম আর কী হতে পারে? কুরআন হাদীসে তাঁদের জ্ঞানের বিশালতার স্বীকৃতি শুধু তাঁদের সমসাময়িক ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ্গণই প্রদান করেননি বরং তাঁদের ইমামতের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা' হয়ে গেছে।

এরা এ সর্বজনমান্য ইমামগণকে বাদ দিয়ে কুরআন হাদীসের (নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী) চটকদার কথা বলে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে, কোনো বিধর্মীকে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন নয় কি?

ফিরাকে বাতিলা ও দলীল-প্রমাণ :

ইসলামের ইতিহাসে যত বাতিল ফিরকার প্রকাশ ঘটেছে, তারা সকলেই কুরআন হাদীসের দলীল পেশ করত।

পাঠক! কাদিয়ানী কাফিররা যেখানে কুরআন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে সেখানে অন্যদের ক্ষেত্রে আর কী বলার থাকে? এজন্য সাধারণ মুসলমানদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কুরআন হাদীসের কথা বলে মাযহাব ত্যাগের দা'ওয়াত দিয়ে,

---

[২৩৯] রামাহুরমুজী র."আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল" পৃ. ৩১৮ তারীখে আবূ যুর'আ, খ. ১, পৃ. ২৬৫

[২৪০] কারদারী র.'মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা' পৃ. ৩৭৭

[২৪১] ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালেক র., ইমাম শাফে'ঈ র., ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র.

এটা শিরক ওটা বিদ‘আত ফাত্ওয়া ছুঁড়ে কাউকে যেন ওরা বেঈমান বানাতে না পারে।

আল্লাহ্ তা‘আলার একটি আদেশ ও সহজ অনুধাবন :

কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল সাধারণ মুসলমানের ব্যাপক পড়াশোনা নেই তাদের জন্য এ সান্ত্বনাই যথেষ্ট যে, এ তেরো-চৌদ্দশত বছর যাবত সকল মুসলমান (যাদের মধ্যে প্রতি যুগের মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, ফকীহ্, আলিম-ওলামা, পীর-মাশাইখ, ওলী-আউলিয়া সকলেই রয়েছেন) মাযহাব অনুসরণ করে পরলোক গমন করেছেন। আমরা তাঁদেরই অনুসরণ করে চলবো।

কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলার তাওফীকের জন্য দু‘আ করতে বলেছেন। আর মুসলমানরা প্রতি নামাযেই তাঁদের অনুসরণের দু‘আ করে থাকে।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন কর। তাঁদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ।[২৪২]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহ্ তা‘আলার নিয়ামত লাভে ধন্য সিদ্দীকিন, শুহাদা, সালেহীন বা নেককারগণ যে, মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সূরা তাওবা: ১১৯) এ সত্যবাদীগণ কারা এবং তাঁদের গুণাগুণ কী? তা অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

[২৪২] সূরা ফাতিহা, ৫-৬

এ আয়াতে সত্যবাদীগণের যে সকল গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, এ তেরো-চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে মাযহাবের অনুসারীগণের মধ্যে উক্ত গুণ বিদ্যমান রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা অপর আয়াতে যেহেতু বলে দিয়েছেন, وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ অতএব, এ সত্যবাদী মাযহাব অনুসারীগণের অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ্ নাজাত পাওয়া যাবে।

বাতিল ফিরকা ব্যতীত কেউ কি মাযহাব ত্যাগ করেছেন?

পাঠক! ইসলামের ইতিহাসে বাতিল ফিরকা ব্যতীত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে মাযহাব অনুসরণের বাইরে কেউ ছিলেন না।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতকে অথবা বলেছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জামা'আতের সাথেই আল্লাহ্র রহ্মত। যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জামা'আত থেকে আলাদা হয়ে যাবে, সে জাহান্নামের দিকেই ধাবিত হবে।[২৪৩]

عن أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم)

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর ঐক্যমত পোষণ করবে না। যখন তোমরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য প্রত্যক্ষ করবে, তখন বড় দলের অনুসরণ করবে।

মাযহাব অনুসরণের বাইরে যখন কোনো সাধারণ মুসলমান নেই, তখন বড় দলের পরিচয় দিতে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?

প্রলোভন ও সত্যের ডাক :

অতএব, মসজিদ বানিয়ে দিব, এটা দিব, সেটা দিব ইত্যাদি সকল প্রকার প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ্র দরবারে সাহায্য চাইতে হবে এবং কুরআন হাদীস অনুসরণের সহীহ্ তরিকা ইমামগণের কোনো একটি ফিক্হী মাসলাক

[২৪৩] তিরমিযী

(যার অপর নাম মাযহাব) অনুসরণ করে চলার তাওফীকের জন্যও আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

একটি ঘটনা ও আমাদের আদর্শ :

হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর ও হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি ঘটনা উল্লেখ করে এ আলোচনার ইতি টানবো। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে বলেন, **أضللت الناس يا ابن عباس!** হে ইবনে আব্বাস! আপনি মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছেন! ইবনে আব্বাস রা. বলেন কেন, কি হয়েছে উরওয়া? তখন হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর র. বলেন, আপনি মানুষকে ফাত্‌ওয়া দিচ্ছেন, "মানুষরা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলে হালাল হয়ে যাবে।" অথচ হযরত আবূ বকর রা. হযরত ওমর রা. কুরবানীর দিনের আগে হালাল হননি।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি তোমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শুনাচ্ছি আর তোমরা হযরত আবূ বকর রা. ও ওমর রা. এর কথা শোনাচ্ছ। তখন হযরত উরওয়া র. বলেছিলেন,

إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلّم منك

নিশ্চয় আবূ বকর রা. এবং ওমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস তোমার থেকে বেশি জানতেন।[২৪৪] তবারানীর বর্ণনাতে আছে, উরওয়া রা. বলেছিলেন, **هما كانا أعلم بكتاب الله وما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مني ومنك**

.

হযরত আবূ বকর রা. ও ওমর রা. আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ সম্পর্কে আমার ও তোমার চেয়েও বেশি জানতেন।[২৪৫] মুসনাদে আহ্‌মাদের বর্ণনায় আছে,[২৪৬]

كانا هما أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم وأعلم به منك.

তাঁরা (হযরত আবূ বকর রা. ও ওমর রা.) তোমার থেকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেশি আনুগত্যকারী ছিলেন।

হযরত আবূ বকর রা. ও ওমর রা. যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্‌র সর্বাধিক আনুগত্যকারী ছিলেন, এটা শুধু হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. এর কথা নয় বরং এটা পুরো উম্মতের কথা।

---

[২৪৪] ইমাম তহাবী র. 'শরহু মা'আনিল আছার' খ. ২, পৃ. ১৮৯

[২৪৫] তবারানী আলআওসাত, খ. ১, পৃ. ৪২

[২৪৬] খ. ১, পৃ. ২৫২

ইবনে আব্দুল বার র. এর "আত্ তামহীদ" এ বর্ণিত হয়েছে[২৪৭],

كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم

মানুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত ওমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেদায়াতের বেশি অনুসারী।

পাঠক! এখানে ব্যাপারটি হলো, উরওয়া রা. বলছেন : হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর তুলনায় হযরত আবূ বকর রা. ও ওমর রা এর সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পাবে। কারণ তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁরাই হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেশি আনুগত্যকারী ছিলেন। অতএব, হে ইবনে আব্বাস! আপনিই সুন্নাহ্ বুঝলেন আর তাঁরা সুন্নাহ্ বুঝলেন না, এটা কখনোই হতে পারে না। এবং এটাও অসম্ভব যে তাঁদের নিকট আপনার এ সুন্নাহ্ পৌঁছেনি। কারণ, তাঁরা জীবনব্যাপী ছায়ার মতো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে থেকেছেন।

হযরত উরওয়াহ রা. ও আমরা :

আমাদের কথাও এমন। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালেক র. ইমাম শাফে'ঈ র. ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. কুরআন সুন্নাহ্ অনেক বেশি বুঝতেন। পার্থক্য হলো, হযরত আবূ বকর রা. হযরত ওমর রা. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর আলোচনা একসাথে আসতে পারে ও তুলনা দেওয়া যেতে পারে (যদিও প্রাধান্যের বিষয়টি ভিন্ন)। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালেক র. ইমাম শাফে'ঈ র. ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. প্রমূখ ইমামের সাথে যারা মাযহাব ও তাকলীদ অস্বীকার করছেন, তাদের কোনো তুলনা চলে না।

তাই আমরাও বলি, কথিত আহ্লে হাদীস, আলবানী, ডা. জাকির নায়েক ইত্যাদি নব্য গবেষক এবং তারা যাদের আংশিক অনুসারী, তাদের ফেতনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সাথে সাথে ইসলামের স্বর্ণালী যুগ থেকে সর্বজনমান্য উম্মতের ইজমার ন্যায় হয়ে যাওয়া পূর্বোক্ত চার ইমামের কোনো এক ইমামের যে অনুসরণ মুসলিম উম্মাহ্ করে আসছে, তার ওপর অটল থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[২৪৭] খ. ৩, পৃ. ৩৫৩

ষষ্ট অধ্যায়

إذا صح الحديث فهو مذهبي

ইযা সাহ্হাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী

লা-মাযহাবীদের বিভ্রান্তি ছড়ানোর স্বরূপ ও তার সমাধান :

إذا صح الحديث فهو مذهبي

ইযা সাহ্হাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী

লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, সালাফী, কথিত আহ্লে হাদীস, আলবানী, ডা. জাকির নায়েকভক্তরা সাধারণ মুসলমানদের প্রধানত দু'উসলূব বা রীতিতে বিপথগামী করতে স্বচেষ্ট থাকে।

প্রথমত তারা মুসলিম উম্মাহ্র ইমাম মুজতাহিদগণের প্রতি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, ইমাম মুজতাহিদগণের ইল্মী যোগ্যতার ওপর প্রশ্ন তোলে বিভিন্ন অশোভন কথা বলে ও লিখে সাধারণ মুসলমানদেরকে ইমামগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করতে যারপরনাই চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা এরূপ মিথ্যা অপবাদ দ্বারা যখন উক্ত ইমামগণের ফিক্হ সংকলনের তথা মাযহাবের অনুসারীদেরকে মাযহাব অনুসরণ থেকে সরাতে পারলো না, তখন তারা দ্বিতীয় উসলূব বা রীতি গ্রহণ করলো। অর্থাৎ ইমামগণের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের যেহেতু অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে, এজন্য ইমামগণেরই একটি কথার ভ্রান্ত অর্থ করে, তা দ্বারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ইমামগণের অনুসরণ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করলো। সে বাক্যটি হলো,

إذا صح الحديث فهو مذهبي

ইযা সাহ্হাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী

অর্থাৎ, সহীহ হাদীস আমার মাযহাব।

কার কালিমাহ্ পড়েছ?

পাঠক! কোনো কোনো লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, কথিত আহ্লে হাদীসরা সাধারণ মানুষদেরকে এভাবে বিভ্রান্ত করে তোলে, তারা সাধারণ মানুষদের বলে, তোমরা কালিমা পড়েছ কার? আবূ হানীফার না নবীর? যদি আবূ হানিফার কালিমা পড়ে থাক তাহলে আবূ হানীফার কথা শোন। (না'ঊযু বিল্লাহ্)

অথবা বলে, তোমরা অনুসারী কার? নবীর না আবূ হানীফার? যদি নবীর অনুসারী হয়ে থাক তাহলে নবীর হাদীস শোন, আর যদি আবূ হানীফার অনুসারী হয়ে থাক, তাহলে আবূ হানীফার কথা শোন। (না'ঊযু বিল্লাহ্) পাঠক! এমন কোনো জাহালতী বা মূর্খতাসম্পন্ন প্রশ্ন সামনে আসলে স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলবেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কালিমা পড়েছি এবং এ নবীরই অনুসারী। তবে কথা হলো নবীর অনুসরণ হবে কিভাবে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণের সঠিক পন্থা :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের সঠিক পন্থা দুটি,

১. যিনি মুজতাহিদ নন তিনি কোনো একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ, যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই, তিনি কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদের অনুসরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করবেন।

পাঠক! আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে কোনো আলিমে হক্কানী ইজতিহাদের যোগ্যতার দাবী করেছেন বা করেন বলে আমাদের জানা নেই। বাস্তব কথা হলো, ইজতিহাদের যোগ্যতার জন্য যত প্রকার ইল্‌মের পারদর্শিতা দরকার এবং যে পরিমাণ পারদর্শিতা দরকার, তার শতভাগের একভাগ বর্তমান পৃথিবীর ক'জন আলিমের মধ্যে আছে এটি জানার বিষয়। মূলত কি কি বিষয়ে, কি পরিমাণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জিত হয়, তা জানার জন্য স্বতন্ত্র পড়ালেখার প্রয়োজন। যারা ফকীহ্‌গণের স্তর সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা রাখেন, তাদের বিষয়টি বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

২. যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে, তিনি তাঁর ইজতিহাদের আলোকে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণ করবেন। যেমন, পূর্ববর্তী চার ইমামের সময় কোনো কোনো স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন।

হাদীসের নামে নফসের অনুসরণ :

তৃতীয় আরেকটি পন্থা আছে, আর সে পন্থাটিই বাতিল। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদও নন, আবার কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণও করছেন না।

আরো সহজভাবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তির মধ্যে ইজতিহাদেরও যোগ্যতা নেই আবার তিনি কোনো মুজতাহিদের অনুসারীও নয়, তাহলে এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে হবে, এটি তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের নামে তার নফসানিয়াত বা খাহেশাতের (চাহিদার) অনুসরণ।

আর এ নফসানিয়াত বা খাহেশাতের দিকেই বিদ'আতী পন্থায় তিনি মুসলমানদেরকে আহ্বান করছেন। অতএব তার প্রতি প্রশ্ন হলো, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছেন না আপনার নিজের নফসের প্রতি ঈমান এনেছেন? বা আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করেন, নাকি নফ্‌সের অনুসরণ করেন? এ প্রশ্নের সমাধান সর্বপ্রথম হওয়া প্রয়োজন।

যাহোক আলবানী তার কিতাবে[২৪৮] এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি উক্ত বাক্য দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, ইমামগণ তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। (না'উযু বিল্লাহ্) একইভাবে আলবানী তার (সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাত তাকবীর ইলাত তাসলীম কা-আন্নাকা তারাহা)[২৪৯] কিতাবে এ বাক্য দ্বারা ইমামগণের অনুসরণ থেকে উম্মতকে আলাদা করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

আলবানীর 'সিফাতুস সালাহ্' সম্পর্কে দুটি কথা :

এ কেমন ধৃষ্টতা?

পাঠক! **صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم** কিতাবটি যাদের দেখার সুযোগ হয়েছে, তাদের কারো কারো মনে হবে, এ চৌদ্দশত বছর উম্মতে মুহাম্মাদী সহীহ্ভাবে নামাযই পড়তে পারেনি!! (না'উযু বিল্লাহ্) এবং ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাযের বিষয়ে একটি সহীহ্ কিতাবও লিখা হয়নি!! তাই আজ চৌদ্দশত বছর পর আলবানীই সর্বপ্রথম এ খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন!! যেমন : আলবানী তার সিফাতুস্ সালাত কিতাব লিখার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

_ ولما كنت لم أفق على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لأخواني المسلمين– ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم– كتاباً مستوعباً ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بحيث يسهل على من وقف عليه–من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حباً صادقاً–القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتم

আমি যেহেতু এ বিষয়ে পরিপূর্ণ কোনো কিতাবের সন্ধান পাইনি, তাই আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ অনুসরণে আগ্রহী মুসলিম ভাইদের জন্য এমন একটি কিতাব লিখা নিজের ওপর অনিবার্য মনে করলাম, যে কিতাবে তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত যথাসম্ভব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতের পূর্ণ বিবরণী সন্নিবেশিত হবে।

যাতে করে সত্যিকারার্থে যারা নবীপ্রেমিক তাদের যে কেউ এ কিতাবখানা পেলে সহজেই পূর্বোক্ত হাদীসের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। (হাদীসটি এরূপ) **صلوا كما رأيتموني أصلي**"তোমরা আমাকে যেমনিভাবে সালাত পড়তে দেখ ঠিক

[২৪৮] আলহাদীসু হুজ্জাতু বিনাফসিহী ফীল আকাইদি ওয়াল আহ্কাম পৃ. ৭৫

তেমনিভাবে সালাত পড়।” (বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হলো, তাদেরই তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে অনূদিত কপি থেকে)

মুসলিম উম্মাহ্ কি অযোগ্য?

পাঠক! রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনি এক উম্মত রেখে গেলেন, যারা চৌদ্দশত বছর যাবত ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায সম্পর্কেই একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব লিখতে পারেনি!! এত দুর্ভাগা এ উম্মত? (না‘ঊযু বিল্লাহ্) আলবানীর এ কথা “আমি যেহেতু এ বিষয়ে পরিপূর্ণ কোনো কিতাবের সন্ধান পাইনি” তো তাই বোঝাচ্ছে। পাঠক! আলবানীর কথা অনুযায়ী চৌদ্দশত বছর পর সে পুরো উম্মতে মুহাম্মাদীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেদায়াতের দায়িত্ব নিয়েছে!!

আমরা যদি তার কিতাবের হরফান হরফান বা প্রতিটি অক্ষর আলোচনা করতে পারতাম, তাহলে আলবানীর সকল ভ্রান্ত ধারণা বোঝতে ও বোঝাতে সহজ হতো। কিন্তু এর জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। তথাপি, পাঠক খেদমতে আমরা দু’একটি কথা তুলে ধরছি। বিবেকবানদের জন্য এ দু’একটি কথাই যথেষ্ট হবে বলে আশা করি। এ গর্ব করে যিনি এ কিতাবটি লিখলেন, যার মাধ্যমে তিনি ইসলামের পূর্ণতা দিতে চান, সে নামাযের কিতাবের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ওয়াক্ত নামায কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত পড়তেন এর কোনো বর্ণনা নেই। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের ওয়াক্তের কোনো বর্ণনা নেই!!

যার কিতাবের এ অবস্থা, তিনি সামান্য কয়েক পৃষ্ঠার একটি কিতাব লিখে পুরো উম্মতে মুহাম্মাদীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাযহাব ছুঁড়ে ফেলতে বলেন! তাকলীদ ছুঁড়ে ফেলতে বলেন! হায়! হায়!! এ উম্মতের মধ্যেও এমন লোক জন্ম নিলো?

একটি শিক্ষনীয় ঘটনা :

বাস্তব কথা হলো, আলবানীর এ কিতাবের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা বিষ মিশ্রিত। এখানে আমি উস্তাদে মুহ্তারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব দা. বা. এর জীবনের একটি ঘটনা তুলে ধরছি। যা তিনি হযরত শায়েখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল এর ‘নবীজীর নামায’ (বঙ্গানুবাদ পৃ.৪) এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা, তখনও আলবানীর ‘সিফাতুস সালাত’ কিতাবটির বাংলা অনুবাদ হয়নি। একজন জেনারেল শিক্ষিত ভাই হুযুরের নিকট এসেছিলেন। সে ভাইকে বোঝানো হয়েছিলো বা তাদের বুঝানোর দ্বারা তিনি একথা বুঝেছিলেন যে, এখানকার অধিকাংশ মুসলমান যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে তা হাদীস মোতাবেক হয় না।

তিনি হুযুরের নিকট এসে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ‘সুসংবাদ’ দেন যে আলবানীর কিতাব বাংলায় অনূদিত হয়েছে, শীঘ্রই তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তিনি হুযুরকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কিতাব সম্পর্কে হুযুরের কোনো ধারণা আছে কি না? হুযুর বললেন, জানা নেই। তিনি মাসআলা জানার জন্য এসেছিলেন না ‘হেদায়াত’ করার জন্য এসেছিলেন? হুযুর ঐ ভাইকে শুধু এটুকু আরয করেছিলেন, আপনি আপনার শিক্ষকদের কাছ থেকে তিন-চারজন সাহাবীর নাম নিয়ে আসুন যাদের নামায শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলবানীর কিতাবে উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী ছিলো। তিনি হুযুরের কাছে ওয়াদা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাত-আট বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও, আজ পর্যন্ত তার দেখা মিলেনি।

মুফতী আব্দুল মালেক দা.বা.আ. এর ভাষ্য :

‘মাসিক আলকাউসার’ ২০০৫ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নাসিরুদ্দীন আলবানীর ‘সিলসিলাতুল আহাদীসিয য‘ঈফা’ কিতাবের ওপর পর্যালোচনা তুলে ধরেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. হুযুর। উক্ত প্রবন্ধে নাসিরুদ্দীন আলবানীর **صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم** কিতাব সম্পর্কে হুযুর লিখেছেন :

“নামাযের যে পদ্ধতি শায়েখ আলবানী রহ. তাঁর কিতাব **صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم** এ উল্লেখ করেছেন একমাত্র একেই ‘নববী নামায’ আর হাদীস ও আছারের সুবিশাল ভাণ্ডারে নামাযের অন্য যেসব পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে সবগুলোকেই বিদ‘আতী নামায ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত-বিচ্যুত নামায আখ্যা দেওয়া, এটা এতই ভয়ংকর বিচ্যুতি যে, এ ব্যাপারে যত নিন্দাবাদই করা হোক তা অতি অল্প। এ মতবাদটির প্রচার-প্রসার **إفساد في الأرض** তথা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।”

‘মাসিক আলকাউসার’ মে’ ২০০৫ সংখ্যায় ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায কিভাবে আদায় করেছেন?’ শিরোনামে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. হুযুর একটি প্রবন্ধ লিখেন। উক্ত প্রবন্ধের শুরুতে পত্রিকাটির সম্পাদক জনাব হযরত মাওলানা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ দা.বা. হুযুর ছোট্ট একটি বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত বক্তব্যে হযরত আলবানীর কিতাব **صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم** সম্পর্কে লিখেছেন :

“আরো পরিতাপের ব্যাপার হলো, এসব ফেতনাবাজ মূর্খ লোকদের সাথে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যদেরও সুর মিলাতে দেখা যাচ্ছে, যারা

নিজেদেরকে ইসলামের ব্যাপারে সজাগ ও যুগ সচেতন বলে দাবি করে থাকে। এরা নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী মরহুমের কিতাব, যার নামটিও সহীহ্ রাখা সম্ভব হয়নি, দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বলে থাকেন, 'নববী নিয়ম অনুসারে নামায পড়তে হলে এই কিতাবের মতো নামায পড়ুন।' এমনকি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ইসলামী অনুষ্ঠানগুলোতেও তা প্রদর্শন করার কথা শোনা যায়।"

পাঠক! এ হলো আলবানীর কিতাব! এ বিষয়ে আর কিছু লিখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। (আলবানীর ইল্মী অবস্থা, যা পূর্বে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের লিখা হতে তুলে ধরা হয়েছে, সেটি একবার দেখে নেওয়া জরুরী)

আলবানীর পর এ ঘরেরই আরেক সন্তান ডা. জাকির নায়েক এ বাক্য দ্বারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ভুল বোঝাতে চাচ্ছেন।[২৫০] তাই এ বিষয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কিঞ্চিত ধারণা থাকা আবশ্যক। পৃথিবী বিখ্যাত আলিমেদ্বীন শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. তাঁর أثر الحديث الشريف কিতাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনার আলোকে এ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করছি। এ বিষয়ের আলোচনায় কয়েকটি দিক সামনে আসে إذا صح الحديث فهو مذهبي ইযা সাহ্হাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী অর্থাৎ সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব।

১. কথাটি ইমামগণ থেকে প্রমাণিত কি না?

২. কথাটির সঠিক অর্থ কী?

৩. কি কি ভ্রান্ত অর্থে এ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে?

إذا صح الحديث فهو مذهبي

ইযা সাহ্হাল হাদীসু ফাহুয়া মাযহাবী

কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা :

অর্থাৎ সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব বা এমন সমার্থবোধক কথা কোনো কোনো ইমামের কথা বলে ফিক্হের কোনো কোনো কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যদি কেউ নির্দিষ্ট করে দাবী করেন, ইমাম আবূ হানীফা র. এ কথা এ শব্দে বলেছেন, তবে তাকে এর সনদ প্রদান করতে হবে।

---

[২৫০] ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৩১ UNITY OF THE MUSLIM UMMAH বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য নামে।
পাঠক! ডা. জাকির নায়েকের মতো একজন ডাক্তার যার কুরআন-হাদীস, ফিক্হ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়ার সুযোগ হয়নি, তিনিও এ বাক্য দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।

যেহেতু ফিক্হের কোনো কোনো কিতাবে কোনো কোনো ইমামের প্রতি সম্পর্কিত করে এ কথাটি বলা হয়েছে, এজন্য এ কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা মুসলিম উম্মাহ্র যোগ্য আলিমগণ প্রদান করেছেন।

এ বিষয়ে, ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. বলেন,

إذا صح الحديث فهو مذهبي: ليس بمعنى:أن كلّ ما قال فيه أحد: إنه حديث صحيح، آخذ به راجعاً عما قلته من قبل، بل بمعنى:أن الحديث إذا صح بشرطه، ووضحت دلالته آخذ به.

সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব কথাটির অর্থ এটি নয় যে, কেউ কোনো হাদীসকে সহীহ্ বললো, আর আমি তার কথা মেনে নিয়ে আমার পূর্ব বর্ণিত (ফিক্হী সমাধান) থেকে সরে আসলাম। বরং আমার কথার অর্থ হলো, যে হাদীস সকল শর্তসহ সহীহ্ এবং উক্ত হাদীসের অর্থও সুস্পষ্ট। আমার প্রদত্ত ফিক্হী সমাধানের ক্ষেত্রে আমি এমন হাদীসই গ্রহণ করি।[২৫১] অর্থাৎ, আমি যে ফিক্হী সমাধান পেশ করি, ফাত্ওয়া প্রদান করি, তা সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী।

আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, আমি যে কথা বলি বা আমার প্রদত্ত ফিক্হী সমাধানগুলো আমার কথা নয়, বরং এ কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। এবং এর অর্থ এটি নয় যে, চৌদ্দশত বছর পর কোনো ব্যক্তি একটি হাদীসকে সহীহ্ বলবে, আর এ ব্যক্তির সহীহ্ বলা দ্বারা চৌদ্দশত বছর যাবত সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ্র সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছুঁড়ে ফেলতে হবে, এটা কখনো নয়। বরং (**إذا صح الحديث فهو مذهبي**) "সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব" বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমার প্রদত্ত ফিক্হী সিদ্ধান্তগুলো সহীহ্ হাদীস মুতাবিক।[২৫২]

---

[২৫১] ইমাম যাহাবী র. রচিত আবূ ইউসুফ র. এর জীবনীর টীকা. পৃ. ৬৩
উল্লেখ্য, ইমাম যাহাবী র. এর উক্ত কিতাব مناقب الإمام ابى حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن নামে আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী ও আবুল ওয়াফা আলআফগানী র. এর টীকা ও তাহকীকসহ প্রকাশিত হয়েছে।

শায়েখ মুল্লা খাতির র. এর অমূল্য বাণী :

[২৫২] শায়েখ মুল্লা খাতের আশ্শাফে'ঈ র. তাঁর مكانة الصحيحين কিতাবে বলেন,

إن الفقهاء الكرام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة المتبوعون كلهم كانوا قبل أصحاب الكتب الستة، وكلهم يروون بأسانيدهم ، لابأسانيد من جاء بعدهم، وكم من حديث عند هؤلاء الأربعة أو بعضهم، وقد بنوا عليه حكماً من الأحكام، وهو لا يوجد عند الشيخين، وصاحب هذه الدعوى يلغي ذلك الحكم لعدم وجود دليله في الصحيحين، وهذا ضلال مبين.

কথাটির পরিকল্পিত ভুল ব্যবহার :

পাঠক! আপনারা লক্ষ করবেন তারা এমন সব আমলের ক্ষেত্রে! (**إذا صح الحديث فهو مذهبي**) 'সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব' কথাটি দ্বারা মুসলমানদের ধোঁকা দিচ্ছে, যে আমলগুলো শুধু উক্ত ইমামগণই নন, উক্ত ইমামগণের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ শত শত সাহাবা তাবে'ঈ নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল করেছেন।

যেমন : মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা না পড়া, নামাযে আমীন নিম্নস্বরে বলা, শুধু তাকবীরের সময় হাত তোলা, এমন শত শত মাসআলার ওপর সাহাবী, তাবে'ঈ, ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ্, মুহাদ্দিস যুগের পর যুগ নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল করেছেন।

তাঁদের জীবন চরিত যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাব, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যুগের পর যুগ, এক কথায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি ক্ষণ তাঁরা কাটিয়েছেন এক ধ্যানে ও এক মনে। আর তা হচ্ছে, কোন্ হাদীস আমলযোগ্য কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়। মুসলিম উম্মাহ্ কিভাবে শরীয়ত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত কী হুকুম প্রদান করে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে ইসলাম কী সমাধান প্রদান করে। ইসলামী শরীয়তের সমাধানগুলো তাঁরা মুসলিম উম্মাহ্র সামনে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন।

আর তাঁরা নামাযের এ মাসআলাগুলোর সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী সমাধান জানবেন না, এটা বিবেক সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। এগুলোতো এমন মাসআলা নয় যে, জীবনে এক দু'বার হয়ত সামনে আসে বা আসে না। তাঁরা প্রতিদিন কত রাকাত নামায পড়েছেন, জীবনব্যাপী কত ওয়াক্ত নামায পড়েছেন, ইমামের সাথে কত ওয়াক্ত নামায পড়েছেন তার কোনো কুল কিনারা করা সম্ভব কি? আর এ সকল মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁরা সহীহ হাদীস জানবেন না, এটা কিভাবে কল্পনায়

সম্মানিত ফকীহ্গণ এবং তাঁদের মাথার তাজতুল্য অনুসৃত চার ইমাম (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র.) প্রত্যেকেই আলকুতুবুস্ সিত্তাহ্ (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) সংকলকগণের পূর্ব যুগের। তাই তাঁরা নিজস্ব সনদেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীদের সনদে হাদীস বর্ণনা করেননি। এ ইমামগণের নিকট অনেক হাদীস ছিলো, যে হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁরা শরীয়তের অনেক মাসআলা পেশ করেছেন। কিন্তু সে হাদীসগুলো সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে পাওয়া যায় না। এখন যে ব্যক্তি মনে করেন, বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো কিতাবে সহীহ্ হাদীস নেই, সে ইমামগণের পেশ করা শরীয়তের উক্ত মাসআলাগুলোর দলীল বুখারী বা মুসলিম শরীফে না পেয়ে মনে করে, ইমামগণের পেশ করা মাসআলাগুলো ভিত্তিহীন। এটি সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা । (শায়েখ মুল্লা খাতের আশ্শাফে'ঈ র., মাকানাতুস সহীহাইন, পৃ. ৫১৩)

আসতে পারে? আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করি, এ মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রেই তারা ইমামগণের উক্ত বাক্য (إذا صح الحديث فهو مذهبي 'সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব') দ্বারা ধোঁকা দিয়ে থাকে।

বাস্তব ও সত্য বিষয় হলো, মুকতাদীর সূরা ফাতিহা না পড়া, নামাযে আমীন নিম্নস্বরে বলা, শুধু তাকবীরের সময় হাত তোলা ইত্যাদি মাসআলা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের দলীলের আলোকে বেশি শক্তিশালী।

ফাতিহা না পড়াতেই কুফরীর ফাত্ওয়া :

পাঠক! পৃথিবীর ইতিহাসে আল্লাহ্র এমন বান্দাও জন্ম নিয়েছে, যিনি ফাতওয়া দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা না পড়বে সে কাফির! এ ফাত্ওয়ার কারণেই শায়েখ আব্দুল গফ্ফার আলহিমসী র. **دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام** কিতাব লিখেন। শায়েখ আব্দুল গফ্ফার আলহিমসী র. এর ভাতিজা সরাসরি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি শামের তুরাবুল শহর থেকে তাঁর চাচা শায়েখ আব্দুল গফ্ফার আলহিমসী র. এর নিকট এসে বলেন, আমাদের ওখানে এক ব্যক্তি আছে, যে মানুষকে বলছে,

من لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام فهو كافر! فقيل له في ذلك؟ فقال: لأن من لم يقرأها لم تصحّ صلاته، ومن لم تصح صلاته فكأنه لم يصلّ، ومن لم يصلّ فهو كافر!!

যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ে না, সে কাফির। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, যে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার নামায হয় না। আর যার নামায হয় না, কেমন যেন সে নামাযই পড়লো না। আর যে নামায পড়লো না সে কাফির![২৫৩] পাঠক! তাহলে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার কারণে মুসলমানরা কাফির। (না'ঊযু বিল্লাহ্) ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা বা কিরাত যে পড়া লাগবে না, এ বিষয়ে শত শত কিতাবে দলীল রয়েছে, আমি সে আলোচনায় যাচ্ছি না।

ইবনে ওমর রা. কী ছিলেন?

আমি শুধু তাদের খেদমতে একটি প্রশ্ন তুলে ধরছি। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. বলেন, **من صلّى أحدكم خلف الأمام فحسبه قراءة الإمام قراءة له وإذا صلّى وحده فليقرأ.**

[২৫৩] দেখুন মুহাম্মাদ আওয়ামা র., আছারুল হাদীস এর টীকা. পৃ. ৬২

যখন তোমাদের কেউ ইমামের পেছনে নামায পড়ে, তখন ইমামের পড়াই তার জন্য যথেষ্ট। আর যখন একা পড়ে তখন সে যেন কুরআন পড়ে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. এর বিশিষ্ট ছাত্র নাফে' র. আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. এর এ ইরশাদ বর্ণনা করে বলেন 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. ইমামের পেছনে কিরাত পড়তেন না।'[২৫৪] এখন প্রশ্ন হলো, যারা বলেন ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে কাফির, তাদের ফাতওয়া অনুযায়ী আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. কি....? (না'ঊযু বিল্লাহ্)।

স্ববিরোধী অবস্থান :

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যারা বলেন ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে কাফির, তারাই আবার আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. এর হাদীস দ্বারা রাফয়ে ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে দলীল প্রদান করার চেষ্টা করেন!!

এখন কথা হলো, তাদের ফাত্ওয়া অনুযায়ী যার নামায হয় না, তাঁর বর্ণিত হাদীস দ্বারা কি তাদের দলীল প্রদান করা জায়েয হবে....? অন্য বিষয় বাদ দিলাম। তাদের ফাত্ওয়া অনুযায়ী যিনি বে-নামাযী হন (না'ঊযু বিল্লাহ্), তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রমাণযোগ্য কি? (পাঠক! আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করুন। তাদের কথার প্রেক্ষিতে এমন আলোচনা করতে হলো।) এ হলো আমাদের إذا صح الحديث فهو مذهبي 'সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব' দ্বারা মুসলমানদের পথভ্রষ্টকারী ভাইদের অবস্থা!!

বুখারী শরীফের তরজমাতুল বাব কি হাদীস ?

পাঠক! তারা আপনাকে বলবে যে, নামাযে আমীন জোরে বলতে হবে। কারণ আমীন জোরে বলা বুখারীতে আছে। আর এটিই সহীহ্ হাদীস। আর আপনাদের ইমাম বলে গেছেন إذا صح الحديث فهو مذهبي 'সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব', তাই আপনারাও জোরে আমীন বলুন।

তারাতো এখানেই শেষ করেননি বরং নামাযে এত জোরে আমীন বলবে, মনে হবে যেন অন্যজনকে ইঙ্গিত করে বলছে আপনারা আমীন জোরে বলেন না কেন? অর্থাৎ, নামায হোক বা না হোক তাদেরকে আমীন জোরে বলতেই হবে। আমীন জোরে বলার সহীহ্ দলীল নির্দিষ্ট কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। আমরা তাদের বক্তব্য "জোরে আমীন বলা বুখারীতে আছে" কথাটির বাস্তবতা একটু বুখারী শরীফ খুলে দেখছি। বুখারী শরীফে কি আছে তার হুবহু আলোচনা তুলে ধরছি।

---

[২৫৪] আলমুয়াত্তা, পৃ. ৮৬

بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

অনুচ্ছেদ: মুক্তাদীর স্বশব্দে 'আমীন' বলা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা র. --- আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার (আমীন) বলা ফিরিশ্তাদের (আমীন) বলার সাথে মিলে যায়, তার পূর্বের সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ ইবনে আমর র. আবূ সালামা র. এর সূত্রে আবূ হুরাইরা রা. এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এবং নু'আইম-মুজ্মির র. আবূ হুরাইরা রা. থেকে, হাদীস বর্ণনায় সুমাই র. এর অনুসরণ করেছেন।[২৫৫]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম বুখারী র. অনুচ্ছেদ এনেছেন, جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِيْنِ বা মুক্তাদীর স্বশব্দে 'আমীন' বলা। কিন্তু উক্ত অনুচ্ছেদের জন্য যে হাদীস এনেছেন, তার মধ্যে মুক্তাদী আমীন জোরে বলবে এমন কোনো কথা নেই, যা পাঠক দেখছেন। অর্থাৎ, একটি হলো হাদীসুল বুখারী তথা ইমাম বুখারী র. তাঁর কিতাবে যে সকল হাদীস এনেছেন সেগুলো। আর অন্যটি হলো কিতাবুল বুখারী বা ইমাম বুখারী র. এর কিতাবে যা কিছু আছে। যেমন, উক্ত কিতাবে হাদীস ব্যতীতও ইমাম বুখারী র. এর কিয়াস ও মতামতসহ আরো কত কি; এখন কথা হলো এ সবই কি বুখারী শরীফের হাদীস? (না'ঊযু বিল্লাহ্)

কখনোই নয়। ইমাম বুখারী র. এর কোনো কিয়াস বুখারী শরীফের হাদীস হবে কেন? বুখারী শরীফের মধ্যে ঐগুলোই হাদীস যেগুলো ইমাম বুখারী র. সনদসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো হাদীস থেকে কিছু বুঝে, উক্ত হাদীসের শুরুতে যে শিরোনাম বা বাব কায়েম করেছেন তা ইমাম বুখারী র. এর কিয়াস। এটাতো এমন বিষয় যা বুখারী শরীফের অনুবাদ পাঠকারী ব্যক্তিও বোঝবেন। ইমাম বুখারী র. এর কিয়াসকে যদি কেউ বুখারী শরীফের হাদীস মনে

[২৫৫] সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-১৭৮২

করেন তাহলে আমাদের আর কী বলার থাকে? এভাবে বুখারী শরীফে যে হাদীস নেই, সে কথা বলে সাধারণ মানুষদের তারা বিভ্রান্ত করছে।

সুফিয়ান সাউরী র. এর আমীন বলা :

কেউ আবার চিৎকার দিয়ে বলতে পারেন, আমাদের দলীল বুখারী শরীফের হাদীস নয় আমাদের দলীল হযরত সুফিয়ান সাউরী র. এর বর্ণিত **ومد بها صوته** হাদীস। তাদের খেদমতে শুধু এতটুকু আরয করবো, ভাই আপনারা যে সুফিয়ান সাউরী র. এর বর্ণিত হাদীসের কথা বলছেন, তিনি কিন্তু স্বয়ং "আমীন" আস্তে বলতেন।[২৫৬] পাঠক! এ হলো আমাদের কথিত আহ্লে হাদীসরা!!

সুফিয়ান সাউরী র. এর ফাত্ওয়া :

ইবনে মুনযির (মৃত্যু ৩১৮ হি.) আল আওসাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন **وقال– سفيان الثورى: فاذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل آمين تخفيها.** সুফিয়ান সাউরী র. বলেন, তুমি যখন সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করবে তখন নিঃশব্দে আমীন বলবে।[২৫৭]

তারপরও তারা মুসলমানদের (**إذا صح الحديث فهو مذهبي**)'সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব', এ কথাটি দ্বারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সকল ফেতনা থেকে হিফাযত করুন। আমীন!

মুহাক্কিক উসূলী আল্লামা শায়েখ হাবীব আহ্মাদ আলকায়রাওয়ানী র. বলেন,

حقيقة هذه الأقوال: هو إظهار الحقيقة الواقعة بأن الحجة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قولي، فلا تظنوا قولي حجة مستقلة،وأنا أبرأ إلى الله مما قلته خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم،هذه الحقيقة لا تستلزم ما نسب هذا القائل إليه رحمه الله –أى إلى الشافعي– من تجويز نسبة كلّ قول صح الحديث به عند كل قائل: إليه، فاعرف ذلك ولا تغترّ بأمثال هذه الكلمات.

(ইমামগণের এরূপ কথার) বাস্তবতা বা মূল অর্থ হলো, (ইমামগণ বলেন) আমাদের প্রদত্ত প্রতিটি (ফিক্হী সমাধান বা মাসআলার) দলীল আমাদের কথা নয়, বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া এর বাণীই মূল দলীল।

অতএব, তোমরা একথা ধারণা করো না যে, আমাদের কথা স্বতন্ত্র দলীল। (আল্লাহ্ মাফ করুন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার বিপরীত

[২৫৬] দেখুন ইবনে হাযম র. এর আলমুহাল্লা খ. ২, পৃ. ২৯৫
[২৫৭] খ.৩ পৃ.২৯৫

আমাদের কোনো কথা হলে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। তবে এ বাস্তবতা এটি আবশ্যক করে না যে, কোনো ব্যক্তি যে কোনো হাদীসকে সহীহ্ বলবে আর সেটিই ইমাম (শাফে'ঈ র.) এর মাযহাব হয়ে যাবে।[২৫৮]

যোগ্য মুজতাহিদের জন্য নসীহত :

মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহ্ ও মুহাক্কিক বলেন, ইমামগণের উক্ত কথা খাস কিছু ব্যক্তিদের প্রতি নসীহতস্বরূপ, যারা এ নসীহতের যোগ্য।[২৫৯] যেমন ইবনে আবেদীন শামী র. তাঁর 'রদ্দুল মুহ্তার' কিতাবে ইমাম শা'রানী র. থেকে ইমামগণের উক্ত বাক্য উল্লেখ করে বলেন,

لا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص،ومعرفة محكمها من منسوخها .

এটি (কোনো আলিমের) কাছে অপ্রকাশ্য নয় যে, ইমামগণের এ নসীহত ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা এ নসীহতের যোগ্য অর্থাৎ নুসূস তথা কুরআন ও হাদীস ভাণ্ডারের ওপর ব্যাপক গবেষণার সামর্থ্য রাখেন। মানসূখ বা রহিত হয়ে যাওয়া হাদীসগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং যে হাদীসগুলো আমলযোগ্য তাও তাঁর নখদর্পণে থাকে।[২৬০]

ইবনে আবেদীন র. এর এ কথা **لمن كان أهلاً للنظر** বা "ঐ সকল ব্যক্তির জন্য ইমামগণের এ নসীহত যারা আহ্ল বা উপযুক্ত" স্পষ্ট বুঝাচ্ছে ইমামগণের এ নসীহত বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। অথচ কোনো কোনো ব্যক্তি এমন কিছু মাসআলাতে ইমামগণের এ বাক্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, যে মাসআলা শুধু সমাধানকৃতই নয় বরং সমাধানের পর থেকে চৌদ্দশত বছর মুসলিম উম্মাহ্ উক্ত মাসআলার ওপর

---

[২৫৮] দেখুন, শায়েখ হাবীব আহমাদ আলকায়রাওয়ানী র. ই'লাউস সুনান এর দ্বিতীয় মুকাদ্দামা পৃ. ৬৪

উল্লেখিত ই'লাউস সুনান এর এ মুকাদ্দামা পূর্বে إنهاء السكن নামে ছাপা হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় قواعد في علوم الفقه নামে। সূত্র: মুহাম্মাদ আওয়ামা র. আছারুল হাদীস, পৃ. ৭৫)

[২৫৯] এটি যে কোনো ব্যক্তির জন্য নয়। কারণ যে কোনো ব্যক্তি একটি হাদীস সহীহ্ মনে করছে অথচ হাদীসটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। সেতো দেখছে হাদীস সহীহ্ কিন্তু, সে জানে না উক্ত হাদীস আমলযোগ্য নয়। যেমন হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন,

وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية

এমন কত হাদীস রয়েছে যা উলূমে হাদীসের শর্তানুযায়ী সহীহ্ কিন্তু, সে হাদীস রহিত হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৪১৩) এমন আরো কত কারণ রয়েছে যা শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি মাত্রই জানেন।

[২৬০] ইবনে আবেদীন, আর-রদ্দুল মুহতার. খ. ১, পৃ. ৬৭

আমল করে আসছে। আফসোস হলো, যিনি এরূপ প্রশ্ন তুলছেন, তিনি নিজে আলিম কি না? এ বিষয়ের ইল্‌মও যদি তিনি অর্জন করতেন!! হায় আফসোস! এটিই কি কেয়ামতের আলামত?

ইবনে আবেদীন শামী র. তাঁর "شرح رسم المفتي" কিতাবে উক্ত বিষয়ের আলোচনাতে বলেন,

أقول أيضاً: ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولاً في المذهب، إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب مما اتفق عليه أئمتنا، لأنَ اجتهادهم أقوى من اجتهاده، فالظاهر أنهم رأوا دليلاً أرجح مما رآه حتى لم يعملوا به.

আমার কথা হলো, ইমামগণের উক্ত কথা শর্তযুক্ত হওয়া উচিত। কেননা যে সমাধানের ওপর মাযহাবের ইমামগণ একমত হয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে ইজতিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়নি।

কারণ হলো, মাযহাবের ইমামগণের ইজতিহাদ উক্ত ব্যক্তির ইজতিহাদ থেকে অধিক শক্তিশালী। এটি প্রকাশ্য যে, মাযহাবের ইমামগণের সামনে এমন দলীল ছিলো যা উক্ত ব্যক্তির সামনে প্রকাশিত দলীল থেকে অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই উক্ত ব্যক্তির সামনে যে দলীল প্রকাশ পেয়েছে, মাযহাবের ইমামগণ সে দলীলের ওপর আমল করেননি।[২৬১]

ইমাম নববী র. বলেন,

هذا الذي قاله الشافعي : ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي، وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد فى المذهب، وشرطه:أن يغلب على ظنه أن الشافعيّ لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها، ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها. وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به.

وإنما اشترطوا ما ذكرنا: لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها، أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.

---

[২৬১] ইবনে আবেদীন, মাজমু'আয়ে রাসাইল খ. ১, পৃ. ২৪

قال الشيخ أبو عمرو–هو الإمام ابن الصلاح–رحمه الله:ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين،فليس كلّ فقيه يسوغ له أن يسوغ له أن يسقلّ بالعمل بما يراه حجة من الحديث. (**انتهى كلام النووي ونقله كلام ابن الصلاح**)

ইমাম শাফে'ঈ র. যে এ কথা বলেছেন, (**إذا صح الحديث فهو مذهبي**"সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব") এ কথার অর্থ এটি নয় যে, কোনো ব্যক্তি একটি সহীহ্ হাদীস দেখে বলবে, এটি ইমাম শাফে'ঈ র. এর মাযহাব এবং সাথে সাথে উক্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল শুরু করে দিবে।

বাস্তব কথা হলো, ইমাম শাফে'ঈ র. এর এ কথা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মুজতাহিদ ফীল মাযহাব এর স্তরে উপনীত।[২৬২] এবং তাঁর জন্য শর্ত হলো, তাঁর প্রবল ধারণা থাকতে হবে, ইমাম শাফে'ঈ র. এ হাদীস অবগত হতে পারেননি, অথবা ইমাম শাফে'ঈ র. এ হাদীসের বিশুদ্ধতা জানতে পারেননি।

আর এ বিষয়টি জানা যাবে ইমাম শাফে'ঈ র. লিখিত সকল কিতাব, তাঁর থেকে ইল্‌ম শিক্ষাকারী সকল ছাত্রের লিখিত কিতাব এবং এ জাতীয় আরো যে সকল কিতাব লিখিত হয়েছে তা অধ্যয়নের দ্বারা।[২৬৩] মূলত এ বিষয়টি কঠিন; কম সংখ্যক আলিমই এমন যোগ্যতা রাখেন।

মুজতাহিদ ফীল মাযহাবের জন্য এ নসীহত :

[২৬২] অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির ইমামের প্রদত্ত ফিক্‌হী সমাধান হাদীসের সাথে তুলনা করার জন্য প্রথম শর্ত হলো, উক্ত ব্যক্তি মুজতাহিদ ফীল মাযহাব কিনা সেটা প্রমাণ করা। কেননা মুজতাহিদ ফীল মাযহাব ব্যতীত তার এ বিষয়ে প্রবেশেরই অধিকার নেই। এ বিষয়টি বোঝাতেই ইমাম নববী র. বলেছেন, وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب বা ইমাম শাফে'ঈ র. এর এ কথা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মুজতাহিদ ফীল মাযহাব এর স্তরে উপনীত।

হ্যাঁ, মুজতাহিদ ফীল মাযহাব এর এ বিষয়ে কথা বলার অবকাশ আছে। তবে সাথে সাথে এটি মনে রাখা জরুরী যে, মুজতাহিদ ফীল মাযহাব যে কথা বলবেন সে কথাই সঠিক হয়ে যাবে এটি আবশ্যক নয়। কারণ এমন দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে; মুজতাহিদ ফীল মাযহাব এর স্তরে উপনীত ব্যক্তি ইমামের সিদ্ধান্ত দেওয়া হাদীসের সাথে মুকারানা করতে গিয়ে ভুলে পতিত হয়েছেন।

[২৬৩] অর্থাৎ استقراء تام বা পূর্ণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। অর্থাৎ যিনি বলছেন ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম শাফে'ঈ র. ইমাম মালেক র. ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. এর নিকট এ হাদীস পৌঁছেনি ঐ হাদীস পৌঁছেনি। এ কারণে তাঁরা প্রদত্ত সমাধানে হাদীসের খিলাফ করেছেন। যদি তাঁদের কাছে হাদীস পৌঁছতো তাহলে তাঁরা এ মাসআলাতে হাদীসের খিলাফ সমাধান প্রদান করতেন না।

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

মাযহাবের যোগ্য অনুসারীগণ এমনই শর্ত করেছেন যা এ মাত্র আমরা উল্লেখ করলাম। কারণ ইমাম শাফে‘ঈ র. এর সামনে এমন অনেক হাদীস ছিলো যা তিনি দেখেছেন, জেনেছেন, তথাপি উক্ত হাদীসগুলোর বাহ্যিক অর্থের ওপর তিনি আমল পরিত্যাগ করেছেন।

এটি এ জন্য যে, তিনি উক্ত হাদীসগুলোর দোষ, রহিত হওয়া, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হওয়া, হাদীসগুলোর বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো কারণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।

শায়েখ আবূ আমের ইবনুস সালাহ্ র. বলেন, ইমাম শাফে‘ঈ র. যে কথা বলেছেন, (إذا صح الحديث فهو مذهبي “সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব”) এ কথার বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকীহের জন্য বৈধ নয় যে, নিজে স্বাধীনভাবে যে হাদীসকে দলীল মনে করবে, তার ওপর নিজে নিজেই আমল শুরু করে দিবে। (এখানে ইমাম নববী র. এর কথা ও ইমাম ইবনুস্ সালাহ্ র. এর কথা শেষ হলো।)[২৬৪]

হাদীস অনুযায়ী আমল করার পন্থা দু’টি :

পাঠক! এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, অবশ্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী আমল করার তরীকা বা পন্থা দু’টি,

---

পাঠক! যিনি এমন কথা বলছেন, তার জন্যতো এটি আবশ্যক যে, সে এ কথা বলার পূর্বে উক্ত ইমামগণ ও উক্ত ইমামগণের ছাত্রদের লিখিত সকল কিতাব استقراء تام বা পূর্ণ অনুসন্ধান করবেন। এ বিষয়ে আমার সাথে আপনারাও একমত হবেন। কারণ তাঁদের লিখিত সকল কিতাব অধ্যয়ন ব্যতীত তাঁদের সম্পর্কে কিভাবে বলা সম্ভব, তাঁদের নিকট এ হাদীস পৌঁছেনি ঐ হাদীস পৌঁছেনি।

অথচ দেখা যায় ইমামগণের নিকট যে হাদীস পৌঁছেনি বলা হচ্ছে, সে হাদীস ইমামগণের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে!! এবং এ হাদীসের মধ্যে গুপ্ত দোষ থাকার কারণে বা ইমামগণের নিকট উক্ত হাদীসের ভিন্ন মাফহুম বা ভিন্ন অর্থ থাকার কারণে ইমামগণ উক্ত হাদীসের ওপর আমল করেননি।

আর ইমামগণের কিতাব অনুসন্ধান ছাড়াই কোনো ব্যক্তি বলে দিচ্ছেন, অমুক ইমাম এ মাসআলাতে হাদীসের খিলাফ করেছেন! মূলত এখানেই জাহেলে মুরাক্কাব ও জাহেলে মুজার্‌রাদের মধ্যে পার্থক্য।

[২৬৪] ইমাম নববী র. ‘আলমাজমূউ শরহুল মুহায্‌যাব’ খ. ১, পৃ. ১০৪

১. الاستقلال بالعمل بالحديث বা স্বাধীনভাবে নিজে নিজে কোনো হাদীসের ওপর আমল করা।

২. اتباع المجتهد للعمل بالحديث বা কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করে হাদীসের ওপর আমল করা। প্রথম প্রকার তথা الاستقلال بالعمل بالحديث বা স্বাধীনভাবে নিজে নিজে কোনো হাদীসের ওপর আমল করা। এটি যে সবার কাজ নয়, এ বিষয়ে ইল্‌মের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই আমাদের সাথে একমত হবেন।

কারণ الاستقلال بالعمل بالحديث এর জন্য অবশ্যই উক্ত ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যা গ্রহণযোগ্য এবং 'আহ্‌লে ফন' হযরতগণ তাঁর এ যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। আর দ্বিতীয় প্রকার তথা اتباع المجتهد للعمل بالحديث বা কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করে হাদীসের ওপর আমল করা।

প্রথম প্রকারে যার যোগ্যতা নেই তার জন্যতো এ দ্বিতীয় প্রকার মেনে চলা আবশ্যক। এ জন্যই এ দ্বিতীয় প্রকার তথা اتباع المجتهد للعمل بالحديث বা কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করে হাদীসের ওপর আমল করার ধারা মুসলিম উম্মাহ্ চৌদ্দশত বছর যাবত পালন করে আসছে।

পাঠক! পূর্বোল্লিখিত ইমাম নববী র. এর আলোচনা দ্বারাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইমামগণের উক্ত নসীহত খাস বা বিশেষ কিছু ব্যক্তিদের জন্য। ইমাম নববী র. এর এ কথা وإنما هذا فيمن له رتبة الإجتهاد في المذهب বা "ইমাম শাফে'ঈ র. এর এ কথা ঐ ব্যক্তির জন্য যে মুজতাহিদ ফীল মাযহাব এর স্তরে উপনীত।" এ বিষয়টিই বোঝাচ্ছে।

ইমাম আবূ শামা র. বলেন,[২৬৫]

ولا يتأتى النهوض بهذا إلا من معلوم الاجتهاد، وهو الذي خاطبه الشافعي رح وليس هذا لكل أحد

ইমাম আবূ শামা র. এর ইল্‌মী মাকাম :

[২৬৫] ইমাম আবূ শামা র. এর পরিচয় শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. এভাবে তুলে ধরেছেন: ইমাম আবূ শামা র. ইমাম ইবনুস সালাহ্ র. এর ছাত্র এবং ইমাম নববী র. এর উস্তাদ। ইমাম যাহাবী র. تذكرة الحفاظ এ তাঁর আলোচনা করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী র. نظم العقيان ও طبقات الحفاظ কিতাবে ইমাম আবূ শামা র. এর আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে, الإمام الحافظ العلامة المجتهد তিনি (ইমাম আবূ শামা র.) ইমাম, হাফিয, আল্লামা, মুজতাহিদ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা।

যার মুজতাহিদ হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত, ইমাম শাফে‘ঈ র. তাঁকেই উক্ত বাক্য দ্বারা নসীহত করেছেন। ..... তাঁর এ নসীহত সকলের জন্য নয়।[২৬৬] ইমাম আবূ শামা র. এ কথা "তাঁর এ নসীহত সকলের জন্য নয়" আমরা কি স্মরণে রাখি?

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবুল আব্বাস আলকারাফী আলমাক্কী র. বলেন,

كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا ويقولون:مذهب الشافعي كذا،لأن الحديث صح فيه. وهو غلط، لأنه لابدّ من انتفاء المعارض،والعلم بعدم المعارض يتوقّف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقال:لا معارض لهذا الحديث، أما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به. فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يحصّل لنفسه أهلية الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتيا.

শাফে‘ঈ মাযহাবের অনেক ফকীহ্ উক্ত কথার ওপর (**إذا صح الحديث فهومذهبي** "সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব") নির্ভর করে বলেন, ইমাম শাফে‘ঈ র. এর মাযহাব এমন হবে। কেননা এ বিষয়ে হাদীস সহীহ।

বাস্তব কথা হলো, এটি নিরেট ভুল। কেননা হাদীস সহীহ হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং হাদীসের মাঝে বৈপরিত্য না থাকাটাও আবশ্যক। আর হাদীসের মাঝে বৈপরিত্য না থাকার বিষয়টি তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব যার পুরো শরীয়ত অনুসন্ধানের যোগ্যতা আছে। হ্যাঁ, যার এমন যোগ্যতা আছে, তিনি কোনো একটি হাদীসের ব্যাপারে বলতে পারেন, "এ হাদীসে কোনো বৈপরিত্য নেই।"

শুধু হাদীস নয় পুরো শরীয়ত অনুসন্ধান কাম্য :

তবে স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ব্যতীত (পুরো শরীয়ত) অনুসন্ধানের কোনো মূল্য নেই। তাই শাফে‘ঈদের মধ্যে যে ইমাম শাফে‘ঈ র. এর উক্ত কথা দ্বারা ফাত্ওয়া প্রদানে আগ্রহী, তার উচিত পুরো শরীয়ত অনুসন্ধানের যোগ্যতা অর্জন করা। (অর্থাৎ নিজেকে মুজতাহিদ প্রমাণ করা)[২৬৭] শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. ইমাম কারাফী র. এর **استقراء الشريعة** বা পুরো শরীয়ত অনুসন্ধানের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলেন, **لمن له أهلية استقراء الشريعة كاملة، لا الأحاديث فقط.** যার পুরো শরীয়ত

---

[২৬৬] سূত্র: أثر الحديث الشريف ص.٧٢ خطبة الكتاب المؤمّل للرد إلى الأمر الأول ص.١٤٦

[২৬৭] ইমাম কারাফী র. 'শারহুত তানকীহ্' পৃ. ৪৫০

সঠিকভাবে অনুসন্ধানের যোগ্যতা আছে, শুধু হাদীস অনুসন্ধানের যোগ্যতা নয়।[২৬৮] কারণ কখনো হাদীস য‘ঈফ হলেও দলীল হিসাবে শক্তিশালী হতে পারে।

য‘ঈফ হাদীসও শক্তিশালী হতে পারে :

পাঠক! এ বিষয়টি ব্যাপক বিস্তৃত। মুজতাহিদগণই মূলত পুরো শরীয়ত অনুসন্ধানের যোগ্যতা রাখেন এবং তাঁরা শরীয়তের সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীস তথা পুরো শরীয়তের ওপর ব্যাপক বিস্তৃত ও গভীর দৃষ্টি রাখেন। তাঁদের সমাধানকৃত মাসআলাগুলোর দলীল লক্ষ করলে এর কিছুটা অনুধাবন করা যায়। আমরা এখানে দু’একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। যেমন, একজন মুজতাহিদ কখনো কখনো য‘ঈফ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকেন। তবে উক্ত য‘ঈফ হাদীসে যে আবেদন রয়েছে, তার সমর্থন কুরআনে বা অন্য কোনো হাদীসে থাকে। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত বা অন্য হাদীস উক্ত য‘ঈফ হাদীসকে শক্তিশালী করায়, একজন মুজতাহিদ উক্ত য‘ঈফ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকেন।

প্রথম দৃষ্টান্ত, কুরআন য‘ঈফকে শক্তিশালী করে :

যেমন : তাঁরা বলেন, তালাকের অধিকার শুধু পুরুষের।

এ মাসআলার দলীল প্রদানে তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত **إنما الطلاق لمن أخذ بالساق** হাদীস উল্লেখ করেন। এ হাদীসের সবগুলো সনদের ব্যাপারেই কথা রয়েছে। শাওকানী **نيل الأوطار** কিতাবে[২৬৯] বলেন, **طرقه يقوّي بعضها بعضاً** এ হাদীসের এক সনদ অপর সনদকে শক্তিশালী করে। ইবনুল কাইয়িম র. এর **زاد المعاد** কিতাবে[২৭০] বলেন, **حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس.** পূর্বোল্লেখিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস (**إنما الطلاق لمن أخذ بالساق**) এর সনদের মধ্যে যদিও কথা রয়েছে কিন্তু কুরআন উক্ত হাদীসকে শক্তিশালী করেছে এবং মানুষ এ হাদীসের ওপর আমল করে আসছে।

অর্থাৎ একজন মুজতাহিদ লক্ষ করছেন, উক্ত হাদীস য‘ঈফ কিন্তু আলকুরআনুল কারীমে তালাক প্রদানের অধিকার শুধু পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত করা

---

[২৬৮] أثر الحديث الشريف পৃ.৭৪.

[২৬৯] খ. ৬, পৃ. ২৫৩

[২৭০] খ. ৫, পৃ. ২৭৯

হয়েছে, মহিলাগণের সাথে নয়। অর্থাৎ আলকুরআনুল কারীম উক্ত হাদীসকে শক্তিশালী করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقال أيضاً: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

এছাড়া অন্যান্য আয়াতেও এমন রয়েছে। এখন একজন মুজতাহিদের পুরো শরীয়তের ওপর ব্যাপক বিস্তৃত ও গভীর দৃষ্টি থাকায় তিনি উক্ত য'ঈফ হাদীসের পক্ষে আলকুরআনুল কারীমের সমর্থন জানতে পেরেছেন এবং সমাধান পেশ করেছেন, 'তালাকের অধিকার শুধু পুরুষের'। কিন্তু যিনি মুজতাহিদ নন তিনি কিভাবে এ সকল মাসআলার সমাধান প্রদান করবেন? তিনিতো উক্ত হাদীস দেখে য'ঈফ! য'ঈফ! বলে চিৎকার করতে করতে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেবেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, সহীহ্ হাদীস য'ঈফকে শক্তিশালী করে :

অনুরূপভাবে মুজতাহিদ ফকীহ্গণ বলেন, পায়খানায় প্রবেশের সময় মাথা ঢাকা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرفق لبس حذاءه و غطّى رأسه.

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন জুতা পায়ে দিতেন ও মাথা ঢাকতেন।[২৭১]

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী 'আবূ বকর', এ ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম যাহাবী র. বলেন, أبو بكر ضعيف আবূ বকর য'ঈফ। উল্লেখ্য, ইমাম বাইহাকী র. হাবীব থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সনদেও এই আবূ বকর রয়েছে। যা হোক সনদের বিচারে হাদীস য'ঈফ। তবে সহীহ্ বুখারীর كتاب المغازي এর باب قتل أبي رافع عبد الله بن عتيق অধ্যায়ে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক রা. আবূ রাফে' ইয়াহুদীকে হত্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে তিনি আবূ রাফে' ইয়াহুদীর দূর্গে প্রবেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنْ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً

[২৭১] আলজামি'উস্ সগীর খ. ৫, পৃ. ১২৭ 'ফয়যুল কাদীর' শরাহ্সহ

এরপর, তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। সহীহ্ বুখারীতে পরের হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক রা. এর বর্ণনা এভাবে এসেছে, **قَالَ فَغَطَّيْتُ رَأْسِي وَجَلَسْتُ كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً** তিনি বলেন, আমি (কাপড় দিয়ে) আমার মাথা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসলাম যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক রা. এর উক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা যাচ্ছে, তাঁদের (সাহাবীগণের) মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করার সময় মাথা ঢাকার বিষয়টি জানাশোনা ছিলো। আর জানাশোনা ছিলো বলেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক রা. মলমূত্র ত্যাগের অবস্থার সাথে মাথা ঢাকার কথা বলছেন। এবং এটাও স্পষ্ট হয়ে গেলো মুজতাহিদ শুধু উক্ত হাদীস (**كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرفق لبس حذاءه و غطّى رأسه.**) দ্বারাই মাসআলার সমাধান প্রদান করেননি বরং তাঁর সামনে আরো সহীহ্ বর্ণনা রয়েছে।

পাঠক! এভাবে পুরো শরীয়তের ওপর উম্মতে মুহাম্মাদীর মুজতাহিদগণের নযর ছিলো এবং পুরো শরীয়ত সামনে রেখেই তাঁরা ফিক্হী সমাধান প্রদান করেছেন। কিন্তু দুঃখ ও আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, আজকের দিনে কোনো উস্তাদের কাছে ইল্ম শিক্ষা না করে, ইসলামী শরীয়তে মুজতাহিদ কাকে বলে সে জ্ঞানও না রেখে, নিজেকে মুজতাহিদ ভাবতে শুরু করেছে। তাঁরা যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইল্ম অর্জন করতেন তাহলে হয়তো এটুকু জানতেন, মুজতাহিদ কাকে বলে। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করুন!

শায়েখ আওয়ামার এ তা'বীর বা বাক্য চয়ন তাঁর অনুপম ফাকাহাতের প্রমাণ বহন করে। কারণ, অনেকে মনে করতে পারেন, শুধু হাদীস অনুসন্ধান করলেই মনে হয় পুরো শরীয়ত অনুসন্ধান হয়ে যায়! অথচ ইলমের সাথে যার বিন্দুমাত্র পরিচিতি আছে তিনিও জানেন, শুধু হাদীস অনুসন্ধান করলেই পুরো শরীয়ত অনুসন্ধান হয় না। এর চেয়েও আশংকার কথা, এ যুগে এমন ব্যক্তিরও হয়তো জন্ম হবে, যে 'শামেলা' বা কম্পিউটারের বাটন টিপে হাদীস অনুসন্ধান করে নিজেকে মুজতাহিদ ভাবতে থাকবেন !![২৭২]

কম্পিউটার, সিডি, ইন্টারনেট ইত্যাদির ওপর ইল্মী বিষয়ে নির্ভরশীল হওয়ার হুকুম :

[২৭২] কম্পিউটার, সিডি, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর ইল্মী ক্ষেত্রে নির্ভর করা সম্পর্কে মাহ্মূদ সা'ঈদ মামদূহ্ তাঁর الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় বলেন :

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

পূর্বের আলোচনা দ্বারা আমাদের সামনে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো, ইমামগণের উক্ত নসীহত মুজতাহিদগণের জন্য খাস ছিলো, সকলের জন্য নয়। এখন কথা হলো, ইমামগণের উক্ত নসীহতের ওপর আমল হয়েছে কি না? এর উত্তর আমাদের সামনে এসে যাবে, যদি আমরা চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর প্রতি নযর প্রদান করি। যাদের চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর প্রতি নযর দেওয়ার তাওফীক হয়েছে তাঁরা দেখেছেন, প্রত্যেক মাযহাবে ইমামগণের সকল ফিক্হী সমাধান নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়নি বরং এমন অনেক মাসআলা রয়েছে যে মাসআলাগুলোতে ইমামগণের মুজতাহিদ দর্জার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

নসীহতের ওপর আমল :

ইমাম নববী র. বলেন,

وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله وصيته وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة.

الحاسب الآلي (الكمبيوتر) والأقراص المدمجة ،ولا يجوز الإعتماد عليها لكثرة الأخطاء الفاحشة، وهما محل اعتماد البلداء فقط. .الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت). وقد قرّبت الأقصى، ووفرت الأوقات،ولكن لم تخرج لنا محدّثين كالذين سبق ذكرهم،لأن الدلالة على موضع الحديث أو الراوي لا يلزم منها معرفة مباحث الصناعة الحد يثية من حيث التأصيل والتطبيق، شيئ آخر هو كثرة التحريف والتصحيف فيها فلا ينبغي الاعتماد عليها وهي مقربة فقط ويمكن بالصناعة ومعرفة المظان الاستغناء عنها نسأل الله تعالى التوفيق والرشاد.

কম্পিউটার, সিডি, ইত্যাদির ওপর নির্ভর করা জায়েয নেই। কারণ এগুলো সীমাহীন ভুলে ভরা। মূলত এগুলো শুধু বোকা নির্বোধদের নির্ভর করার বস্তু। আর ইন্টারনেট পৃথিবীকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়, সময়কে করেছে গতিশীল, তথাপি এ সকল সুবিধা আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণের সমকক্ষ হবে বলে কোনো মনীষী মত প্রদান করছেন না।

কারণ হলো, একটি হাদীস ও একজন বর্ণনাকারীর সন্ধান প্রদানের সহায়তা, কখনোই হাদীস বিষয়ক সকল বিষয়ের ইল্ম অর্জনকে আবশ্যক করে না। বিশেষ করে হাদীসের মৌলিক জ্ঞান এবং অনুশীলনের মাধ্যমে হাদীসের যে ইল্ম অর্জিত হয় এগুলোর মাধ্যমে তাও জানা যায় না। সবচে বড় কথা এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার বিকৃতি রয়েছে। তাই এগুলোর ওপর নির্ভরশীল হওয়া কখনই উচিত নয়।

এগুলো নিছক নির্দেশক, উচিত হলো ফন্নী বিষয়ে ব্যাপক দক্ষতা অর্জন এবং ইল্মের এমন বিষয়সমূহ আয়ত্ত করা, যাতে এগুলোর প্রয়োজন না হয়। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমরা তাওফীক প্রার্থনা করছি।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য উস্তাদে মুহ্তারাম আব্দুল মালেক সাহেব দা. বা. এর المدخل إلى علوم الحديث الشريف কিতাবটির পৃ. ৮২ দেখুন।

আমাদের মাযহাবের যোগ্য উত্তরসূরীগণ ইমামের এ অসীয়ত মান্য করেছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ মাসআলাতেই উক্ত অসীয়ত অনুযায়ী আমল করেছেন।[২৭৩] এটি প্রত্যেক মাযহাবেই হয়েছে এবং আমাদের জানা মতে চৌদ্দশত বছর যাবত ইমামগণের এ ফিক্হী সিদ্ধান্ত ও ফাত্ওয়ার ওপর এত বেশি গবেষণা হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্য কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বেশি গবেষণা হয়েছে বলে মনে হয় না।

এর কারণ হলো ইমামগণের এ ফিক্হী সিদ্ধান্ত বা ফাত্ওয়া কুরআন-হাদীসের নির্যাস তথা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মাদীর জীবন পরিচালনা করার সহজ ও সঠিক পন্থা। এজন্য এ উম্মতের যোগ্য ব্যক্তিগণ (মুজতাহিদগণ) এ গবেষণায় শুধু দায়িত্ব আদায় করেই ক্ষান্ত হননি বরং এ দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি মুহাব্বাত বা ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তা পৃথিবীর প্রথম থেকে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র একবারই প্রত্যক্ষ করেছে। এজন্য এ চার মাযহাবের ফিক্হী সিদ্ধান্ত ও ফাত্ওয়াগুলো এমন বিষয় নয় যে, তা নতুন করে গবেষণা করে সংশোধন করতে হবে।

অপব্যাখ্যা ও অরাজকতা :

যাহোক, ইমামগণের **إذا صح الحديث فهو مذهبي** "সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব" নসীহতটি যদি সকলের জন্য হতো তাহলে দ্বীনের মধ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তখন সহীহ্ হাদীসের স্লোগানে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো মাসআলা ইমামের মাযহাব বলে প্রচার শুরু করতো।

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা র. এ বিষয়টির বাস্তব চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

لولا ضرورة التأمّل والتأنيّ واشتراط الشروط : لساغ لكل إنسان أن ينسب كلّ مسألة يقتنع بصحة الحديث فيها إلى فلان من الأئمة، ويأتي آخر فينسب القول بالمسألة نفسها إلى إمام آخر، ويأتي ثالث فيقتنع بصحة حديث مخالف في المسألة نفسها فينسب القول به إلى الإمام الأول والثاني، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية له من الاضطراب في العلم والبلبلة في الدين تحت تطبيق شعار: إذا صح الحديث فهو مذهبي !!.

যদি ইমামদের পূর্বোক্ত উক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও বিভিন্ন শর্তের প্রয়োজন না হতো, তাহলে প্রত্যেকেই প্রতিটি মাসআলাতে নিজে যে হাদীস সহীহ্

[২৭৩] ইমাম নববী, تهذيب الأسماء واللغات "তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত" খ. ১, পৃ. ৫১

মনে করতো, তার ভিত্তিতে কোনো একজন ইমামের মাযহাব বলে প্রচার করতো। অপর কোনো ব্যক্তি পূর্বের মাসআলাটিই অন্য কোনো ইমামের মাযহাব বলে দাবি শুরু করতো।

এরপর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এসে পূর্বের মাসআলারই খিলাফ কোনো হাদীস নিজে সহীহ্ মনে করে, নিজের মতকেই পূর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় ইমামের মাযহাব বলে প্রচার শুরু করতো। এভাবে **إذا صح الحديث فهو مذهبي** "সহীহ্ হাদীস আমার মাযহাব" এর ছত্রছায়ায় এমন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো যার কোনো সীমারেখা আর থাকত না।[২৭৪]

শায়েখ আব্দুল গাফ্ফার আলহিমসী র. এ বিষয়টির আরো আশংকাজনক চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

لأنا نرى في زماننا كثيراً ممن ينسب إلى العلم مغتراً في نفسه،يظنُّ أنه فوق الثريا وهو في الحضيض الأسفل، فربما يطالع كتاباً من الكتب الستة – مثلاً – فيرى فيه حديثاً مخالفاً لمذهب أبي حنيفة فيقول: اضربوا مذهب أبي حنيفة على عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الحديث منسوخاً أو معارضاً بما هو أقوى منه سنداً،أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به، وهو لا يعلم بذلك، فلو فوّض لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطلقاً: لضلّوا في كثير من المسائل، وأضلوا من أتاهم من سائل.

আমরা আমাদের এ সময়ে অনেক ব্যক্তিকে দেখছি, যারা নিজের সাথে প্রতারণা করে, নিজেকে আলিম মনে করছে। সে নিজের ব্যাপারে ধারণা না করে, ইল্‌মে সে গ্রহ-নক্ষত্রের উপরে অবস্থান করছে। অথচ বাস্তবে সে ইল্‌মী জগতে জমিনের গভীরতম তলদেশে রয়েছে।

সে কখনো আলকুতুবুস্ সিত্তাহ্[২৭৫] এর কোনো একটি কিতাব অধ্যয়ন করে, কোনো একটি হাদীস দেখে ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাযহাবের বিপরীত মনে করে বলতে থাকে, ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাযহাব ছুঁড়ে ফেলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস ধরো। অর্থাৎ বাস্তবতা হলো, এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে বা এ হাদীস অন্য কোনো শক্তিশালী হাদীসের বিপরীত, অথবা এমন কোনো আবশ্যক কারণ রয়েছে, যার জন্য এ হাদীসের ওপর আমল করা যায় না। আর এ ব্যক্তির এ বিষয়গুলোর কোনো খবরই নেই।

---

[২৭৪] মুহাম্মাদ আওয়ামা দা.বা. أثر الحديث الشريف পৃ. ৭৪

[২৭৫] বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

এমন ব্যক্তিদের যদি মুক্তভাবে হাদীসের ওপর আমল করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সে অগণিত মাসআলাতে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং যারা তার কাছে মাসআলা জানতে আসবে তাদেরকেও সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।[২৭৬]

পাঠক! বাস্তবতাতো এমনই। এজন্য আমাদের কথা হলো, ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আজ অবধি মুসলিম উম্মাহ্ যে চার মাযহাব অনুসরণ করে আসছে, এটিই সিরাতে মুস্তাকীম। বাতিল ফেরকা ছাড়া এ চার মাযহাবের বিরোধিতা কখনো কেউ করেনি। তাই এ বিষয়ে সকল মুসলমানের সচেতন থাকতে হবে, যেন কেউ মুসলমান সেজে সহীহ্-য‘ঈফের পোশাকে ঈমান হরণ করে নিতে না পারে। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের হিফাযত করুন। আমীন!

[২৭৬] শাইখ আব্দুল গাফ্ফার আলহিমসী র., دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام "দাফ‘উল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম" পৃ. ১৫

সপ্তম অধ্যায়

“حول حجية العمل المتوارث”

(হাওলা হুজ্জিয়্যাতিল আমালিল মুতাওয়ারিছ)

আল্লামা হায়দার হাসান খান টুংকী র.

ভূমিকা :

এটি সর্বজনবিদিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের যামানায় আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কুরআন ব্যতীত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা সুন্নাহ্ লিখিতভাবে সংকলিত হয়নি। ইসলামের যে আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহ্কাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের প্রদান করেছিলেন, তাঁরা সেগুলোই পালন করতেন এবং সংরক্ষণ করে রাখতেন।

হযরত ওমর রা. এর যামানায় ইরাক বিজিত হলে, ইরাকের অধিবাসীরা ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন হযরত ওমর রা. ইরাকবাসীদের দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.কে ইরাকে প্রেরণ করেন। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. অন্যান্য সাহাবী থেকে সুন্নাহ্ সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখতেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্রেও সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। (এরূপ বর্ণনা সহীহ্ বুখারীতেও রয়েছে।)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দ্বীন ও সুন্নাহ্ যা শিখেছিলেন তা নিজে পালন করতেন এবং ইরাকবাসীদের শিক্ষা দিতেন। ফলে তাঁর শিক্ষা ও আমল ইরাকবাসীদের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইরাকবাসী হজ্জ-ওমরা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ আসা-যাওয়া করতেন। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন প্রয়োজনে আরব অঞ্চল থেকেও অনেক সাহাবী ইরাকে আসতেন, সাহাবীগণ ইরাকবাসীদের নামায আদায় ও রোযা রাখতে দেখতেন।

সাহাবী ও তাবে'ঈ যুগের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ :

উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নামায-রোযা ইবাদতের যে তরিকা বা পদ্ধতি শিখেছেন, ইরাকবাসীদের সেভাবেই শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং ইরাকবাসী সে পদ্ধতিতেই নামায-রোযা আদায় করতেন।

কিন্তু সাহাবীগণ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর প্রদান করা শিক্ষাকে ভুল বলেছিলেন, (ইরাকবাসীর নামায-রোযা আদায় সহীহ্ নয় ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন) বা নামায-রোযা আদায়ের নিয়ম নিয়ে ইরাকবাসীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন অথবা কোনো একজন সাহাবী এরূপ দাবী তুলেছিলেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. ইরাকবাসীদের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার ব্যতিক্রম শিক্ষা

প্রদান করেছেন (না'ঊযু বিল্লাহ্)। এমন কোনো বর্ণনা বা উদ্ধৃতি (ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে) পাওয়া যায়নি।

(মূলত লেখক, লিখার আদব রক্ষা করে বলেছেন, কোনো একজন সাহাবী থেকেও এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। বাস্তবকথা হলো, এমন কোনো বর্ণনা ইসলামী ইতিহাসে নেই। সাধারণ মানুষদের বোঝার জন্য বিষয়টি খুলে বলা হলো) ওমর রা. বা অন্য কোনো সাহাবী থেকেও এমন কোনো ঘটনা বর্ণিত হয়নি। (যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের জীবন চরিত সামান্যও অধ্যয়ন করেছেন তিনি জানেন) কোনো ব্যক্তি সাহাবীদের সামনে সুন্নাহ্র ব্যতিক্রম আমল করবে, আর সাহাবীগণ চুপ থাকবেন, এটি অকল্পনীয় ও অসম্ভব ব্যাপার। (নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেতো এটি কল্পনা থেকে যোজন-যোজন দূরে।)

ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মাযহাবের গ্রহণযোগ্যতা :

যাহোক, সাহাবীগণের যুগে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর শিক্ষার প্রতি কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত না হওয়া এবং এ যুগে তাঁর শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার হওয়া, এবং এর প্রতি সাহাবীদের নীরব সমর্থন প্রদান, "ইজমায়ে সুকূতী" বা সাহাবীদের নীরব ইজমা'র প্রমাণ বহন করে। ঠিক যেমনিভাবে কুরআন সংকলনের ব্যাপারে সাহাবাগণের নীরব ইজমা' সংঘটিত হয়েছিলো।

ইবনে মাস'ঊদ রা. এর ইন্তিকালের পর তাঁরই সুযোগ্য দু'জন ছাত্র আলকামা ও আসওয়াদ র. ইবনে মাস'ঊদ র. এর স্থলাভিষিক্ত হন। আলকামা ও আসওয়াদ র. ইরাকবাসীদের ঠিক ঐ ভাবেই শিক্ষা প্রদান করতেন, যেভাবে তাঁদের উস্তাদ ইবনে মাস'ঊদ রা. ইরাকবাসীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ জলীলুল কদর তাবে'ঈ আলকামা ও আসওয়াদ র. এর শিক্ষা ও আমলের ব্যাপারেও কেউ প্রশ্ন তোলেনি বা অপছন্দ করেনি।

আমলে মুতাওয়ারিছের স্বরূপ :

ইরাকের ফিক্হ ও ফাত্ওয়ার প্রসিদ্ধ ইমামগণের যুগ পর্যন্ত এ ধারাই বিদ্যমান ছিলো। ইরাকের প্রসিদ্ধ ইমামগণ তাঁদের সময়ে এসে হাদীস ও রেওয়ায়াতের বিভিন্নতা অবলোকন করেন। কিছু হাদীস তাঁরা দেখতে পান, ইবনে মাস'ঊদ রা. এর শিক্ষা ও আমলের বিপরীত।

এক দিকে সাহাবী ও তাবে'ঈ যুগ থেকে চলে আসা নিরবচ্ছিন্ন আমল, অপর দিকে কিছু বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়াত যা সাহাবী ও তাবে'ঈ যুগ থেকে চলে আসা নিরবচ্ছিন্ন আমলের বিপরীত। এ অবস্থায় তাঁরা সাহাবী ও তাবে'ঈদের থেকে চলে আসা নিরবচ্ছিন্ন আমলকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তাঁরা আমলে মুতাওয়ারিছকে গ্রহণ করেন

এবং রেওয়ায়াত ও বৈপরিত্যপূর্ণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এ আমলে মুতাওয়ারিছকেই মানদণ্ড নির্ধারণ করেন। (অর্থাৎ, বৈপরিত্যপূর্ণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা লক্ষ রাখতেন, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবে'ঈ কোন্ হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন।)

এর অন্যতম কারণ হলো, ইমামগণ প্রত্যক্ষ করলেন, একজন রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) একটি হাদীস বর্ণনা করছেন কিন্তু, সে রাবীই উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করছেন না এবং তাঁরা এটিও প্রত্যক্ষ করলেন, একজন রাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হচ্ছে এক রকম, আর সে রাবী থেকেই আমল সংঘটিত হচ্ছে ভিন্ন রকম। ইমামগণ এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, এমন রাবীর (বর্ণনাকারীর) আমলকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

আমল প্রাধান্য পাওয়ার কারণ :

ইমামদের, সাহাবা ও অধিকাংশ তাবে'ঈর আমল গ্রহণ করার কারণ হলো, সাহাবা ও অধিকাংশ তাবে'ঈ থেকে কল্পনা করা যায় না যে, তাঁরা একটি হাদীস বর্ণনা করবেন কিন্তু সে হাদীস অনুযায়ী আমল করবেন না। (সাহাবীদের রা. জীবনী গ্রন্থগুলোর সাথে যিনি পরিচিত তার কাছে এ বিষয়গুলো পরিষ্কার।)

এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, কোনো রাবী বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করলে রাবীর (হাদীস বর্ণনাকারীর) আদালাত তথা সত্যনিষ্ঠতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। (এজন্য কোনো রাবী যখন একটি হাদীস বর্ণনা করেন, আর সে হাদীস অনুযায়ী তিনি আমল না করেন, তখন এটি অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, রাবীর বর্ণিত উক্ত হাদীসটি আমলযোগ্য নয়)।

হয়ত হাদীসটি মানসূখ (অন্য আয়াত বা হাদীস দ্বারা রহিত) হয়ে গেছে। বা হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে অথবা হাদীসটির মধ্যে এমন কোনো সুপ্ত দোষ রয়েছে, যার কারণে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা যায় না। (এটি জানার কারণেই রাবী উক্ত হাদীসের ওপর আমল ত্যাগ করেছেন।)

অপরদিকে ইমামগণ যে সাহাবী-তাবে'ঈগণের অনুসরণ করেছেন, সে সাহাবী-তাবে'ঈগণ খায়রুল কুরূনের (উত্তম যামানার) লোক, তাঁদের মর্যাদায় অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين)

এ আয়াতগুলো আমাদেরকে তাঁদের (সাহাবী-তাবে'ঈদের) অনুসরণের নির্দেশ করছে। শরীয়তের এসব বিষয়কে সামনে রেখে ইরাকের ফকীহ্গণ মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন,

إذا ثبت عن الراوي حديث والعمل بخلافه لا يعمل بالحديث بل يعمل بالعمل

অর্থাৎ, যখন কোনো বর্ণনাকারী থেকে হাদীস এক রকম বর্ণিত হয়, আর উক্ত বর্ণনাকারীর আমল, বর্ণিত হাদীসের খিলাফ (বিপরীত) হয়; তখন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল না করে, বর্ণনাকারীর আমল অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইমাম মালেক র. এরও এ নীতি ছিলো। এজন্য হাদীসের মধ্যে মতভেদ দেখলে তিনি মদীনাবাসীর আমল অনুযায়ী আমল করতেন।

আমলহীন কিছু গ্রহণযোগ্য বর্ণনা :

যাহোক, সাহাবী ও তাবে'ঈগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে হাদীস অনুযায়ী তাঁরা আমল করতেন না। যেমন, ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر في المدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولامطر

নিশ্চয় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে কোনোরূপ ভয়-ভীতি ও বৃষ্টি বাদল ছাড়াই, যোহর ও আছর নামায একত্রে এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন। অনুরূপভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থকালীন নামাযের বর্ণনা সম্বলিত হাদীস। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর রা.কে সাহাবীগণের ইমামতি করতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আবূ বকর রা. সাহাবীদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। এ সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে উপস্থিত হয়ে হযরত আবূ বকর রা. এর পাশে দাঁড়ালেন।

উক্ত নামাযে সাহাবীরা হযরত আবূ বকর রা. এর ইকতিদা করেছিলেন, আর হযরত আবূ বকর রা. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইকতিদা করেছিলেন। ফলে নামায আদায় হয়েছিলো দু'তাহ্রীমা দ্বারা, দু'জনের ইমামতিতে। (অসুস্থকালীন নামাযের) এ হাদীস কিন্তু এরূপই বোঝাচ্ছে। তবে এ হাদীস যে সকল রাবী বা বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তাঁদের কোনো একজন সাহাবী বা তাবে'ঈ কিন্তু, এভাবে নামায আদায় করেননি।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **كان النبي صلي الله عليه وسلم يضع يمينه علي شماله** হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখতেন। উক্ত হাদীস কিন্তু **يشمل حالة القومة** অর্থাৎ, রুকু থেকে দণ্ডায়মান হওয়ার পরও হাত বাঁধাকে অন্তর্ভুক্ত করে। (যেভাবে কিরাত পড়ার সময় রাখা হয়।) তবে পরবর্তী কোনো একজন সাহাবী বা তাবে'ঈ থেকে এরূপ আমল বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ, রুকু থেকে দণ্ডায়মান হওয়ার পরও ডানহাত বামহাতের ওপর রেখেছেন এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রেও হাদীস আমলের বিপরীত প্রমাণিত হলো।

এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا** তোমরা (ইমামের সাথে) নামায যতটুকু অংশ পাবে, তা আদায় করবে। আর যতটুকু ছুটে যাবে তা কাযা করবে। (অর্থাৎ ইমামের সালাম ফেরানোর পর তা পড়ে নিবে)

এ হাদীসের অর্থে ঐ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত যে ইমামের সাথে রুকূ' পাননি, কিন্তু দু'সিজদা ও তাশাহ্হুদ পেয়েছেন। এ ব্যক্তি ইমামের সাথে যতটুকু অংশ পেয়েছেন (অর্থাৎ দু'সিজদাহ ও তাশাহ্হুদ) সকলের মতে কাযা করা আবশ্যক। এটি কিন্তু হাদীসের ভাষ্য ما أدركتم فصلوا (তোমরা [ইমামের সাথে] নামাযের যতটুকু অংশ পেয়েছ) এর ব্যাপক অর্থের বিপরীত।

এভাবে তুমি যদি হাদীস ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টি দাও, এরূপ প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাবে, সাহাবী তাবে'ঈগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু সে হাদীস অনুযায়ী আমল করছেন না। আর সাহাবী ও তাবে'ঈগণ যেহেতু হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাই আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাহাবী-তাবে'ঈগণ নিজের বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী যখন আমল করছেন না, এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের বর্ণিত হাদীসে কোনো গুপ্ত দোষ রয়েছে, যে কারণে তাঁরা ঐ হাদীস অনুযায়ী আমল করছেন না।

আমলে মুতাওয়ারিছের একটি সূক্ষ্ম দিক :

ঠিক এ দিকটির বিবেচনায় ইরাকের পূর্ববর্তী নেককার ইমামগণ, বিপরীত অর্থবোধক হাদীস গ্রহণ করা না করার ক্ষেত্রে সাহাবী ও তাবে'ঈগণের আমলকে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, অর্থাৎ বিপরীত অর্থবোধক হাদীসগুলোর মধ্যে যে হাদীস, সাহাবী ও তাবে'ঈগণের আমলের অনুকূলে ছিলো তাঁরা আমলের জন্য সে হাদীস গ্রহণ করতেন। আর বিপরীত অর্থবোধক হাদীসগুলোর মধ্যে যে হাদীস, সাহাবী ও তাবে'ঈগণের আমলের অনুকূলে ছিলো না, তাঁরা আমলের জন্য সে হাদীস গ্রহণ

করতেন না। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁরা সাহাবী ও তাবে'ঈগণের আমলের অনুকূলে না থাকা হাদীসের (গ্রহণযোগ্য) ব্যাখ্যা প্রদান করতেন।

এখানে আমাদের একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সাহাবী ও তাবে'ঈগণ খায়রুল কুরূনে (উত্তম যামানায়) জীবন অতিবাহিত করেছেন। অপরদিকে পরবর্তী উম্মতে মুহাম্মাদীকে দ্বীন ও শরীয়ত পালনে তাঁদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত নির্দেশ পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

সাহাবী ও তাবে'ঈদের আমল শরীয়তের অন্যতম একটি দলীল :

হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, أصحابي أمنة لأمتي (আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য দ্বীনের আমানতদার) অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ما أنا عليه وأصحابي (আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে মতাদর্শের ওপর আছি) তাই সাহাবী ও তাবে'ঈদের আমল, শরীয়তের অন্যান্য দলীলের ন্যায় একটি শক্তিশালী দলীল। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় উম্মতে মুহাম্মাদীর তারাবীহ্‌তে কুরআন খতমের প্রতি দৃষ্টি দিলে।

কারণ এ ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো আমল বর্ণিত হয়নি, এমন কি সাহাবীগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতে জিন্দেগীতে তারাবীহের নামাযে কুরআন খতম করেছেন, এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে হয়তো বলার অবকাশ থাকতো, 'অনুমোদনসূচক হাদীস রয়েছে। (কিন্তু এমন কোনো অবকাশ নেই)। তাই উম্মতে মুহাম্মাদীর তারাবীহ্‌তে কুরআন খতম সাহাবী ও তাবে'ঈদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। একইভাবে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ নামায আদায় করা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করেছিলেন, অতঃপর বর্জন করেছিলেন, এবং সাহাবীদেরও জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ আদায়ের নির্দেশ দেননি। তাই এটি (জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ আদায়) কেমন যেন রহিত হওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিলো।

এখানে এটিও লক্ষণীয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ বর্জন করার পর সাহাবীগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতে জিন্দেগীতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করেছেন, এমন কোনো বর্ণনাও পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে 'অনুমোদনসূচক হাদীস রয়েছে' বলার অবকাশ থাকতো (কিন্তু বলার অবকাশ নেই)। এজন্য জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র নামায আদায়ও সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়টি সামনে

রেখেই ফকীহ্গণ স্পষ্টভাবে বলেন, "সাহাবীদের আমল শরীয়তের অন্যতম একটি দলীল।"

ফিক্হে ইরাকীর উৎস :

পূর্বের আলোচনা থেকে পাঠকদের সামনে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, ইরাকের ইমাম মুজতাহিদগণের ফিক্হ, হযরত ইবনে মাস'ঊদ রা. এর তা'লীম বা শিক্ষারই শাখা-প্রশাখা। (অর্থাৎ যে তা'লীম ও শিক্ষা তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছিলেন, সে তা'লীম ও শিক্ষারই শাখা-প্রশাখা ইরাকের ইমাম মুজতাহিদগণের ফিক্হ।)

আর এ ফিক্হের ওপরই ইরাকে অবস্থানরত সাহাবী ও তাবে'ঈগণের আমল ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। সাথে সাথে হযরত আলী রা. ও ইবনে আব্বাস রা. এর অনেক ফাত্ওয়া ও ফিক্হী সমাধান ইরাকের এ ফিক্হের অনুকূলে ছিলো। এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম মালেক র. এর ফিক্হও ইরাকের ফিক্হের অনেক নিকটবতী।

পাঠক! এ হলো ইরাক ও আরব অঞ্চলের ফিক্হ, যে ফিক্হকে অনুসরণ করেছেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞ ফকীহ্গণ।

ইলমু আসমাইর রিজালের প্রয়োজনীয়তা :

আর মুতাআখ্খিরীন তথা পরবর্তী ইমামগণের ফিক্হ হচ্ছে ঐ সকল ইমামের ফিক্হ যাদের প্রকাশ ঘটেছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ও তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে। যখন তাবে'ঈ ও তাবে-তাবে'ঈগণের সমসাময়িক ও তাবে'ঈগণের অনুসারী পূর্ববর্তী ইমামগণ গত হয়ে গেছেন। এজন্য পরবর্তী এ সকল ইমাম পূর্ববর্তীদের আমল স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাননি।

পরবর্তী এ ফকীহ্গণ পেয়েছিলেন শুধু বিপরীত অর্থবোধক হাদীস। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইমামগণের সামনে যেমন বিপরীত অর্থবোধক হাদীসের সাথে সাহাবী-তাবে'ঈগণের আমল ছিলো, পরবর্তী ফকীহ্গণের সামনে শুধু বিপরীত অর্থবোধক হাদীস ছিলো। পূর্ববর্তী ইমামগণের সমসাময়িক সাহাবী-তাবে'ঈগণের আমল ছিলো না। এজন্য পরবর্তী ফকীহ্ ও ইমামগণ পূর্ববর্তী ইমামগণের সমসাময়িক সাহাবী-তাবে'ঈগণের আমল দেখার সুযোগ পাননি।

তাই পরবর্তী এ সকল ইমাম বিপরীত অর্থবোধক হাদীস যাচাই-বাছাই ও গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রতি দৃষ্টি দেন। অর্থাৎ এ সময়ে এসে হাদীসের বর্ণনাকারী গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারে ব্যাপক পর্যালোচনা শুরু হয়। হাদীস বর্ণনাকারী সম্পর্কে এরূপ পর্যালোচনার নামকরণ করা হয় 'ইল্মু আসমাইর রিজাল'।

এ “ইল্‌মু আসমাইর রিজাল” এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বর্ণনাকারীর হাদীস অনুযায়ী পরবর্তী ফকীহ্‌গণ আমল করতেন, অর্থাৎ এ ইল্‌মু আসমাইর রিজালই মুতাআখ্‌খিরীন তথা পরবর্তী ইমামদের হাদীস যাচাই-বাছাই ও গ্রহণের মানদণ্ড এবং এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে তাঁরা আমল নির্ধারণ করেন।

পাঠক! যিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী অর্থাৎ ইল্‌মু আসমাইর রিজালের গ্রন্থগুলো পাঠ করেছেন, তিনি খুব ভালোভাবেই লক্ষ করেছেন; একজন হাদীস বর্ণনাকারীকে এক ইমাম গ্রহণযোগ্য বলছেন, আবার অন্য ইমাম অগ্রহণযোগ্য বলছেন। অর্থাৎ একজন হাদীস বর্ণনাকারী সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতামত পাওয়া যাচ্ছে।

একই রাবী সম্পর্কে বিপরীতধর্মী মতামতের কারণ :

এর কারণ হলো, প্রকৃতপক্ষে একজন বর্ণনাকারীর অবস্থা পরবর্তী প্রজন্মের চেয়ে তার সমসাময়িকরাই ভালো জানেন এবং সমসাময়িকরা ছাড়া একজন বর্ণনাকারীর (দোষ-গুণ) সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আর এটি অবাস্তব নয় যে, সমসাময়িক কেউ বর্ণনাকারীর বাহ্যিক অবস্থা দেখে বর্ণনাকারীকে নিষ্ঠাবান মনে করেছেন, কিন্তু বর্ণনাকারীর এমন কোনো দোষ রয়েছে, যে দোষ সম্পর্কে সমসাময়িক এ ব্যক্তি অবগত হতে পারেননি। কিন্তু অপর কোনো সমসাময়িক ব্যক্তি বর্ণনাকারীর উক্ত দোষ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। ফলে বর্ণনাকারীর উক্ত দোষ তার অপর সমসাময়িক ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে।

আর এ কারণেই একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িকদের থেকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ একজন তাকে নিষ্ঠাবান বলছেন, আর অপরজন তার দোষ বর্ণনা করছেন। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ করেই হাদীসের ইমামগণ একটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। **أن الجرح مقدم على التعديل** অর্থাৎ, রাবীর দোষের বর্ণনা গুণের বর্ণনার ওপর প্রাধান্য পাবে।

যাহোক, ইমাম মুজতাহিদগণের এ মানদণ্ড নির্ধারণে পার্থক্যের কারণেই, পূর্ববর্তী ইমামদের ফিক্‌হ ও পরবর্তী ইমামদের ফিক্‌হের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে। পরবর্তী ইমাম মুজতাহিদদের নিকট হাদীস এসেছে, তাঁরা যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নিষ্ঠাবান মনে করেছেন সে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর যে হাদীসগুলো তাঁদের নিকট এ হাদীসগুলোর বিরোধী মনে হয়েছে তাঁরা তা ত্যাগ করেছেন। অথচ তাঁদের নিকট যে হাদীসগুলো বিরোধী মনে হয়েছে, এ হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীগণও পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের নিকট নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাই এ হাদীসগুলোও পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের নিকট সহীহ্ ছিলো। সাথে সাথে এ হাদীসগুলোর সমর্থনে যুক্ত

হয়েছিলো সাহাবী ও তাবে'ঈদের আমল। (এজন্য এ হাদীসগুলো প্রাধান্য পাওয়ার বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ এবং এ হাদীসগুলো অনুযায়ী যে আমল উম্মতে মুসলিমার মধ্যে চৌদ্দশত বছর যাবত চালু রয়েছে তা অধিক শক্তিশালী।)

আমলের ব্যাপকতার কারণে হাদীসের অবস্থান দৃঢ় হয় :

যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়াও হয়, এ হাদীসগুলোর বর্ণনাকারী দুর্বল তথাপি এ হাদীসগুলোর ওপর প্রথম শতাব্দীর বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবে'ঈর আমল করা দ্বারা হাদীসগুলো শক্তিশালী ও সহীহ্ হয়ে যায় । কারণ, হাদীস বিশারদদের স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হলো, **أن الرواية الضعيفة يصححها العمل**

অর্থাৎ, নিশ্চয় একটি দুর্বল হাদীসের সাথে (সাহাবা ও তাবে'ঈর) আমল যুক্ত হলে হাদীসটি শক্তিশালী হয়ে যায়।

মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীনের মানহাজ :

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী আকীদাসমূহ দু'ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এক. পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসারে, দুই. পরবর্তীদের রীতি অনুসারে।

কোনো ইমাম প্রথম প্রকারকে কোনো একদিকের বিবেচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। আর কোনো ইমাম অপর কোনো বিষয়ের বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পরবর্তীতে যিনি চেয়েছেন এ দু'পদ্ধতিতে পর্যালোচনা ও গবেষণা করে তাঁর কাছে যে পদ্ধতি প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়েছে সে ঐ মানহাজই গ্রহণ করেছেন। (ঠিক একইভাবে পূর্ববর্তী ইমামগণের মানদণ্ড হিসেবে যিনি গবেষণা করেছেন তিনি হানাফী ও মালেকী মাযহাব গ্রহণ করেছেন। আর যিনি চেয়েছেন পরবর্তী ইমামগণের মানদণ্ড হিসেবে তিনি শাফে'ঈ ও হাম্বলী মাযহাব গ্রহণ করেছেন।)

পাঠক! ঠিক একই রকম পার্থক্য পূর্বে আলোচিত দু'ফিক্হের দু'পদ্ধতির মধ্যে, অর্থাৎ এক. মুতাকাদ্দিমীনের তথা পূর্ববর্তী ইমাম মুজতাহিদীনের ফিক্হ। দুই. মুতাআখ্খিরীনের তথা পরবর্তী ইমাম মুজতাহিদীনের ফিক্হ। পূর্ববর্তী ফিক্হের উৎস হলো, প্রথম শতাব্দীর সাহাবী ও তাবে'ঈগণের আমল। আর পরবর্তী ফিক্হের উৎস হলো, হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণের আলোচনার ওপর।

যে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী গ্রন্থগুলো ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেছেন, এমন এমন রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারী রয়েছেন যারা দ্বীনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে প্রচুর নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। এমন কি (বাস্তবতা জানা না থাকলে) মনে হবে তিনি দ্বীনকে ধ্বংস করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে তাঁর দৃষ্টান্ত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবার অনুরূপ। আবার এমন রাবী রয়েছে, যে প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের দুশমন কিন্তু তাঁর বর্ণিত হাদীসকে সহীহ্ বলা হয়েছে। যেমন মু'তাযিলাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী, শিয়া, রাফেযী ও মন্দ বিদ'আতীদের পক্ষে জীবন উৎসর্গকারী ইত্যাদি।

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

শেষ কথা হলো, যে ব্যক্তি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবে এবং ফিক্‌হের উভয় মানদণ্ড জানবে অর্থাৎ এক. পূর্ববর্তী সাহাবা-তাবে‘ঈদের আমল, দুই. বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীস। তার ইচ্ছা, সে যে কোনো এক মাযহাব অনুসরণ করতে পারে। (অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুযায়ী সে হানাফী বা মালেকী মাযহাব গ্রহণ করুক আর পরবর্তীদের পদ্ধতি অনুযায়ী শাফে‘ঈ বা হাম্বলী মাযহাব গ্রহণ করুক দু’টিই সঠিক আছে। তবে এ দু’পদ্ধতি ব্যতীত অপর কোনো বিদ‘আতী পথ অবলম্বন করা জায়েয নেই) এবং (ওপরে বর্ণিত) দু’ফিক্‌হের যে ফিক্‌হ তাঁর কাছে প্রাধান্যযোগ্য মনে হয় সে তা অবলম্বন করুক। (শেষ হলো) [১] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ৬, পৃ. ২৪১

•

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফযীলতের ক্ষেত্রে য‘ঈফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফযীলতের ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

ফযীলতের ক্ষেত্রে য‘ঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণে পৃথিবী বিখ্যাত কিছু ওলামা হযরতের বক্তব্য[২৭৭]

হযরত আলী আলহালাবী র. এর إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون **কিতাবের ভাষ্য :**

হযরত আলী আলহালাবী র.[২৭৮] বলেন, **لا يخفى أن السير تجمع الصحيح و السقيم و الضعيف و البلاغ و المرسل و منقطع و المعضل، دون الموضوع، و قد قال الإمام أحمد و غيره من الأئمة: إذا روينا فى الحلال و الحرام شددنا، و إذا روينا فى الفضائل و نحوها تساهلنا.** প্রকাশ থাকে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাদীতে মাওযূ ছাড়া সহীহ্, দুর্বল, য‘ঈফ, বালাগ, মুরসাল, মুনকাতে, মু’দাল ইত্যাদি প্রকারের হাদীস রয়েছে। ইমাম আহ্মাদ ও অন্যান্য ইমাম বলেছেন, যখন আমরা হালাল-হারাম বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করি তখন (সহীহ্ য‘ঈফের ক্ষেত্রে) কঠোরতা করি। আর যখন ফযীলত বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করি তখন (সহীহ্ য‘ঈফের ক্ষেত্রে) কঠোরতা না করে সহজতা অবলম্বন করি।

মুহাম্মাদ ইবনে সাইয়িদিন্নাস র. এর عيون الأثر في فنون المغازي والسير **কিতাবের আলোচনা :**

মুহাম্মাদ ইবনে সাইয়িদিন্নাস [২৭৯] মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক র. এর গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

ثم غالب ما يروى عن الكلبى أنساب و أخبار من أحوال الناس وأيام العرب وسير هم و ما يجرى مجرى ذلك, مما سمح كثير من الناس فى حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام, و ممن حكي عنه الترخيص فى ذلك : الإمام أحمد وممن حكى عنه التسوية بين الأحكام و غير ها: يحيى بن معين.

কালবী র. থেকে আরবদের ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতা, লোক চরিত্র, বংশ বৃত্তান্ত ও এ জাতীয় যা বর্ণিত হয়েছে, এ সকল বর্ণনা অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম

---

[২৭৭] য‘ঈফ হাদীসের ওপর স্বতন্ত্র কিতাব "আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র. সংকলিত العمل بالحديث الضعيف য‘ঈফ হাদীসের হুকুমের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা, এ বিষয়ে নাসিরুদ্দীন আলবানীর মুসলিম উম্মাহ্র বিপক্ষে অবস্থান" অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ্। এখানে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো মাত্র।

[২৭৮] খ. ১, পৃ. ২

[২৭৯] খ. ১, পৃ. ১৫

উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন। যে উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা শরীয়তের আহ্কাম তথা হালাল-হারামের বর্ণনা গ্রহণ করেননি। (ফাযায়েল ও এ জাতীয় বর্ণনার বিষয়ে) ইমাম আহ্মাদ র. থেকেও এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন র. থেকে শরীয়তের আহ্কাম তথা হালাল-হারাম ও অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা সমানভাবে বিবেচনার মত পাওয়া যায়।

মুল্লা আলী কারী র. এর الحظ الأوفر في الحج الأكبر কিতাবের ভাষ্য :

মুল্লা আলী কারী র. নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেন, **أفضل الأيام يوم عرفة، إذا وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجّة رواه رزين** "সর্বোত্তম দিন হলো আরাফার দিন। যদি এ দিনটি জুম'আর দিনে হয়ে যায় তাহলে এটা সত্তর হজ্জ থেকেও উত্তম।"[২৮০] অতঃপর তিনি বলেন, **أما ما ذكره بعض المحدثين فى إسناد هذا الحديث أنه ضعيف فعلى تقدير صحته لا يضر المقصود, فإن الحديث الضعيف معتبر فى فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال.** কিছু মুহাদ্দিস এ হাদীসের সনদকে য'ঈফ বলেছেন। তাঁদের কথা সঠিক ধরে নিলেও হাদীসের উদ্দেশ্য অর্জনে কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, গ্রহণযোগ্য সকল আলিমের নিকট ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

মুল্লা আলী কারী র. এর الموضوعات কিতাবের ভাষ্য :

মুল্লা আলী কারী র.[২৮১] **مسح الرقبة أمان من الغلّ** হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন,

الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال اتفاقا, ولذلك قال أيمتنا: أن مسح الرقبة مستحب أو سنة.

হাদীসটি য'ঈফ এরূপ হাদীস দ্বারা ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে আমল করা যায়। এজন্য আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ইমামগণ বলেন, **إن مسح الرَّقبة مستحبّ أو سنة** গর্দান মাসেহ্ করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. এর طلوع الثريَّا بإظهار ما كان خفيًّا কিতাবের ভাষ্য : ইমাম সুয়ূতী র.[২৮২] বলেন, **ذهب جمهور الأيمة إلى أن التلقين بدعة**

---

[২৮০] হাদীসটি মুহাদ্দিস রযীন বর্ণনা করেছেন।

[২৮১] পৃ. ৭৩

[২৮২] খ. ২, পৃ. ১৯১ আলহাবী লিল ফাতওয়া কিতাবের সূত্রে

وآخر من أفتى بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام : و إنما استحبه ابن الصلاح و تبعه النووي نظرا إلى أن الحديث الضعيف يتسامح به فى فضائل الأعمال . অনেক ইমাম তালকীনকে বিদ‘আত বলেছেন। সর্বশেষ এ ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন ইজ্জুদ্দীন ইবনু আব্দিস্ সালাম র.। তবে তালকীন করাকে ইবনুস্ সালাহ্ র. মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম নববী র. ইবনুস্ সালাহ্ র. এর উক্ত মত অনুসরণ করেছেন। এ ইমামদ্বয়ের তালকীন মুস্তাহাব বলার কারণ হলো, ফাযায়েলে আমল য‘ঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. এর التعظيم والمنة في أنَّ أبوي رسول الله في الجنة **কিতাবের ভাষ্য :** ইমাম সুয়ূতী র.[২৮৩] বলেন, أفتيت بأن الحديث الوارد فى أن الله أحيا أمه له صلى الله عليه و سلم : ليس بموضوع كما أدعاه جماعة من الحفاظ, بل هو من قسم الضعيف الذى يتسامح بروايته فى الفضائل . আমার মত হলো আল্লাহ্ তা‘আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত আম্মাজানকে জীবিত করার হাদীসটি জাল নয় যা হাফিযুল হাদীসগণের এক জামা‘আত দাবি করেছেন বরং হাদীসটি য‘ঈফের অন্তর্ভুক্ত। আর ফযীলতের বিষয়ে য‘ঈফ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথিলতা করা হয়।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী র. এর المقامة السندسية في النسبة الشريفة المصطفية **কিতাবের ভাষ্য :** ইমাম সূয়ূতী র.[২৮৪] বলেন, مازال أهل العلم والحديث فى القديم والحديث , يروون هذا الخبر و يجعلونه فى عداد الخصائص و المعجزات, ويدخلونه فى حيزالمناقب و المكرمات, و يرون أن ضعف إسناده فى هذا المقام مغتفر , و أن إيراد ما ليس بصحيح فى الفضائل و المناقب معتبر. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ হাদীস বর্ণনা করতেন এবং এ হাদীসকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষত্ব ও মু’জিযার অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন এবং মানাকিব ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতেন। আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট এজাতীয় বিষয়ের হাদীসে সনদের দুর্বলতা মার্জনীয়। এবং ফাযায়িল মানাকিব বিষয়ে য‘ঈফ হাদীস পেশ করাটাও বিবেচিত।

হাফিয ইরাকী র. এর شرح ألفية الحديث **কিতাবের ভাষ্য :**

---

[২৮৩] খ. ২, পৃ. ২
[২৮৪] খ. ১, পৃ. ৫

হাফিয ইরাকী **شرح ألفية الحديث** কিতাবে[২৮৫] বলেন,

أما غير الموضوع فجوزوا التساهل فى إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان فى غير الأحكام و العقائد , بل فى الترغيب و الترهيب من المواعظ و القصص و فضائل الأعمال و نحوها , إذا كان فى الأحكام الشرعية من الحلال و الحرام و غيرهما أو فى العقائد كصفات الله تعالى و ما يجوز و يستحيل عليه , و نحو ذلك , فلم يروا التساهل فى ذلك. و ممن نص على ذلك من الأئمة : عبد الرحمن بن مهدي , و أحمد ابن حنبل , و عبد الله بن المبارك و غيرهم.

মাওযূ হাদীস ছাড়া য'ঈফ হাদীসের সনদে শিথিলতা ওলামায়ে কেরাম জায়েয করেছেন। এবং য'ঈফ হাদীসের হুকুম বর্ণনা ছাড়াই এ প্রকার হাদীস বর্ণনা করাকে ওলামে কেরাম জায়েয বলেছেন, যদি এ য'ঈফ হাদীস শরীয়তের আহ্কাম ও আকাইদ বিষয়ক না হয়। এবং ওয়াজ-নসীহত, কিচ্ছা-কাহিনী, ফযীলতের আমল ইত্যাদি বিষয়ে তারগীব তারহীব তথা উৎসাহমূলক ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক য'ঈফ হাদীস বর্ণনা করা ওলামায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন।

আর শরীয়তের আহ্কাম যেমন হালাল-হারাম এবং আকীদাগত বিষয় যেমন আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত বিষয়ক হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে য'ঈফ হাদীস বর্ণনায় শিথিলতা করা ওলামায়ে কেরাম জায়েয বলেননি। ইমামদের মধ্যে যারা উক্ত বিষয়ে জায়েযের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেছেন তাঁরা হলেন, আব্দুর রহ্মান ইবনে মাহ্দী, আহ্মাদ বিন হাম্বল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক র. ইত্যাদি জগদ্বিখ্যাত ইমাম।

ইমাম নববী র. এর التقريب কিতাবের ভাষ্য :

ইমাম নববী র **التقريب**. কিতাবে[২৮৬] বলেন, **يجوز عند أهل الحديث التساهل فى الأسانيد الضعيفة, ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف , و العمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله و الأحكام.** মাওযূ হাদীস ছাড়া য'ঈফ হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে ও য'ঈফ হাদীস বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ শিথিলতা জায়েয বলেছেন। এবং য'ঈফ হাদীসের ক্ষেত্রে হাদীসের হুকুম বর্ণনা করা ছাড়া তাঁরা য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করাকে জায়েয বলেছেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত ও আহ্কামের ক্ষেত্রে জায়েয নেই।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. এর ব্যাখ্যা :

---

[২৮৫] খ. ২, পৃ. ২৯১

[২৮৬] পৃ. ১৯৬

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. ইমাম নববী র. এর التقريب কিতাবের উক্ত আলোচনার টীকাতে বলেন,

لم يذكر ابن الصلاح و المصنف– ههنا و فى سائر كتبه– لما ذكر سوى هذا الشرط, وهو كونه فى الفضائل و نحوها, و ذكر شيخ الاسلام له : ثلاثة شروط: احدها : ان يكون الضعف غير شديد , فيخرج من انفرد من الكذابين و المتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. والثانى: أن يندرج تحت اصل معمول به . و الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته , بل يعتقد الاحتياط. وهذان ذكرهما ابن عبد السلام و ابن دقيق العيد و قيل: لايجوز العمل به مطلقا, و قيل: يعمل به مطلقا.

ইবনুস সালাহ র. এবং 'তাকরীব' কিতাবের লেখক ইমাম নববী র. শুধু একটি শর্তই উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, য'ঈফ হাদীস শুধু ফযীলত ও এজাতীয় ক্ষেত্রে বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু শাইখুল ইসলাম (হাফিয ইবনে হাজার র.) য'ঈফ হাদীসের ওপর আমলের জন্য তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার র. এর উল্লেখিত তিন শর্ত :

১. প্রথমটি সর্বজন স্বীকৃত অর্থাৎ হাদীসটি যেন অধিক দুর্বল না হয়। এ শর্তের ভিত্তিতে মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হাদীস বাদ পড়ে যাবে।

২. যে বিষয়টি হাদীসে এসেছে (শরীয়তে) তার মূল প্রমাণিত থাকতে হবে। অতএব (শরীয়তে) যে বিষয়ের কোনো ভিত্তি নেই, তা য'ঈফ হাদীসে বর্ণিত হলেও বাদ পড়ে যাবে।

৩. উক্ত য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করার সময় এ বিশ্বাস করা যাবে না যে, (শরীয়তে) বিষয়টি প্রমাণিত। এর কারণ হলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যেন এমন কথা সম্পর্কিত করা না হয় যা তিনি বলেননি।

হাফিয ইবনে হাজার র. বলেন, শেষের দুটি শর্ত ইবনু আব্দিস সালাম ও তাঁর ছাত্র ইবনু দাকীকিল ঈদ থেকে বর্ণিত। কেউ বলেছেন কোনো ক্ষেত্রেই য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না। আবার কেউ বলেছেন সকল ক্ষেত্রেই য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে।

হাফিয ইবনুল হুমাম র. এর الفتح القدير কিতাবের ভাষ্য :

হাফিয ইবনে হুমাম র. বলেন, মাওযূ তথা জাল হাদীস ছাড়া য'ঈফ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। –**الاستحباب يثبت بالضعيف غير موضوع** মাওযূ ব্যতীত দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।[২৮৭]

ইমাম নববী র. এর الأذكار কিতাবের ভাষ্য :

ইমাম নববী র. বলেন, **قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً ، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من ذلك** মুহাদ্দিস, ফুকাহা এবং ওলামা হযরত বলেন, মাওযূ হাদীস ব্যতীত ফযীলত, উৎসাহ ও ভীতি প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস দ্বারা আমল করা জায়েয ও মুস্তাহাব। শরীয়তের হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে সহীহ্ ও হাসান হাদীস ব্যতীত আমল করা জায়েয নেই। তবে শরীয়তের এ সকল বিষয়েও সাবধানতার ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীস দ্বারা আমল করা জায়েয আছে।[২৮৮]

ইমাম নববী র. ও ইবনে হাজার মক্কী র. এর ভাষ্য :

ইমাম নববী র. এর أربعين কিতাব ও ইবনে হাজার মক্কী র. এর أربعين কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ الفتح المبين কিতাবে[২৮৯] আছে,

قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال, لأنه ان كان صحيحا فى نفس الأمرفقد أعطي حقه من العمل به, و إلالم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولاضياع حق للغير, وفى حديث ضعيف: "من بلغه عنى ثواب عمل فعمله حصل له أجر و إن لم أكن قلته" أو كما قال. و أشار المصنف بحكاية الإجماع–على ما ذكره–إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إنما تتلقى من الشرع , فإثباتها بالحديث الضعيف اختراع عبادة و شرع فى الدين ما لم يأذن به الله. ووجه رده: أن الإجماع– لكونه

---

২৮৭ আলফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৩১৭

২৮৮ আযকার, পৃ. ৭-৮ যেমন কোনো কোনো য'ঈফ হাদীসে কিছু ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদী মাকরূহ বলা হয়েছে। এ সকল ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদী থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব। কিন্তু ওয়াজিব নয়।

২৮৯ পৃ. ৩২

قطعيا تارة, و ظنيا ظنا قويا تارة– لا يرد بمثل ذلك لو لم يكن عنه جواب, فكيف وجوابه واضح؟ إذ ذلك ليس من باب الاختراع فى الشرع, و إنما هو ابتغاء فضيلة و رجاؤها بامارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه كما تقرر. انتهى كلامه.

ফাযাইলে আমালের ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল জায়েয হওয়ার বিষয়ে সকল আলিম একমত হয়েছেন। কেননা বাস্তবিকপক্ষে হাদীসটি যদি সহীহ্ হয় তাহলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করার দ্বারা হক আদায় হয়ে গেলো। আর যদি উক্ত হাদীস সহীহ্ না হয় তাহলে এ হাদীসের ওপর আমল করার দ্বারা (শরীয়তের) কোনো হালাল-হারাম বিষয়ে সমস্যা হলো না। এবং অন্যের কোনো হকও নষ্ট হলো না। একটি য'ঈফ হাদীস আছে, **من بلغه عني ثوابُ عملٍ فعملهُ حصل له أجرُ وإن لم أكن قلته. او كما قال.** "যার নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো সাওয়াবের বর্ণনা পৌঁছবে সে যদি উক্ত বর্ণনার ওপর আমল করে তাহলে সে এর সাওয়াব পাবে। যদিও আমি উক্ত বর্ণনা না করে থাকি।" হয়তো বা এমন কোনো কথা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। মুসান্নেফ র. এখানে সকলের ঐক্যমত বা ইজমা'র কথা বলেছেন। এটি তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য বলেছেন, যারা বলেন ফযীলতের বিষয় শরীয়ত থেকেই গ্রহনীয় হবে এবং য'ঈফ হাদীস দ্বারা ফাযাইল প্রমাণ করা মূলত ধর্মে নতুন কিছু সৃষ্টির নামান্তর। যদি উক্ত বিষয় আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত না হয়।

মুসান্নেফ র. এর উক্ত প্রতিবাদের কারণ হলো, ইজমা' কখনো অকাট্য হয়, আবার কখনো শক্তিশালী যন্নি হয়ে থাকে। মূলত যদি এখানে কোন উত্তর না থাকতো তাহলে এ জাতীয় কথা দ্বারা খণ্ডন করা যেত না। অথচ বাস্তবতা হলো এর উত্তর স্পষ্ট। কেননা য'ঈফ হাদীস অনুযায়ী কোনো আমল করা, শরীয়তে নতুন কিছু সৃষ্টি করা নয় বরং এটি য'ঈফ নিদর্শন বিদ্যমানের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অন্বেষণ করা ও আশা করা। সাথে সাথে এ আমল করার দ্বারা কোনো ক্ষতিও হয় না।

ইমাম সাখাবী র. এর القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع কিতাবের ভাষ্য : ইমাম সাখাবী র. বলেন,

سمعت شيخنا ابن حجر– أى العسقلانى المصرى– مرارا يقول: شرط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة: الأول: متفق عليه, وهو أن يكون الضعف غير شديد,فيخرج من انفرد من الكذابين و المتهمين و من فحش غلطه. الثانى: أن يكون مندرجا تحت أصل عام , فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, لئلاينسب إلى النبى صلى الله عليه و سلم مالم يقله. قال : و الأخيران عن ابن عبد السلام و ابن دقيق العيد , و الأول نقل العلائي الاتفاق عليه. و عن أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره.

وفى رواية عنه: ضعيف الحديث عندنا أحب من رأي الرجال. و ذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبى حنيفة: أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي و القياس إذا لم يجد فى الباب غيره. فتحصل أن فى العمل بالحديث الضعيفث ثلاثة مذاهب: لا يعمل به مطلقا, يعمل به مطلقا, يعمل به فى الفضائل بشروطه.

ইমাম সাখাবী র. এর বর্ণনাই হাফিয ইবনে হাজার র. উল্লেখিত তিন শর্ত :

আমি আমার উস্তাদ ইবনে হাজার আসকালানী র.কে অনেকবার বলতে শুনেছি, তিনটি শর্তের ভিত্তিতে য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে।

১. প্রথমটি সর্বজন স্বীকৃত অর্থাৎ হাদীসটি যেন অধিক দুর্বল না হয়। এ শর্তের ভিত্তিতে মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হাদীস বাদ পড়ে যাবে।

২. যে বিষয়টি হাদীসে এসেছে (শরীয়তে) তার মূল প্রমাণিত থাকতে হবে। অতএব (শরীয়তে) যে বিষয়ের কোন ভিত্তি নেই তা য‘ঈফ হাদীসে বর্ণিত হলেও বাদ পড়ে যাবে।

৩. উক্ত য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করার সময় এ বিশ্বাস করা যাবে না যে (শরীয়তে) বিষয়টি প্রমাণিত। এর কারণ হলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যেন এমন কথা সম্পর্কিত করা না হয় যা তিনি বলেননি।

তিন শর্তের ব্যাপারে ইবনু আব্দিস সালাম র. ও তাঁর ছাত্র ইবনু দাকীকিল ঈদ র. সাথে (আল্লামা) আলায়ী র. এর মন্তব্য :

হাফিয ইবনে হাজার র. বলেন, শেষের দুটি শর্ত ইবনু আব্দিস সালাম ও তাঁর ছাত্র ইবনু দাকীকিল ঈদ র. থেকে বর্ণিত। আর প্রথমটির ব্যাপারে (আল্লামা) আল-আলায়ী র. সকলের সম্মিলিত মত বলে উল্লেখ করেছেন। আমি (হাফিয সাখাবী) বলছি, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন কোনো বিষয়ে য‘ঈফ হাদীস ছাড়া অন্য দলীল পেতেন না এবং উক্ত য‘ঈফ হাদীসের বিরোধী কোনো দলীলও থাকতো না তখন তিনি য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করতেন।

ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, **ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرجال** ব্যক্তি সিদ্ধান্তের চেয়ে য‘ঈফ হাদীস আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয়। ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন, হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিকট **য‘ঈফ হাদীস, ব্যক্তি সিদ্ধান্ত ও মতামতের চেয়ে উত্তম। সারকথা হলো :**

য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করার ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

১. কোনো অবস্থাতেই আমল করা যাবে না।

২. সকল ক্ষেত্রেই য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে।

৩. শর্তসহ ফযীলতের ক্ষেত্রে য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে।

হাফিয সাখাবী র. এর فتح المغيث بشرح ألفية الحديث কিতাবে আছে :

قال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به. وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا , و لم يحل حراما , ولم يوجب حكما , وكان فى ترغيب أو ترهيب : أغمض عنه و تسهل فى رواته. ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي فى "المدخل" إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الحلال و الحرام و الأحكام شددنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال, وإذا روينا فى الفضائل والثواب والعقاب: سهلنا فى الأسانيد وتسامحنا فى الرجال. ولفظ أحمد فى رواية الميموني عنه: الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. وقال فى رواية عباس الدوري عنه: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث- يعني المغازي و نحوها – وإذا جاء الحلال و الحرام أردنا قوما هكذا – و قبض أصابع يده الأربع. لكنه احتج رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن فى الباب غيره و تبعه أبو داود, وقدماه على الرأي و القياس. و يقال عن أبى حنيفة أيضا ذلك, و أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره. وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح, حتى أنه ينزل منزلة المتواتر فى أنه ينسخ المقطوع به , و لهذا قال الشافعي فى حديث " لاوصية لوارث" إنه لا يثبته أهل الحديث, ولكن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية. أو كان فى موضع احتياط , كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة, فإن المستحب- كما قال النووي- أن يتنزه عنه و لكن لا يجب. منع ابن العربي العمل بالضعيف مطلقا. ولكن قد حكى النووي فى عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث و غيرهم على العمل به فى الفضائل و نحوها خاصة فهذه ثلاثة مذاهب. انتهى.

ইবনু আব্দিল বার র. :

ইবনু আব্দিল বার র. বলেন, ফযীলতের হাদীসসমূহ দ্বারা যে বিষয়ে দলীল গ্রহণ করা হয় তা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে য‘ঈফ হাদীসের মুখাপেক্ষী হওয়া যাবে না।

হাকিম নিশাপুরী র. :

হাকিম নিশাপুরী র. বলেন, আমি আবূ যাকারিয়া আলআম্বরী র.কে বলতে শুনেছি, যে হাদীস হালালকে হারাম করে না, হারামকে হালাল করে না এবং কোনো

হুকুম ওয়াজিব না করে উৎসাহব্যঞ্জক বা ভীতি প্রদর্শনমূলক হয় তার থেকে দুর্বোধ্যতা দূর করো এবং হাদীসটি বর্ণনাকারীগণের প্রতি শিথিলতা করো।

ইবনে মাহ্দী র. এর ভাষ্য যা ইমাম বাইহাকী র. তাঁর "আলমাদখাল" কিতাবে তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ : যখন আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হালাল-হারাম এবং শরীয়তের হুকুম বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করবো তখন সনদের ব্যাপারে কঠোরতা করবো এবং বর্ণনাকারীগণকেও ভালোভাবে যাচাই করবো। আর যখন ফযীলত, সাওয়াব এবং শাস্তি বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করবো তখন হাদীসের সনদের ব্যাপারেও শিথিলতা করবো এবং বর্ণনাকারী যাচাইয়ে উদারতা প্রদর্শন করবো।

মাইমূনের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহ্‌মাদ র.এর ভাষ্য :

রাকায়েকের হাদীস বর্ণনায় শিথিলতা গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না উক্ত হাদীসে কোনো হুকুম বর্ণিত হয়। তাঁর থেকে আব্বাস আদ্দুরী এর বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, ইবনু ইসহাক এমন ব্যক্তি যার থেকে এ জাতীয় হাদীস (অর্থাৎ মাগাযী বা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিহাদ বিষয়ক) বর্ণনা করা জায়েয আছে। আর যখন হালাল-হারামের বিষয় আসে তখন এ বিষয়ে বিজ্ঞদেরকে আমরা এরূপ পেয়েছি, এ বলে তিনি হাতের চার আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করলেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইমাম আহ্‌মাদ র. শরীয়তের আহ্‌কামের বিষয়েও যদি কোনো সহীহ্ দলীল না পেতেন তখন য'ঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতেন। এবং এ বিষয়ে ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র.কে ইমাম আবূ দাউদ র. অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাঁরা উভয়ে কিয়াস ও ব্যক্তি সিদ্ধান্তের ওপর য'ঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা র. থেকেও এরূপ মত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফে'ঈ র. অন্য দলীল না পেলে মুরসাল হাদীস[২৯০] দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন।

একইভাবে মুসলিম উম্মাহ্ যদি কোনো য'ঈফ হাদীসকে সর্বতভাবে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সহীহ্ হাদীসের ন্যায় উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা উম্মাহ্‌র হাদীসটি গ্রহণ করার দ্বারা হাদীসটি 'মুতাওয়াতির' হাদীসের ন্যায় হয়ে যায় এবং তখন উক্ত হাদীস দ্বারা অকাট্য বিষয়ও (কুরআনের আয়াত) রহিত করা যায়। ইমাম শাফে'ঈ র. لا وصية لوارث 'যারা মিরাছ পাবে তাদের জন্য সম্পদের কোনো ওসিয়াত নেই' হাদীসের ক্ষেত্রে এ কথাটিই বলেছেন। হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ্ নয়, কিন্তু উম্মাহ্ হাদীসটি সর্বতভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং হাদীস অনুযায়ী আমল করেছে। সাথে সাথে তাঁরা এ হাদীসকে ওসিইয়াতের আয়াতের রহিতকারী নির্ধারণ করেছে।

অনুরূপভাবে য'ঈফ হাদীসের ওপর আমল করতে হবে সাবধানতা ও সতর্কতার সাথে। যেমন কোনো কোনো বিবাহ ও কিছু ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ হওয়ার

---

[২৯০] মুহাদ্দিসগণের এক জামা'আত মুরসাল হাদীসকে য'ঈফ বলে থাকেন।

বিষয়ে য‘ঈফ হাদীস রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো এ জাতীয় বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয় থেকে বেঁচে থাকা, তবে ওয়াজিব নয়। যেমন ইমাম নববী র. তাঁর "আলআযকার" কিতাবে বলেছেন। ইবনুল আরাবী র. সকল ক্ষেত্রেই য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল নিষেধ করেছেন। কিন্তু ইমাম নববী র. তাঁর বেশ কিছু কিতাবে য‘ঈফ হাদীসের ওপর আমল জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিস ও অন্যান্যদের ইজমা’ উল্লেখ করেছেন। এ হলো য‘ঈফ হাদীসের তিন মাযহাব।

হাফিয ইবনুল কাইয়িম এর "আর্‌রূহ" কিতাবের আলোচনা :

হাফিয ইবনুল কাইয়িম তাঁর "আর্‌রূহ" কিতাবে[২৯১] একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, **فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار: كاف في العمل به.** এ হাদীসটি যদিও প্রমাণিত নয় কিন্তু কোনোরূপ প্রতিবাদ করা ছাড়াই পৃথিবীময় এ হাদীটির ওপর আমল রয়েছে। এতটুকুই হাদীসটি আমলযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

[২৯১] পৃ. ১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের গুরুত্ব

আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের গুরুত্ব : একটি পর্যালোচনা

ভূমিকা : আল্লাহ্ তা‘আলা এ উম্মতকে যে সকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মর্যাদাবান করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো “ইল্‌মুল ইসনাদ”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য ও অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় তাঁর কর্ম, বক্তব্য ও মৌনসম্মতি বর্ণিত হয়েছে।

শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য, কর্ম ও মৌনসম্মতিই সনদসহ বর্ণিত হয়েছে এমনটি নয়। বরং সাহাবা, তাবে‘ঈন ও তাবে-তাবে‘ঈনের বক্তব্য, কর্ম ও মৌনসম্মতি সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ইয়াহুদীরা তাদের সনদ তথা বর্ণনার ধারাবাহিকতা তাদের নবীর সাহাবী পর্যন্ত এমনকি তাবে‘ঈ পর্যন্তও পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। আর খ্রিস্টানরা তাদের সনদ শামঊন ও পৌল পর্যন্তও পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে, সম্পূর্ণ এক বিকৃত ধর্মের অনুসারী হয়ে গেছে পুরো খ্রিস্টান জগত। মাওলানা আকরম খাঁ তার ‘মোস্তাফা-চরিত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

“তাই সাধু পল বলিতেছেন- ‘কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরব উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?” (বাইবেল রোমীয় ৩-৭)। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান খ্রিষ্টান ধর্ম প্রকৃতপক্ষে যীশুর নামে এ পলেরই ধর্ম (Pauline Christianity)। সাধু পলের এ নীতি বাক্যটা খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ কর্তৃক বহু শতাব্দী ধরিয়া বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে অনুসৃত হইয়াছিল। বিশপ Eusebius খ্রিষ্টান ধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার ন্যায় জালিয়াত এই ঘোর কলিকালেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি-না সন্দেহ। তিনি নিজেই বলিতেছেন–

I have related whatever might be rebounded to the glory, and I have suppressed all that could tend to the disgrace of our religion.

যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে আমি সে সমস্তই বাইবেলে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি, এবং যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের

গৌরবহানি হইতে পারে, আমি সে সমস্তকেই গোপন করিয়া ফেলিয়াছি। (পৃ. ৬৬)”[২৯২]

মূলত এ উম্মাহ্ দ্বীনকে সকল প্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়নি বরং দায়িত্ববোধের সাথে সাথে হৃদয় নিংড়ানো মুহাব্বত ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়ে গেছেন ও দিয়ে যাচ্ছেন। এ ইতিহাস অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। হাজার হাজার মাইল দূরে দেড় হাজার বছর পূর্বের যে দ্বীনি নেয়ামত অবিকৃত অবস্থায় আমরা পাচ্ছি এটা কাদের অবদান। কাদের ত্যাগ তিতিক্ষা। এ ইতিহাসকে সামনে রাখার সাথে সাথে মাত্র দেড়শত বছর পূর্বে ইংরেজ আমলে সৃষ্ট কথিত আহ্‌লে হাদীসদের ইতিহাসও যদি আমরা সামনে নিয়ে আসি, আমরা দেখতে পাবো এ কথিত আহ্‌লে হাদীস নামধারী বিদ‘আতীরা উম্মতের মধ্যে শুধু ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কোনো অবদানই রাখেনি।

আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন দ্বারা উদ্দেশ্য :

আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন বলতে বোঝায় **ما أثرعن الصحابة والتابعين** অর্থাৎ যা সাহাবা ও তাবে‘ঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে তাকেই আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন বলে। তা তাদের বক্তব্য, কর্ম বা মৌন সম্মতি যাই হোক না কেন। তাদের থেকে এ বর্ণিত বিষয়, অর্থাৎ তাদের বক্তব্য, কর্ম বা মৌন সম্মতি উসূলে হাদীসের পরিভাষায় যথাক্রমে মাওকূফ হাদীস ও মাকতূ হাদীস নামে পরিচিত। অর্থাৎ আছারে সাহাবার অপর আরেকটি সমার্থক শব্দ হলো মাওকূফ হাদীস। আর আছারে তাবে‘ঈনের সমার্থক শব্দ হলো মাকতূ হাদীস।

অনেক সময় আছার শব্দ বলে ব্যাপকার্থে তাবে‘ঈন এর কথা, কাজ ইত্যাদিকেও বোঝানো হয়। এ কারণে সাহাবা ও তাবে‘ঈন সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করণার্থে সুন্নাতে সাহাবাকে বলা হয় “হাদীসে মাওকূফ”। আর তাবে‘ঈন থেকে বর্ণিত বিষয়কে বলা হয় “হাদীসে মাকতূ”।[২৯৩]

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তারবিয়াত তথা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। এবং তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যের বরকতে তাযকিয়ার মহাসম্পদ লাভ করেছিলেন। তাঁদের কর্ম ও বক্তব্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শিক্ষার ঝলক ছিলো এবং তাঁদের মাধ্যমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত দ্বীনের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও কর্ম হাদীসে নববীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও আলোচ্য বিষয়।

---

[২৯২] মোস্তাফা-চরিত পৃ. ৯১

[২৯৩] বুলগাতুল আরীব পৃ. ১৯৭

অতএব, ইল্‌মে হাদীসের আলোচ্য বিষয়ের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ও কর্মের সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ও বক্তব্য আলোচনা করা হয়। এবং এটি দেখা হয় যে, অমুক বিষয়ে 'সুন্নাতে কায়েমা' তথা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ্ কোন্‌টি?

সাহাবায়ে কেরাম যে হাদীসের ওপর আমল করেননি তার হুকুম :

ইমাম মালেক র. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র হাফিযুল হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত্ত্বা বলেন, **كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه.** হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সকল হাদীস তোমার নিকট পৌঁছেছে, এর কোনো হাদীস সম্পর্কে যদি তুমি জানতে পারো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো একজন সাহাবী উক্ত হাদীসের ওপর আমল করেননি, তাহলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা থেকে তুমি বিরত থাক।[২৯৪] এজন্য হাদীসের প্রায় সব কিতাবেই সাহাবীদের পূর্ণাঙ্গ ফযীলত ও মানাকিবের ওপর স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রয়েছে। অতএব তাদেরকে বাদ রেখে দ্বীনের ওপর চলার কোনো রাস্তা নেই।

আছারে সাহাবা :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা যা আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের অনেক নির্দেশনা এমন আছে যার ভিত্তিই হলো শরীয়তসম্মত কিয়াস ও ইজতিহাদ। পৃথিবীর হকপন্থী সকল আলিমের নিকট এগুলো শরীয়তের অন্যতম দলীল হিসেবে স্বীকৃত। তাঁদের কিছু ফাত্‌ওয়া এমন আছে যা তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যকে শিক্ষাদানের সময় এর উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।

কেননা প্রেক্ষাপট থেকে একথা স্পষ্ট ছিলো যে, তাঁরা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই তা শিক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য দ্বীনের ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হলো, সাহাবায়ে কেরামের যে ফাত্‌ওয়া বা নির্দেশনার ব্যাপারে এটি সুনির্দিষ্ট যে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা ও নির্দেশনা হতে গৃহীত। এতে সাহাবীর ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোনো প্রভাব নেই তা মারফূ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। কোনো মাসআলায় এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার শামিল।

পরিভাষায় একে 'মারফূয়ে হুক্‌মী' বলা হয়। নিঃসন্দেহে এর ভিত্তি কোনো মারফূয়ে হাকীকি বা স্পষ্ট মারফূ হাদীস। তবে এটি জরুরী নয় যে, হাদীসের

---

[২৯৪] খতীবে বাগদাদী র. 'আলফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্' খ. ১, পৃ. ১৩২

কিতাবসমূহে সে স্পষ্ট মারফূ হাদীসটি সহীহ্ সনদে বিদ্যমান থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বল্প বুঝের লোকেরা ভ্রান্তির শিকার হয় এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বলতে থাকে, সাহাবীর এ কর্ম বা বাণীর কোনো ভিত্তিতো পাওয়া গেল না!! আলোচনার মূল কথা 'মারফূয়ে হুক্মী' শরীয়তের অন্যতম দলীল হিসেবে গণ্য হওয়ায়, কোনো হুকুম এ মারফূয়ে হুকমীর সূত্রে প্রমাণিত হলেই তা আমলের জন্য যথেষ্ট হবে।

বিষয়টি এভাবে অনুধাবন করলে আমাদের জন্য আরো সহজ হবে তা হলো, কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা হলো হাদীসে নববী। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কর্ম ছাড়া আমরা কুরআনের অনেক আয়াতের উদ্দেশ্য ও অর্থ পরিপূর্ণরূপে বোঝতে পারি না। তেমনি হাদীসে নববীর সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বোঝা ও অনুধাবন করা ফিক্হে ইসলামীর ওপর মাওকূফ তথা নির্ভরশীল।

আর হাদীসে নববী ও ফিক্হে ইসলামী বোঝার জন্য আমরা আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী। এজন্য ঐ সকল লোক ভুলের ওপর আছেন, যারা কুরআন মাজীদ বোঝার জন্য হাদীসকে আবশ্যক মনে করেন না। এবং ঐ সকল লোকও ভুলের ওপর আছেন যারা হাদীসের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন।[২৯৫]

হাদীসের অর্থ ও সঠিক মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে আছারে সাহাবার গুরুত্ব :

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন যে শুধু সুন্নতে নববীর সাথে যুক্ত তাই নয়, সনদ ভিত্তিক বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত অনেক সহীহ্ হাদীসের (কওলী সুন্নাতের) প্রকৃত অর্থ বোঝা ও তার প্রায়োগিকরূপ উপলব্ধি করাও এর ওপর নির্ভরশীল। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হলো।

হযরত ওবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب** "যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না"[২৯৬]। হাদীসটি একা নামায আদায়কারী সম্পর্কে নাকি জামাতে নামায আদায়কারী সম্পর্কে তা অস্পষ্ট। এ বিষয়ে হাদীসটিতে কিছু বলা হয়নি। ইমাম তিরমিযী র. বলেন,

[২৯৫] আনওয়ারুল বারী খ. ৭, পৃ. ২২৬

[২৯৬] সহীহ্ মুসলিম-১/১৬৯

قال أحمد معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) إذا كان وحده واحتج لحديث جابر رضى الله عنه ؛ حيث قال : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام . قال أحمد فهذا رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأول قول النبى صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أن هذا إذا كان وحده[297]

ইমাম আহ্‌মাদ (বিন হাম্বল র.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস **لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب** এর মর্ম হলো, কেউ যখন একা নামায পড়ে তখন সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায হয় না। এর দলীল হযরত জাবের রা. এর হাদীস (বক্তব্য)। তিনি বলেছেন, যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না, তবে যদি ইমামের পেছনে ইকতিদা করে। ইমাম আহ্‌মাদ র. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী উপরোক্ত হাদীসের এ ব্যাখ্যা করলেন যে, এ বিধান একা নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য।[২৯৮]

উক্ত দলীল উল্লেখ করে ইমাম আহ্‌মাদ র. বলেন, এতো আল্লাহ্‌র নবীর **لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب** হাদীসের সঠিক মর্ম তুলে ধরেছেন, আল্লাহ্‌র নবীর সাহচর্যপ্রাপ্ত সাহাবী হযরত জাবের রা.। এবং তিনি বলেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ হুকুম সকলের জন্য নয় বরং একাকী নামাযীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের সঠিক মর্ম অনুধাবনে "মাওকূফ হাদীস" বা আছারে সাহাবার অপরিসীম গুরুত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে এসেছে :

১. হাদীস সহীহ্ হলেও সঠিক মর্ম অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা **لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب** হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস। এ বিষয়ে অনেকে ভুলের মধ্যে পতিত হন। বিশেষ করে যারা নব্য গবেষক তাদের অবস্থাতো আরো দুঃখজনক। সহীহ্ বুখারীতে বা সহীহ্ মুসলিমে একটি হাদীস দেখেই মনে করেন মাযহাবের অনুসারীরা ভুল করে যাচ্ছেন। তাদের এ আচরণে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম বিস্ময়বোধ করেন।

---

[২৯৭] সুনানে তিরমিযী-১/৪২

[২৯৮] সুনানে তিরমিযী-১/৪২

২. হাদীসে মাওকূফ বা আছারে সাহাবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব রয়েছে।

৩. মুজতাহিদ ফকীহগণের ন্যায় হাদীসের ইমামগণও হাদীসে মাওকূফ দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন। যেমন ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. এখানে দলীল গ্রহণ করেছেন।

৪. ইমামের পেছনে নামাযীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না এবং একাকী নামাযী সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না।[২৯৯]

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন সংকলন :

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে সংকলিত অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে বরং পরবর্তী যুগেরও বহু সংকলনে হাদীস শরীফের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সাহাবায়ে কেরামের বাণী, ফাত্‌ওয়া, আমল ও তাবে'ঈনের ফাত্‌ওয়া সংকলিত হয়েছে। এর অন্তর্ণিহিত কারণ সম্পর্কে ছালেহ্ ইবনে কায়সান র. বলেন,

اجتمعت أنا وابن شهاب الزهرى ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيئ سمعناها عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم قلنا نكتب أيضا ما جاء عن أصحابه فقلت لا ليس بسنة وقال هو بلى هوسنة فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت

ইল্‌ম অন্বেষণে আমি ও ইবনে শিহাব (যুহ্‌রী) একত্র হলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ও কর্ম যা কিছু শ্রবণ করার সুযোগ হলো লিপিবদ্ধ করলাম। এরপর আলোচনা হলো যে, সাহাবীদের বাণী ও কর্ম লিপিবদ্ধ করবো কি না। আমি বললাম না, এটা সুন্নাহ্ নয়। আর তিনি বললেন কেন নয়? এগুলোও সুন্নাহ্। তো তিনি লিখলেন, আমি লিখলাম না। ফলে তিনি সফল হলেন আর আমি বঞ্চিত হয়ে গেলাম।[৩০০] যাহোক এ বাস্তবস্বীকৃত যে, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও আমল হাদীসের আলোচ্য বিষয়।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমেই দেখুন, তাতে কী পরিমাণ সাহাবীর রেওয়ায়াত রয়েছে। 'মুয়াত্তায়ে মালেক' থেকে নিয়ে 'মুস্তাদরাকে হাকেম' এবং 'সুনানে বাইহাকী' পর্যন্ত দেখুন, সব কিতাবে সাহাবী ও তাবে'ঈনের বক্তব্য ও ফাত্‌ওয়া প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এ কিতাবগুলো দেখে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ইমাম

---

[২৯৯] এ মাসআলায় সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ব্যাপক দলীল বিদ্যমান। অন্য কোথাও এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখছি। আগ্রহী পাঠক! উস্তাদে মুহ্‌তারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব দা.বা.এর 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল' দেখতে পারেন।

[৩০০] মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক ১১/২৫৮, শরহুস সুন্নাহ্ বাগাবী, ১/২৯৬, আছারুল হাদীস, খালিদ মাহমূদ ১/১০৯

যুহ্‌রী র. বাস্তবেই সফলকাম হয়েছেন। আর যারা সাহাবীদের আছারকে হাদীসের আলোচ্য বিষয় মনে করেননি, তাদের মেহ্‌নত বিনষ্ট হয়েছে।

বাস্তবতা এই যে, ইল্‌মে হাদীসের আলোচ্য বিষয়ে সাহাবীদের জীবন চরিত্রও শামিল। তাদের 'তা'আমূল' জানা ব্যতীত হাদীস জানা ও বোঝা প্রকৃতপক্ষেই খুব কঠিন। উপরোক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মুহাদ্দিসগণ আছারে সাহাবা ছাড়া হাদীস সংকলনের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ মনে করতেন।[৩০১]

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের পাশাপাশি তাদের কর্মেও ইল্‌মে হাদীসে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য যদি কোনো সাহাবী নিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, আর উক্ত সাহাবীর আমল তাঁর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের নিকট বর্ণনাকারী সাহাবীর আমল দ্বারা হাদীসটি রহিত হয়ে যাওয়া কিংবা হাদীসটির উমূমী হুজ্‌জাত (দলীলের ব্যাপকতা) বাকী না থাকার ওপর দলীল পেশ করা হয়ে থাকে।

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান র. বলেন,

أن أبا هريرة روى الحديث وأفتى بعد النبى صلى الله عليه وسلم بالثلث وعمل عليه وفعل الراوى يكون بيانا لحديثه

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ কুকুর কারো পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করার হাদীস) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরে তিনবার ধৌত করার ফাত্‌ওয়া দিতেন এবং এ ফাত্‌ওয়ার ওপর আমল করতেন। আর প্রকৃত ব্যাপার হলো, বর্ণিত হাদীসের রাবীর অর্থাৎ সাহাবীর কর্ম তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ।[৩০২]

ইমাম মালেক র. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র হাফিযুল হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত্‌বা র. এর বক্তব্য যা পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন,

كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه.

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সকল হাদীস তোমার নিকট পৌঁছেছে, এর কোনো হাদীস সম্পর্কে যদি তুমি জানতে পারো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো একজন সাহাবী উক্ত হাদীসের ওপর আমল করেননি; তাহলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা থেকে তুমি বিরত থাক।[৩০৩]

---

[৩০১] আছারুল হাদীস ১/১০৯

[৩০২] তাকরীরে তিরমিযী, পৃ. ৭

[৩০৩] খতীবে বাগদাদী র. 'আলফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্' খ. ১, পৃ. ১৩২

মারফূ হাদীস বিরোধপূর্ণ হলে আছারে সাহাবাতে তার সমাধান :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং তাঁর কোনো আমলের বর্ণনার মধ্যে বাহ্যত কোনো ইখতিলাফ দেখা দিলে তা নিরসনের অনেক মূলনীতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মূলনীতি হলো সাহাবায়ে কেরামের আমল দেখা। কেননা এ ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আমলই অন্যতম মীমাংসাকারী। হাদীসের আলোচ্য বিষয় থেকে সাহাবীদেরকে বাদ দেওয়া হলে, ইল্‌মে হাদীস বোঝা এবং বোঝানো অনেক কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম হলেন ঐ আলোর মিনার যাদের ছায়ায় হাদীস অধ্যয়ন কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনে। ইমামুস্ সুনান হযরত ইমাম আবূ দাউদ সিজিসতানী র. (২৭৫ হিজরী) লিখেন,

إذا تنا زع الخبران عن النبى صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحا به من بعده

অর্থাৎ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো বিষয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়াত পাওয়া যাবে, তখন (তা সমাধান করার জন্য) এটি দেখতে হবে যে, তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণ কোন্‌টির ওপর আমল করেছেন।[৩০৪]

আছারে তাবে‘ঈন :

তাবে‘ঈনের সুন্নাত তথা আছারে তাবে‘ঈনকে দু’ভাবে বিভক্ত করা হয়। তাঁদের আছার যদি এমন হয় যা সাধারণত মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত নয়, তাহলে সেগুলো সুন্নাতে নববীরই অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি হলো, **أن قول التابعى فيما لايدرك بالقياس مرفوع مرسل حكما** অর্থাৎ তাবে‘ঈর এমন কওল বা ভাষ্য যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না তা হুকুমগতভাবে মারফূয়ে মুরসালের অন্তর্ভুক্ত।[৩০৫]

পক্ষান্তরে তাঁদের কথা ও কাজের যেগুলো এ পর্যায়ের নয় অর্থাৎ যেগুলোকে বুদ্ধি-প্রসূত বলাও সম্ভব; সেগুলো দলীল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তাঁরা তদানিন্তন সাহাবীগণের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে হবে। যেমন তিনি তাবে‘ঈ হলেও সাহাবীগণের কাছে তাঁর ফকীহ্ হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ থাকা। এ পর্যায়ের তাবে‘ঈদের কথা ও কাজ দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। কারণ এটিতো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কাজী শুরাইহ্ র. হযরত মাসরূক র. আলকামা র. প্রমূখ তাবে‘ঈর ফাত্ওয়া, কথা, কাজকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো।

---

[৩০৪] আবু দাউদ, আস্‌সুনান হাদীস নং ৭২০

[৩০৫] আন্নুকাত লিয্‌যারকাশী, ২/৪৩৯ আদওয়াউস সালাফ, আরো দেখুন, ইলাউস সুনান ১/২৮৭

সহীহ্ বুখারীতে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

ফিক্হে হানাফী কুরআন, হাদীস, আছারে সাহাবা, ইজমা' এবং কিয়াসের আলোকে সংকলিত হয়েছে। হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসের উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আছার ও আকওয়ালে সাহাবার সহযোগিতা নিয়েছেন। যদিও ইমাম বুখারী র. সহীহ্ বুখারী শরীফের ভিত্তি শুধু সহীহ্ হাদীসের ওপর রেখেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি ইচ্ছা করেছেন এবং নিজের মাসলাকের ও মতের সমর্থন দেখেছেন সেখানে তরজামাতুল বাবে সাহাবী ও তাবে'ঈর আকওয়াল তথা ভাষ্য ও আছার অবশ্যই এনেছেন।

আবার কোথাও তরজমাতুল বাব (শিরোনাম) এর অধীনে শুধু সাহাবীর কওল তথা ভাষ্যকে মারফূ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে এনেছেন। সরাসরি মারফূ হাদীস আর আনেননি। যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখুন, **باب من بدأ بشق رأسه الأيمن فى الغسل** এর অধীনে আয়েশা রা. এর নিম্নোক্ত ভাষ্য ছাড়া আর কিছুই আনেননি।

حدثنا خلاد بن يحى قال ثنا إبرا هيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصاب احد نا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيديها الأخرى على شقها الأيسر

উক্ত আছার দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর এ মাছলাক প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি সাহাবীর কওল তথা ভাষ্যকে (আমরা এরূপ করতাম) মারফূ হাদীসের স্থানে এনে থাকেন। চাই সে সাহাবী উক্ত কাজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার দিকে সম্বোধন করুন বা না করুন। ইমাম হাকেম নিশাপুরী র. এরও এ একই বৈশিষ্ট্য।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালীন র., ইমাম বুখারী র. ও ইমাম হাকেম নিশাপুরী র. এর এ সিদ্ধান্তকে সুন্দররূপে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুরা অধিকাংশ আলোচনা ও মাসআলার মধ্যে খুব জোরেশোরে এবং আক্রমণাত্মকভাবে বলে থাকেন, হানাফীরা আকওয়াল তথা ভাষ্য ও আছারে সাহাবা দ্বারা তাদের আমলকে সুদৃঢ় করেছে এবং শক্তি জুগিয়েছে। হায় কী আশ্চর্য![৩০৬] যেখানে ইমাম বুখারী র.সহ পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দীসগণ আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন দ্বারা দলীল গ্রহণ করছেন। সেখানে সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য শুধু হানাফী হযরতগণের নাম নেওয়া হচ্ছে। হায় সততা! হায় ন্যায়পরায়ণতা! মূলত এটি

---

[৩০৬] আনওয়ারুল বারী, ৪/২৯৫

তাদের বিকৃত উপস্থাপনা। অন্যথায় পৃথিবীর সকল হকপন্থী ইমাম আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন দ্বারা দলীল গ্রহণ করছেন।

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. বলেন,

والموقوف والمقطوع إذ لم يكن سنة جائت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الغالب سنة إستخر جها الصحا بى أو التابعى من كلام صاحب السنة المطهرة سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم و هى فى الوقت نفسه موضحة وشارحة ومبينة – على الغا لب أو الأغلب – لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهى ذات شأن عظيم – إذ تذكر تلو سنته صلوات الله عليه وسلا مه عليه أو قبلها كما يصنعه الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه فى كثير من تراجم أبوابه فيقدم الأثار فى فاتحة الباب لأنها تزيده وضوحا–وتكون من تمام فهم الباب فى كثير من الأبواب – وكما يشاهده من نظر فى القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى–

মাওকূফ ও মাকতূ তথা আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সুন্নাহ্ না হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সুন্নাহ্, যা সাহাবী অথবা তাবে‘ঈ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে আহরণ করেছেন। সাথে সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্র সুস্পষ্টকারী, বিস্তারিত বর্ণনাকারী ও ব্যাখ্যাকারী। অতএব আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। আবার তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্র পূর্বে ও পরে উল্লেখ করা হয়।

যেমনটি ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ্ বুখারীর অনেক তরজমাতুল বাবে (অনুচ্ছেদের শিরোনামে) উল্লেখ করেছেন। তিনি অনুচ্ছেদের শুরুতে আছারকে এ কারণে আগে উল্লেখ করেন যে, এরূপ করার দ্বারা বাব বা অনুচ্ছেদের স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক বাব বা অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে এসব আছার অনুচ্ছেদ বোঝার পরিপূরক ও সম্পূরক হয়ে থাকে। যেমন, যিনি সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূরের মুদ্রিত অংশ দেখবেন তিনি বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবেন।[৩০৭] এছাড়া ইমাম বুখারী র. তাঁর ‘আদাবুল মুফরাদ’ এবং অন্যান্য কিতাবে প্রচুর পরিমাণ আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন এনেছেন।

সহীহ্ মুসলিমে আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন :

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. এর ভাষ্য :

---

[৩০৭] তুহ্ফাতুল আখইয়ার বিইহ্ইয়ায়ে সুন্নাতি সাইয়িদিল আবরার, পৃ. ১৪৮

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. সহীহ্ মুসলিমে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত মাওকূফ ও মাকতূ হাদীস (তথা আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন) একত্রে সংকলন করেছেন। তাঁর সংকলিত কিতাবটির নাম "আলউকূফ আলা মা ফী সহীহি মুসলিম মিনাল মাওকূফ"।

উক্ত কিতাবের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন,

فهذه أحاديث موقو فة ومقطوعة تتبعتها من صحيح مسلم وقد وقع أكثرها فى ضمن أحاديث مرفوعة وهى فى الكتا ب المذكور كثيرة لكنى لم أتعرض منها إلى ما يتقوم الحديث المرفوع به أو يتقوم با لحديث.

এ কিতাবে সংকলিত হাদীসগুলো হলো মাওকূফ ও মাকতূ হাদীস, (তথা আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন) যা আমি সহীহ্ মুসলিম থেকে অনুসন্ধান করে সংকলন করেছি। এ সকল আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন অধিকাংশই মারফূ হাদীসের অধীনে উল্লেখিত হয়েছে। আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন সহীহ্ মুসলিমে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তবে যেসব আছার দ্বারা মারফূ হাদীস শক্তিশালী হয় কিংবা হাদীস দ্বারা আছার শক্তিশালী হয়, সেসব মাওকূফ ও মাকতূ হাদীস এ কিতাবে উল্লেখ করিনি। এ কিতাবে তিনি একশত বারোটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. এর বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি এ কিতাবে শুধু স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন উল্লেখ করেছেন। মারফূ হাদীসের অধীনে প্রসঙ্গক্রমে যেসব আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন এসেছে সেগুলো উল্লেখ করেননি, কেননা এ জাতীয় আছারের সংখ্যা অনেক। এখানে আমরা এ বিষয়টিও জানতে পারলাম 'আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন' এর গুরুত্ব হাফিযুল হাদীসগণের নিকট এ পরিমাণ ছিলো যে, তাঁরা এ বিষয়ের ওপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। যেমন ওপরোল্লেখিত হাফিয ইবনে হাজার র. এর "আলউকূফ আলা মা ফী সহীহি মুসলিম মিনাল মাওকূফ" কিতাব।

মুয়াত্তায়ে মালেকে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে সংকলিত অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থ বরং পরবর্তী যুগের হাদীসের বহু সংকলনে হাদীস শরীফের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সাহাবায়ে কেরামের বাণী, ফাত্ওয়া, আমল ও তাবে'ঈণের ফাত্ওয়া সংকলন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শুধু মুয়াত্তায়ে মালেকের একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. হাদীস সংকলনের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال التابعين والصحابة ومن بعدهم** অর্থাৎ

ইমাম মালেক র. “মুয়াত্তা” সংকলন করেছেন, এবং এ কিতাবে তিনি হেজাযবাসীদের শক্তিশালী হাদীস (একত্রিত করার) মনস্থ করেছেন। আর মারফূ হাদীসের সাথে সাথে সাহাবী, তাবে‘ঈ ও পরবর্তীদের ভাষ্যও এনেছেন। অর্থাৎ ইমাম মালেক র. প্রত্যেক অধ্যায়ে সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাহাবী ও তাবে‘ঈনের আছার সংযোজন করেছেন।[৩০৮]

মুয়াত্তার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী ও তাবে‘ঈন থেকে বর্ণিত সর্বমোট আছারের সংখ্যা এক হাজার সাতশত বিশটি (১৭২০)। এর মধ্যে মুসনাদ হলো ছয়শত (৬০০) হাদীস। মুরসাল হলো দু’শত বাইশটি (২২২)। মাওকূফ তথা আছারে সাহাবা হলো ছয়শত তেরোটি (৬১৩)। আর তাবে‘ঈদের কওল তথা আছারে তাবে‘ঈ হলো দু’শত পঁচাশিটি (২৮৫)। আমরা দেখতে পাচ্ছি মুয়াত্তার মধ্যে আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের সংখ্যা (৬১৩+২২৫= ৮৩৮ টি) মারফূ হাদীসের সংখ্যার চেয়ে বেশি।[৩০৯]

যে সকল ইমামের কিতাবে আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে :

এ ছাড়াও যে সকল ইমামের তাফসীরের কিতাবে সাহাবী ও তাবে‘ঈদের আকওয়াল তথা ভাষ্য একত্রিত করা হয়েছে তাঁরা হলেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ্, শু’বা ইবনুল হাজ্জাজ, ইয়াযীদ ইবনে হারূন, আব্দুর রায্যাক, আদম ইবনে আবী ইয়াস, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই, রাওহ ইবনে উবাদা, আব্দ ইবনে হুমাইদ, সাঈদ, আবূ বকর ইবনে আবী শাইবা র. প্রমুখ। এরপরে ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মাজাহ্, হাকেম, ইবনে মারদুয়াহ, আবূশ শায়েখ ইবনে হাইয়ান, ইবনুল মুনযির র. প্রমূখ। আর এসব আকওয়াল তথা ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে সনদসহ।[৩১০]

ইবনে আবী শাইবা র. তাঁর মুসান্নাফে এবং আব্দুর রায্যাক র. তাঁর মুসান্নাফে, ইবনে আবূ হাতিম, ইবনে জাবির ও ইবনুল মুনযির র. তাঁদের তাফসীরে ইমাম তহাবী র. তাঁর ‘শরহু মা‘আনিল আছার’ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান র. তাঁর ‘কিতাবুল হুজ্জাহ্ আলা আহ্লিল মদীনা” কিতাবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ র. তাঁর “কিতাবুল খারাজ” কিতাবে প্রচুর পরিমাণে আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈ

[৩০৮] সূত্র যাফরুল আমানী, পৃ. ১১৬

[৩০৯] আব্দুল হাই লাখনবী র. লিখিত মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের ভূমিকা পৃ. ২০

[৩১০] আল ইতকান ২/৪৮৬ দারুল হাদীস, আল ইমাম ইবনে মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহুস সুনান পৃ. ১৭৬

এনেছেন।[৩১১] এছাড়া সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর ও সুনানে দারেমীতেও আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনে পরিপূর্ণ।

ফিক্‌হে হানাফীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

ফিক্‌হে হানাফীর বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এ ফিক্‌হ হাদীস ও আছার উভয় উৎসস্থল থেকে গৃহীত। যারা শুধুমাত্র সহীহ্ (মারফূ হাদীস) থেকে ফিক্‌হ আহরণের দাবি করেছেন তারাও শত শত মাসআলায় আছারে সাহাবা ছাড়া চলতে পারেন না। বরং এরূপ অতিরঞ্জিত দাবিকারী কেউ কেউ যখন তাদের অবলম্বিত ফিক্‌হী সিদ্ধান্তের সমর্থনে হাদীস পাননি তখন আছারে সাহাবার ওপরই নির্ভর করেছেন। বরং কোনো কোনো মাসআলায়তো 'আছারে সাহাবা' হাদীসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেছেন। হায় কী আশ্চর্য!!![৩১২] মোটকথা ফিক্‌হে হানাফীতে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন দ্বারা যতটুকু উপকার নেওয়া হয়েছে তা সকলের জানা। এ কারণেই ইমাম তহাবী র. বিশেষভাবে সাহাবীদের উলূম ও ইখতিলাফের বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবের নামও রাখেন "শরহু মা'আনিল আছার"। কিতাবটি ইল্‌মে হাদীসের অত্যন্ত উচ্চস্তরের সংকলন। হাদীস প্রেমিকরা এ কিতাব ছাড়া চলতে পারেন না।[৩১৩]

ইমাম তহাবী র. এর দৃষ্টিতে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

"শরহু মা'আনিল আছার" কিতাবের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এ কিতাবে প্রচুর পরিমাণে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন এবং ইমামদের ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইমাম তহাবী র. এর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের কিতাবে নেই।[৩১৪] ইমাম তহাবী র. তাঁর অন্যান্য কিতাব "শরহু মা'আনিল আছার" (পৃ. ১০) এ কিতাবের যে মানহাজ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হলো,

১. আহকাম সম্পর্কিত পরস্পরবিরোধী হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

২. নাসিখ ও মানসূখ হাদীস সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

৩. পবিত্র কুরআন ও সর্বসম্মত সুন্নাহ্‌র আলোকে যে সকল হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে তোলা।

---

[৩১১] যফারুল আমানী, পৃ. ৩৩৯

[৩১২] আনওয়ারুল বারী ৭/২২৬

[৩১৩] প্রাগুক্ত ৭/২২৭

[৩১৪] আমানিল আহ্‌বার পৃ. ৬৪ আনওয়ারুল বারী, ১/২৬৮

৪. আলিমগণ বিভিন্ন হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং নিজেদের পক্ষে ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল হাদীস দলীল প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করেছেন সেগুলো অকপটে বর্ণনা করা।

৫. তাঁর মতে যে সকল আলিমের অভিমত বিশুদ্ধ তাঁদের পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা' এবং সাহাবী ও তাবে'ঈগণের সুপ্রতিষ্ঠিত মতামত দ্বারা দলীল পেশ করা। মোটকথা, ইমাম তহাবী র. "তহাবী শরীফে" প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ে, এতো বেশি তথ্য-প্রমাণ, হাদীস ও আছারের ভাণ্ডার পেশ করেছেন যা অবলোকন করে হতবাক হতে হয়।

শাইখুল ইসলাম যাহিদ আল কাউছারী র. 'তানীবুল খতীব' কিতাবে[৩১৫] ইমাম আবূ হানীফা র. এর শরীয়তের আহ্কাম অনুসন্ধানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্য থেকে দুটি মূলনীতি উল্লেখ করা হলো।

১. **الأخذ بخبر تكون الأثار أكثر فى جانبه** অর্থাৎ তিনি এমন হাদীসকে গ্রহণ করেন যে হাদীসের পক্ষে প্রচুর "আছার" রয়েছে।

২. **عدم مخالفة الخبر للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين فى أى بلد نزله هؤلاء بدون إختصاص بمصر دون مصر**

অর্থাৎ বর্ণিত হাদীস সাহাবা ও তাবে'ঈনের আমলে মুতাওয়ারিছের বিরোধী না হওয়া। কোনো শহরের বিশেষত্ব বা পার্থক্য ছাড়াই সাহাবী ও তাবে'ঈগণ যে স্থানেই অবতরণ করেন না কেন, অর্থাৎ তাঁরা যে শহরেই অবতরণ করেন না কেন, বর্ণিত হাদীসটি তাঁদের আমলে মুতাওয়ারিছের বিরোধী না হওয়া। ফিক্হে হানাফীর মতো ফিক্হে মালেকীও[৩১৬] আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের আলোকে সংকলিত হয়েছে।[৩১৭]

ইমাম আবূ ইউসুফ র. বলেন,

كان أبو حنيفة فإذا وردت عليه المسئلة قال ما عندكم فيها من الأثار فإذا روينا الأثار وذكرنا وذكر هو ماعنده نظر' فإن كانت الأثار فى أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر فإذا تقاربت وتكافئت نظر فاختار .

ইমাম আবূ হানীফা র. এর সামনে যখন কোনো মাসআলা উপস্থাপন করা হতো, তিনি আমাদেরকে বলতেন এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কী আছার রয়েছে? তখন আমরা আছার বর্ণনা করতাম এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতাম। তিনিও

---

[৩১৫] পৃ. ২৩৯-২৪২

[৩১৬] এ কারণ এবং সামান্য পার্থক্য থাকায় ফিক্হে হানাফী ফিক্হে মালেকীর খুব নিকটবর্তী।

[৩১৭] আনওয়ারুল বারী ১/১৯

আলোচনা করতেন। সাথে সাথে তাঁর নিকট যে আছার রয়েছে তা বর্ণনা করতেন। যে মতের ওপর আছারের আধিক্যতা আসতো তিনি সে মতকেই গ্রহণ করতেন। আর যদি আছার দু'পক্ষেই সমান সমান হয়ে যেত তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে একটি মতকে গ্রহণ করতেন।[318]

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. ও আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন:

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন হাযামের কাছে লিখে পাঠান, أن أنظرما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسنته أوحديث عمر أو نحو هذا فاكتبه لى অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও সুন্নাহ্ এবং হযরত ওমর র. এর হাদীস এবং এ জাতীয় যে রেওয়ায়াত পাওয়া যায় সব অনুসন্ধান করে আমাকে লিখে পাঠাও।[৩১৯]

এ বর্ণনাতে حديث عمر أو نحو هذا শব্দটি বিশেষভাবে চিন্তাযোগ্য। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. হাদীসে নববীর সাথে সাথে হযরত ওমর ও অন্যান্য খলীফার আছারও একত্রিত ও সংকলন করার হুকুম দিচ্ছেন। তাছাড়া এটিও জানা থাকা আবশ্যক যে, সালাফ বা পূর্ববর্তীদের যুগে সাহাবী ও তাবে'ঈর ভাষ্যক্ষেত্রে হাদীস শব্দ ব্যবহার করা হতো।

ইমাম মালেক র. বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. কাজী আবূ বকর আমর ইবনে হাযমকে এটিও লিখেছিলেন যে,
আমর ইবনে আব্দুর রহ্মান এবং কাসেম বিন মুহাম্মদ র. এর কাছে যে বর্ণনা রয়েছে তাও লিখে পাঠাতে।[৩২০] আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর ইবনে হাযম ছাড়াও সালেম বিন আব্দুল্লাহ্কে সদকাহ্ সম্পর্কে হযরত ওমর রা. এর যে সিদ্ধান্ত ছিলো তাও লিখে পাঠাতে নির্দেশ দেন। আর তিনি তা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে লিখে পাঠান।[৩২১]

অনেকে মনে করে থাকেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে হাযমের কাছে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসই লিখতে বলেছিলেন। এটি একটি ভুল ধারণা, ওপরের রেওয়ায়াত থেকে যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া এটিতো সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জল, দ্বিতীয় শতকে যে সকল

[৩১৮] ফাযায়িলু আবী হানীফা লিআবীল আওয়াম, পৃ. ৯৯, নং. ১৪৪

[৩১৯] মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ

[৩২০] তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব, আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর ইবনে হাযমের জীবনী নং ৯২৯২

[৩২১] তারীখুল খুলাফা, সূত্র. ইমাম ইবনে মাজাহ্ আওর ইল্মে হাদীস

হাদীসের কিতাব লিখা হয়েছিলো, সে সকল কিতাবে হাদীসে নববীর সাথে সাথে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের ভাষ্য মিশ্রিত ছিলো।

নাসিখ-মানসূখ নির্ণয়ে আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন :

ইমাম তহাবী র. কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে নস্‌খের হুকুম দিতেন। তন্মধ্যে কিছু নিদর্শন হলো এমন, যা অধিকাংশ আলিমের নিকট ঐক্যমতপূর্ণ। আর কিছু নিদর্শন আছে যা মতবিরোধপূর্ণ। ঐক্যমতপূর্ণ নিদর্শন হলো,

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট বক্তব্য।

২. সাহাবীর বক্তব্য, “অমুক বিধান ইসলামের শুরু যুগে ছিলো” অতঃপর তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. তারীখ 　　　　৪. ইজমা[৩২২]

১ম উদাহরণ : সাহাবীর বক্তব্য,

“অমুক বিধান ইসলামের শুরু যুগে ছিলো অতঃপর তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে” এর উদাহরণ হলো, তহাবী শরীফে **باب الذى يجامع ولاينزل** পরিচ্ছেদ। ভিন্নমত পোষণকারীরা বলেন, সহবাসে বীর্যপাত হলেই কেবল গোসল করতে হবে। তারা দলীল প্রদান করেন, হযরত আবূ হুরাইরা রা. সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিম্নবর্ণিত এ হাদীস দ্বারা। **الماء من الماء والغسل بماء من أنزل**পানি বের হলেই পানি; বীর্য বের হলেই গোসল ফরয হবে। অর্থাৎ মিলিত হলেও বীর্য বের না হলে গোসল করা লাগবে না।

ইমাম তহাবী র. উপরোক্ত দলীল সম্পর্কে বলেন, এ হাদীসটি রহিত। রহিত হওয়ার প্রমাণে উবাই ইবনে কা’ব রা. এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন। উবাই ইবনে কা’ব রা. বলেন, **إنما كان الماء من الماء فى أول الإسلام فلما أحكم الله الأمر نهى عنه** বীর্য বের হলেই গোসল ফরয হবে, এটি ইসলামের শুরু যামানাতে ছিলো। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা‘আলা বিধান জানিয়ে দিলেন, তখন এটি নিষেধ করে দেওয়া হলো। অর্থাৎ তখন থেকে মিলিত হলেই গোসল করার বিধান দেওয়া হলো। বীর্য বের হওয়ার শর্ত রহিত হয়ে গেলো।

উক্ত বক্তব্যটির আরেকটি অংশ হলো, **إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عن ذلك، وأمر بالفعل** বীর্য বের হলেই গোসল ফরয হবে, এ বিধানটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের

[৩২২] আসসানাআতুল হাদীসিইয়াহ পৃ. ১৫৯

শুরুতে ছাড় হিসেবে দিয়েছিলেন। অতঃপর এটি নিষেধ করে দেওয়া হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় মিলিত হলেই গোসল ফরয হবে, চাই বীর্য বের হোক বা না হোক।

অতঃপর তহাবী র. বলেন, **فهذا أبى يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله الماء من الماء** উবাই ইবনে কা'ব রা. জানাচ্ছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসটি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের (পানি বের হলেই পানি) নাসিখ তথা রহিতকারী।

২নং উদাহরণ : আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেয়ে যারা অযু করার কথা বলেন, তাঁদের বিপক্ষে তহাবী র. হযরত জাবের রা. এর বক্তব্য দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেয়ে অযু করা সম্পর্কিত হাদীস মানসূখ তথা রহিত হয়ে গিয়েছে। জাবের রা. এর বক্তব্য হলো, **كان أخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সর্বশেষ নির্দেশ ছিলো, আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেয়ে অযু না করার।[৩২৩]

এ বিষয়ে হানাফীদের মূলনীতি :

এ বিষয়ে হানাফীদের মূলনীতি হলো, **إن الحنفية إذا ثبت عندهم قول الصحابى بأن هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث يصدقون ذلك الصحابى فى قوله هذا ولايكذبونه** সাহাবীর বক্তব্য "এ হাদীস অমুক হাদীসের নাসিখ তথা রহিতকারী" প্রমাণিত হলে, হানাফীরা সে সাহাবীর এ বক্তব্যের সত্যায়ন করেন। মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন না।[৩২৪]

ইমাম আবূ বকর আহ্মাদ বিন আলী আলজাস্সাস র. (৩৭০ হি.) বলেন,

وإنما قلنا إن الصحابى والتابعى إذا أخبرا بنسخ حكم كان خبرهما مقبولا فيه من قبل أن العلم بالتاريخ لا سبيل إليه من طريق اجتهاد الرأي ، وإنما يعلم من جهة السماع و التوقيف ، فعلمنا أنّه لم يقلّ ذلك إلا من جهة التوقيف.

সাহাবী ও তাবে'ঈ যদি কোনো হুকুম রহিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁদের এরূপ সংবাদ প্রদান গ্রহণীয় হবে। কারণ হলো, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন্টি আগের বা কোন্টি পরের তা জানার অবকাশ নেই। এটি জানার উপায় হলো, (তাঁদের কাছ থেকে) শুনা এবং (তাঁদের) শরীয়ত প্রণয়নকারী থেকেই

[৩২৩] তহাবী শরীফ ১/৫৭

[৩২৪] মাব্বু যুযাবাত ২/৪১৬

অবগত হওয়া। মোটকথা আমরা জানতে পারলাম (তাঁদের এ সিদ্ধান্ত) শরীয়ত প্রণয়নকারী থেকে প্রদত্ত।[৩২৫]

তাফাক্কুহ্ ফীদ্ দ্বীন অর্জনে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

কেননা হাদীস, আছার এবং সাহাবা ও তাবে'ঈনের ভাষ্য, তাঁদের ইখতিলাফী বিষয় ইত্যাদি আত্মস্থ করা ব্যতীত ফিক্হ অর্জন করা দুরূহ ব্যাপার। এক কথায় বলা যায় ফিক্হ অর্জন করা সম্ভবই নয়। তাফাক্কুহ্ ফিদ্ দ্বীন তথা দ্বীনের সঠিক প্রজ্ঞা অর্জন করার জন্য আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন এবং আছারে তাবে-তাবে'ঈন অনুধাবন করা অপরিহার্য। এসব আছারের মধ্যে রয়েছে দ্বীনের স্বভাব এবং প্রকৃত চিন্তাধারা।

হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী র. এর বক্তব্যে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

হাফিয ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম এর বিচ্যুত মতের (তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হবে) খণ্ডনে হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী র. তাঁর **مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة** কিতাবে বলেন, **اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحا بة ولا من التا بعين ولا من أئمة السلف المعتمد بقولهم فى الفتاوى فى الحلال والحرام شيئ صريح فى أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة ،إذا سيق بلفظ واحد.** অর্থাৎ জেনে রেখো, কোনো সাহাবী ও তাবে'ঈ থেকে এবং অনুসৃত ইমামগণ থেকে হালাল হারামের ফাত্ওয়ার ব্যাপারে যাদের কথার ওপর নির্ভর করা হয়, এ ব্যাপারে তাঁদের সুস্পষ্টরূপে কোনো বক্তব্য প্রমাণিত নেই যে, স্ত্রীর সাথে মিলন হওয়ার পরে, এক শব্দে তিন তালাক এক তালাকরূপে গণ্য হবে। হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী র. (৭৯৫-৭৩৬ হি.) এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।[৩২৬]

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈণ কখন হুজ্জত বা দলীল হবে?

ইমাম ইবনুল হুমাম র. ফাতহুল কাদীরে এবং শায়েখ মুল্লা আলী কারী র. মিরকাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, **ألاثار إنما تكون حجة عندنا إذا لم ينفها شيء من السنة المرفوعة** অর্থাৎ আছার আমাদের নিকট তখই হুজ্জত তথা দলীল হবে যখন মারফূরূপে বর্ণিত সুন্নাহ্র বিরোধী না হয়। ইমাম ইবনুল হুমাম র. ও মুল্লা আলী কারী র. এর বক্তব্যে আমরা বোঝতে পারি, এটি ইমাম আবূ হানিফা র. ও তাঁর

---

[৩২৫] উসূলুল জাসসাস ১/৪১৭, মাকতাবাতু দারুল ঈমান সাহারানপুর

[৩২৬] আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. রচিত আলইশফাক আলা আহ্কামিত তালাক, পৃ. ৪১

অনুসারীদের মত এবং হানাফীগণের সকলে এ বিষয়ে একমত।[৩২৭] আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন, মারফূ হাদীসের বিরোধী হলে হানাফীগণ মারফূ হাদীসকেই গ্রহণ করেন। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে কিতাবুল আছার থেকে ২০৯ নং আছারটি উল্লেখ করা হলো-

باب السجود في ص অনুচ্ছেদ : সূরা স'দ এ সিজদা করা

٢٠٩-محمد ، قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه « لم يكن يسجد في ص وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه » لم يكن يسجد فيها « قال محمد : ولكنا نرى السجود فيها ونأخذ بالحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

হাদীস নং ২০৯ (ইমাম) মুহাম্মাদ র. বলেন, আবূ হানীফা র. আমাদের নিকট হাম্মাদ র. এর সূত্রে ইবরাহীম র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সূরা স'দ এ সিজদা করতেন না। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা. সূরা স'দ এ সিজদা করতেন না (এবং সূরা হজ্জের প্রথম স্থানেই সিজদা করতেন, দ্বিতীয় স্থানে সিজদা করতেন না।)
(ইমাম) মুহাম্মাদ বলেন, আমরা এ সূরাতে সিজদা করার কথা বলি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করি (অর্থাৎ তিনি সূরা স'দ এ সিজদা করতেন।)

এ আছারে ঐ ব্যক্তির বক্তব্য পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যে মনে করে, ইমাম আবূ হানীফা র. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মাযহাবের ভিত্তি হলো ইবরাহীম নাখা'ঈ র. ও হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর ফাত্ওয়ার ওপর। অথচ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ইমাম মুহাম্মাদ র. ইবরাহীম নাখা'ঈ র. ও হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর অভিমত গ্রহণ না করে বলছেন "আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করি" এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আরো অনেক রয়েছে।[৩২৮]

ইবরাহীম নাখা'ঈ র. সূরা স'দ এ সিজদা করতেন না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা. সূরা স'দ এ সিজদা করতেন না। মুহাম্মাদ বলেন, আমরা এ সূরায় সিজদা দেওয়ার মত পোষণ করি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করি।

উল্লেখ্য, এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন তা হলো, মূলত হানাফী মাযহাবের ফিক্হী সমাধান তথা মাসআলা-মাসায়েল কুওয়াতে দলীলের আলোকে তথা শক্তিশালী দলীলের আলোকে সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ যে দলীলটি অধিক শক্তিশালী এ মাযহাবের ইমামগণ সেটাই গ্রহণ করেছেন। যারা বোঝতেন তাঁরা এ বিষয়টি ভালভাবেই বোঝতেন। এজন্য দেখা যায় মাযহাবের ফিক্হী সিদ্ধান্ত সংকলিত হওয়ার পর থেকে

---

[৩২৭] যাব্বু যুবাবাতিদ দিরাসাত ২/৫১৬

[৩২৮] কালায়েদুল আযহার ৩/৬৩

পৃথিবীময় সকল হক্কানী ওলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান এ মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করে আসছেন। আর মাযহাব অনুসরণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর দু'তৃতীয়াংশ মুসলিম যে হানাফী মাযহাবের অনুসারী, এ ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্তে কোনো বিতর্কই নেই। যাহোক, আলোচ্য প্রসঙ্গে আল্লামা যফর আহ্মদ ওসমানী র. বলেন,

قلت: ولاحجة فى قول الصحابى فى معارضة المرفوع لا سيما اذا كانت المسألة مختلفا فيها بين الصحابة সাহাবীর বক্তব্য যদি কোনো সহীহ্ মারফূ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে সেটি হুজ্জত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষভাবে যখন কোনো মাসআলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সাহাবীর কওল হুজ্জত হয় না।[৩২৯] মূলত এ বিষয়ে উসূলের কিতাবগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আমাদের এখানে ব্যাপক আলোচনা তুলে ধরা উদ্দেশ্য নয়।

অগ্রগণ্য মতকে প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

যখন কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হয় আর কোনো পক্ষের কাছেই সহীহ্ মারফূ হাদীস না থাকে বরং শুধু য'ঈফ হাদীস থাকে, সেক্ষেত্রে নির্ভর করতে হবে আছারের ওপর। যেমন সূরা হজ্জে কয়টি তিলাওয়াতে সিজদা হবে, এ বিষয়ে ইমাম শাফে'ঈ র. এর মত হলো দুটি সিজদা। তাঁর পক্ষের দলীল হলো, উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত তিরমিযী শরীফের একটি য'ঈফ হাদীস। পক্ষান্তরে হানাফীদের নিকট তেলাওয়াতে সিজদা একটি। তাদের নিকটও আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত ইবনে মাজার একটি য'ঈফ মারফূ হাদীস রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফকীহ্ আছারের আলোকেই তাঁদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।[৩৩০] আলোচনাটি যদি আমরা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে পারতাম, তাহলে আমাদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেতো মাযহাব কেন চারটি হয়েছে। এবং এমন ব্যাপকতা যে শরীয়তে কাম্য এটিও বোঝতে পারতাম।

পরস্পরবিরোধী হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে ইমামগণের রীতি ও কর্মপন্থা হলো, সাহাবীদের বাণী ও বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। তাঁদের বক্তব্য কিংবা কর্ম উক্ত পরস্পরবিরোধী কোনো হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হলে তা গ্রহণ করা। আর অপর হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা। সাহাবীদের বক্তব্য বিরোধপূর্ণ হলে ইমামগণ তখন তাবে'ঈদের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তাবে'ঈদের মাঝেও বিষয়টি মত বিরোধপূর্ণ হলে এক সাহাবীর বক্তব্যকে অপর সাহাবীর বক্তব্যের ওপর অগ্রগণ্যতার কারণসমূহের ভিত্তিতে প্রাধাণ্য দান করেন। এ নিয়মের বাইরে তারা যান না।[৩৩১]

---

[৩২৯] ইলাউস সুনান ১/৪৩৮

[৩৩০] মাআরেফুস সুনান ৫/৮২

[৩৩১] মুকাদ্দিমাতু কিতাবিল আছার লিল আফগানী, পৃ. ৫

সাহাবায়ে কেরামের আছার গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ :

হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন সাহাবীদের বক্তব্য আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র অনেক বেশি কাছাকাছি অন্যান্যদের বক্তব্যের তুলনায়, তিনি সাহাবীদের ফাত্ওয়া সম্বন্ধে আরও বলেন, তা ছয় ধরণের হতে পারে,

এক. এ বক্তব্য বা ফাত্ওয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন।

দুই. অথবা যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে শুনেছেন তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন।

তিন. হয়তো বা তিনি তা আল-কুরআনের কোনো আয়াত থেকে আবিষ্কার করেছেন বা বোঝেছেন যা আমাদের কাছে অস্পষ্ট।

চার. এমনও হতে পারে, বক্তব্য বা ফাত্ওয়াটি মূলত তাঁদের সকলেরই বক্তব্য ও ফাত্ওয়া। তবে আমাদের কাছে কেবল ফাত্ওয়াদাতার বক্তব্যটি পৌঁছেছে।

পাঁচ. হতে পারে তাঁরই বক্তব্য ও ফাত্ওয়া। তিনি তাঁর ভাষাগত জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীর্ঘ সান্নিধ্য ও কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানার কারণে অথবা সম্বোধনের তাৎপর্য অনুধাবনের কারণে তাঁর পক্ষে তা জানা বোঝা সম্ভব হয়েছে, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

উপরোক্ত পাঁচ ধরণের মধ্যে হতে যে প্রকারই হোক না কেন তা আমাদের জন্য হুজ্জত তথা দলীল।

ছয়. হয়তো সাহাবীর ফাত্ওয়া বা বক্তব্যটি তার নিজস্ব বোধ ও বুঝের আলোকে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য নয়। এবং এ বুঝের ক্ষেত্রে তিনি তাসামুহের শিকার হয়েছেন। তবে এটি অনেক দূরবর্তী সম্ভাবনা। যদি কখনো এরূপ ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে সাহাবীদের এরূপ বক্তব্য ও ফাত্ওয়া হুজ্জত নয়।

মতভেদী মাসআলা-মাসায়েলে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের গুরুত্ব :

ইখতিলাফী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তা'আমুল দ্বারাই ফায়সালা করা হয়। এবং আছারের মাধ্যমেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আছারে সাহাবার হাকীকত সম্পর্কে যফর আহ্মদ ওসমানী র. বলেন : **فلا نجعل نحن ولا أحد من الأئمة قول واحد من الصحابة حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنما نحتج به من حيث كونه مفسرا لمراده عليه السلام ولا شك أنهم أعرف الناس به ، وبمعنى كلامه** আমরা এবং কোনো ইমাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিরেকে কোনো সাহাবীর কওলকে দলীল মনে করি না। আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবীর কওল দ্বারা দলীল পেশ করি না যে, তা রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাকারী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁরা এ বিষয়ে এবং তাঁর বক্তব্যের মর্ম সম্পর্কে সবচে বেশি জ্ঞাত।[৩৩২]

কিয়াস বহির্ভূত বিষয়ে সাহাবীর ভাষ্য :

এ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখ্সী র. বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ তথা মতপার্থক্য নেই যে, অর্থাৎ তাঁরা বলেন, যে বিষয়ের হুকুম কিয়াসের দ্বারা জানা যায় না সে বিষয়ে সাহাবীর বক্তব্য হুজ্জত তথা দলীল হবে।[৩৩৩] সাহাবীগণের যেসব বক্তব্য যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি গ্রাহ্য নয় তা পরবর্তী মুসলমানদের জন্য হুজ্জাত তথা দলীল এবং ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস। সাহাবীদের এ জাতীয় বক্তব্য সহীহ্ সনদ দ্বারা বর্ণিত হলে, ধরে নিতে হবে তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেই তিনি বলেছেন। অতএব তা মারফূ হাদীসের মতো গ্রহণীয় এবং সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবীর বক্তব্য।

যেমন, হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, **لايمكث الحمل فى بطن أمه اكثر من سنتين** অর্থাৎ গর্ভের ভ্রূণ তার মায়ের গর্ভে দু'বছরের অধিক থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সারাখ্সী র. বলেন, **إن قول الواحد منهم فيما لا يوافقه القياس يكون حجة العمل به كا لنص يترك به القياس** সাহাবীগণের কোনো একজনের বক্তব্য যদি কিয়াসের বিপরীত হয় তাহলেও তা আমল করার জন্য নস তথা কুরআন হাদীসের মতই হুজ্জত তথা দলীল। এবং তা গ্রহণ করে কিয়াস পরিহার করতে হবে।

এ কারণে ইবনে আব্দুল বার র. তাঁর **التقصى** কিতাবে মাওকূফ হাদীস তথা সাহাবীগণের ভাষ্য এনেছেন। অথচ ইবনে আব্দুল বার র. এর এ কিতাবের আলোচ্য বিষয় হলো মুয়াত্তায় বর্ণিত মারফূ হাদীসের সংকলন।[৩৩৪]

তাফসীরের ক্ষেত্রে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের গুরুত্ব :

হাফিয সুয়ূতী র. তাঁর 'আল-ইতকান' গ্রন্থে[৩৩৫] হাফিয ইবনে তাইমিয়ার একটি বক্তব্য নকল করেছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো,

---

[৩৩২] ইলাউস সুনান ৭/৫১৯

[৩৩৩] উসূলুস সারাখসী ২/১১০

[৩৩৪] আলহাবী লিল ফাত্ওয়া ৫৮,৬ আল মাকতাবুল হক্কানিয়া পেশওয়ার, পাকিস্তান

[৩৩৫] ২/৪৬০ দারুল হাদীস

أن الصحا بة والتا بعين والأئمة إذا كان لهم فى الأية تفسير وجاء قوم فسروا الآية بقول أخر لأجل مذهب اعتضوه ' وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحا بة والتابعين صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع فى مثل هذا. وفى الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذالك كان مخطئا فى ذلك ' بل مبتدعا لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ' كما أنهم أعلم بالحق الذى بعث الله به–

যখন কোনো আয়াতের ব্যাপারে সাহাবা, তাবে‘ঈন ও ইমামগণের তাফসীর থাকে, আর বিশেষ কোনো চিন্তাধারার লোকজন এসে নিজ দলের বিশ্বাসের কারণে অন্য কোনো মত দ্বারা আয়াতের তাফসীর করে। অথচ সে মতটি সাহাবা ও তাবে‘ঈনের মত নয়। তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে তারা মু’তাযিলা ও অন্যান্য বিদ‘আতপন্থীর সহযোগী হয়ে যাবে। মোটকথা যে ব্যক্তি সাহাবা ও তাবে‘ঈনের মত ও তাফসীর পরিত্যাগ করে তাঁদের পরিপন্থী মত গ্রহণ করে সে ভুলে নিপতিত এবং বিদ‘আতী। কেননা, সাহাবী ও তাবে‘ঈগণ ছিলেন কুরআনের তাফসীর ও মর্মার্থের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত। যেমন, আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁরা সে বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত। তাছাড়া দোষণীয় তাফসীর বির্‌রায় থেকে বাঁচার জন্য জরুরী হলো, প্রথমত, এক আয়াতের তাফসীরের জন্য অন্যান্য আয়াত। এরপর হাদীস ও আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের আলোকে তাফসীর করা। আর অন্যান্য কারিনা, ইঙ্গিত ও ঘটনাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখা। যারা এর বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তারা তাফসীর বির্‌রায় এর ভুল থেকে বাঁচতে পারেননি।[৩৩৬] এ কারণেই আমরা দেখি, ইমাম-মুজতাহিদ ও তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের কিতাবসমূহ সাহাবী ও তাবে‘ঈদের তাফসীর দ্বারা পরিপূর্ণ।

মুজতাহিদ ইমামগণের দৃষ্টিতে আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈর গুরুত্ব :

ইজতিহাদকারী তথা মুজতাহিদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পাশাপাশি আহ্‌কামে শারইয়্যা সংক্রান্ত সাহাবা, তাবে‘ঈনের অভিমত এবং তাঁদের ফাত্‌ওয়া জানা থাকাও আবশ্যক। ইমাম বাগাবী র. বলেন, আহ্‌কাম সম্পর্কে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের অভিমতসমূহ ও তাঁদের ফাত্‌ওয়াসমূহ জানা না থাকলে অনেক সময় ইজমার বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। এ কারণে ইজতিহাদকারীর জন্য এগুলো জানা থাকা খুবই জরুরী।[৩৩৭]

---

[৩৩৬] মালফুযাতে কাশ্মিরী র. পৃ. ২১৮

[৩৩৭] ইজতিহাদকারী তথা মুজতাহীদের জন্য অনেক শর্ত রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইজতিহাদকারী তথা মুজতাহিদের জন্য যে শর্তসমূহ উল্লেখ্য আছে তা বর্তমান সময়ের আলিমদের মধ্যে অনুপস্থিত।

যখন কোনো নতুন সমস্যা দেখা দেয়, যা নবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পরে সৃষ্টি হয়েছে, যার সমাধান না কুরআনের কোনো আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, না কোনো হাদিসে, আর না আছে এ বিষয়ে পূববর্তী ফকীহ্গণের ইজমা'। এমন কি এ সমস্যার সমাধানে কোনো সাহাবী বা বড় তাবে'ঈর আছারও পাওয়া যায় না। কিংবা কোনো সাহাবীর আছার বা কোনো তাবে'ঈর ফাত্ওয়া থাকলেও তা মতবিরোধপূর্ণ (অর্থাৎ দু'মত)। এ ধরণের বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ রায় ও শর'ঈ কিয়াসের দ্বারা ইজতিহাদ করেন।

হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন,

من كان عالما بالكتا ب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلى به ويقضى به ويمضيه فى صلاته وصيامه وحجة ما أمر به ونهى عنه فإذا اجتهد ونظر وقاس على ماأشبه ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذى ينبغى أن يقول به.

যে ব্যক্তি কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবীদের ফাত্ওয়া এবং ফকীহ্গণ যা ইস্তিহ্সান সাব্যস্ত করেছেন সে বিষয়ে জ্ঞান রাখে, তার জন্য অবকাশ রয়েছে, তিনি যে বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে বিষয়ে ইজতিহাদ করার এবং রায় তথা শর'ঈ কিয়াস দ্বারা ফায়সালা করার। তার নামায ও রোযাতে তা কার্যকর করা এবং তিনি যে বিষয়ে নির্দেশ করেন এবং নিষেধ করেন সে ক্ষেত্রে এটি হুজ্জত তথা প্রমাণস্বরূপ হওয়া। যখন তিনি ইজতিহাদ ও গবেষণা করেন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর কিয়াস করেন সাথে সাথে চেষ্টায়ও কোন ত্রুটি করেন না। সে ক্ষেত্রে তাঁর এ ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করা বৈধ। যদিও তিনি ভুল করেন না কেন।[৩৩৮]

ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এর দৃষ্টিতে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

হাফিয ইবনুল কাইয়িম বলেন, **وترك القياس المحض فى مسائل الأبار لأثار فيها غير مرفوعة فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة على القياس والراى قوله وقول الإمام أحمد** কুয়ার মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা র. মারফূ নয় এমন আছারের কারণেই স্পষ্ট কিয়াসকে পরিত্যাগ করেছেন। তাছাড়া য'ঈফ হাদীস ও আছারে সাহাবাকে কিয়াস ও রায়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া, ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম আহ্মাদ র. এর অভিমত।[৩৩৯] ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এর ফাত্ওয়া প্রদানের মূলনীতি

[৩৩৮] ইলামুল মুয়াক্কি'ঈন ১/৬০

[৩৩৯] প্রাগুক্ত ১/৬৯

হলো, কোনো মাসআলায় তাঁর কাছে নস, সাহাবীর ফাত্ওয়া, মুরসাল অথবা য‘ঈফ হাদীস না থাকলে তিনি কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৩৪০]

তিনি সাহাবীর রায় তথা আছারের বেশি অনুসরণকারী। এমনকি কোনো মাসআলায় সাহাবীর দুটি কিংবা তিনটি ফাত্ওয়া থাকলে, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. এরও দুই কিংবা তিনটি মতামত থাকতো।[৩৪১]

মুজতাহিদে মুতলাক তথা স্বতন্ত্র মুজাতাহিদের নিকট আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের গুরুত্ব :

তাকলীদের চতুর্থ স্তর : মুজতাহিদে মুতলাকের তাকলীদ। যদিও মুজতাহিদে মুতলাক কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে শর‘ঈ আহ‘কাম ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর। কিন্তু এক ধরণের তাকলীদ না করে তাঁর উপায় নেই। আর তা হলো তিনি সালাফ তথা সাহাবী ও তাবে‘ঈনের বক্তব্য চিন্তা ও পর্যালোচনা করেন এবং যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট “নস” পাওয়া যায় না। তবে কোনো সাহাবী বা তাবে‘ঈনের বক্তব্য পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব অভিমতের ওপর সাহাবা ও তাবে‘ঈনের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেন। এর উদাহরণ হলো, যেমন আবূ হানিফা র. অনেক ক্ষেত্রে ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর অভিমতকে, শাফে‘ঈ র. ইবনে জুরায়িযের বক্তব্যকে, ইমাম মালেক র. মদীনা মুনাওয়ারার সাত ফকীহের যে কোনো এক ফকীহের বক্তব্যকে গ্রহণ করতেন।[৩৪২]

যে বিষয়ে কোনো মারফূ হাদীস নেই, আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনই একমাত্র অবলম্বন :

হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী র. তাকবীরে তাশরীকের ওপর আলোচনা করে লিখেন। তাকবীরে তাশরীক মাশরু হওয়ার বিষয়ে আলিমগণ একমত। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সহীহ্ মারফূ হাদীস নেই। শুধু সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী ব্যক্তিদের থেকে কিছু আছার বর্ণিত হয়েছে এবং এরই ওপর মুসলমানদের আমল রয়েছে। এরপর লিখেন, **وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا نص صريح عن النبى صلى الله عليه وسلم –بل يكتفى بالعمل به** অন্যান্য কিছু বিষয়ের সাথে এ হুকুমটিও প্রমাণ করে যে, যেসব বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে তন্মধ্যে কিছু বিষয় এমনও আছে, যে সম্পর্কে আমাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[৩৪০] প্রাগুক্ত ১/৩৪
[৩৪১] আস্সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফীত্ তাশরীইল ইসলামী, পৃ. ৩৯৭
[৩৪২] উসূলিল ইফতা পৃ. ৫৭

থেকে স্পষ্ট কোনো "নস" বর্ণিত হয়ে আসেনি। বরং এ বিষয়ে শুধু আমলে (মুতাওয়ারিছ) এর ওপরই নির্ভর করতে হয়।[৩৪৩]

যে বিষয়ে শুধু আছারে তাবে'ঈন দ্বারা প্রমাণিত :

কোনো ব্যক্তি কাপড় রংকারককে রং করার জন্য কোনো কাপড় প্রদান করলো, তারপর রংকারীর বাড়ি-ঘর ও কাপড় সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গেলো, এক্ষেত্রে রংকারীকে এ কাপড়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে কি লাগবে না; সে ব্যাপারে সাহাবীগণ থেকে কোনো ফাত্ওয়া প্রমাণিত নেই। আছে তাবে'ঈনের থেকে। কাজী শুরাইহের মতে ধোপার ওপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। আর আতা ইবনে আবী রাবাহ এর মতে কারিগর ও মজদুরের ওপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। ইমাম শাফে'ঈ র. শুরাইহের মতকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ র. এ মত অবলম্বন করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা র. গ্রহণ করেছেন আতা ইবনে আবী রাবাহ র. এর মত।

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেই খতীবে বাগদাদী র. তার "আল জামে ফী আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি" কিতাবে বলেন, أنه يلزم كتبها اى الموقوفات والمقطوعات والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم قلت لا سيما وهى أحد ما يعتضد به المرسل وربما يتضح بها المعنى المحتمل من المرفوع – مقد مة فتح الملهم– ص43 মাওকূফ ও মাকতূ তথা আছারে সাহাবা ও আছারে তাবে'ঈন লিপিবদ্ধ করা এবং সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া ও গবেষণা করা আবশ্যক। যেন তাঁদের বক্তব্য থেকে (সঠিক সিদ্ধান্ত) চয়ন করা যায়। এবং তাঁদের মাযহাব থেকে বিচ্যুত হয়ে বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে না হয়।

(শিব্বির আহ্মদ ওসমানী র. বলেন) আমার মতে মুরসাল হাদীস যেসবের দ্বারা শক্তিশালী হয় মাওকূফ ও মাকতূ তন্মধ্যে একটি। কখনো কখনো মাওকূফ ও মাকতূ হাদীস দ্বারা মারফূ হাদীসের অর্থ স্পষ্ট হয়।[৩৪৪]

হাদীস যথার্থভাবে বোঝার জন্য সাহাবী ও তাবে'ঈনের আমল সামনে রাখার ব্যাপারে ইমাম মালেক র. এর মন্তব্য :

দ্বিতীয় শতকের (তাবে-তাবে'ঈনের) মানহাজ ছিলো কোনো মাসআলাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে ইখতেলাফ দেখা দিলে তাঁরা সাহাবীর ফাত্ওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। যদি তাঁরা কোনো হাদীস রহিত হওয়ার ব্যাপারে কিংবা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাজ্য হওয়ার ব্যাপারে মত

[৩৪৩] ফাতহুল বারী ফী শরহি সহীহিল বুখারী, ইবনে রজব হাম্বলী (৭৩৬ হি. ৭৯৫ হি.) ৬/১২৪

[৩৪৪] ফাতহুল মুলহীমের ভূমিকা, পৃ. ৪৩

দিতেন; অথবা উক্ত হাদীসের ব্যাপারে কোনো মন্তব্যই না করে হাদীসটি পরিত্যাজ্য হওয়ার ব্যাপারে ও সে অনুযায়ী আমল না করার ব্যাপারে একমত পোষণ করতেন, তাহলে তাঁদের এরূপ করাটা উক্ত হাদীসের ইল্লত (সূক্ষ্মদোষ) থাকা প্রমাণ করে। কিংবা রহিত হওয়ার হুকুম প্রদান করে অথবা তাবীলযোগ্য সাব্যস্ত হয়।

এ সকল বিষয়ে তাঁরা সাহাবীদেরকে অনুসরণ করতেন। কুকুর পাত্রে মুখ দেওয়ার হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালেক র. এর বক্তব্যও এমনই। তিনি বলেন, এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু হাদীসটির হাকীকত তথা মর্মার্থ কি তা আমি জানি না। অর্থাৎ তাঁর কথার উদ্দেশ্য হলো, আমি ফকীহ্ সাহাবী ও তাবে'ঈগণকে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে দেখিনি। ইবনুল হাজেব র. তাঁর 'মুখতাসারুল উসূল' কিতাবে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন।

আর কোনো মাসআলায় সাহাবী ও তাবে'ঈদের মতপার্থক্য হলে, প্রত্যেক আলিমের নিকট পছন্দনীয় ছিলো, তাঁর দেশের শায়েখদের অভিমত অনুযায়ী আমল করা। কেননা নিজ অঞ্চলের শায়েখদের সহীহ্ ও দুর্বল ফাত্ওয়া সম্পর্কে সে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তাঁর শায়েখদের উসূল তথা মূলনীতির ব্যাপারেও অধিকতর অনুধাবনকারী বা সংরক্ষণকারী। আর এটিতো বাস্তব যে, তাঁর মন শায়েখদের মর্যাদা ও কৃতিত্বের দিকে এবং তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্যের দিকে অধিকতর ঝুঁকে থাকবে।[৩৪৫]

হাদীস যথার্থভাবে বোঝার জন্য সাহাবী ও তাবে'ঈনের আমল সামনে রাখার ব্যাপারে ইমাম শাফে'ঈ র. এর মন্তব্য :

ইমাম শাফে'ঈ র. কখনো কখনো পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীসে কোনো একটি হাদীসকে প্রাধান্য দেন। এ প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কিয়াসের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আবার কোনো কোনো স্থানে তিনি সাহাবী ও তাবে'ঈগণের কর্ম এবং ইমামগণের মতামতকে তাঁর নিজস্ব অভিমতের পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"দুটি দিক থেকে ইল্ম আহরণ করা যায় : অনুসরণ করা এবং ইসতিম্বাত (উদ্ভূত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র নিরীখে ইজতিহাদ করা) করা। অনুসরণ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের অনুসরণ করা। কিতাবে তা পাওয়া না গেলে সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। সুন্নাহ্তেও পাওয়া না গেলে আমাদের পূর্বসূরী আলিমগণের এমন মতামতের অনুসরণ করা, যে ব্যাপারে কোনো বিরোধিতা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এরূপ মতামতও পাওয়া না গেলে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে কিয়াস করা। কুরআনে

[৩৪৫] আল ইমাম ইবনে মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহুস সুনান পৃ. ৬৪

যদি এরূপ মূলনীতি পাওয়া না যায় তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে কিয়াস করা।

তাও না হলে আমাদের পূর্বসূরী আলিমগণের এমন মতামতের ভিত্তিতে কিয়াস করা, যে মতামতের কোনো বিরোধিতা হয়নি। কিয়াস ছাড়া কোনো মতামত দেওয়া জায়েয নেই। কিয়াস করার অধিকার রাখে এমন কোনো ব্যক্তি কিয়াস করলে সে কিয়াস সম্পর্কে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে প্রত্যেক মুজতাহিদ আপন আপন ইজতিহাদ অনুসারে আমল করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ইজতিহাদের বিপরীত কোনো মতের অনুসরণ করতে পারবেন না।"[৩৪৬]

উপরোক্ত "বক্তব্যে" পূর্বসূরী আলিম বলতে তিনি সাহাবী, তাবে'ঈন ও তাবে-তাবে'ঈনকেই বুঝিয়েছেন। হাফিয ইবনুল কাইয়িম এর 'ইলামুল মুওয়াক্কি'ঈন' কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফে'ঈ র. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. এর ফাত্‌ওয়ার কারণে সুস্পষ্ট কিয়াস পরিত্যাগ করেছেন। এমনকি তিনি বিদ'আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

والبد عة ما خالف كتابا أوسنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ বিদ'আত হলো যা কিতাব, সুন্নাহ্ কিংবা কোনো সাহাবীর আছারের পরিপন্থী। এ সংজ্ঞায় তিনি সাহাবীর ভাষ্যের পরিপন্থী বিষয়কে বিদ'আত সাব্যস্ত করেছেন।[৩৪৭] অতি সংক্ষিপ্ত হলেও এ আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, ইমামগণের নিকট আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিলো। তাঁরা তাঁদের ফিক্‌হী সংকলনের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোর প্রতি কত যত্নবান ছিলেন। যার অপর নামই মাযহাব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ সকল সোনালী ব্যক্তিদের অনুসরণ করে অর্থাৎ তাঁদের যে কোনো একটি মাযহাব অনুযায়ী আমল করে কবরে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত :

কুরআন মাজীদ সংক্ষিপ্তভাবে হুকুম আহ্‌কামকে উল্লেখ করেছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ব্যাখ্যা করেছেন। তারপরে সাহাবী ও তাবে'ঈগণ সেসব বিধি-বিধানকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর সাহাবী ও তাবে'ঈনের অভিমত ও বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন মুজতাহিদ ইমামগণ। এর উদাহরণ হলো, বিরাট বিস্তৃত বৃক্ষের মতো। যার থেকে বড় বড় অনেক ডাল উদ্গাত হয়েছে। আর সে বড় ডাল-পালা থেকে অন্যান্য ছোট ডাল বের হয়েছে। আর ছোট ছোট ডালে পাতা

[৩৪৬] ইমাম শাফে'ঈ, ইখতিলাফুল হাদী হাশিয়া কিতাবুল উম্ম, ৭ম/পৃ. ১৪৮, ১৪৯

[৩৪৭] ইলামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ১/৭১

ও পুষ্প অঙ্কুরিত হয়েছে। কিংবা এর উদাহরণ হলো সে ঝর্ণাধারা যার থেকে বড় বড় নালা স্ব-গতিতে নির্গত। আর সে নালা থেকে অন্যান্য ছোট নালা সৃষ্টি হয়েছে। আবার ছোট নালা থেকে পাত্র ভরে পানি নেওয়ার ন্যায় যার থেকে কিছু পতিত হয় গর্তে এবং গাছ-গাছালির জন্মস্থানে ।[৩৪৮]

যুক্তির আলোকে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

এটি একটি ঐক্যমতপূর্ণ ও সর্বস্বীকৃত মূলনীতি যে, কিতাব ও সুন্নাহ্ বোঝার জন্য সাহাবা, তাবে'ঈন ও অন্যান্য সালফে সালেহীনের তাহ্কীক ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। যেন দ্বীনের সঠিক মূলতত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ হয়। বিষয়টি নিম্নে যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করা হলো। কোনো সম্প্রদায় কোনো শাস্ত্রের কিতাব পড়বে, যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, হিসাব বিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু তার ব্যাখ্যা পড়বে না এটা অসম্ভব। তাহলে আল্লাহ্র কালাম আর নবীর হাদীসের ক্ষেত্রে এটি কী করে সম্ভব যে, তার ব্যাখ্যা থাকবে না। ইসলামের প্রথম সংবিধান হলো কুরআন। আর দ্বিতীয় সংবিধান হলো হাদীস। প্রত্যেক সংবিধানের অবস্থা এই যে, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় এবং তারাই এ সংবিধানের ব্যাখ্যা করেন যারা এ বিষয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত। আর যিনি এ স্তরে উপনীত হন তাঁর ব্যাখ্যাই সংবিধানের কানূনে পরিণত হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন তৈরি করে পার্লামেন্ট। কিন্তু জর্জ তার ফায়সালা প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তার এ ব্যাখ্যাই খোদ কানূন হয়ে যায়। আছারে সাহাবা এবং তাবে'ঈনও তেমনি হাদীসে নববীর ব্যাখ্যাস্বরূপ।

অতএব এক শ্রেণীর লোক যারা আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনকে এ বলে অস্বীকার করেন যে, এগুলো সহীহ্ হাদীসে নেই। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের এ নীতি যে কতটা ভুল ও ধ্বংসাত্মক তা এ প্রবন্ধের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন এবং যাহেরী সম্প্রদায় :

মূলত যাহেরীয়া ফিরকা ও তাদের অনুসারীরাই আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনকে মানে না। এ সম্পর্কে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. (১১৭৬ হি.) তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ এর প্রথম অধ্যায়ের শেষের দিকে বলেন, **والظاهرى من لا يقول بالقياس ولاباٰثارالصحابة والتابعين** অর্থাৎ সে সমস্ত লোককে যাহেরী বলা হয় যারা কিয়াস মানে না এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈদের আছারও

---

[৩৪৮] আলফাউযুল কাবীর এর শরাহ্ আল আউনুল কাবীর পৃ. ১২৩

মানে না। যেমন দাউদ যাহেরী ও ইবনে হাযম।[৩৪৯] এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন তা হলো, কথিত আহ্লে হাদীস লা-মাযহাবীরা অনেক ক্ষেত্রে যাহেরীদের অনুসরণ করে থাকেন। এ ফেরকার সাথে যারা পরিচিত তারা এ বিষয়টি ভালোভাবেই জানেন।

মুফতীর জন্য আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

খতীবে বাগদাদী র. তাঁর আল ফাকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্[৩৫০] কিতাবে ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার জন্য কী কী গুনাবলী প্রয়োজন তা আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি গুণ হলো, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এরপর তিনি শরীয়তের আহ্কামের চারটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এর তৃতীয় নাম্বার মূলনীতিতে তিনি বলেন, العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الاجماع ويجتهد فى الرأى مع الاختلاف সালাফদের (তথা সাহাবী, তাবে'ঈন ও তাবে-তাবে'ঈন) মতৈক্য ও মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া। যেন তিনি ইজমার অনুসরণ করতে পারেন এবং ইখতিলাফ পূর্ণ বিষয় ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। উল্লেখ্য, "সালাফ" শব্দটি তাবে'ঈনের বক্তব্যে ব্যবহার হলে তার দ্বারা শুধু সাহাবী উদ্দেশ্য হবে। আর পরবর্তীদের বক্তব্যে এ শব্দটি ব্যবহার হলে তখন এর দ্বারা সাহাবী তাবে'ঈন সকলেই উদ্দেশ্য।[৩৫১]

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের বড় সুফল :

সাহাবা ও তাবে'ঈনের বাণী ও ফাত্ওয়া সংকলনের সবচে বড় সুফল এই যে, এর দ্বারা কোনো বিষয়ে হাদীসের সাথে সাথে এ বিষয়ে, সাহাবী ও তাবে'ঈগণের কাছে এ হাদীস গ্রহণযোগ্য ছিলো কিনা জানা যায়। এবং সাহাবাযুগ থেকে এ হাদীস অনুযায়ী আমল হয়েছে কিনা তাও জানা যায়।

তাসার্রুফে রাবীর কারণে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন :

রাবীরা অনেক সময় হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের শব্দের মধ্যে তাসার্রুফ করেন অর্থাৎ রাবী কখনো হাদীসে হুবহু শব্দ বর্ণনা না করে হাদীসের মর্ম ও অর্থ বর্ণনা করেন। কখনো বিশদ বর্ণনাকে সংক্ষিপ্তরূপে, আবার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে বিশদরূপে বর্ণনা করেন। আবার কখনো এমন হয় যে, রাবী ভুলের শিকার হন।

---

[৩৪৯] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ খ.২, পৃ.৭৩৬, রহ্মাতুল্লাহিল ওসিআর সাথে।

[৩৫০] ২/৩৩০

[৩৫১] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস, পৃ. ১২৮

এসব কারণে হাদীসের সঠিক অর্থ ও মর্ম উদঘাটনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈন দেখতে হয়। এবং সে অনুপাতেই সমস্যার সমাধান বের করতে হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ‘আল-ইরশাদাত ফী তাকবিয়াতিল আহাদীস বিশ-শাওয়াহিদ ওয়াল মুতাবা‘আত’ কিতাবটি।

সাহাবী ও তাবে‘ঈর আমল তাঁদের বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হলে :

হাদীস শরীফের দিকে দৃষ্টি দিলে অনেক জায়গায় দেখা যায় সাহাবী ও তাবে‘ঈগণ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে অথচ তাঁদের আমল তাঁদের বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। আর সাহাবী ও তাবে‘ঈগণ যেহেতু উম্মাহ্‌র পথ প্রদর্শক ও দিশারী, আর দ্বীনের ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তাঁদের বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী আমল করা একথার সুস্পষ্ট দলীল যে, তাঁদের নিজ বর্ণিত হাদীসে ইল্লত (সূক্ষ্মদোষ) রয়েছে। যে কারণে তাঁরা উক্ত হাদীসের ওপর আমল করেননি। এ কারণে সালাফ তথা পূর্ববর্তী ইমামগণ হাদীসের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে রেওয়ায়াত যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে সালফে সালেহীন তথা খায়রুল কুরূনের সাহাবা ও তাবে‘ঈনের আমলকে নির্ধারণ করেছেন। কেননা আগত উম্মত দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করার আদিষ্ট হয়েছে। এতদসম্পর্কিত আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **أصحابى أمنة لأمتى** অর্থাৎ আমার সাহাবীরা আমার উম্মতের জন্য নিরাপদ আশ্রয়। অন্য হাদীসেও এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অত্র পুস্তকে হায়দার হাসান খান টুংকী র. এর ‘হাওলা হুজ্জিয়াতি আমালিল মুতাওয়ারিছ’ প্রবন্ধে রয়েছে। তাই আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

হাদীসের সঠিক অর্থ নিরূপণে আছারে সাহাবা ও তাবে‘ঈনের গুরুত্ব :

এ বিষয়ে আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরি র. বলেন, **أن التقليد لايكون مستحكما إلا بعد النظر فى الحديث وكذا الحديث لايستقر مراده إلا بعدالنظر فى أقوال السلف** (আমলযোগ্য) হাদীসে দৃষ্টি ও মনোযোগ দেওয়া ব্যতীত তাকলীদ মজবুত ও সুদৃঢ় হয় না। অনুরূপভাবে হাদীসেরও মর্ম ও উদ্দেশ্য স্থির হয় না। সালাফের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ব্যতীত।[৩৫২] মাসআলা মাসায়েলের সাথে হাদীস ও আছার ভালোভাবে অধ্যয়ন করার দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি এবং তাকলীদে দৃঢ়তা লাভ হয়। আর উক্ত ইবারতে “সালাফের বক্তব্য” কথাটি দ্বারা যে সাহাবা, তাবে‘ঈন, তাবে-তাবে‘ঈন ও ইমামদের বক্তব্য বোঝানো হয়েছে, তা ইল্‌মের সাথে সম্পৃক্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট।

---

[৩৫২] ফয়যুল বারী ২/৪৫১

ইমাম তিরমিযী র. এর দৃষ্টিতে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈনের গুরুত্ব :

ইমাম তিরমিযী র. তাঁর সুনানে হাদীস বর্ণনা করার পর প্রচুর পরিমাণে হাদীস অনুযায়ী সাহাবী ও তাবে'ঈদের আমল উল্লেখ করেন। ইমাম তিরমিযী র. এর এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে হাদীস অনুরাগীদের কাছে তাঁর সুনানের প্রতি একটি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এখানে নমুনা হিসেবে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

ইমাম তিরমিযী র. বলেন, **حديث ابن مسعود وهو أصح حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التا بعين** তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সবচে বিশুদ্ধ হাদীস হলো, ইবনে মাসঊদ রা.এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি। আর সাহাবী ও তাবেঈনের মধ্যে অধিকাংশ আহ্লে ইল্মের আমল হলো এ হাদীসের ওপর।[৩৫৩]

সাহাবীদের আমল মুরসাল হাদীসের শক্তি যোগায় :

হাফিয জামালুদ্দীন যাইলাঈ র. সা'ঈদ ইবনে যুবায়েরের রা. বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসটি হলো, **أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان مسيلمة يدعى – رحمن اليمامة –، فقال أهل مكة: إنما يدعو إلي اليمامة، فأمر الله رسوله بإخفائها، فما جهر بها حتى مات انتهى** এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে হাফিয যাইলাঈ র. বলেন, **وهذا مرسل يتقوى بفعل الخلفاء الراشدين** এটি মুরসাল রেওয়ায়াত। যা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। কারণ হলো, তাঁরাই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ আমলের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।[৩৫৪]

আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন দ্বারা য'ঈফ হাদীস শক্তিশালী হয় :

এ বিষয়ে একটি মূলনীতি হলো, **الحديث المر فوع الضعيف إذا تأيد بأقوال الصحابة، أو قول أكثر العلماء ، فهو مقبول محتج به ، كالمرسل عند من لا يحتج به إذا تأيد بشئ من ذالك كان حجة اتفاقا .** অর্থাৎ যে মারফূ হাদীস য'ঈফ তা যদি সাহাবীদের ভাষ্য অথবা অধিকাংশ আলিমের ভাষ্য দ্বারা শক্তিশালী হয় তা গ্রহণযোগ্য ও দলীলযোগ্য। যেমনটি মুরসাল হাদীসকে যারা হুজ্জত তথা দলীল মনে করেন না, তাদের নিকট মুরসাল হাদীস সাহাবীদের ভাষ্য অথবা অধিকাংশ আলিমদের ভাষ্য

---

[৩৫৩] তিরমীযী ১/৬৫

[৩৫৪] নাসবুর রায়াহ ১/৩৬১

দ্বারা শক্তিশালী হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে দলীলযোগ্য।[৩৫৫] 'মা'আরেফুস সুনান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, تعامل الصحابة والتابعين فى النوافل بعد المغرب يؤيد الروايات المرفوعة মাগরিব নামাযের পরে সাহাবা ও তাবেঈনের নফল নামায আদায়ের আমল এ বিষয়ের মারফূ হাদীসকে শক্তিশালী করে।[৩৫৬]

আমরা এ আলোচনাতে আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈন সম্পর্কে শুধু কিঞ্চিত ধারণা দিতে চেয়েছি। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কোনো হযরত যদি ফিক্‌হে হানাফীর কিতাবগুলো হৃদয় দিয়ে দেখতেন, তিনি অবশ্যই অবলোকন করতেন, ফিক্‌হে হানাফীর সংকলনে যে আমলগুলোর সিদ্ধান্ত রয়েছে তাতে সুন্নাহ্‌র পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল, আকাবির সাহাবীগণের আমল ও বহুসংখ্যক সাহাবী-তাবেঈর আমল রয়েছে। এটি ইমাম আবূ হানীফা র. এর একক কোনো সিদ্ধান্ত নয়। ইমাম আবূ হানীফা র. এর পূর্বে সাহাবী তাবেঈগণ এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন।

যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা র. একটি বোর্ডের মাধ্যমে উম্মতকে এ বিষয়ে একটি সুবিন্যস্তরূপ উপহার দিয়েছেন এজন্য তাঁর সংকলিত ফিক্‌হকে ফিক্‌হে হানাফী বা হানাফী মাযহাব বলে। সাথে সাথে আমরা আলবানীর ন্যায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আশ্চর্যবোধ করি। তারা হাদীসের নামে কিতাব লিখতে গিয়ে উম্মাহ্‌র সামনে এমন বিষয় তুলে ধরেছেন যার ওপর আল্লাহ্‌র নবীর দু'চার জন সাহাবীও আমল করেননি !! হায় গবেষক! হায় ইল্‌মে নববীর খেদমত! আমরা মনে করি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে পাঠক উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ্‌!

[৩৫৫] ইলাউস সুনান, ৯/৫৩৩
[৩৫৬] মারেফুস সুনান খ. ৪ পৃ. ১১৪

নবম অধ্যায়

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

সকল প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আলিমদেরকে খোদাভীরু বলে ঘোষণা করেছেন। আর দরূদ ও সালাম জ্ঞাপন করছি ইল্‌মের সাগর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর যিনি আলিমদেরকে নবীগণের ওয়ারিশ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হানাফী মাযহাবের ইতিহাসে যে সকল ইমাম ইসলামের জন্য নিঃস্বার্থ অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ যাহিদ আলকাউছারী র.। তিনি একইসাথে ছিলেন মুহাদ্দিস, ফকীহ্, তর্কবাগীশ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সুবক্তা, আরবী ও তুর্কী ভাষায় অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর প্রতিটি ত্যাগ ও খেদমত একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। এ মহান ব্যক্তির জীবনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করাই এ আলোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য।

নাম ও পরিচয় :

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ যাহিদ আলকাউছারী। তিনি ইমাম কাউছারী হিসেবে সুবিখ্যাত। তাঁর পিতৃপুরুষের ধারাবাহিকতায় তাঁর নাম মুহাম্মাদ যাহিদ (১৩৭১ হি.) ইবনে হাসান (১৩৪৫) ইবনে আলী (১২৮০) ইবনে নাজমুদ্দীন আলকাউছারী (১২৪৫)। তাঁর সপ্তম পূর্ব পুরুষ পর্যন্ত কাউছারী নাম প্রচলিত ছিলো। আর কাউছার নামটি এসেছে কাউকাছ নদী থেকে। তাঁর এক পিতৃপুরুষ সেখানে ইন্তিকালের কারণে তাঁদের লকব বা নিসবাত হয়ে আসছে কাউছারী হিসেবে।

জন্ম ও জন্মস্থান :

মুহাম্মাদ যাহিদ আলকাউছারী হিজরী ১২৯৬ সন মোতাবেক ২৭ অথবা ২৮ শাওয়াল মঙ্গলবার ফজরের আযানের সময় আলহাজ্ব হাসান কুরাইশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের ইংরেজি সন হচ্ছে ১৮৭৮ সালের ১৪/১৫ই অক্টোবর। তাঁর পিতা ঐ গ্রামে লালিত-পালিত হওয়ার ফলে গ্রামের নাম হয় হাজী হাসান।

শিক্ষা জীবন :

তিনি তাঁর গ্রামেই ইল্‌মে শরীয়ত ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর পিতার নিকটেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদন করেন। তিনি দোঝাজ শহরের শায়েখদের কাছে তাঁর ইবতিদায়ী পড়াশোনা শুরু করেন। এবং সেখানে তিনি ১৩১১ হিজরী পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যান।

অতঃপর আলআসকার হাসান আনাদী (মৃত্যু ১০৪৪ হি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আসিতানাহ্ দারুল হাদীস মাদরাসায় ভর্তি হন। অতঃপর মাদরাসায়ে জামি‘উল ফাতেহে এসে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ইসলামী ফিক্‌হের ওপর ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বহু কষ্ট করে দ্বীনি ইল্‌ম অর্জন করেন। তিনি ইল্‌মে দ্বীন হাসিলের ওপর ইস্তিকামাত ছিলেন।

মেধার প্রখরতা :

তাঁর শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁর মেধা ছিলো অত্যন্ত প্রখর। তিনি যা কিছু একবার শ্রবণ করতেন অথবা দেখতেন, তা বহু বছর স্মরণ রাখতে পারতেন।

যখন তিনি কিছু লিখতেন সকলেই তা পড়তে পারতো। তিনি আরবী, ফারসী ও জারকেশী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। কিন্তু, তিনি যখন আরবী ভাষায় কথা বলতেন, তখন মাঝে মাঝে অনারবীয় ছাপ পাওয়া যেত।

তিনি যখন বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন, তখন ব্যাকরণের পুরো নিয়ম মেনে চলতেন। মোটকথা, উচ্চমানের সাহিত্য, সূক্ষ্ম বাচনভঙ্গি, তাঁর ব্যাখ্যা সংযোজন সবই সুসংহত ছিলো। অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য এমন শব্দ চয়ন করতেন যা যথোপযুক্ত হতো।

তিনি কবিতায় পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু বলতে পারতেন। তবে গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিলো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী। বিশেষ করে রিজাল শাস্ত্রের রাবীদের নাম মুখস্ত করার ব্যাপারে তাঁর মেধার পরিচয় ছিলো অসাধারণ। রিজাল শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলো না।

শিক্ষা জীবনে সফর :

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. তাঁর শিক্ষা জীবনে বহু দেশ সফর করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইস্কান্দারিয়া, কায়রো, শাম, বৈরূত, দামেশ্ক ইত্যাদি। সবশেষে তিনি মিসরের অধিবাসী হিসেবে বসবাস শুরু করেন।

কর্মজীবন :

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. শিক্ষা জীবন শেষ করার সাথে সাথে কর্মজীবনে যোগ দেন। পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ইল্‌মী খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তিনি যে মাদরাসায় ফিক্‌হের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, সে মাদরাসাতেই শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিন পর ঐ মাদরাসার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ওসমানী খেলাফতের আমলে তাঁকে বৃহৎ ইসলামী কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

পরবর্তীকালে কামাল আতাতুর্ক পাশা তাঁর বিদ্যার ওপর হস্তক্ষেপ করে, অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ করে তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেয়। বাধ্য হয়ে তিনি মিসরে চলে যান এবং সেখানে ১৯২২ সাল পর্যন্ত বসবাস করেন। এরই মধ্যে তাঁকে মিসরের দারুল মাহ্‌ফুযাতে তুর্কী দলীল পত্র ও বিভিন্ন কিতাব তরজমা বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

এরপরও তাঁর কাজ থেমে থাকেনি। ১৯০৮ সালে ইস্তাম্বুলে শারকাসী বা সিরিয়া, তুরস্ক ও জর্দান অধিবাসীদের জন্য একটি সাহায্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ :

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দেন, আপনি আপনার গ্রাম “আসিতানায়” যুদ্ধের সময় উপস্থিত থাকবেন এবং যারা নিপীড়িত তাদেরকে সেবা করবেন। (তখন আসিতানায় যুদ্ধ চলছিলো)

তিনি বললেন, তাঁর একান্ত ইচ্ছা, “আনাদোলিয়ার” মধ্য দিয়ে “কাসতোমোনিতে” হুকুমত বা আইন-শৃঙ্খলা বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষে একটি শাখা ইনিস্টিটিউট খুলবেন। তিনি ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষে যখন “কাসতোমোনিতে” যাবেন তখন একটি ঘটনা ঘটেছিলো। তা হলো, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা ফিক্‌হ ও ইতিহাস বিভাগের জন্য একজন সুযোগ্য অধ্যাপক নির্ধারণ করতে সিদ্ধান্ত নিলো। এক্ষেত্রে একই বিভাগের জন্য সেখানকার অনেক অধ্যাপক প্রতিযোগিতায় লেগে গেলেন। প্রশাসন পরীক্ষার সময় বেঁধে দিলেন এবং শাইখুল ইসলাম ইমাম

যাহিদ আলকাউছারী র.কে সেখানকার প্রতিযোগীদের একজন হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে পরীক্ষার অনুমতিও দিলেন।[৩৫৭]

পরবর্তীতে তিনি পরীক্ষা দিলেন এবং ফলাফলে কৃতকার্যদের মধ্যে তিনিই প্রথম হলেন। কিন্তু এ বিষয়টি অন্যান্য প্রতিযোগী অধ্যাপককে ক্রোধান্বিত ও মনক্ষুণ্ন করে তোলে।

এমনকি তাঁরা তাঁকে বাদ দিয়ে তাদের মধ্যকার একজনকে নিয়োগ দিতে ওঠে পড়ে লেগে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয়নি। অবশেষে তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে নিয়োগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এবং তিনি অর্থাৎ শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি ৩০ বছর “কাসতোমোনিতে” থেকে নিজের বাল্যগ্রাম “আসিতানাতে” ফিরে আসেন। তবে অতি আনন্দের খবর হলো, তিনি যখন গ্রামে ফিরলেন, তখন “আসিতানায়” যুদ্ধ চলছিলো না। ফলে সেখানে তিনি দারুশ শাফাকাতিল ইসলামিয়্যাতে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি :

তিনি শিক্ষাদানের মহাব্যস্ততা শেষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সাইয়িদা ফাযেলা তাকিয়াহ্ এর সাথে। এ মহিলা এমনি এক পূণ্যবতী রমনী ছিলেন, যিনি স্বামীর সুখে-দুঃখে সর্বদা পাশে থাকতেন। বিভিন্ন স্থানে হিজরতের সময়ও তিনি তাঁর কাছেই থেকেছেন। কোনো অভিযোগ করেননি। এমনকি কোনো কাজে নিচু স্বরেও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। প্রকৃত সত্য হলো, তিনি মুমিনা, সালেহা ও মুত্তাকীদের উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এক পুত্র ও তিন মেয়ের জনক ছিলেন। তাঁর ছেলে ও এক মেয়ে হিজরতের পূর্বে বাল্য বয়সেই ইন্তিকাল করেন। আর বাকী দু’মেয়ে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

দেহাবয়ব :

তিনি গঠনে লম্বা ও স্থুল দেহের অধিকারী ছিলেন। খাটো ও শুভ্র দাঁড়ি বিশিষ্ট, সাদা চুলবিশিষ্ট, সুন্দর আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন।

---

[৩৫৭] প্রতিযোগীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক। আর শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. সেখানকার কোনো পদেই ছিলেন না, শুধু বহিরাগত একজন মস্তবড় আলিম। তাঁর জ্ঞানই তাঁকে এখানে এনেছে।

বিরল ঘটনা :

তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ভূমধ্যসাগরে তাঁর ডুবে যাওয়ার ঘটনা।

তিনি "কাসতোমোনিতে" অবস্থান করছিলেন। একবার তিনি ইচ্ছে করলেন তাঁর বাল্যগ্রাম "আসিতানায়" ফিরে যেতে। সময়টি ছিলো শীতকাল। প্রচুর বরফ পড়ছিলো। যাত্রা কঠিন হওয়ায় তিনি সড়ক পথে যেতে চাইলেন। কিন্তু সমুদ্রপথ ব্যতীত বিকল্প কোনো পথই ছিলো না।

বাধ্য হয়েই তিনি সমুদ্র পথে "কাসতোমোনি" থেকে যাত্রা করলেন "ইনাবুলির" দিকে। আর এটি "কাসতোমোনি" থেকে দক্ষিণে প্রায় এক মঞ্জিল দূরত্বে ছিলো। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কোনো যানবাহন না পেয়ে পুরাতন ছোট একটি স্টিমারে ওঠতে বাধ্য হন।

কিন্তু তাও কিছুক্ষণ চলে অকেজো হয়ে পড়ে। পরিশেষে, কোনো রকম তিনি আরিলী বন্দরে এসে পৌঁছেন। অতঃপর তিনি "আকশা শহরে" যাওয়ার জন্য একটি নৌকা ভাড়া করেন। এটি হলো শহর "দারুযাহ" যাওয়ার সমুদ্র বন্দর। এখান থেকে "দারুযাহ" এর দূরত্ব ঘোড়ার গতিতে পাঁচ ঘন্টার পথ।

তিনি নিজের শহরে ফিরে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন আরিলীতে। এ উদ্দেশ্যে ফজরের পর তিনি আরিলী ত্যাগ করেন। আসরের পূর্ব মুহূর্তে তিনি এবং তাঁর কিছু সাথী তাঁর শহরে যাওয়ার পথে অন্যতম বন্দর "আকশা শহরের" নিকটবর্তী হলেন। কিন্তু মোটামুটি দূরে থাকতেই ভূমধ্যসাগরে ভয়ংকর ঝড় উঠলো। যারা সমুদ্রের কূলে ছিলো, তারা ভাবলো অন্য একটি নৌকা পাঠিয়ে দিলে তারা হয়তো রক্ষা পাবে।

কিন্তু ঝড়ের অতি তীব্রতার কারণে তারা নৌকা পাঠাতে পারলো না। আল্লাহ্‌র অসীম ও অশেষ রহ্‌মতে দু'জন জানবায যুবক এমন অবস্থার মধ্য দিয়েও দুটি লম্বা দড়ি নিয়ে সাঁতার কেটে তাঁদের নিকট অর্থাৎ শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর নৌকার নিকট পৌঁছলেন। আর ঐ দড়ি দ্বারা তারা নৌকাকে বেঁধে কূলে নিয়ে এলেন। সুবহানাল্লাহ্! মহান আল্লাহ্ পাক সে দু'জানবায যুবককে বেহেশ্‌ত নসীব করুন। আমীন!

খোদাভীতি ও সচ্চরিত্র :

তিনি ছিলেন খোদাভীতির ক্ষেত্রে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যেটি বোঝা যায় তাঁর নামের দ্বারা। তাঁর সচ্চরিত্রটি ছিলো মানুষের কল্পনাতীত। এখানে তাঁর সচ্চরিত্রের কিছু অবাক করা ঘটনা উল্লেখ করা হলো। তাঁর পরিচিত সকলের নিকট এ কথা জানা

যে, শিক্ষা দিয়ে কখনো তিনি অর্থ গ্রহণ করতেন না এবং কোনো কিতাবের সংস্কার করেও তিনি বিনিময় গ্রহণ করতেন না।

বরং তিনি সাইয়েদ হিসামুদ্দীন আলকুদসীকে যে কথা বলেছিলেন তা হলো, সাইয়েদ হিসাম যখন তাঁর কাছে তাঁর প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত একশত পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন। তখন তিনি হযরতকে কিছু হাদীয়া দিতে চান। কিন্তু তিনি বলেন যে, এটি কি আখিরাতের প্রতিদানের সমান হবে?

আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে যে, জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং চিকিৎসা খরচ বেড়ে যায়। তখন তিনি নিজের কিতাব বিক্রয় করা শুরু করেন। তাঁর একান্ত কিছু ছাত্র তাঁকে আর্থিক সহযোগিতা করতে চায়, কিন্তু তিনি তা কঠোরভাবে নিষেধ করেন।

শায়েখ পরিচিতি :

১. তাঁর মুহ্তারাম পিতা শায়েখ হাসান বিন আলী আলকাউছারী র. (১২৪৫ হি:), তাঁর শায়েখ ছিলেন শায়েখ সুলাইমান শিবলী আযহারী র. (তিনি শহীদ হয়েছিলেন ১২৭৭ হি.), তাঁর সমকক্ষ বন্ধু ছিলেন শায়েখ সাবূনী র. (১২৭৬ হি.), শায়েখ মূসা হান্নাসী র. (১৩০০ হি.), শায়েখ হাসান সাহাহী র. (১২৯৫ হি.)। তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ হলো শায়েখ মুজাহিদ জারকেশী র. (১২৮৭ হি. মদীনা)। তিনি অনেক মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে বুধবার ১২ রবিউস সানী ১৩৪৫ হি. ইন্তিকাল করেন।

২. শায়েখ ইবরাহীম হাক্কী আলআকীনি র., তিনি অনেক মেধাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দর চেহারার অধিকারী। শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. তাঁর মতো এত উঁচু দর্জার আর কাউকে দেখেননি। তাঁর ইল্মে কিরাতে ছিলো বিশেষ পারদর্শিতা। আরবী সাহিত্য, উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, মানতিক, দর্শন, ফিক্হ শাস্ত্রে ছিলো তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য।

তিনি শায়েখ আহ্মাদ শাকের র. থেকে ইল্ম হাসিল করেন। এছাড়াও তাঁর শতাধিক ইল্মী উস্তাদ ছিলো। তিনি শনিবার, ২৭ মে শাওয়াল ১৩১৮ হিজরীতে ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. তাঁর নিকট থেকে ছরফ, নাহু, বালাগাত, আদব, ফিক্হ, উসূল, তাওহীদ, মুসতালাহ্, তাফসীর, হাদীস, মানতিক, আদব ও দর্শনবিদ্যা অর্জন করেছেন।

৩. শায়েখ আলী যাইনুল আবিদীন আলআলছুনী র. (১২৬৮ হি. জন্ম)। তিনি নিজ গ্রামেই লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি ইস্তাম্বুলে ভ্রমণ করেন। অতঃপর

তিনি আল্লামা রজব আলআরনাউতী র. (মৃ. ১২৮৯ হি.) এর দরসে হাজির হন। এরপর শায়েখ আহ্মাদ শাকের র. এর দরসে গিয়ে ইল্ম হাসিল করেন।

তারপর তিনি শায়েখ হাসান আলকাসতোমোনী র. এর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সবশেষে তিনি আসিতানাহ এর জামি‘উল ফাতেহে অধ্যাপনা করেন।

তিনি শুক্রবার ১৮ই সফর ১৩৩৬ হি. ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ্ র. এর কবরস্থানে শনিবার যোহরের পর দাফন করা হয়।

৪. শায়েখ হাসান কাসতোমোনী র. (জন্ম, ১২৪০ হি.) তিনি তাতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আল্লামা আহ্মাদ হাযেম সগীর আন্নুশহারী র. (মৃ. ১২৮১ হি.) এর নিকট ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি আল্লামা আহ্মাদ হাযেম কাবীর র. (মৃ. ১১৬০ হি.) এর নাতি। এছাড়া হাদীস, তাসাওউফ অর্জন করেছেন আলকামসাখানুবী র. এর থেকে।

৫. শায়েখ ইউসুফ যিয়াউদ্দীন আততাকোশী র. জন্ম, ১২৪৫ হিজরীতে। তিনি সাইয়েদ আসসিরূজী ও মুহাম্মাদ আস‘আদ র. এর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইন্তিকাল করেন, ১২৮৭ হি.।

ছাত্রবৃন্দ :

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর গ্রহণযোগ্য ছাত্রদের যাঁরা এখন বিশ্ববরেণ্য ও বিশ্ব বিখ্যাত। নিম্নে তাঁদের কিছু নাম উল্লেখ করা হলো,

১. হাজী জামালুদ্দীন আলআছুনী
২.সাইয়েদ হেসামুদ্দীন কুদসী
৩. শায়েখ হুসাইন বিন ইসমা‘ঈল
৪. হুসাইন খাইরুদ্দীন বিন বিনতে সুলতান আব্দুল আযীয উসমানী (মৃ. ১২৯৩ হি.)
৫. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্
৬. শায়েখ আব্দুল্লাহ্ বিন ওসমান হামাদী যারকেশী
৭. সাইয়েদ ইজ্জত আক্তার হুসাইনী
৮. শায়েখ আলী আকসয়ী
৯. শায়েখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম খোতানী
১০. শায়েখ মুহাম্মাদ ইহ্সান বিন আব্দুল আযীয
১১. মুহাম্মাদ আমীন সিরাজ বিন মুস্তফা
১২. মুহাম্মাদ রাশশাদ আব্দুল মুত্তালিব

১৩. শায়েখ মুস্তফা আসেম

মাযহাবে ফিক্হে হানাফীর সনদ :

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. সর্বমোট তিনজন থেকে ফিক্হে হানাফী সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন।

⬇

১. তাঁর ওয়ালেদ মাজেদ শায়েখ হাসান বিন আলী আলকাউছারী র. (১২৪৫ হি.- ১৩৪৫ হি.)

⬇

শায়েখ আহ্মাদ জিয়াউদ্দীন কামসাখানুবী র. (মৃ. ১৩১১হি.)

⬇

সাইয়েদ আহ্মাদ বিন সুলাইমান আলআওরাদী র. (মৃ. ১২৭৫ হি.)

⬇

আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন শাহীর ইবনে আবেদীন র. (মৃ. ১২৫২ হি.)

⬇

শায়েখ হিবাতুল্লাহ্ আলবা'আলী র. (মৃ. ১২২৪ হি.)

⬇

শায়েখ সালেহ্ ইবনে ইবরাহীম র. (মৃ. ১১৭০ হি.)

২. হাফিয ইবরাহীম হাক্কী আলআকীনি র. (মৃ. ১৩১৮ হি.)

⬇

৩. শায়েখ যাইনুল আবেদীন আলআলছুনী র. (মৃ. ১৩৩৬ হি.)

⬇

হাফিয আহ্মাদ শাকের র. (মৃ. ১৩১৫ হি.)

⬇

হাফিয মুহাম্মাদ গালেব র. (মৃ. ১২৮৬ হি.)

⬇

সুলাইমান ইবনে হাসান আলকুরাইদী র. (মৃ. ১২৬৮ হি.)

⬇

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আলইসবীরী র. (মৃ. ১২৪৫ হি.)

⬇

আলী আলফিক্রী বিন মুহাম্মাদ সালেহ্ আলআস সাখাবী র. (মৃ. ১২৩৬ হি.)

⬇

মুহাম্মাদ মুনীব আলইনাতবী র. (মৃ. ১২৩৮ হি.)

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

⬇

ইসমা‘ঈল ইবনে মুহাম্মাদ আলকুন্নবী র. (মৃ. ১১৯৫ হি.)

⬇

আব্দুল করিম আলকুন্নবী আমাদী র. (মৃ. ১১৫০ হি.)

⬇

মুহাম্মাদ ইয়ামানী আলআযহারী র. (মৃ. ১১৩৫ হি.)

⬇

আব্দুল হাই শিরীন বেলালী র.

⬇

আবু ইখলাস হাসান শিরীন বেলালী র. (মৃ. ১০৬৯ হি.)

⬇

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ আন নাহীরী এবং শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ

⬇

মুহিব্বী আলকাহেরী র. (মৃ. ১০৪১ হি.)

⬇

হযরত মোকাদ্দেসী র. (মৃ. ১০০৪ হি.)

⬇

আহ্মাদ বিন ইউনুস শিবলী র.(মৃ. ৯৪৭ হি.)

⬇

আব্দুল বার ইবনে শাহনাহ র. (মৃ. ৯২১ হি.)

⬇

ইমাম কামালুদ্দীন বিন হিমাম র.(মৃ. ৮৬১ হি.)

⬇

সিরাজুদ্দীন উমর বিন আলী র.(মৃ. ৮২৯ হি.)

⬇

আলাউদ্দীন আস সায়রাজী র.(মৃ. ৭৯০ হি.)

⬇

জালালুদ্দীন কিরলানী . [হেদায়ার ব্যাখ্যাকার]

⬇

আব্দুল আযীয বুখারী র. [কাশফুল আসরারের লেখক] (মৃ. ৭৩০ হি.)

⬇

হাফিযুদ্দীন আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্মাদ নাসাফী র. (মৃ. ৭০১ হি.)

⬇

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

(শামসুল আইম্মাহ্) মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সাত্তার কুরদী র.

⬇

আকমালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মাহ্মুদ বাবুরতী র. (মৃ. ৭৯৬ হি.)

⬇

কাওয়ামুদ্দীন মুহাম্মাদ কাযী র. (মৃ. ৭৪৯ হি.)

⬇

হুসাইন সিগনাকী র. (নেহায়াহ্ এর লেখক) (মৃ. ৭১১ হি.)

⬇

হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নসর বুখারী র. (মৃ. ৬৯৩ হি.)

⬇

মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সাত্তার কুদরী র. (মৃ. ৬১২ হি.)

⬇

আলী বিন আবূ বকর মিরগিনানী র. (মৃ. ৫৯৩ হি.)

⬇

নজম আবূ হাফস উমর নাসাফী র. (মৃ. ৫৩৭ হি.)

⬇

তাঁর থেকে ফিক্হে হানাফীর সনদ দু'ভাবে এসেছে।

⬇

➡ (দু'ভাই) ফখরুল ইসলাম ও সদরুল ইসলাম র. (১ম), মৃ. ৪৮২ হি.)
.(দ্বিতীয় ভাই নিচে)

⬇

শামসুল আইম্মাহ্ আলহালাওয়াথী র. (মৃ. ৪৪৮ হি.)

⬇

হুসাইন বিন খাযের নাসাফী র. (মৃ. ৪২৪ হি.)

⬇

মুহাম্মাদ বিন ফযল র. (মৃ. ৩৮১ হি.)

⬇

আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ হারেসী র. (মৃ. ৩৪০ হি.)

⬇

মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন হাফস র.(মৃ. ২৬৪ হি.)

⬇

তাঁর পিতা আবুল হাফস কাবীর র. (মৃ. ২১৭ হি.)

⬇

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী র.(মৃ. ১৮৯ হি.)

⬇

ইমামুল মাযহাব আবূ হানীফা র. (মৃ. ১৫০ হি.)

➡ (দ্বিতীয় ভাই) সদরুল ইসলাম র. (মৃ. ৪৯৩ হি.)

⬇

ইসমা‘ঈল বিন আব্দুস সাদেক র.

⬇

আব্দুল করীম বায়দুরী র. (মৃ. ৩৯০ হি.)

⬇

আবূ মানসুর মাতুরিদী র. (মৃ. ৩৩৩ হি.)

⬇

আবূ বকর আহ্মাদ যাওজুযানী র.

⬇

আবূ সুলাইমান মূসা বিন সুলাইমান যাওজুযানী র.

⬇

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি.)

⬇

ইমামুল মাযহাব আবূ হানীফা র. (মৃ. ১৫০ হি.)

⬇

হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. (মৃ. ১২০ হি.)

⬇

ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ নাখা‘ঈ র.(মৃ. ৯৫ হি.)

⬇

আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ র. (মৃ. ৭৫ হি.)

⬇

আলকামাহ্ বিন কায়েস র. (মৃ. ৬২ হি.)

⬇

আবূ আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ বিন হাবীব সালামী র. (মৃ. ৭৪/৭৩ হি.)

⬇

আব্দুল্লাহ্ বিন মাস‘ঊদ রা. ৩২ হি. ও হযরত আলী রা. (মৃ. ৪০ হি.)

⬇

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিইয়ীন, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

(মুকাদ্দিমাতুল কাউছারী)

তাঁর লিখিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত কিতাবসমূহের তালিকা "**مقالات الكوثري**" এর শেষে তুলে ধরা হয়েছে। তাই আমরা এখানে আর তুলে ধরছি না।

মৃত্যু :

শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. ১৩৪৫ হিজরী সনের রবিউছ ছানী মাসের ১৪ তারিখ বুধবার 'দুঝজাহে' ইন্তিকাল করেন।

দশম অধ্যায়

শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. রচিত

اللامذهبية قنطرة اللادينية

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

মানুষ রাজনীতিতে বহুধা বিভক্ত হলেও প্রত্যেকের নিজস্ব আদর্শ ও উদ্দেশ্য থাকে। যার নিজস্ব স্বতন্ত্র কোনো আদর্শ নেই, রাজনীতিবিদদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সকল মতাদর্শের লোককে এ বলে ধোঁকা দেয়, **أنا معك** অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে আছি, তারও কোনো মূল্য নেই।

সুযোগ সন্ধানী দল :

মূলত মানুষদের মধ্যে এরূপ সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিই সবচে নিকৃষ্ট। যে কোনো দলে নেই আবার সব দলের অনুসারী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। অর্থাৎ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সকল হক ও বাতিল দল ও মতের লোককে সন্তুষ্ট রেখে চলতে চায়। প্রাচীন আরবের এক কবি কত সুন্দরই না বলেছেন,

يوما يمان إذ لاقيت ذا يمن وإذ لقيت معديا فعدناني

“যখন ইয়ামানী লোকদের সাথে থাকো,
তখন বলো আমরা ইয়ামানী।
আর এডেনবাসীর সাথে সাক্ষাত হলে বলো,
আমরা এডেনের অধিবাসী”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো এক মাযহাব অনুসরণের ক্ষেত্রে সংশয়ে এ চিন্তা করে যে, ইসলাম ধর্মে কোনো মাযহাব নেই; সে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট ও বিপথগামী। এর বাস্তবতা এভাবেও আমরা বুঝতে পারি, পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যার প্রত্যেকটি অপরটি থেকে ভিন্নতর। তাই যে ব্যক্তি বিজ্ঞানীদের কোনো মতাদর্শ গ্রহণ না করে বৈজ্ঞানিক দাবি করে তাকে বিজ্ঞানী না বলে বোকা বলাই সমীচীন।

জ্ঞানার্জনের জন্য আনুগত্যের অপরিহার্যতা :

পৃথিবীর এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান যারা সংকলন করেছেন তাদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও মূলনীতি রয়েছে। তেমনি আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ জ্ঞান সমুদ্রের এরূপ সুনির্দিষ্ট মূলনীতি ও আদর্শ রয়েছে। যে ব্যক্তি এ জ্ঞান সমুদ্র থেকে উপকৃত হতে চায় তার জন্য এ মূলনীতি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এবং যারা এসব নীতিমালা মেনে চলেন তাদের বোকা বলাও সম্ভব নয়।

আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ জ্ঞান সমুদ্রের অন্যতম এক প্রকার হলো, “আলফিক্হুল ইসলামী”। বাস্তবে এ “আলফিক্হুল ইসলামীর” মতো উৎকর্ষ সাধিত কোনো ইল্ম পৃথিবীতে নেই, যে ইল্মের প্রতি আলিমগণ যুগের পর যুগ ধারাবাহিকভাবে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁদের এ মনোনিবেশ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে আজ অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

আলফিক্হুল ইসলামীর ক্রমবিকাশ :

“আলফিক্হুল ইসলামীর” উৎপত্তি, বিকাশ ও লালন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানা থেকেই শুরু হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের ফিক্হ ফীদ দ্বীন তথা ইসলাম ধর্মের সকল বিষয়ের সঠিক সমাধানাবলী ও সঠিক বুঝ শিক্ষা দিতেন এবং ইসতিম্বাতের তথা মাসআলা উদঘাটনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দিতেন।

এজন্য দেখা যায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানাতেই ছয়জন সাহাবী ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর সাহাবীগণ এ ছয় সাহাবীর নিকট ফিক্হ চর্চা অব্যাহত রাখেন। ফলে অনেক সাহাবী ও তাবে‘ঈ ফিক্হ ফাত্ওয়াতে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন।

ওহী অবতীর্ণের অন্যতম কেন্দ্রস্থল মদীনা মুনাওয়ারা। তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রা. পর্যন্ত জমহুর তথা অধিকাংশ সাহাবীর অবস্থানস্থল ছিলো। এ সময়ে মদীনার অনেক তাবে‘ঈ সাহাবীদের থেকে হাদীস ও ফিক্হ সংকলন করেন।

এখানে ফিক্‌হ চর্চার ফলাফল এ দাঁড়ায় যে, "ফুকাহায়ে সাব'আ" তথা মদীনার সাত প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ইসলামের সোনালী অধ্যায়ে গৌরবময় স্থান দখল করে নেন এবং কোনো কোনো তাবে'ঈর ইল্‌মের প্রশস্ততা এত ব্যাপক বৃদ্ধি পায় যে, কখনো সাহাবীগণও এরূপ জ্ঞানী তাবে'ঈদের নিকট কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. জলীলুল কদর সাহাবী হওয়ার পরও দেখা যায় হযরত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়াব র.কে তাঁর পিতার বিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

মালেকী মাযহাব :

পরবর্তীতে ইমামু দারিল হিজরাত ইমাম মালেক র. মদীনাতে অবস্থানরত তাঁর উস্তাদগণ থেকে এ ইল্‌ম সংকলন করেন ও সাধারণের মধ্যে প্রচার প্রসার করেন।

ইমাম মালেক র. এর শক্তিশালী ইজতিহাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে অনেক বড় বড় মুজতাহিদ তাঁর আনুগত্য করেন এবং তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন ফিক্‌হী সমাধানকে তথা ফিক্‌হের এ মাযহাবকে তাঁরা ইমাম মালেক র. এর প্রতি সম্পৃক্ত করেন। অতঃপর এ সকল মুজতাহিদ যুগের পর যুগ নিরবচ্ছিন্নভাবে ইমাম মালেক র. এর এ মাযহাবকে বিকশিত করে তোলেন।

যোগ্য ইমামগণও মাযহাবের অনুসারী :

ইমাম মালেক র. এর মাযহাবের অনুসারী এ সকল মুজতাহিদের কেউ যদি কোনো একটি ফিক্‌হী মাসলাক তথা মাযহাব প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তা পারতেন এবং এ সকল মুজতাহিদের ইল্‌মের গভীরতা, ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা এত ব্যাপক ছিলো যে, তাঁরা এরূপ মাযহাব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করলে অনেক আহ্‌লে ইল্‌মকে তাঁদের অনুসারী পেতেন। কিন্তু তাঁরা তা না করে মদীনার এ মুজতাহিদের (ইমাম মালেক র.) মাযহাবের প্রতি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করাকেই প্রাধান্য দেন। এ আশায় যে, সকলের গবেষণা একই স্রোত ধারাতে প্রবাহিত হোক।

তাঁরা জানতেন সাহেবে মাযহাব (ইমাম মালেক র.) থেকে কিছু মাসআলা বর্ণিত হয়েছে, যা দলীলের বিচারে দুর্বল। তবে মাযহাবের মুজতাহিদ পর্যায়ের ফকীহ্‌দের বিস্তর গবেষণায় এ সকল মাসআলা মাযহাবে দুর্বল হিসেবে অনুসৃত না হয়ে দলীলের বিবেচনায় শক্তিশালীর মতই অনুসৃত হবে।

আর এভাবেই মাযহাবের মুজতাহিদগণের প্রতিবিধান দ্বারা মাযহাবের দুর্বল বিষয়গুলো বিলুপ্তি হয়ে মাযহাব এতই শক্তিশালী হয়ে গেছে যে, পরবর্তী যামানার কেউ এতে মাথা দ্বারা আঘাত করলে, তার মাথাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

(অর্থাৎ এ মাযহাবগুলো মান্য করার ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করলে, সে নিজেই উম্মতের নিকট পরিত্যাক্ত হয়ে যাবে এবং ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে) উম্মতের অনুসরণীয় অন্যান্য ইমামের মাযহাবও অনুরূপ (যেমন, হানাফী, শাফে'ঈ ও হাম্বলী)।

ইবনে মাসঊদ রা. এর ফিক্হ ও কূফা নগরী :

ফিক্হের অপর এক মাযহাবের প্রাণকেন্দ্র কূফা নগরী। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক রা. এ শহরের গোড়াপত্তন করেন। এ নগরীর আশপাশে শুদ্ধ ভাষাভাষী আরবদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন এবং কূফা নগরীর অধিবাসীদের "ফিক্হ ফিদ দ্বীন" তথা শরীয়তের যাবতীয় বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.কে কূফা নগরে প্রেরণ করেন।

তিনি কূফাবাসীদেরকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. সম্পর্কে বলেন, **إني آثرتكم علي نفسي بعبد الله** অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.কে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে, আমার ওপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, সাহাবাদের মধ্যে ইল্মের বিচারে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মর্যাদা অনেক ঊর্ধে ছিলো।[৩৫৮]

হযরত ওমর রা. ইবনে মাস'ঊদ রা. সম্পর্কে আরো বলেন,

كنيف ملئ علما

অর্থাৎ ইল্মে পরিপূর্ণ ছোট পাত্র।

ফিক্হের ক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিলাফত :

[৩৫৮] হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লবী র. তাঁর *ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء* কিতাবে বলেন, ফিক্হের ক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিলাফতের অধিকারী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.।

তিনি আরো বলেন,

جمعے کثیر از صحابه بفیض صحبت آ نحضرت صلی الله علیه وسلم قدر متیسر ازیں اوصاف حاصل کرده بودند بعض ایشاں بخلافت مقیده فائز گشته مانند عبد الله بن مسعود رضی الله عنه در قرآت وفقه. (ازالة الخفاء ص: ١٨)

এখন জানার বিষয় হলো সাহাবীদের একটি বড় অংশ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতময় সোহ্বতে নববী গুণের অনেক কিছুই অর্জন করেছিলেন এবং অনেকে তো কোনো কোনো বিষয়ে খিলাফতের স্তরেও উপনীত হয়েছিলেন। যেমন, কিরাত ও ফিক্হ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. খিলাফতের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন।
(ইযালাতুল খফা পৃ. ১৮)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إني رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য ইবনে মাস‘ঊদ যে বিষয় পছন্দ করে আমি তাতেই সন্তুষ্ট। অপর বর্ণনায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من أراد أن يقرأ قرآن غضاً كما أنزل فليقرأه علي قراءة ابن أم عبد

অর্থাৎ যে সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে চায়, সে যেন ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর পঠন রীতিতে কুরআন পড়ে।

ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর কুরআন পঠন রীতিকে আসিম র. যির ইবনে হুবাইশের সূত্রে ইবনে মাস‘ঊদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমনিভাবে হযরত আলী রা. এর কুরআন পঠন রীতিকে আসিম র. আবূ আব্দির রহ্মান আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাবীব আস সুলামী এর সূত্রে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. হযরত ওমর রা. এর খিলাফতকাল থেকে শুরু করে হযরত ওসমান রা. এর খিলাফত কালের শেষ পর্যন্ত কূফাবাসীদের এমনভাবে ফিক্হ শিক্ষা দিতে মনোনিবেশ করেন, যে পুরো কূফা নগরী ফাকাহাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কূফা নগরীতে এসে ফকীহ্দের আধিক্য দেখে এত সন্তুষ্ট হন যে,

তিনি বলেন, رحم الله أم عبد قد ملأ هذه القرية علما অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা ইবনে উম্মে আব্দের (ইবনে মাস‘ঊদ রা.) ওপর রহমত বর্ষণ করুন, সে এ কূফা নগরীকে ইল্মে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।[৩৫৯] এরপর যখন “বাবু মাদীনাতিল ইল্মি” বা “ইল্মের শহরের দরজা” হযরত আলী রা. কূফার অধিবাসীদের ফিক্হ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, তখন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণের আধিক্যের বিচারে মুসলিম বিশ্বে কূফা নগরীর কোনো উপমা বাকি রইলো না।

মোটকথা, বড় বড় ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবীদের কূফা নগরীতে আগমন এবং হযরত আলী রা. কর্তৃক কূফা নগরীকে মুসলিম বিশ্বের রাজধানী নির্বাচন করার পর, কূফার অধিবাসীরা ইল্মে কুরআন, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পারদর্শী হয়ে ওঠে।

ইমাম আলইজলী র. তো বর্ণনা করেই গেছেন, শুধু কূফা নগরীতেই পনেরোশত সাহাবী স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আর যারা কূফায় অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে ইল্ম প্রচার করে অন্যত্র চলে গেছেন তাঁদের সংখ্যা তো অনেক বেশি। এ তো

[৩৫৯] স্বতন্ত্র অধ্যায়ে হাদীস ও তারাজীমের কিতাবগুলোতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর বিস্তারিত মানাকিব দেখুন।

শুধু কূফা নগরীর কথা। ইরাকের অন্যান্য নগরীতেও অনুরূপ সাহাবীর আগমন ছিলো। অতঃপর ইরাকের বাকি এলাকা ছাড়াও অন্যান্য শহরে তাঁরা ইল্‌মের প্রচার প্রসার করেন।

এটি সত্য যে, শুধু আলী রা. ও হযরত ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের জীবন চরিত যদি সংকলন করা হয়, তবে তা এক বৃহৎ কিতাবে রূপ নেবে। কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনার স্থান এটি নয়।

কূফা নগরী ও ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. :

যা হোক, পরবর্তীতে কূফা নগরীর এ বিস্তর ইল্‌মকে জমা করেন হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন নাখা‘ঈ র.। ইবরাহীম নাখা‘ঈর ফাত্‌ওয়া ও ফিক্‌হী সমাধানসমূহ ইমাম আবূ ইউসুফ র. সংকলিত ‘কিতাবুল আছার’ ইমাম মুহাম্মাদ র. সংকলিত ‘কিতাবুল আছার’ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও এ জাতীয় অন্যান্য কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. বর্ণিত মুরসাল হাদীস :

উল্লেখ্য হাদীসের বিদগ্ধ গবেষক ইমামগণ ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. বর্ণিত মুরসাল হাদীসগুলোকে সহীহ্ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং ইমাম শা’বী র. (তৎকালীন সময়েই) পৃথিবীর সকল আলিমের ওপর ইবরাহীম নাখা‘ঈ র.কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পাঠক! এ হলো সে ইমাম শা’বী যাকে মাগাযীর (যুদ্ধের) হাদীসসমূহ বর্ণনা করতে দেখে, সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. বলেছিলেন,

لهو أحفظ لها مني وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم

অর্থাৎ নিশ্চয় সে (ইমাম শা’বী র.) এ বিষয়ে (মাগাযী) আমার থেকে বেশি সংরক্ষণকারী, যদিও আমি এ সকল গাযওয়াতে (যুদ্ধে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সরাসরি উপস্থিত ছিলাম।

কূফা নগরী ও ইবনে সীরীন র. :

রামাহুরমুযী র. এর এক বর্ণনা থেকেও আমরা কূফা নগরীর ইল্‌মী অবস্থা কিছুটা অনুধাবন করতে পারি। রামাহুরমুযী র. তাঁর ‘আলফাসিল বাইনার রাবী ওয়ালওয়া‘ঈ’ কিতাবে লিখেন, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন র. কূফা নগরীতে প্রবেশ করে এ নগরীর ইল্‌মী অবস্থা দেখে বলেছিলেন,

دخلت الكوفة فوجدت بها أربعة آلاف يطلبون الحديث وأربعمأة قد فقهوا كما في

الفاصل للرامهرمزي

আমি কূফা নগরীতে প্রবেশ করে দেখি চার হাজার ইল্ম অন্বেষী হাদীসের ইল্ম শিখছে, আর চারশত ইল্ম অন্বেষী রীতিমত ফকীহ্ হয়ে গেছে।

কূফা নগরী ও ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. :

কূফা নগরীর এ ব্যাপক বিস্তৃত ইল্ম পরবর্তীতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সংকলন করেন। তাঁর এ সংকলন পদ্ধতি ছিলো, একটি লাজনা বা বোর্ড কেন্দ্রীক। এ বোর্ড গঠিত হয়েছিলো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর বিজ্ঞ চল্লিশজন ছাত্রের দ্বারা। বোর্ডের এ সকল সদস্যের মধ্যে উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস, ফিক্হ ও আরবী ভাষা সাহিত্যের যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা বিদ্যমান ছিলেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন ইমাম তহাবী র. ও অন্যান্যরা ।

আবূ হানীফা র. এর ইল্মী মাকাম :

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আন্নাদীম ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর মাযহাবের অনুসারী না হয়েও (ইমাম আ'যমের ইল্মি মাকাম সম্পর্কে বলেন) **والعلم براً وبحراً شرقاً وغرباً بعداً و قرباً تدوينه رضي الله عنه** পৃথিবীর সকল প্রান্তের জল-স্থলের, পূর্ব-পশ্চিমের, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সর্বত্র বিদ্যমান ইল্মই (ফিক্হ) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর সংকলনে রয়েছে। অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম এ ইল্ম সংকলন করেছেন। ইমাম শাফে'ঈ র. বলেন, **الناس عيال في الفقه علي أبي حنيفة** মানুষরা ফিক্হের ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর পরিবারভুক্ত।[৩৬০] বস্তুত ইমাম আ'যমের র. ছাত্র ও নাতি ছাত্রদের হাতেই ফিক্হশাস্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এবং তাঁরা পরবর্তীদের জন্য কোনো ফাঁক-ফোঁকর রেখে যাননি। আল্লাহ্র দরবারে তাঁদের এ খেদমতের জন্য শুকরিয়া।

ইমাম শাফে'ঈ র. এর ফিক্হ :

এরপর ইমাম শাফে'ঈ র. এসে ফিক্হের এ দু'ঝর্ণা (মদিনা ও কূফা) ধারাকে নতুন এক ঝর্ণা ধারায় প্রবাহিত করেন। এবং নতুন এ ঝর্ণা ধারায় মক্কা মুকাররামায় তাঁর প্রসিদ্ধ শায়েখ মুসলিম ইবনে খালিদ র. থেকে শিক্ষা করা ইল্মও যুক্ত করে দেন। এ মুসলিম ইবনে খালিদ র. এর ইল্ম শিক্ষার স্বর্ণসূত্র হলো, ইবনে জুরাইয র. থেকে আতা র. এর সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. থেকে।

ইমাম শাফে'ঈ র. এর ছাত্র ও নাতি ছাত্ররাও পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ইল্মে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এবং তাঁরা বিশ্বকে ইল্মের আলোতে উদ্ভাসিত করে দেন। তবে মিসরের

---

[৩৬০] স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেখুন

অধিবাসীরাই ইমাম শাফে‘ঈ র. ও তাঁর ছাত্রদের ইল্‌ম সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত। এর কারণ হলো, শেষ জীবন তিনি মিসরেই কাটিয়েছেন। এবং এখানেই তাঁর এ নতুন মাযহাবের প্রচার প্রসার করেন। পরিশেষে মিসরেই তাঁর সমাধি রচিত হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। আলফিক্‌হুল ইসলামীর ওপর ফিক্‌হের এ সকল ইমামের যে অবদান তার আলোচনা এখানে সঙ্কুলান হবে না। আলফিক্‌হুল ইসলামীর তিন ভাগের দু’ভাগ মাসআলা তাঁদের সকলের ঐক্যমতে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এক ভাগ মাসাআলার ক্ষেত্রে তাঁদের মতানৈক্য রয়েছে। এ মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান ও স্ব স্ব দলীল ফিক্‌হের কিতাবসমূহে সংকলিত রয়েছে। এ হলো মাযহাবসমূহের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস।

লা-মাযহাবীদের ভিত্তি প্রবৃত্তির ওপর :

এখন শেষ যামানায় কোনো ব্যক্তি যদি শরীয়তের ব্যাপারে নিছক ধারণার বশবর্তী হয়ে, অভিনব সব গবেষণা উপস্থাপন করে বলেন, মাযহাবসমূহের অনুসরণ ছুঁড়ে ফেলতে এবং সাথে সাথে ঐ লা-মাযহাবী মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যে লা-মাযহাবী মতাদর্শের ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে প্রবৃত্তির ওপর। তখন এ সকল মাযহাব ও মাযহাবসমূহের অনুসারী হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং ভাবতে থাকেন, এরূপ অন্তর পূজারী কুমন্ত্রনাদাতার কী উপাধী হতে পারে; সে কি পাগল, যার অবস্থা সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তারপরও তাকে পাগলাগারদে ভর্তি করা হয়নি? না কি দু’দলের কোনো একদলের হওয়ার ব্যাপারে তার সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ মনীষীগণ তার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছেন, সে কি পাগলদের জ্ঞানী? না জ্ঞানীদের পাগল...?

শরীয়তের বিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন :

আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করছি, ইদানিং কিছু মানুষ থেকে মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে এ জাতীয় কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছে। আমার মনে হয় তাদের জন্য অতীব জরুরী প্রয়োজন শরীয়তের এক বিজ্ঞ ডাক্তারের, যে ডাক্তার তাদের সঠিক পথ দেখাতে পারবে অর্থাৎ সঠিক দ্বীনি চিকিৎসা করতে পারবে। এবং এটি তাদের তথাকথিত ইজতিহাদ বা গবেষণার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার পূর্বেই করতে হবে। যে ইজতিহাদ বা গবেষণাকে তারা পূর্বের আইম্মায়ে দ্বীনের[৩৬১] ইজতিহাদ বা গবেষণার ওপর অগ্রগণ্য মনে করে।

যামানার নব্য গবেষক :

[৩৬১] যে ইমামগণের সামনে কুরআন হাদীসের সকল নুসূস আয়নার মতো ছিলো এবং সাহাবা, তাবে‘ঈ, তাবে-তাবে‘ঈনের সকল ফাত্ওয়া, ফিক্‌হী সমাধানও আয়নার মতো ছিলো। আর

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এসকল কথিত নব্য গবেষকের কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, তাহলেও তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড ইসলামকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করবে। কেননা এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের দ্বারা তারা ইসলাম ধর্মের চির দুশমনদের হাতের পুতুলে পরিণত হবে। যে দুশমনদের চির অভিশপ্ত লক্ষ্য হলো, দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়ে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও একতা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া। এমনভাবে একতা ও সৌহার্দ্য নষ্ট করে দেওয়া, যেন মুসলমানরা পরস্পরে হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ও একে অপরের প্রতি খারাপ উপাধী দিয়ে সমাজ কলুষিত করে তোলে। অথচ ইসলামের সোনালী সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘ বন্ধন ও বন্ধুত্ব বজায় রয়েছে।

সচেতন মুসলমান :

তবে সচেতন কোনো মুসলমান এ জাতীয় (মাযহাব ত্যাগের) আহ্বানে ধোঁকা খায় না। কেননা সচেতন কোনো মুসলমান যখন এরূপ কোনো আহ্বান শুনতে পায়, অথবা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব সম্পর্কে এমন কোনো কটূক্তি শুনতে পায়, যে আহ্বান ও কটূক্তি দ্বীন ইসলামের সকল ইমামের মেধা যোগ্যতা ও অবদানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে; তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় এ আহ্বানের উৎসের সন্ধান করা ও এ ফেতনার মূল কেন্দ্রের পরিচয় সকলের সামনে তুলে ধরা।

কেননা দ্বীনের এ ইমামগণই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের থেকে ওয়ারিশ সূত্রে দ্বীন ইসলাম পেয়েছেন। এবং যেভাবে পেয়েছেন, সেভাবেই তাবে'ঈদের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়াবলী তাঁরা তত্ত্বাবধান করে আসছেন।

একজন প্রকৃত মুসলমান :

একজন প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় কী? একজন প্রকৃত মুসলিমের যে উলূমে ইসলামিয়া তথা দ্বীনি ইল্‌ম নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভালো করে যথাযথভাবে শিক্ষা করেছেন, সে কিন্তু এ সকল ইমাম মুজতাহিদ বা তাঁদের মাযহাব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন না।

বর্তমান সময়ের তথাকথিত এ সকল গবেষকের অনেকে কুরআন মাজীদও সহীহ্ করে পড়তে পারে না!!!, হে আল্লাহ্, এদের ফেতনা হতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে তুমি রক্ষা করো।

আমি আল্লাহ্‌র দরবারে হৃদয় দিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি, কারণ পূর্ববর্তী ইমামদের সাথে বর্তমান সময়ের এ সকল জাহিলের তুলনা করে দেখাতে হলো বলে। কেননা এ সকল জাহিল তুলনার যোগ্যও নয়। যদিও এটা সাধারণ মানুষদের বোঝাতে গিয়ে করতে হয়েছে।

বরং বিরূপ মন্তব্য করে ঐ ব্যক্তি, যে মুসলমান সেজে[৩৬২] মুসলিম লিবাস ধারণ করে আলিমদের মধ্যে এসে, ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু মাসআলা[৩৬৩] আয়ত্ত্ব করে মনে

লা-মাযহাবী ফেতনার মূলে দু'হিন্দু :

[৩৬২]শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. এর এ কথার বাস্তবতা সম্পর্কে হক্কানী আলিমগণ বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন। আমরা এখানে আল্লামা খালিদ মাহ্মূদ এর آثار التشريع কিতাবের ৩৬৬ পৃ. থেকে এ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

تحريك ترك تقليد كے پيچهے واقعی دو ہندو تهے جو مسلمان بن كر مسلمانوں كی صفوں ميں آگهسے تهے .ان كا كام مسلمانوں كو اپنے اسلاف كے خلاف بهڑكانا اور ان كے خرمن امن و اتحاد ميں آگ لگانا تها.ايك بنارس كا رہنے والا تها اور دوسرا علی پورچٹهہ كا رہنے ولا . ايك نے اپنا نام عبد الحق (بنارسی) اور دوسرے نے ابو الحسن محی الدين ركها. يہ خود ائمہ اسلام كے خلاف بهڑ كے اور بڑے بڑے لوگوں كو بلطائف الحيل اپنے بزرگوں سے عليحده كر كے ركه ديا يہ عبد الحق بنارسی تهے اور ابوالحسن محی الدين تهے . محی الدين نے الظفر المبين لكهی اور اسلاف اسلام كے خلاف خوب آگ بهڑ كائی. اس كا اصل نام ہری چند تها .- اس كا باپ ديوان چند قوم كهتری علی پور ضلع گوجرانولہ كا رہنے والا تها۔ ضلع گوجرانولہ ميں تحريك ترك تقليد اس ہندو نے شروع كی تهی ---- افسوس ان عوام پر ہے جو اتنا بهی نہيں سوچتے كہ ان تحريكوں كے پيچهے كن كن خفيہ ہاتهوں نے كام كيا ہے.

মাযহাব এর অনুসরণ বা তাকলীদ অস্বীকার আন্দোলনের পেছনে মূলত দু'হিন্দুই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যারা মুসলমান হয়ে মুসলমানদের দলে এসে মিশেছে। তাদের কাজ ছিলো মুসলমান পূর্বপুরুষগণের বিরোধিতাকে জাগিয়ে তোলা এবং শান্তি ও ঐক্যের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এ দু'জনের একজন (ভারতের) বেনারসের অধিবাসী এবং অপরজন (ভারতের) আলীপুরের অধিবাসী। একজনের নাম আব্দুল হক বেনারসী, অপরজন আবুল হাসান মহিউদ্দীন। তারা মুসলিম উম্মাহ্র অনুসৃত সর্বজনমান্য ইমামগণের বিরোধিতা উসকে দেয় এবং বড় বড় আলিমগণের প্রতারণার মাধ্যমে নিজ বুযুর্গদের থেকে আলাদা করে রাখে।

মূলত এ কাজেই আত্মনিয়োগ করে আব্দুল হক বেনারসী ও আবুল হাসান মহিউদ্দীন। আবুল হাসান মহিউদ্দীনতো "যফারুল মুবীন" নামক কিতাব লিখে ইসলামের সর্বজনমান্য অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের (ইমামগণের) বিরোধিতা ব্যাপকভাবে উস্কে দেয়। বড়ই ভাবার বিষয় হলো, এ আবুল হাসান মহিউদ্দীনের পূর্ব নাম 'হরিচাঁদ' পিতার নাম 'দেওয়ান চাঁদ' তারা গুজরানুলা জেলার আলীপুরের 'ক্ষত্রীয়' সম্প্রদায়ের লোক ছিলো। গুজরানুলা জেলায় এ হিন্দুই সর্বপ্রথম তাকলীদ অস্বীকারের আওয়াজ তোলে। সবচে বড় দুঃখ ও আফসোসের কথা হলো, সাধারণ মানুষেরা এতটুকুও চিন্তা করে না যে, এ তাকলীদ অস্বীকার আন্দোলনের অন্তরালে কোন্ কোন্ অদৃশ্য হাত ইন্ধন যুগিয়েছে। হে আল্লাহ্! তুমি সবই জানো, তোমার নিকটই এ বিষয়গুলো অর্পণ করছি।

فتح المبين কিতাবে হরিচাঁদের পরিচয় :

মাওলানা মানসূর আলী খান মুরাদাবাদী র. তাঁর فتح المبين في كشف مكائد غير المقلدين কিতাবে (পৃ. ২১) হরিচাঁদের (আবুল হাসান মহিউদ্দীন) মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে লিখেছেন,

فی الحال برای نام مسمان ہوکر "সে নামে মাত্র মুসলমান হয়ে মহিউদ্দীন নাম রেখেছে।"

কিতাবটির দ্বিতীয় প্রকাশকাল ১২৯৮ হি.। এ কিতাবে হযরত আব্দুল হাই লাখনবী র.সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আলিমদের তাসদীকাত তথা সত্যায়ন রয়েছে। এ فتح المبين في كشف مكائد غير المقلدين কিতাবেও আমাদের দেওবন্দী আকাবির হযরতগণের স্বাক্ষরিত ফাত্ওয়া রয়েছে। আলোচনাটি পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

হযরত আমীন ছফদার র. যেভাবে হরিচাঁদের পরিচয় দিয়েছেন :

হযরত আমীন ছফদার র. পুস্তিকা ও লেখালেখি করেছেন। তাঁর *مجوعہ رسائل* কিতাবে (খ. ৩ পৃ. ২৭৩) উক্ত হরিচাঁদের মুসলমান হওয়া সম্পর্কে লিখেছেন, *یہ شخص ابن سباکی طرح برائے نام مسلمان بنا۔اور ساری دنیاکے مسلمان کو کافر مشرک بناتا رہا۔* "এ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা (ছদ্মবেশী ইহুদী) এর ন্যায় নামে মাত্র মুসলমান হয়ে সারা জাহানের মুসলমানদের কাফের মুশরিক আখ্যায়িত করতে থাকে।" পাঠক! আমার মনে হয় উপরোক্ত কলঙ্কিত ইতিহাস জানার পর, এ কথিত আহ্লে হাদীস, তাকলীদ অস্বীকারকারী লা-মাযাহাবীদের স্বরূপ অনুধাবনে আর ব্যাপক বিস্তৃত লিখার প্রয়োজন হয় না।

আলফিক্হুল ইসলামীই শেষ ঠিকানা :

[৩৬৩] যেমন নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা, আমীন জোরে বলতে হবে না আস্তে বলতে হবে, রাফয়ে ইয়াদাইন করতে হবে কি না ইত্যাদি হাতেগোনা দু'একটি মাসআলা তারা ভুল পন্থায় আয়ত্ত্ব করার চেষ্টা করে। এবং এগুলো নিয়েই সমাজে ফেতনা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। দুঃখের ব্যাপার হলো, মুসলমানদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন, এক কথায় একজন মুসলিম, জীবনের সকল ক্ষেত্রে কিভাবে শরীয়ত অনুযায়ী চলবে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু নীরব ভূমিকা পালন করে। পাঠক! আমরা যদি চার মাযহাবের ফিক্হের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতাম, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, ইসলাম ধর্মের এ সকল ইমাম কুরআন-হাদীস থেকে ইজতিহাদ করে মুসলমানদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের সমাধান মুসলিম উম্মাহ্র হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। তাইতো ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী পৃথিবী পরিচালনার জন্য মুসলমানদের নতুন করে ভাববার প্রয়োজন নেই। ঠিক একইভাবে ইবাদত তথা নামায-রোযা ইত্যাদি পালনের জন্যও মুসলিম উম্মাহ্র নতুন করে ভাবার প্রয়োজন নেই। সত্য বলতে কি; মুসলমানদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীন পালনে এ সহজীকরণের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের অবদান সবচে বেশি। এটা অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ থেকে নিয়ে বিজ্ঞ সকলেই তা স্বীকার করেন।

এ অবদান কি ভুলার মতো :

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে, একবার ভারতবর্ষের এক বড় আলিম মধ্য প্রাচ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে শাফে'ঈ মাযহাবের একজন বড় আলিমকে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব 'হেদায়া' পড়তে ও পড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা শ্যাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী হয়েও হানাফী মাযহাবের ফিক্হের কিতাব পাঠদান করছেন, এর কারণ কী?

শাফে'ঈ মাযহাবের উক্ত আলিম বলেছিলেন, আমরা শাফে'ঈরা ইবাদতের ক্ষেত্রে শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ক্ষেত্রে অনেকাংশে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ! পাঠক! আমার যা মনে হয়, পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব কখনো যদি মুসলমানদের

করেছে সে এ ইল্‌মে নববী নিয়ে গবেষণা করার যোগ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বরং এ ব্যক্তি মনে করে অন্য ব্যক্তিকেও এ ইল্‌ম চর্চার মনোনয়নদাতা সে হয়ে গেছে!!

তাই কোনো সচেতন মুসলিম যখন এরূপ ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের মূলে গভীর দৃষ্টি দিয়ে অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁর সামনে এ ব্যক্তির হাকীকত ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি দেখতে পান এ ব্যক্তি মানুষ দেখানো ছাড়া মুসলমানদের সুখে-দুঃখে কখনো অংশীদার হয় না।[৩৬৪] বরং সে এমন ব্যক্তিদেরকে সঙ্গী ও বন্ধু বানায়, মুসলমানরা কখনো যাদের সঙ্গী বানায় না। এবং সচেতন এ মুসলিম ঐ ব্যক্তিকে প্রাচীন ও সনাতন রীতি ও আদর্শের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতায় সোচ্চার দেখতে পান। তবে চাকচিক্যপূর্ণ পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আমদানী করা প্রথা প্রাচীন হলেও এক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট প্রাণদরদী দেখা যায়।

তাকে দেখে মনে হয়, তার মনে প্রাণে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তার এ নব উদ্ভাবিত চিন্তা তার সমর্থকদের কাছে যে কোনো কর্ম ও কীর্তি সাধনের জন্য তাকে যোগ্যতার আসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে। তো যখনই সে মুসলিম ভাই প্রকৃত অর্থে বিষয়টি অনুধাবন করবেন তখনই তার উপলব্ধিতে আসবে যে, কিভাবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলবর্গকে প্রকৃত বিষয় অবহিত করনের মাধ্যমে দ্বীন ও শরীয়তের পরিমণ্ডলকে এ জঘন্য প্রচারণার মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়। আর চিরসত্য ও বাস্তব কথা

হাতে আসে, তখন অতীতের মতো পুনরায় চার মাযহাবের ফিক্‌হের কিতাবগুলো পৃথিবীর আলিম সমাজের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলোতো এক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

হয়তো বা এজন্যই মাযহাব, মাযহাবের ইমাম, মাযহাবের ফিক্‌হের কিতাবসমূহের ওপর মুসলমানী লিবাস পড়ে বা গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযাহাবী ব্যানারে মাযহাব বর্জনের স্লোগান দিয়ে মুসলিম সমাজকে কলুষিত করে তোলা হচ্ছে। অথবা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের যাদুর কাঠির প্রভাবে মাযহাব ত্যাগ করাকে শরীয়ত মনে করে এ কাজের আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। এ সময় মুসলমানদের কাজ হলো, আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে এ জাতীয় ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু‘আ করা। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

এ ক্ষতির অন্তরালে কারা?

[৩৬৪] পাঠক! ইরাক, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর মুসলিম জনপদগুলোর শিশু বাচ্চারা যখন প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাবার পায় না, তখন হানাফী, শাফে‘ঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মুশরিক জ্ঞান করে তাঁদের মুসলমান বানানোর জন্য হাজার হাজার দিরহাম খরচ করে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলগুলোতে (তাদের ধারণায় এ মাযহাবের অনুসারীরা মুশরিক) বিনামূল্যে বিতরণ করছে।

হায়! প্রায় চৌদ্দশত বছরের হানাফী, শাফে‘ঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরা যদি মুশরিক হয়, তাহলে পৃথিবীতে মুসলমান কে ছিলো? আর কাদেরকেই বা পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্ বলা হয়েছে?

হলো, সত্যই বিজয়ী, বিজিত নয়। পাঠক! যারা অনুসৃত ইমামদের (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফে‘ঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র.) মাযহাবকে বর্জন করতে বলে, ওপরে তাদের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হলো।

মু’তাযিলাদের সাথে সাদৃশ্যতা :

এদের মধ্যে যারা সকল মুজতাহিদের ইসতিম্বাতকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক মনে করে, অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তির, নির্দিষ্ট কোনো এক মুজতাহিদের ফিক্‌হ ফাত্‌ওয়ার অনুসরণে সীমাবদ্ধ না রেখে, যে কোনো মুজতাহিদের যে কোনো মতামত গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করে, মূলত তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি মু’তাযিলাদেরই মতো। আর সুফিয়ায়ে কেরাম সকল মুজতাহিদকে এ অর্থে হক মনে করেন যে, শুধুমাত্র “আযীমতের” সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো এক মুজতাহিদের ইজতিহাদে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য মুজতাহিদের ইজতিহাদও গ্রহণ করেন।

ঠিক সুফিয়ায়ে কেরামের এ কথার দিকেই আবুল আ’লা সা‘ঈদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আবী বাকার আর রাযি র. তাঁর **الجمع بين التقوى والفتوى من مهمات الدين والدنيا** কিতাবে ইঙ্গিত করেছেন (উল্লেখ্য যে, এ আবুল আ’লা সা‘ঈদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আবী বাকার রাযী র. শহীদ নুরুদ্দীন জঙ্গী র. এর অনুসারী ছিলেন) তিনি উক্ত কিতাবের ফিক্‌হ অধ্যায়ে, আইম্মায়ে আরবা‘আ তথা চার ইমামের সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে কোন্‌টি তাকওয়ার দাবি রাখে, আর কোন্‌টি ফাত্‌ওয়ার দাবি রাখে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

ইমামদের ফিক্‌হী সমাধানের মধ্যে তাঁর ফাত্‌ওয়া ও তাকওয়ার একত্রীকরণে কোনো নাফসানিয়াত নেই। কেননা এটি শুধুমাত্র ফাত্‌ওয়া ও তাক্‌ওয়ার একত্রীকরণ। অপরদিকে মু’তাযিলাদের মত হলো, যিনি মুজতাহিদ নন তিনি মুজতাহিদগণের বিভিন্ন ফাত্‌ওয়া বা ফিক্‌হী সমাধানের ক্ষেত্রে কেবল তার চাহিদা মতো যেটি ভালো লাগে সেটিই গ্রহণ করতে পারবে।

মুজতাহিদ না হলে করণীয় :

পাঠক! যিনি মুজতাহিদ নন কমপক্ষে ইজতিহাদী বিষয়ে তার জন্য আবশ্যক, সঠিকভাবে দ্বীন পালন করতে কোনো একজন মুজতাহিদকে পছন্দ করে নেওয়া, যাকে সে নিজে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ও অধিক খোদাভীরু মনে করে। এবং এক্ষেত্রে কোনোরূপ ছাড়ের চিন্তা না করে ছোট-বড় সকল মাসআলাতে এ মুজতাহিদেরই আনুগত্য ও মান্য করা।

তাকলীদ না করলে নফসানিয়াতের প্রভাব :

এটি বাস্তব যে, প্রত্যেক ইমামের ফাত্ওয়াগুলোর মধ্যে শুধু সুযোগ খোঁজা এবং তাঁদের ফাত্ওয়াগুলোর মধ্যে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী একটিকে গ্রহণ করা, এটি শুধু নাফসানিয়াত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (আর সে যে প্রত্যেক ইমাম থেকে নিজের নফসের চাহিদানুযায়ী এক একটি মত গ্রহণ করছে) যদিও এ মতগুলো বিভিন্ন ইমামের থেকে অনুমোদিত, তথাপি তার নিজের নফসের চাহিদানুযায়ী এরূপ এক এক ইমামের এক এক ফাত্ওয়া গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না।

প্রথম পর্যায়ে অযৌক্তিক কূটতর্ক শেষ পর্যায়ে ধর্মহীনতা :

ঠিক এ কারণেই, ইমাম আবূ ইসহাক আলইস্ফারানী র. নিরঙ্কুশভাবে সকল ইমামের মতামতকে সঠিক বলা সম্পর্কে বলেন, أوله سفسطة و آخره زندقة অর্থাৎ, এ প্রবণতার প্রথম পর্যায় হয়ে থাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক কূটতর্ক। আর শেষ পর্যায়ে হয় নাস্তিকতা বা ধর্মহীনতা। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমামদের ফাত্ওয়া ও ফিক্হী সমাধান হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক হয়ে থাকে, অর্থাৎ এক ইমাম একটি বিষয়কে জায়েয বলছেন, অপর ইমাম ঐ বিষয়কেই নাজায়েয বলছেন, তাহলে কিভাবে জায়েয ও নাজায়েয একসাথে জমা' হতে পারে ....?[৩৬৫]

নির্দিষ্ট মুজতাহিদের অনুসরণই নিরাপদ :

তবে কোনো ব্যক্তি যদি সকল ফাত্ওয়াতেই একজন মুজতাহিদকে অনুসরণ করেন, মুজতাহিদ ভুল করুক আর সঠিক করুক এ অনুসরণকারী ব্যক্তি কোনো গুনাহ্গার হবে না। এ বক্তব্য অন্যান্য মুজতাহিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা কোনো হাকীম যখন ইজতিহাদ করেন, তখন তাঁর ইজতিহাদ সঠিক হলে দু'টি নেকী পান, আর ইজতিহাদ ভুল হলে একটি নেকী পান। এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। (এ কারণে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি না) যদি তাঁর অনুসরণীয় মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে ভুল করেও থাকেন, তাহলেও ইসলামের সোনালী সূর্য উদিত হওয়া থেকে উম্মতে মুসলিমাহ্ এর ওপর আমল করে আসছেন। আর ইসলামের এ শান্তির সূর্য কেয়ামত পর্যন্ত উদ্ভাসিত থাকবে। ইনশাআল্লাহ্। কারণ হলো, এ সূর্যতো পৃথিবীর সূর্যের মতো নয়, যে এর ঊষা, পূর্বাহ্ন ও অস্ত রয়েছে। তাই এ দিকটি বিবেচনা করেওতো বোঝা যায়, নির্দিষ্ট মুজতাহিদের তাকলীদ বা অনুসরণের কারণে মুকাল্লিদ তথা অনুসারীর কোনো পাপ হবে না।

---

[৩৬৫] এটাতো অসম্ভব, আর বিবেক সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির জন্য এ বিষয়ে কোনো দলীল প্রদানের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আর একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদে ভুল হলে ক্ষমার অবকাশ যদি না থাকতো, তাহলে তাঁর জন্য একটি নেকীর অঙ্গীকার থাকতো না। আমরা এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে ইমাম আবূ ইসহাক আল ইস্‌ফারানী র. যে কথা বলেছেন (পূর্বে গিয়েছে) তা অতি সত্য এবং এ কথার সমর্থনে হাজার হাজার দলীল রয়েছে। এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটি নয়।

সত্যকে ভুল বোঝার দায় :

এখন এ মাযহাব পরিত্যাগের আহ্বানকারীর, মাযহাবের ইমামদের সম্পর্কে বিশ্বাস যদি এমন হয় যে, মাযহাবের এ ইমামরাই মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও ফেরকাবাজির মূল কারণ এবং এ মুজতাহিদ ইমামরা ইসলামের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ভুলের মধ্যে রয়েছেন। এখন এ শেষ যামানায় তিনিই উম্মতে মুহাম্মাদীকে এ ভুল থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন এবং তার বিশ্বাস যদি এ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যে, ইসলামের সোনালী সূর্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ ভুলের মধ্যেই উম্মতে মুসলিমাহ্ নিমজ্জিত রয়েছে। তাহলেতো এরূপ সীমাহীন অবিবেচক, দায়িত্বহীন, অপরিণামদর্শী, ও দুঃসাহসিক ব্যক্তির ব্যাপারে বলার কিছুই থাকে না।

এরা কাদের হাতের পুতুল :

পাঠক! ইদানিং কিছু ব্যক্তি থেকে এরূপ অপ্রত্যাশিত হাঁক-ডাক আমরা শুনতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয় তারা সহীহ্, খবারে ওয়াহিদ, ইজমা', কিয়াসকে বিদ্রূপ করছে। এমনকি মুজতাহিদরা কিতাবুল্লাহ্‌র যে সকল গ্রহণযোগ্য নির্দেশনা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকেও তারা বিদ্রূপ করছে। তারা এ হাদীসগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করার দ্বারা মূলত হাদীসের ঐ কিতাবগুলো যথাঃ কুতুবুস সহীহ্, সুনান, জাওয়ামি', মুসান্নাফাত, মাসানীদ এবং তাফ্‌সীর বির্ রেওয়াইয়াহ্ ইত্যাদি থেকেই বের হয়ে আসতে চাচ্ছে। অর্থাৎ (তারা যেন বলছে) এখন এ কিতাবগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার কোনো মানে হয় না। এবং শরীয়তের হুকুমসমূহও এ সকল কিতাব থেকে আহরণ করা ঠিক হয়নি। সম্মানিত পাঠক! এখন আপনারা বলুন, ইসলাম ধর্মের চিরশত্রু শয়তানের এ পথে হাতের পুতুল ব্যতীত আর কেউ পা বাড়াবে কি?

অথচ (যারা হাদীসের জগতের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তারা ভালো করেই জানেন) সহীহ্, খবারে ওয়াহিদের বিভিন্ন সূত্র পাওয়া গেলে, তাওয়াতুরে মা'আনী এর উপকার প্রদান করে, এবং এ খবারে ওয়াহিদের সাথেই যখন পার্শ্বকারণ (করীনা) যুক্ত হয়, তখন ইল্‌মে ইয়াকীনের ফায়দা দেয়, অর্থাৎ নিশ্চিত ইল্‌ম বোঝায়। বরং বিজ্ঞ আলিমগণের কেউ কেউতো মনে করেন, সহীহাইনের (বুখারী ও মুসলিম) যে হাদীসগুলোর ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে তা বাদে (প্রায়) সকল হাদীসই খবারে

ওয়াহিদ। তবে এ হাদীসগুলোর সাথে (শক্তিশালী) করীনা তথা পার্শ্বকারণ যুক্ত হয়েছে।[৩৬৬]

ইজমা'-কিয়াস বর্জনে, খারেজী ও রাফেযীদের সাথে সাদৃশ্যতা :

ইজমা' সম্পর্কে কথা হলো, ইজমাকে অস্বীকার করার দ্বারা তারা জমহুর আহ্‌লে হক থেকে বের হয়ে গেছে এবং অবাধ্য খারেজী ও বিদ্রোহী রাফেযীদের সাথে মিলিত হয়েছে। আর শরীয়ত অনুমোদিত কিয়াসের বিরোধিতা দ্বারা তারা নিজেদের জন্য ইজতিহাদ ও ইজতিহাদের সর্বজন স্বীকৃত পরিচিত তরিকা বন্ধ করে দিয়েছে। সাথে সাথে কিয়াস অস্বীকারকারী খারেজী, রাফেযী ও আহ্‌লে জাওয়াহিরের ন্যায় জড়পদার্থ হয়ে গেছে।

লা-মাযহাবী ও ইয়াহুদী মতাদর্শ :

তারা মুজতাহিদদের নিকট কিতাবুল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য দালালাত বা নির্দেশনা নিয়ে খেল-তামাসা করে এমন সব কায়দা ও শর্ত যুক্ত করেছে যার অধিকাংশই নিরর্থক। এবং এগুলো নিরর্থক হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে পক্ষে বিপক্ষের সকলেই একমত। মূলত তাদের এরূপ পদক্ষেপের মূল কারণ হলো, ইসলামের অধিকাংশ কত'ঈ (অকাট্য) আহ্‌কামের পরিবর্তন সাধন করা। এবং মিসরের কিছু ইয়াহুদী মুস্তাশরিক [৩৬৭] মদীনা ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে যে শিক্ষা ও মতাদর্শ প্রচার করেছে, সে শিক্ষা ও মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এ সকল ব্যক্তি মুসলমানদের প্রথা ও রীতিতে (ওরোফে) এমন কিছু বিষয় নির্ধারণ করেছে, যার অস্তিত্ব এ উম্মতে মুহাম্মাদীর কোনো ফকীহ্‌র মধ্যে নেই। অনুরূপভাবে মাসলাহাত মাসলাহাত বলে তারা যা করছে তারও কোনো অস্তিত্ব ফকীহ্‌দের নিকট নেই। আমি আমার প্রবন্ধ (شرع الله في نظر المسلمين) এর মধ্যে তাদের কিছু উদ্ভাবন তুলে ধরেছি।

আলআযহারের লক্ষ্য ও বর্তমান অবস্থা :

আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যা চলছে, এগুলো দেখেও এর তত্ত্বাবধায়করা নিশ্চুপ। বাদশা বায়বারাস ও তার নেককার আমীরগণ এ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ অপমানজনক নিরবতা কখনো আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করতে পারেনি। কেননা সুন্নীয়াতের স্বর্ণচূড়ায় এ আযহার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো খোদাভীতি ও তাক্‌ওয়ার ওপর। এবং এর প্রতিষ্ঠাতারা এ আযহারকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সুন্নিদের ইল্‌মের দূর্গ বানিয়েছিলেন। যুগের পর যুগ ইসলামের নেককার বাদশাহ্‌গণ এর ভিত্তি

---

[৩৬৬] পাঠক! আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা পুনরায় দেখা যেতে পারে।

[৩৬৭] "মুস্তাশরিক" বা "ওরিয়েন্টালিস্ট" এর পরিচয় পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন এবং আজ অবধি তা অক্ষুণ্ন ছিলো। আইম্মায়ে আরবা'আর (চার ইমামের) অনুসারী ব্যতীত, এ বিদ্যাপীঠের দরজাতো চিরতরে বন্ধ ছিলো। এবং এ মহান নীতিকে সমুন্নত রাখতে তারা কতই না স্বচেষ্ট ছিলেন।

বাদশা প্রথম ফুয়াদ আযহারের এ শক্তিশালী নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ ও হুকুমত, ইসলামের এ জালে ধরে রাখার সাথে সাথে এ সঠিক সিদ্ধান্তের (আইম্মায়ে আরবা'আর অনুসারী ব্যতীত, এ বিদ্যাপীঠের দরজা বন্ধ থাকা) যথাযথ তত্ত্বাবধান করে আসছেন।

নব্য গবেষকদের চিৎকারের সমূহ প্রভাব :

এখন কথা হলো, নব্য গবেষকদের এ চিৎকার (আল্লাহ্ না করুন) যদি পূর্ণতা পায়, তাহলে তারা এ যামানার এমন সব ব্যক্তিকে ইজতিহাদের যোগ্য মনে করবে, যাদের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকার প্রশ্ন তোলাই ঠিক নয়। এবং তখনই তারা ইসলামের এ মহান ইমাম-মুজতাহিদগণের সংকলিত মাযহাব ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। আর যখনই কোনো ব্যক্তি এ বিপুল জনসাধারণকে এরূপ (মাযহাব অস্বীকারকারী) ব্যক্তির মতামত অনুসরণে বাধ্য করতে চাইবে, তখনই তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি, যে কোনো ওসীলায় স্বাধীন চিন্তার সুযোগ খুঁজতে থাকে; তার জন্য কিভাবে সম্ভব হবে বর্তমান যামানার এ উচ্চাভিলাষী ছেলেদের (এরূপ যোগ্যতাহীন) ইজতিহাদ থেকে নিষেধ করা?

অথবা কিভাবে সে জায়েয মনে করছে, তার যা ইচ্ছে তাই অধিকাংশ বাধ্য উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর চাপিয়ে দিতে? বা কিভাবে এ স্বাধীন চিন্তার স্লোগানের দাবিদার মনে করছে, অধিকাংশ মুকাল্লিদ স্বাধীন চিন্তার অধিকারী নন। তারা দ্বীন ও আমলের ক্ষেত্রে নববী যুগের একজন মুজতাহিদেরই অনুসরণ করেন। দ্বীন ও আমলের সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই তাঁর ওপর নির্ভর করেন। এ অন্ধকার যুগেও এরূপ জড় পদার্থের কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না! তাই আমি এ সকল বিষয়ের উত্তর প্রদানে অক্ষম।

জ্ঞানের স্বল্পতা ও অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব :

শেষ কথা হলো, যারা এরূপ মাযহাব না মানার জঘন্য দাবী তুলছে, তাদের (দর্সে) ক্লাসে যদি তুমি উপস্থিত হও, তাহলে দেখতে পাবে অতি পরিচিত বিষয়গুলোও তাদের কাছে পরিচিত নয় এবং অতি প্রসিদ্ধ বিষয়গুলোও তাদের কাছে অন্ধকার। মূলত প্রবৃত্তির উচ্চাভিলাষী চাহিদা তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি তাদের দেখবে প্রাচ্যের অসহায়দের ওপর ষড়যন্ত্রকারী ও নির্যাতনকারীদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখছে। অতএব তাদের এ হাঁক-ডাক (মাযহাব

ত্যাগের আহ্বান) কুফরীর হাঁক-ডাক ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং এর সূত্রপাত করছে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা।

এর শেষ ফল ও আমাদের করণীয় :

জ্ঞানীদের উচিত সমাজে এ ভয়াবহ ফেতনার পরিচয় তুলে ধরা এবং এর খারাপী প্রতিহত করতে স্বচেষ্ট হওয়া। কারণ এ নিকৃষ্ট ফেতনার শেষফল ধর্মত্যাগ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। বিশেষ করে এ ফেতনায় আক্রান্ত হয়েছে ঐ সকল দেশ, যেখানে ধর্মহীনতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

পাঠক! এ ফেতনার কঠিন পরিণতির কথা লক্ষ করে সামান্য কিছু লিখলাম। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। আর জ্ঞানীতো সেই যে অপরকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। আল্লাহ্ই চির সত্য বলেন, তিনিই সঠিক পথ দেখান।

এগারোতম অধ্যায়

জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কূফা রত্ন হযরত আলকামা র.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখা'ঈ র.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফকীহুল ইরাক হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ র.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র.

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র.

আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. রচিত 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' এর মুকাদ্দামার (ভূমিকা) অনুবাদ

ইমাম আ'যম র. এর মুসনাদ সংকলকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবুল মু'আইয়াদ মুহাম্মাদ বিন মাহ্মূদ খুওয়ারেযামী র. (৬৫৫ হি.) এর "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" কিতাব

ইসলামে ইমাম আবূ হানীফা র. এর 'মুসনাদ' এর ইল্মী অবস্থান

ইমাম আ'যম র. এর 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে আলোচনা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী র. লিখিত ইমাম আ'যম র. এর 'কিতাবুল আছার' এর ভূমিকার অনুবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.

হাদীস ও তারাজীমের কিতাবগুলোতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মানাকিব :

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সকল জলীলুল কদর সাহাবীর ফিক্হ-ফাত্ওয়া হানাফী মাযহাবে অধিক অনুসৃত হয়, তার মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. অন্যতম। এজন্য পাঠক সমীপে এ জ্ঞান সমুদ্রের কিঞ্চিত হায়াতে তাইয়িবা তুলে ধরছি। মূলত এ মহান জলীলুল কদর সাহাবীর হায়াতে তাইয়িবা ইমাম বুখারী র. ইমাম মুসলিম র.সহ হাদীস ও তারীখের বড় বড় ইমাম তাঁদের কিতাবে তুলে ধরেছেন।

যেমন ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ্ বুখারীতে **مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه** (মানাকিবু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.) বা 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মর্যাদা' শিরোনামে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মর্যাদা, গুণাবলী, ফযীলত তুলে ধরেছেন এবং তিনি যে আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্রেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ তাও সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বড় বড় সাহাবীদের দৃষ্টিতে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর ইল্মী মাকাম ও স্বীকৃতি তুলে ধরেছেন।

ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ্ মুসলিমেও **فضائل عبد الله بن مسعود و أمه رضي الله عنهما** (ফাযাইলু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ ও উম্মিহী রাযিআল্লাহু আনহুমা) বা 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. ও তাঁর মাতার ফযীলত ' শিরোনামে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর নাজাতের সুসংবাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য এবং তাঁর থেকে কুরআনের ইল্‌ম শিক্ষার নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি গুণাবলী ও মর্যাদা বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী র. তাঁর জামে' তিরমিযীতে **مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه** (মানাকিবু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.) বা 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর গুণাবলী' শিরোনামে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর নসীহত দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ প্রদান, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জলীলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে ইবনে মাস'ঊদ রা.কে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নিকটবর্তী হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান, হযরত আলী রা. ও হযরত হুযাইফা রা. এর দৃষ্টিতে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর ইল্‌মী মাকাম, ইত্যাদি বিষয় ও গুণাবলী তুলে ধরেছেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ্ র. তাঁর সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তে **فضل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه** (ফাযলু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.) বা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মর্যাদা' শিরোনামে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর গুণাবলী ও মর্যাদার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া তবাকাতে ইবনে সা'আদ, ইবনুল আসীরের উসদুল গবাহ্‌সহ অনেক মানাকিব ও তারীখের কিতাবে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর জীবন চরিত, গুণাবলী, মর্যাদা, কুরআন-সুন্নাহ্‌তে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইমাম যাহাবী র. তো তাঁর সিয়ারে আ'লামিন নুবালা (**سير أعلام النبلاء** খ. ৩ পৃ. ২৭৯-৩০৪) কিতাবে প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ইবনে মাস'ঊদ রা. এর গৌরবময় জীবন চরিত আলোচনা করেছেন।

আর ইবনে মাস'ঊদ রা. বর্ণিত হাদীস আলকুতুবুস সিত্তাহ্‌সহ সকল হাদীস গ্রন্থেতো আছেই। যেমন ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র. সম্মিলিতভাবে তাঁদের সহীহ্ দু'কিতাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. বর্ণিত একষট্টিটি হাদীস এনেছেন। যা হোক, নিম্নে এ মহান জলীলুল কদর সাহাবীর কিঞ্চিত জীবন চরিত তুলে ধরছি।

ইসলাম গ্রহন :

ইমাম যাহাবী র. ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর জীবন আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে, الإمام الحبر، فقيه الأمة অর্থাৎ মহাজ্ঞানী ইমাম, উম্মতের ফকীহ্ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা। উম্মতে মুসলিমার গৌরবময় স্বর্ণালী ইতিহাসে লিখা রয়েছে, ইবনে মাস‘ঊদ রা. ঐ সকল সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা ইসলামের প্রথম যুগের প্রথম সময়ে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মু’জিযাময় কাহিনীটি ইবনুল আসীর নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে মাস‘ঊদ রা. বলেন, আমি উকবা বিন আবূ মু‘আইতের মেষ চরাতাম। একদিন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বকর রা. আমার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। আমাকে দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে বৎস! তোমার কাছে কি দুধ আছে? উত্তরে আমি বলি জি আছে, তবে আমি আমানতদার অর্থাৎ মুনিবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার কাছে কি এমন ছাগী আছে, যে ছাগীর সাথে এখনও কোনো ছাগল মিলন করেনি। তখন আমি এমন একটি ছাগীই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এনে দেই, যে ছাগীর সাথে কখনো কোনো ছাগল মিলন করেনি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাগীটিকে আদর করে বাণে হাত দিতেই বাণ দুধে ভরে গেলো।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ দোহন করে আবূ বকর রা.কে বললেন, পান করো। হযরত আবূ বকর রা. তৃপ্তিসহ পান করলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পান করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. বলেন, তখন আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আরয করলাম হে রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ বাণী শিক্ষা দিন, অপর বর্ণনায় এসেছে, আমাকে এ কুরআন শিক্ষা দিন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিলেন এবং বললেন, يرحمك الله إنك غلام معلم আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহ্মত করুন, তুমি এমন সন্তান যাকে ইল্ম শিক্ষা দেওয়া হবে।[৩৬৮]

সার্বক্ষণিক সাহচর্য :

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ইবনে মাস‘ঊদ রা. সফরে, উপস্থিতিতে, সার্বক্ষণিকভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহ্বতে থেকে ইল্মে নববীর অমীয় স্বাদ গ্রহণ করতে থাকেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

---

[৩৬৮] বিস্তারিত দেখুন, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ. ৩ পৃ. ২৭২. ও আবুল ওয়াফা আফগানী, রচিত কিতাবুল আছারের মুকাদ্দামা পৃ. ৯৫.

সাথে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. ও তাঁর পরিবারের এতই ঘনিষ্টতা ছিলো যে, মদীনার বাইরে থেকে আসা সাহাবীগণ মনে করতেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. আহ্লে বাইত তথা নবী পরিবারের সদস্য।

হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা. বলেন,

قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم لما نرى من دخول أمه على النبى صلى الله عليه وسلم

আমি ও আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনায় আগমন করি এবং বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে অহরহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে যাতায়াত করতে দেখতাম।[৩৬৯]

সর্বাধিক সাদৃশ্যতা :

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহ্বতে থাকতে থাকতে ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, তিনি চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্রেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো হয়ে গেছেন। হযরত হুযাইফা রা. বলেন, **ما أعلم أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً بالنبى صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد** আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখেন এমন ব্যক্তি, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. ব্যতীত অন্য কাউকে আমি জানি না।[৩৭০]

ইল্মে নববীর স্বাদ আস্বাদন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এরূপ মুলাযামাত বা নিরবচ্ছিন্ন সোহ্বতের কারণেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. শরীয়তের আহ্কাম সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পেরেছিলেন, ওহুদের সেই কঠিন মুহূর্তেও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন।[৩৭১]

---

[৩৬৯] সহীহ্ বুখারী, مناقب عبد الله بن مسعودرضى الله عنه হাদীস নং ৩৪৯১

[৩৭০] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪৯০

[৩৭১] ইমাম যাহাবী, সিয়ার, খ. ৩, পৃ. ২৮৩

আবুল আহ্ওয়াস র. বলেন, شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله فقال أن قلت ذلك أن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা. এর ইন্তেকালের সময় আমি আবূ মাস'ঊদ ও আবূ মূসার পাশে ছিলাম। তাঁরা একজন আরেকজনকে বললেন, কি মনে করো, তাঁর মতো আর কাউকে কি তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেড়ে গেছেন? অন্যজন বললেন, তুমি এ কথা বলছো; তাঁর অবস্থাই ছিলো এ রকম যে, আমাদের বাধা দেওয়া হতো, আর তাঁকে অনুমতি দেওয়া হতো। আমরা অনুপস্থিত থাকতাম। আর সে উপস্থিত থাকতো।[৩৭২]

নবুওয়াতের শুরু থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধানে ইল্মে নববীর স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন বলেই, তিনি জানতেন কোন্ কোন্ হাদীসের ওপর ইসলামের শুরু যামানায় আমল হতো আর পরবর্তীতে মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়।

নববী সোহ্বতের বরকতে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর ইল্মী অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, তিনি মুসলমানদের ইল্মী বিষয়ে মারযে' বা সমাধানের স্থানে পরিণত হয়েছিলেন। এমনকি অনেক বড় বড় সাহাবী মনে করতেন, ইবনে মাস'ঊদ রা. কোনো স্থানে অবস্থান করলে সে স্থানের মুসলমানদের দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে ইবনে মাস'ঊদই যথেষ্ট।

দূর দেশেও খ্যাতি অর্জন :

হযরত আলকামা র. (৬২ হি.) বলেন, আমি সিরিয়া সফর অবস্থায় এক মসজিদে দু'রাকাত (নফল) নামায আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্! আমাকে একজন সৎ সাথী মিলিয়ে দিন। দু'আ শেষ হলে, একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন আবূ দারদা রা.। তিনি যখন আমার নিকট আসলেন, আমি মনে মনে বললাম, আশা করি আমার দু'আ কবুল হয়েছে।

তিনি নিকটে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, من أين أنت؟ তুমি কোন্ স্থানের বাসিন্দা? আমি উত্তরে বলি من أهل الكوفة আমার ঠিকানা কূফা নগরীতে।

তিনি বলেন, أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة তোমাদের মাঝে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুতা, বালিশ ও অযুর পাত্র বহনকারী

---

[৩৭২] সহীহ্ মুসলিম, فضائل عبد الله بن مسعود و امه رضى الله عنهما হাদীস নং ৬১০৬

(আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ) কি বিদ্যমান নেই?...[৩৭৩] অর্থাৎ তিনি থাকলেতো দ্বীনি প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনিই যথেষ্ট, অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

যুগবরেণ্য ইমামদের মুখে প্রশংসা :

অনেক বড় বড় সাহাবী ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর উপস্থিতিতে নিজেদের কাছে দ্বীনি সমাধান জিজ্ঞাসা করতেই নিষেধ করতেন। হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা. বলেন, **لا تسألونى عن شئ ما دام هذا الحبر بين أظهركم** তোমাদের মাঝে এ জ্ঞান সমুদ্র (আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ) থাকা পর্যন্ত আমার কাছে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে না।[৩৭৪] আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা. আরো বলেন,

كنت أجالسه ابن مسعود أوثق فى نفسى من عمل سنة

ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর মজলিসে উপস্থিত থাকা, আমার নিকট এক বছর ইবাদত থেকেও (দ্বীনি বিষয়ে) অধিক আস্থাশীল মনে হয়।[৩৭৫]

জলীলুল কদর তাবে‘ঈ মাসরূক র. (৬৩ হি.) বলেন,

شاممت أصحاب محمد صلى لله عليه وسلم فوجت علمهم انتهى إلى ستة، على، وعمر، وعبدالله، وزيد، وأبى الدرداء، وأبى. ثم شاممت الستة ، فوجدت علمهم انتهى إلى على، وعبد الله.

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের সোহ্বতে থেকে দেখলাম, তাঁদের সকলের ইল্ম, বৈশিষ্ট্য ছয়জনের মধ্যে এসে শেষ হয়েছে। তাঁরা হলেন হযরত আলী, হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ, হযরত যাইদ, হযরত আবূ দারদা, হযরত উবাই রা.। অতঃপর এ ছয়জনের সোহ্বতে থেকে দেখলাম, তাঁদের ইল্ম হযরত আলী ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর মধ্যে এসে শেষ হয়েছে।[৩৭৬]

আবু ওয়ায়েল রা. (৮২ হি.) বলেন, **ما أعدل بابن مسعود أحداً** ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর সমকক্ষ কেউ নেই।[৩৭৭]

---

[৩৭৩] সহীহ্ বুখারী, مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه হাদীস নং ৩৪৮৯

[৩৭৪] সহীহ্ বুখারী, كتاب الفرائض হাদীস নং ৬৭৩৬

[৩৭৫] ইমাম যাহাবী র. সিয়ার খ. ৩, পৃ. ২৯৯

[৩৭৬] প্রাগুক্ত

[৩৭৭] প্রাগুক্ত

ইমাম শা'বী র. (১০৪ হি.) বলেন,

ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علماً ولا أفقه صاحباً من عبد الله

কূফা নগরীতে প্রবেশকারী সাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. অপেক্ষা উপকারী ইল্মের অধিকারী ও বড় ফকীহ্ আর কেউ ছিলেন না।[৩৭৮]

কূফা নগরীর ইল্মী অবস্থা :

সম্মানিত পাঠক! যারা কূফা নগরীর ভিত্তি এবং এ নগরীর ইল্মী বিকাশ ও শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তারা জানেন শত শত সাহাবী এ নগরীতে বসবাসের জন্য এসেছিলেন।

ইসলামী ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ইজলী র. বলেন, কূফা নগরীর অধিবাসী সাহাবীগণ ছাড়াই এ নগরীতে পনেরোশত সাহাবী বসবাসের জন্য এসেছিলেন, এর মধ্যে প্রায় সত্তরজন বদরী সাহাবী ছিলেন। তাছাড়া সা'আদ ইবনে মালিক রা. হুযাইফা রা. আম্মার রা. সালমান রা. আবূ মূসা আশ'আরী রা. প্রমূখ বড় বড় সাহাবী এ নগরীতে এসেছিলেন।[৩৭৯]

এ বিষয়গুলো সামনে রাখলে ইবনে মাস'ঊদ রা. সম্পর্কে ইমাম শা'বীর পূর্বোল্লেখিত এ বক্তব্য "কূফা নগরীতে প্রবেশকারী সাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. অপেক্ষা উপকারী ইল্মের অধিকারী ও বড় ফকীহ্ আর কেউ ছিলেন না।"

সাহাবায়ে কেরামের অসিয়ত :

বুঝতে সহজ হবে, ফকীহ্ সাহাবীগণতো ইন্তেকালের পূর্বে তাঁদের ছাত্রদেরকে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর সোহ্বত গ্রহণ করে তাঁর থেকে ইল্ম শিক্ষা করার অসিয়ত করে যেতেন।

যেমন মু'আয ইবনে জাবাল রা. তাঁর ছাত্র আমর ইবনে মাইমূন আলআওদী র.কে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, কূফাতে গিয়ে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. থেকে ইল্ম শিক্ষা করতে।[৩৮০]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা :

মূলত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর এ মহান সাহাবীর মানাকিব মর্যাদা তাঁর উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন।

---

[৩৭৮] ইমাম যাহাবী, সিয়ার খ. ৩, পৃ. ২৯৯

[৩৭৯] ইমাম যাহিদ আলকাউছারী, ফিকহু আহ্লিল ইরাক ওয়া হাদীসিহিম, পৃ. ৪২

[৩৮০] প্রাগুক্ত

হযরত আলী রা. বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরামর্শ ছাড়াই যদি কাউকে আমি আমীর নিযুক্ত করতাম, তবে উম্মে আব্দকেই (আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ) আমীর নিযুক্ত করতাম।[৩৮১]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর মর্যাদা ও ইল্‌মের ব্যাপকতা সম্পর্কে হাদীস, তারীখ, তবাকাত, সাহাবা চরিত ইত্যাদি গ্রন্থে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে, যা তুলে ধরলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তাই অতি কিঞ্চিত তুলে ধরেই শেষ করছি।

হায় এমন ধৃষ্টতা যদি না হত!

এ মহান জলীলুল কদর সাহাবী সম্পর্কে এমন একটি বিষয়ের আলোচনা করতে হচ্ছে, যা লিখতে গিয়ে বার বার মনে হচ্ছে, হায়! এ দিনটি যদি না আসত। সাহাবীগণ রা. সম্পর্কে এমন কথা শোনার আগে যদি মৃত্যু হয়ে যেত! পুরো পৃথিবীটা বিনিময় দিয়ে যদি বলতে পারতাম, সাহাবীগণ সম্পর্কে তোমরা এমন কথা লিখ না।

যদি বুঝাতে পারতাম এ কথাগুলো তোমাদের নয়, তোমাদের অজান্তেই Orientalist বা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের, যারা ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে। তারাই তোমাদের কলম দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তোমরা অনুধাবন করতে পারনি।

সম্মানিত পাঠক! বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত “মুসনাদে আহ্‌মাদ” নাম দেওয়া একটি কিতাব দেখেছিলাম। কিতাবটির অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে :

* মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন * ড. এ কে এম নুরুল আলম
* ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর * ড. মাহ্‌ফুজর রহমান
* ড. মুখলেসুর রহমান * ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী
* মুহাম্মাদ ওবায়দুল ইসলাম

সম্পাদনা করেছেন,

* ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক * ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান
* ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর * ড. এ কে এম নুরুল আলম

[৩৮১] তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৮০৯

কিতাবটির এক স্থানে দৃষ্টি আটকে যায়, পাঠকদের খেদমতে উক্ত কিতাবের খ. ১, পৃ. ৫০২ থেকে স্থানটি হুবহু তুলে ধরছি।

فصل منه حجة من لم ير الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام

যারা তাকবীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঁচু করার পক্ষপাতি নন, তাঁদের দলীল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ :

عن علقمة قال قال ابن مسعود رضى الله عنه ألا أصلى لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة.

হযরত আলকামা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাস‘ঊদ রা. বলেন, যে আমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের ন্যায় নামায আদায় করে তোমাদেরকে দেখাবো না? অতঃপর আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাস‘ঊদ রা. সালাত আদায় করলেন এবং তাতে একবারের বেশি হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি।

[তাকবীরে তাহ্‌রীমাতেই উভয় হাত উঁচু করেছিলেন। অত্র হাদীসখানা ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী র. বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী র. হাদীসখানাকে হাসান, ইবনে হাযম সহীহ্‌ ও ইমাম আহ্‌মাদ র. দুর্বল বলেছেন। **মুহাদ্দিসগণের মতে, ইবনে মাস‘ঊদ ছিলেন একজন আত্মভোলা মানুষ। এর প্রমাণ শরীয়তের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রেই রয়েছে। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীয়তের অকাট্য দলীল হতে পারে না।**] শেষ হলো।

আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীকে ‘আত্মভোলা’র অভিযোগ :

মুহ্‌তারাম পাঠক! আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অংশটুকু রয়েছে। সেখানে খুব সচেতনতার সাথেই লিখা হয়েছে, মুহাদ্দিসগণের মতে, ইবনে মাস‘ঊদ ছিলেন একজন ‘আত্মভোলা’ মানুষ। এর প্রমাণ শরীয়তের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রেই রয়েছে। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীয়তের অকাট্য দলীল হতে পারে না।

হায়! হায়! আল্লাহ্‌র নবীর এ জলীলুল কদর সাহাবী সম্পর্কে “একজন ‘আত্মভোলা’ মানুষ” লিখতে বুকের মধ্যে একটু কম্পনও সৃষ্টি হলো না। যেহেতু এ লেখকরা জেনেছে ইবনে মাস‘ঊদ রা. একজন ‘আত্মভোলা’ মানুষ তাই হয়তো ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর নামের সাথে তারা “রাযিআল্লাহু” লিখার প্রয়োজন বোধ করেনি। আমরা ধরে নেব তারা ভুলে হয়তো “রাযিআল্লাহু” লিখেনি।

মুসলিম উম্মাহ্‌র হৃদয়ক্ষত কিছু প্রশ্ন :

এ লিখা দেখে মুসলিম হৃদয়ে যে প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে তা হলো, এ 'আত্মভোলা' মানুষ সম্পর্কেই কি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, **إني رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد** অর্থাৎ ইবনে মাস'ঊদ আমার উম্মতের যার ওপর সন্তুষ্ট আমিও তার ওপর সন্তুষ্ট। এবং বলেছিলেন,

من أراد أن يقرأ قرآن غضاً كما أنزل فليقرأه علي قراءة ابن أم عبد

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই সজীবতা ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে চায় যেভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনে মাস'ঊদ রা. যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে।

এ 'আত্মভোলা' মানুষ সম্পর্কেই কি হযরত ওমর রা. কূফাবাসীদের বলেছিলেন, **إني آثرتكم علي نفسي بعبد الله** অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা.কে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে, আমার ওপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি। এবং তিনি আরো বলেছিলেন, **كنيف ملئ علما** "ইবনে মাস'ঊদ ইল্‌মে পরিপূর্ণ এক ভাণ্ডার" এ 'আত্মভোলা' মানুষ সম্পর্কেই কি হযরত আলী রা, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা. হযরত হুযাইফা রা.সহ বড় বড় সাহাবী ও তাবে'ঈ অনুপম প্রশংসা ও ইল্‌মী মাহারাত বা যোগ্যতার কথা তুলে ধরেছিলেন।

এ 'আত্মভোলা' মানুষ থেকেই কি আলকামা র. আসওয়াদ র.সহ পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌গণ ইল্‌ম শিক্ষা করেছিলেন এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম র.সহ হাদীসের বড় বড় ইমামগণ তাদের কিতাবে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন?

বিষাক্ত কথাটির বিশ্লেষণ :

উক্ত ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখা হয়েছে,"মুহাদ্দিসগণের মতে" অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ যেহেতু বহুবচন শব্দ, তাই এক দু'জন মুহাদ্দিসের নিকট ইবনে মাস'ঊদ রা. 'আত্মভোলা' নয়, বরং অনেক মুহাদ্দিসের নিকট ইবনে মাস'ঊদ রা. 'আত্মভোলা'। এ সকল মুহাদ্দিস কারা এবং তাঁদের মর্যাদা কি (না'ঊযু বিল্লাহ্) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় বড় সাহাবীদের (যারা ইবনে মাস'ঊদ রা.কে চাক্ষুস দেখেছেন) থেকে বেশি? হাদীসের বড় বড় ইমামের থেকেও বেশি?

তাদের এ সকল মুহাদ্দিস, ইবনে মাস'ঊদ রা.কে চাক্ষুস দেখেছেন তো? পূর্বে ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মানাকিবের যে কিঞ্চিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে ইবনে মাস'ঊদ রা. সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রা. ও যে সকল মনীষীর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে (না'ঊযু বিল্লাহ্) তাঁরা কি মুহাদ্দিস নন?

অনুবাদ গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু কথা :

মুসনাদে আহ্মাদ এর বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেছেন, আহ্মাদ ইবনে আব্দুর রহ্মান ইবনে মুহাম্মাদ আলবান্না র.। তিনি এ সুবিন্যস্ত কিতাবটির নাম দিয়েছেন, "আলফাতহুর রব্বানী ফী তারতীবি মুসনাদিল ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল আশ-শাইবানী"। মূলত ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ কিতাবটিই অনুবাদ করা হয়েছে, যা অনুবাদটির "মহাপরিচালকের কথা"তে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদে আহ্মাদকে এ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ বিভাগ এ আলফাতহুর রব্বানী কিতাবটিই অনুবাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

উল্লেখ্য আহ্মাদ ইবনে আব্দুর রহ্মান ইবনে মুহাম্মাদ আলবান্না র. নিজেই তাঁর "আলফাতহুর রব্বানী ফী তারতীবি মুসনাদিল ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল আশ-শাইবানী" কিতাবটির ব্যাখ্যা লিখেছেন। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম তিনি দিয়েছেন,

بلوغ الأماني من اسرار الفتح الرباني شرح ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

"বুলুগুল আমানী মিন আসরারি আলফাতহুর রব্বানী শারহু তারতীবি মুসনাদিল ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল আশ-শাইবানী"।

এখানে অপর একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, এ আহ্মাদ ইবনে আব্দুর রহ্মান ইবনে মুহাম্মাদ আলবান্না র. শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী। একথা মাহ্মূদ সা'ঈদ আলমামদূহ্ তাঁর **الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر** "আলইত্তিজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ্ ফীল করণির রাবি'আ 'আশার" কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আলইত্তিজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ্তে মাহ্মূদ সা'ঈদ আলমামদূহ্, আহ্মাদ ইবনে আব্দুর রহ্মান ইবনে মুহাম্মাদ আলবান্না র. এর আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে,

خادم السنة المطهرة الشيخ الأجل أحمد بن عبد الرحمن البنا الشافعي المشهور بالساعاتي

"পবিত্র সুন্নাহ্র খাদিম সম্মানিত শায়েখ আহ্মাদ ইবনে আব্দুর রহ্মান ইবনে মুহাম্মাদ আলবান্না আশ-শাফে'ঈ র. তিনি প্রসিদ্ধ আস্সা'আতী নামে"

অতএব তিনি যেহেতু শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী তাই তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ বুলুগুল আমানীর মধ্যে মাযহাব অনুসরণের প্রভাব পড়াটা স্বাভাবিক। এজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন আহ্মাদ ইবনে আব্দুর রহ্মান ইবনে মুহাম্মাদ আলবান্না র. এর আলফাতহুর রব্বানী অনুবাদের জন্য নির্ধারণ করেছে। আলফাতহুর রব্বানীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ "বুলুগুল আমানী" কে নির্ধারণ করেনি।

এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। যাহোক এ অনুবাদ গ্রন্থটির 'মহাপরিচালকের কথা' এর মধ্যে

"আলফাতহুর রব্বানী" অনুবাদ করা হয়েছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলফাতহুর রব্বানীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ "বুলুগুল আমানী" এর অনুবাদ করা হয়েছে বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এবং কোথাও এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, আলফাতহুর রব্বানী অনুবাদে "বুলুগুল আমানী"র সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তাহলে অতি আগ্রহী হয়ে ব্র্যাকেটের মধ্যে,

"মুহাদ্দিসগণের মতে, ইবনে মাস'ঊদ ছিলেন একজন 'আত্মভোলা' মানুষ। এর প্রমাণ শরীয়তের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রেই রয়েছে। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীয়তের অকাট্য দলীল হতে পারে না" লিখার কারণ কী?

এমন বিষাক্ত কথা বলার অশুভ লক্ষ্য :

কারণ কি এটিই যে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের ন্যায় ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা নামাযে শুধু তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় হাত উত্তোলন করে, রুকুতে যাওয়ার সময় বা রুকু থেকে ওঠে হাত উত্তোলন করে না। তাদের এ আমলের অনেক দলীল রয়েছে, যার মধ্যে ইবনে মাস'ঊদ রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসটিও একটি দলীল।

অপর দিকে লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, সালাফী, আলবানী, ইত্যাদি ভ্রান্ত দল-মতের লোকেরা এ উপমহাদেশে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলে। তাহলে কি আমরা ধরে নেব এ বাতিলপন্থীদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ইবনে মাস'ঊদ রা. এর ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত হানা হয়েছে? এবং এ দেশের লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, সালাফী, আলবানী প্রমূখ ভক্তরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী সাধারণ মানুষদের এ কথা বলে ধোঁকায় ফেলতে পারে যে, "তোমরা যে সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল কর, সে তো 'আত্মভোলা মানুষ' (না'ঊযু বিল্লাহ্) তাই তাঁর বর্ণিত হাদীস শরিয়তের দলীল হতে পারে না।"

এটা শুধু আমাদের কথা নয়, একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে এ অংশটুকু পড়তে দিন এবং তার প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞাসা করুন। সে কি বলবে না, এ চৌদ্দশত বছর যাবত আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ আমাদের ভুল আমল শিক্ষা দিয়েছেন? এবং এ সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে সাহাবা-তাবে'ঈ, মুহাদ্দিস-ফকীহ্, হক্কানী আলিম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হবেই না বা কেন? আর এ ভাবেই দিন দিন দেশের মধ্যে দলা-দলি, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়েই চলছে।

এমন দোষ কি শুধু ইবনে মাসঊদ রা. এর একার?

অথচ নামাযে তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় একবার হাত উত্তোলন করা কি শুধু আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর আমল ছিলো? না অন্যরাও নামাযে শুধু একবার হাত তুলতেন? ইমাম মালেক র. (১৭৯ হি.) বলেন,

لا أعرف رفع اليدين في شيئ من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة

নামাযের সূচনা ব্যতীত অন্য কোনো তাকবীরের সময়, ঝুঁকার সময় বা সোজা হওয়ার সময় হাত তোলার নিয়ম আমার জানা নেই।[৩৮২]

ইমাম মালেক র. এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, মদীনা শরীফের আমল একবার হাত ওঠানোর ওপর ছিলো। কারণ ইমাম মালেক র. মদীনা শরীফের আমলকে প্রাধান্য দিতেন এবং তিনি মদীনা শরীফেই অবস্থান করতেন। আর তিনি যখন বলছেন, “নামাযের সূচনা ব্যতীত অন্য কোনো তাকবীরের সময়, ঝুঁকার সময় বা সোজা হওয়ার সময় হাত তোলার নিয়ম আমার জানা নেই।” অতএব বোঝা যায় মদীনাবাসীর আমল ছিলো শুধু তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় একবার হাত উত্তোলনের ওপর।

এটি কিভাবে সম্ভব? মদীনা শরীফে রাফয়ে ইয়াদাইনের ওপর আমল হবে আর ইমামু দারি হিজরা ইমাম মালেক র. জানবেন না?

পাঠক! আমরা নামাযে একবার হাত ওঠানোর দলীল প্রদান করছি না এবং কোনো তাবীল বা ব্যাখ্যাতেও যাচ্ছি না। আমরা শুধু সাহাবা-তাবে‘ঈদের যামানাতে মুসলিম জাহানে নামাযে একবার হাত ওঠানোর ওপর কিরূপ আমল হতো, বিশ্বস্ত সূত্রে তার কিছু প্রমাণ তুলে ধরছি। নামাযে একবার হাত ওঠানোর দলীল হাদীস, শুরূহুল হাদীস, ফিক্‌হের কিতাবসমূহে বিস্তারিত রয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেখান থেকে দেখতে পারেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য বাংলাতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট কিতাব রয়েছে। যোগ্য আলিমদের সাথে পরামর্শ করে এ বিষয়ে পড়াশুনা করা যেতে পারে।

কূফা নগরীর আমল :

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাসের (২৯৪ হি.) বলেন, কূফা নগরীর সকলেই শুধু তাহ্‌রীমার সময় হাত তুলতেন।[৩৮৩] অর্থাৎ, সাহাবা-তাবে‘ঈদের অন্যতম ইল্‌মী মারকায তৎকালীন কূফা নগরীর সকলে নামাযে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

পূর্বে আমরা দেখেছি কূফা নগরীতে হযরত আলী রা. হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী রা. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রা.

[৩৮২] আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা. খ. ১, পৃ. ৭১

[৩৮৩] মুয়াত্তা মুহাম্মাদের টীকা, পৃ. ৯১

হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস রা.সহ পনেরোশত সাহাবী এ কূফা নগরীতে থাকতেন। আর এ কূফা নগরীর সকলেই শুধু তাহ্‌রীমার সময় হাত তুলতেন।

উক্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের সামনে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, নামাযে শুধু তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় হাত উত্তোলন করার আমল শুধু ইবনে মাস'ঊদ রা. এর একার নয় বরং ইবনে মাস'ঊদ রা. ছাড়াও অনেক সাহাবী-তাবে'ঈর আমলও এমন ছিলো।

উক্ত হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী র. এর মতামত :

পাঠক! ইমাম তিরমিযী র. তাঁর জামে' তিরমিযীতে মুসনাদে আহ্‌মাদে বর্ণিত হাদীসটি এনে বলেন, **وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.** (আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাস'ঊদ রা. বর্ণিত) এ হাদীস অনুসারে মত দিয়েছেন একাধিক সাহাবী ও তাবে'ঈ। সুফিয়ান সাওরী র. ও কূফাবাসীদের মতও এ হাদীস অনুসারে।

আজ থেকে হাজার বছর আগে ইমাম তিরমিযী যে হাদীসটি এনে বলছেন, "এ হাদীস অনুসারে মত দিয়েছেন একাধিক সাহাবী ও তাবে'ঈ। সুফিয়ান সাওরী র. ও কূফাবাসীদের মতও এ হাদীস অনুসারে।" আজ সে হাদীসের অনুবাদ করে নিজ থেকে লিখে দেওয়া হচ্ছে,

"মুহাদ্দিসগণের মতে, ইবনে মাস'ঊদ রা. ছিলেন একজন 'আত্মভোলা' মানুষ। এর প্রমাণ শরীয়তের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রেই রয়েছে। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীয়তের অকাট্য দলীল হতে পারে না।

এ হলো আমাদের দ্বীনি খেদমাত!!! (না'ঊযু বিল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের এরূপ কাজ থেকে হিফাযতে রাখুন।

আমাদের কথা :

আমাদের কথা হলো, পৃথিবীর সকল বিবেকবান মুসলমানের কাছে জিজ্ঞাসা করা হোক, এ কাজটি সঠিক হয়েছে কি না? এবং এ লিখা দ্বারা ইবনে মাস'ঊদ রা. এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে কি না? যদি উত্তর আসে এ কাজটি সঠিক হয়নি এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে, তাহলে সবিনয়ে আরয করবো যে, কোনো সাহাবী রা. সম্পর্কে এ জাতীয় উক্তি থেকে বেঁচে থাকতে।

বরং এমন লেখালেখি করতে যা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সাহাবীগণের আযমত সম্মান বৃদ্ধি করে। কারণ সাহাবীগণের ইয্‌যত হুরমতের ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ আমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকগণ দৃঢ়তার সাথে সতর্ক করে গেছেন।

সাহাবীর মর্যাদাহানীর ব্যাপারে ইমাম আহ্মাদ র. এর সতর্কবাণী :

إذارأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق

যদি তুমি দেখ, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো একজন সাহাবীর মর্যাদাহানী করছে, তাহলে তুমি জেনে রেখো এ ব্যক্তি যিনদিক বা চরম ভ্রষ্ট।[৩৮৪] এ জাতীয় অনেক সতর্কবাণী রয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া ও এ জাতীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকা একান্তভাবে জরুরী। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!

---

[৩৮৪] খতীব বাগদাদী র., আলকিফায়া খ. ১, পৃ ৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কূফা নগরীর অন্যতম রত্ন হযরত আলকামা র.

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ র. এর জানেশিন হযরত আলকামা কূফী র.

পরিচয় :

উপনাম আবূ শিবল। মূলনাম আলকামা ইবনে কায়েস ইবনে আব্দুল্লাহ্ বিন মালিক বিন আলকামা বিন সালমান বিন কুহল। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর মামা এবং আসওয়াদ র. এর চাচা ছিলেন।

জন্ম : হযরত আলকামা র. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই জন্ম গ্রহণ করেন। [৩৮৫] তবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করতে পারেননি।

ইল্ম ও মুজাহাদা :

ইল্ম অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি হিজরত করে কূফা নগরীতে গিয়ে আবাসস্থল গ্রহণ করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সর্বদা তাঁর কাছে থেকে ইল্ম অর্জন করেন। ফলে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবে'ঈতে পরিণত হন এবং দূরদূরান্তে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তার কাছে বহু আলিমের সমাগম হয় এবং তাঁর কাছ থেকে ফিক্হ শিক্ষা করেন।

আলকামা র. যাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন :

[৩৮৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৮৭ পৃ. কিতাবুল আছার

হযরত আলকামা র. ছিলেন একজন মাশহুর তাবে‘ঈ। বহু সংখ্যক সাহাবী হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। যাদের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলো, হযরত ওমর রা., হযরত ওসমান রা., আলী রা. সালমান রা., আবূ দারদা রা., খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা., হুযাইফা রা., খাব্বাব রা., আয়েশা রা., সা’দ রা., আম্মার রা., আবূ সা‘ঈদ বদরী রা., আবূ মূসা রা., মা’কাল বিন সিনান রা., মাসলামাহ্ ইবনে ইয়াযীদ আলজু’ফী রা., শুরাইহ্ ইবনে আরতাআহ রা., কায়েস বিন মানজান রা. প্রমূখ সাহাবীসহ আরো মুহাদ্দিসদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

আলকামা র. এর কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন :

আবু ওয়ায়েল, শা’বী, উবাইদ ইবনে নুযাইলা, ইবরাহীম নাখা‘ঈ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, আবূ যোহা, মুসলিম বিন সুরাইহ্, ইবরাহীম বিন সুওয়াইদ, সালামাহ্ বিন কুহাইল, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহ্মান বিন ইয়াযীদ, আবূ ইসহাক আস সাবে‘ঈ, আম্মারাহ্ বিন উমাইর, আবূ কাইস আব্দুর রহ্মান ইবনে সারওয়ান আল আওদী, আব্দুর রহ্মান ইবনে আওসাজা, কাসিম ইবনে মুখাইমিরা, কাইস ইবনে রুমী, হুনাই ইবনে নুওয়াইরা, ইয়াহ্ইয়া ইবন আস্সাব, ইয়াযীদ ইবনে আওস, ইয়াযীদ ইবনে মু‘আবিয়া আন নাখা‘ঈ, আবূ রুকাদ নাখা‘ঈ, মুসাইয়াব ইবনে রাফি প্রমূখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরাম।[৩৮৬]

হযরত আলকামা র. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর কাছে কুরআনের তাজবীদ শিক্ষা করেন।[৩৮৭] হযরত ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর সকল ছাত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ছাত্র। ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. শা’বী র. প্রমূখসহ বহু ইমাম তাঁর কাছ থেকে ফিক্হ শিক্ষা করেন।

হযরত আলী রা. ও ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর ইন্তেকালের পর আলকামা র. ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ফাত্ওয়াদান শুরু করেন। সীরাত সূরাত, শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন অবিকল আব্দুল্লাহ বিন মাস‘ঊদ রা. এর মতো। আব্দুল্লাহ্ বিন মাস‘ঊদ রা. এর ছাত্ররা বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের হায়াতে থাকা সত্ত্বেও হযরত আলকামা র. এর কাছে ফিক্হ শিক্ষা করতেন এবং তাঁকে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করতেন।[৩৮৮]

ইমামদের মূল্যায়ন :

[৩৮৬] সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৫/৮৭ পৃ.

[৩৮৭] আনওয়ারুল বারী ১/29

[৩৮৮] প্রাগুক্ত ৫/৮৭

হযরত আলকামা র. এর ব্যাপারে চার ইমামের এক ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও উত্তম লোক ছিলেন। অনুরূপ ইয়াহ্‌ইয়া বিন মা‘ঈনও তাঁকে ثقة বা নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

ওসমান বিন সা‘ঈদ র. বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া বিন মা‘ঈনকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কাছে আলকামা প্রিয় নাকি আবিদাহ বিন সালমানী? ইয়াহ্‌ইয়া বিন মা‘ঈন কাউকেই কারো ওপর প্রাধান্য দেন নাই। ওসমান বিন সা‘ঈদ বলেন, আলকামা র. আব্দুল্লাহ্ বিন মাস‘ঊদ রা. এর ব্যাপারে অধিক অবগত ছিলেন।

আবূ হামযাহ র. হতে যায়েদাহ্ র. বর্ণনা করেন “আমি রাবাহ আবূ মুছান্নাকে বললাম আপনি কি আব্দুল্লাহ্ বিন ওমরকে দেখেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ দেখেছি এবং আমি পদব্রজে গমন করে তিনবার ওমর রা. এর সাথে হজ্জ করি। তিনি (মুছান্না) বলেন আর আব্দুল্লাহ্ (বিন ওমর) এবং আলকামা র. মানুষকে দুটি সারিতে সারিবদ্ধ করতেন, অতঃপর আব্দুল্লাহ্ (বিন ওমর) একদলকে পড়াতেন আর হযরত আলকামা র. আরেক দলকে পড়াতেন। যখন অবসর হতেন তখন তারা হজ্জ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ও হালাল-হারাম নিয়ে পরস্পর আলোচনা করতেন।

তুমি যদি ইবরাহীম নাখা‘ঈকে দেখে থাকো তবে আলকামাকে দেখতে তোমার কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ ইবরাহীম নাখা‘ঈকে দেখা মানেই আলকামা র.কে দেখা। কেননা মানুষের মধ্য হতে ইবরাহীম নাখা‘ঈ আলকামা র. এর বেশি সাদৃশ্য ছিলেন।[৩৮৯] আবু মুছান্না র. বলেন “তুমি যদি আলকামা র.কে দেখো তবে আব্দুল্লাহ্ বিন মাস‘ঊদ রা.কে দেখতে তোমার আর কোনো সমস্যা নেই। (অর্থাৎ তাঁকে দেখা মানেই ইবনে মাস‘ঊদকে রা. দেখা) মানুষদের মধ্যে আলকামা র.ই আব্দুল্লাহ্ বিন মাস‘ঊদ রা. এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

আ’মাশ র. আম্মারা বিন উমাইর থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমাদেরকে আবূ মা’মার বলেছেন আব্দুল্লাহ্ বিন মাস‘ঊদ রা. এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও। তখন আমরা তাকে নিয়ে আলকামা র. এর মজলিসে গিয়ে বসালাম।

হাইসাম ইবনে আদী মুজালিদের সূত্রে শা’বী হতে বর্ণনা করেন, শা’বী র. বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের পর কূফাতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর সঙ্গীদের মধ্যে ফকীহ্ ছিলেন হযরত আলকামা র., ওবায়দা র., শুরাইহ্ র. ও মাসরূক র.।

মানসূর ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রা. এর সঙ্গীদের হতে যারা মানুষকে কুরআন পড়াতেন, সুন্নাহ্ শিক্ষা দিতেন এবং মানুষের মাঝে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতেন অর্থাৎ ফাত্ওয়া দিতেন তারা

---

[৩৮৯] প্রাগুক্ত ৫/৮৮

ছিলেন ছয়জন। যথা: আলকামা র., আসওয়াদ র., মাসরূক র., ওবায়দা র., আবূ মায়সারা আমর বিন শুরাহ্‌বিল র. এবং হারিস ইবনে কায়েস র.। ইসরাঈল র. বর্ণনা করেন আবূ হুযাইল গালিব বলেছেন, আমি ইবরাহীম নাখা‘ঈকে বললাম আলকামা উত্তম নাকি আসওয়াদ? জবাব দিলেন আলকামা উত্তম। তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রা. এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[৩৯০] মার্‌রাহ হামদানী বলেন-" আলকামা ছিলেন একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা ব্যক্তি।

শা'বী র. বলেন- كان علقمة أبطن القوم بابن مسعود আলকামা ছিলেন ইবনে মাস‘ঊদ রা. ইল্‌ম এর সর্বাধিক ধারক-বাহক।

আলকামা র. এর ব্যাপারে ইবনে মাস‘ঊদ রা. ও সাহাবীদের অবস্থান :

আবূ যিবইয়ান বলেন আমি বহু সাহাবীকে দেখেছি তাঁরা হযরত আলকামা র.কে প্রশ্ন করতেন। তাঁর কাছে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞাসা করতেন।[৩৯১] ইবনে মাস‘ঊদ রা. বলেন "আমি যা কিছু পড়েছি ও জানি সবই আলকামা র. পড়েছে ও শিখেছে"। ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. থেকে বর্ণিত "আলকামা র. আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাস‘ঊদের রা. সামনে কুরআন পড়তেছিলেন ও তখন ইবনে মাস‘ঊদ রা. বললেন, "তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আরো তেলাওয়াত করো। কেননা সুন্দর সুর কুরআনকে শোভামণ্ডিত করে তোলে।" মুসলিম বিন ইবরাহীম........ইবরাহীম (নাখা‘ঈ) আলকামা হতে তিনি বলেন, আমি ছিলাম কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে খোদা প্রদত্ত সুন্দর সুরের অধিকারী, তাই ইবনে মাস‘ঊদ রা. আমার কাছ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে চাইতেন এবং বলতেন পড় পড়। তোমার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গিত হোক। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন "সুন্দর সুর কুরআনকে শোভামণ্ডিত করে"।

শরীফ আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত ইবনে মাস‘ঊদ রা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো আলকামা কি আমাদের মধ্যে অধিক পাঠকারী নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে অধিক পাঠকারী।[৩৯২] ইসামাঈল র. ইবনে আবী খালিদ সূত্রে তিনি বলেন, শু'বা বলেছেন,"এমন কোনো বাড়ি যদি থাকে যাদের জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তবে তাঁরা হলো তথা আলকামা ও আসওয়াদ র. এর বাড়ির অধিবাসী।

হযরত আলকামা র. এর ব্যাপারে ইবনে মাস‘ঊদ রা. বলেন, আমি যা কিছু জানি আলকামাও তা জানে। হাসান বিন সাহ্‌ল বর্ণনা করেন, কাবূস র. বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি আল্লাহ্‌র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

[৩৯০] তবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/৪০৭ পৃ.

[৩৯১] কিতাবুল আছার, মুকাদ্দামা ৯৩

[৩৯২] কিতাবুল আছার, মুকাদ্দামা ৯৪

সাহাবীদের ছেড়ে আলকামা র. এর কাছে কেন যেতেন? (ফাত্ওয়া, মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য) তিনি জবাবে বললেন, হে বৎস! আমি তাঁর কাছে যেতাম কারণ স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম তার কাছে ফাত্ওয়া জানতে চাইতেন। তিনিতো শামে আবূ দারদা রা. এবং মদীনায় ওমর রা., যায়েদ রা., আয়েশা রা.এর কাছেও গমন করেছেন। আর তিনিতো এমন ব্যক্তি, যিনি **علوم الأمصار** তথা ইল্‌মের শহর বা ইল্‌মের বিশাল খাযীনা (নিজের মধ্যে) জমা করেছেন।[৩৯৩]

হযরত আলকামা র. এর খোদাভীতি :

হযরত আলকামা র. এর ব্যাপারে আ'মাশ র. ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন,

كان علقمة يقرأ القران في خمس والاسود في ست وعبد الرحمن بن يزيد في سبع

"আলকামা র. পাঁচ দিনে আসওয়াদ র. ছয় দিনে ও আব্দুর রহ্‌মান ইয়াযীদ সাত দিনে কুরআন খতম করতেন।[৩৯৪] মালেক বিন হারিস আব্দুর রহ্‌মান বিন ইয়াযীদ র. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা আলকামা র.কে বললাম যে, "আপনি যদি মসজিদে নামায পড়তেন আর আমরা আপনার সাথে বসতে পারতাম তবে আপনার কাছ থেকে (অনেক কিছু) জানতে পারতাম!"

জবাবে তিনি বললেন, মজলিশে বসে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ফলে মানুষ আমাকে দেখে বলুক যে ইনিতো আলকামা। আমি ইহা অপছন্দ করি। তাঁরা বললেন যদি আপনি আমীর উমরাহ্‌দের দরবারে প্রবেশ করতেন! (কত ভাল হতো) তিনি জবাব দেন, আমি ভয় করি, তাদেরকে যতটা হীনমন্য মনে করি তারা আমাকে তার চেয়ে বেশি নিচু ভাববে। এভাবেই আলকামা র. নিজেকে লোকের মাঝে প্রকাশ করা হতে বিরত থাকতেন। আ'মাশ ইবরাহীম এর সূত্রে আলকামা হতে বর্ণনা করেন,
আলকামা র. বলেন, " আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ রা. এর দরবারে একদা শরবত তথা কিছু পানীয় নিয়ে আসা হলে, তিনি বললেন হুযুর আমরা রোযাদার তখন তিনি কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : **يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار** তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি উলট পালট হয়ে যাবে।[৩৯৫]

শরীফ আবী ইসহাক র. আব্দুর রহ্‌মান বিন ইয়াযীদ র. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, "ইবনে মাস'ঊদ রা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আলকামা কি আমাদের মধ্যে বেশি তেলাওয়াতকারী নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম সে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তেলাওয়াতকারী। মুসাইয়াব ইবনে রাফে বলেন আলকামা র.কে বলা হলো : "আপনি

---

[৩৯৩] المحدث الفاصل এর বরাতে فقه أهل العراق وحديثهم (আল্লামা যাহিদ আল কাউছারী র. এর রচিত) পৃ. ৫৬

[৩৯৪] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৯১

[৩৯৫] সূরা নিসা ৩৭

যদি বসে মানুষদেরকে পড়াতেন ও তাদেরকে কিছু বর্ণনা করতেন! (তবে কতই না ভাল হতো)। জবাবে তিনি বললেন, মানুষ আমার পেছনে পেছনে আসুক এবং বলুক যে ইনিই আলকামা। আমি এসবকে অপছন্দ করি। তিনি তার বাড়িতে ছাগলকে খাওয়াতেন এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতেন। আর তার সাথে একটা কিছু থাকত, ছাগলগুলো পরস্পর মারামারি করলে তিনি তা দ্বারা আওয়াজ দিতেন যেন সেগুলো থেমে যায়।

ইবরাহীম র. বলেন, আলকামা র. অসীয়ত করে বলেন, আমি যখন মৃত্যু মুখে পতিত হবো তখন আমার কাছে এমন কাউকে বসিয়ে দেবে, যে আমাকে لا اله الا الله তালকীন করবে (অর্থাৎ لا اله الا الله আমার সামনে পড়বে যাতে তার থেকে শুনে আমিও পড়তে পড়তে মারা যাই) এবং আমাকে দ্রুত কবরস্থ করবে। আর তোমরা মানুষের সামনে আমাকে নিয়ে বিলাপ করবে না। কেননা আমি ভয় করি যে তোমাদের এ বিলাপ না জাহেলিয়াতের বিলাপে পরিণত হয়।[৩৯৬]

ইবরাহীম র. বলেন, আলকামা র. বলেন, "যদি পারো আমাকে মৃত্যুর সময় কালিমা لا اله الا الله এর তালকীন করবে। আর কাউকে আমার মৃত্যু সংবাদ জানাবে না। কেননা আমি ভয় করি যে তা জাহেলি যুগের বিলাপে পরিণত হয় কিনা। আর যখন তোমরা আমাকে কবরস্থ করার উদ্দেশ্যে বের করে নিয়ে যাবে তখন (বাড়ির দরজা আটকিয়ে দেবে। (যাতে কোনো মহিলা আমার পেছনে পেছনে না আসে।)[৩৯৭]

এরূপই ছিলো হযরত আলকামা র. এর চালচলন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

ইমাম নববী র. তাঁর বিখ্যাত تهذيب الأسماء الصفة কিতাবে আলকামা র. এর জীবনী আলোচনাতে বলেন, ওলামায়ে কেরাম হযরত আলকামা র. এর বড়ত্ব, উচ্চ মর্তবা পরিপূর্ণ ইল্‌মের অধিকারী হওয়া এবং তার সুন্দর মতামতের ব্যাপারে একমত। ইবরাহীম নাখা'ঈ র. বলেন আলকামা র. ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর অধিক সাদৃশ। ইমাম আবূ ইসহাক র. বলেন, আলকামা র. ছিলেন একজন আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি। আবূ সাঈদ সামআনী র. বলেন, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ রা. এর শীর্ষ স্থানীয় শিষ্যদের একজন এবং ভাব ভঙ্গীমায়, আচার-আচরণে ও শিষ্টাচারে আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ রা. এর অধিক সাদৃশ। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ মহামনীষীর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে মোতাবেক আমাদের জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন।

ইন্তেকাল : হযরত আলকামা র. ৬২ হিজরীতে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে এ মতটিই গ্রহণযোগ্য। ৬৫/৬৩ হিজরীতে

---

[৩৯৬] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৯২

[৩৯৭] কিতাবুল আছার, মুকাদ্দামা ৯৪

মৃত্যুর যে মতটি ইমাম যাহাবী র. তাঁর ‘সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ কিতাবে[৩৯৮] বলেছেন যে সেগুলো সহীহ্ নয়। كتاب الآثار এর মুকাদ্দামাতে আবুল ওয়াফা আফগানী র. বলেন, ৬২ হিজরীর মতটিই মাশহুর বা প্রসিদ্ধ।[৩৯৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কায়েস আবূ আমর নাখা‘ঈ আল কূফী র.

[৩৯৮] ৫/৯৩
[৩৯৯] পৃ. ৯৩

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখা‘ঈ আল কূফী র. :

পরিচয় :

কুনিয়ত হলো আবূ আব্দির রহ্‌মান। তিনি আব্দুর রহ্‌মান ইবনে ইয়াযীদ র. এর ভাই। আব্দুর রহ্‌মান এর পিতা। আলকামা ইবনে কায়েস র. এর ভ্রাতুষ্পুত্র। আর এরা সবাই হলেন ইল্‌ম ও আমলে এক শীর্ষস্থানীয় পরিবারের সন্তান। ইবরাহীম নাখা‘ঈ র., আলকামা র. এরা সবাই বিশ্ববরেণ্য আলেম ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় তাবে‘ঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে হিসেবে হযরত আসওয়াদ র. ইল্‌মী পরিবারেই লালিত-পালিত হন। হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রা., বিলাল রা., ইবনে মাস‘ঊদ রা., আয়েশা রা., ওমর রা., আবূ বকর রা.সহ বহু সংখ্যক সাহাবীর রা. সাথে তিনি সাক্ষাত করেন এবং তাঁদের সোহ্‌বত গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ইয়ামানের বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীতে কূফাতে হিজরত করেন।

যাদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন :

১. হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রা. ২. বিলাল রা. ৩. আয়েশা রা. ৪. হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রা. ৫. ইবনে মাস‘ঊদ রা.[৪০০] ৬. আবূ বকর রা. ৭. ওমর রা. ৮.আলী রা. ৯. আবূ মাহ্‌যূরাহ রা. ১০. আবূ মূসা রা.[৪০১] প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন।

---

[৪০০] সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, ৫/৮৫ পৃ.

[৪০১] মুকাদ্দামা কিতাবুল আছার, পৃ. ৯১

যারা তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন :

তাঁর পুত্র আব্দুর রহ্মান, ভাই আব্দুর রহ্মান, (ভাগ্নে) ইবরাহীম নাখা'ঈ র., আম্মার ইবনে উমাইর, আবূ ইসহাক আস সাবে'ঈ, আবূ বুরদাহ্ ইবনে আবী মূসা, মাহারিব ইবনে দিছার, আশআছ ইবনে আবী শা'ছাহ্, শা'বী র. প্রমূখ তাবে'ঈ ওলামায়ে কেরাম হযরত আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ইবনে কায়েস র. হতে হাদীস বর্ণনা করেন।[৪০২]

মু'আয ইবনে জাবাল রা. এর সাথে সাক্ষাত প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন,

روى شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قضي فينا معاذ بن جبل باليمن ورسول الله صلي الله عليه وسلم حي في رجل ترك ابنته وأخته فأعطي الابنة النصف وأعطي الأخت النصف

"শু'বা আ'মাশ হতে তিনি ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর সূত্রে আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, আসওয়াদ র. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবিত থাকাবস্থায় মু'আয বিন জাবাল রা. ইয়ামানে আমাদের মাঝে এক ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের ফায়সালা দান করেন। যার একজন কন্যা ও একটি পুত্র ছিলো। তখন তিনি তাদের উভয়কে অর্ধেক অর্ধেক করে সম্পদ বন্টন করেছেন। শু'বা র. আশআছ হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে **ورسول الله صلي الله عليه وسلم حي** এটুকু তিনি বর্ণনা করেন নাই। হাফিয ইবনে আব্দুল বার র. বলেন,

والأسود بن يزيد هذا هو صاحب ابن مسعود رضي الله عنه أدرك الجاهلية و وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكان فاضلا ورعا (سكن الكوفة)

"আর এ আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ইনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর শিষ্য বা সহচর ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগ পেয়েছেন (পরবর্তীতে সাহাবীদের আগমনে ইসলাম গ্রহণ করেন)। আর তিনি বড় বড় তাবে'ঈনের মধ্যে গণ্য। হযরত আবূ বকর রা., ওমর রা. থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত পরহেজগার ব্যক্তি এবং কূফা নগরীর অধিবাসী।[৪০৩] ইবনে খায়সামা উল্লেখ

---

[৪০২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৮৪ পৃ., তাহ্যীবুত তাহ্যীব ১/২১৭ পৃ.
[৪০৩] ইবনে আব্দুল বার রচিত আল ইসতিআব ১/৯২ পৃ.

করেন যে, আসওয়াদ র. আবূ বকর রা., ওমর ও উসমান রা. এর সাথে হজ্জ করেছেন।

ইবনে সা'দ বলেন, হযরত আসওয়াদ র. (কূফাতে) হিজরতের পূর্বে মু'আয বিন জাবাল রা. এর কাছে হাদীস শোনেন। আর বুখারীতে আশ'আছ বিন সুলাইম এর সনদে আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

"আমাদের কাছে শিক্ষক ও আমাদের (ইয়ামানের) আমীর রূপে হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. আগমন করেন। অতঃপর আমরা তাকে এক মৃত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। এরপর আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ সে ঘটনা উল্লেখ করলেন।[৪০৪]

ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর সনদে তাঁর মামা আসওয়াদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, **قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেই মু'আয রা. আমাদের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন।[৪০৫]

আসওয়াদ র. হতে আবূ হাসান এর সনদে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, **ان معاذا ورث أختا وابنة باليمن و نبي الله حي** ইমাম বুখারী র. বলেন "তিনি আবূ বকর ও ওমর রা. হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন" আর বড় বড় সাহাবীদের থেকে তার বর্ণিত হাদীস সহীহাইন তথা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে।[৪০৬]

হযরত আসওয়াদ র. এর পরহেজগারিতা :

শু'বা আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন **حج الأسود ثمانين من بين حجة وعمرة** আসওয়াদ র. হজ্জ ও ওমরাহ্ মিলিয়ে ৮০ বার হজ্জ করেন।[৪০৭]

ইবরাহীম নাখা'ঈ র. বলেন, **كان الأسود يختم القران في رمضان في كل ليلتين وكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال** আসওয়াদ র. রমযান মাসে প্রত্যেক দু'রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি

---

৪০৪ আল ইসাবাহ ১/৩৪২ পৃ.

৪০৫ আল ইসাবাহ ১/৩৪২ পৃ.

৪০৬ আল ইসাবাহ ১/৩৪২ পৃ.

৪০৭ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (আহ্মাদ র.) রচিত كتاب الزهد ৪১৭ পৃ. তবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/৩৯৬ পৃ. হিলয়াতুল আউলিয়া, ১৬৫৩

মাগরিব ও ইশার মাঝে ঘুমাতেন। আর রমযান বাদে অন্য মাসে তিনি প্রত্যেক ছয় রাতে একবার কুরআন খতম করতেন।

জাবের আলজু'ফী র. আব্দুর রহ্‌মান বিন আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "আসওয়াদ র. যখন হজ্জের তালবিয়া পড়তেন তাকে হজ্জ বা উমরাহ্‌র নাম উল্লেখ করতে কখনো শুনিনি। তিনি বলতেন, إن الله يعلم نيتي নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিয়ত সম্পর্কে অবগত।[৪০৮] আবূ ইসহাক বলেন আসওয়াদ র. তাঁর তালবিয়াতে বলতেন, لبيك غفار الذنوب

শু'বা হাকাম থেকে বর্ণনা করেন, إن الأسود كان يصوم الدهر "আসওয়াদ র. বছর ভর রোযা রাখতেন।[৪০৯]

আলিমদের অভিমত :

হযরত আসওয়াদ র. এর মতো প্রসিদ্ধ তাবে'ঈর তাওসীকের জন্য আমি মনে করি কারো মতামতের প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি এক দিক হতে قرون ثلاثة এর সময়কার একজন মাশহুর ফকীহ্। অপরদিকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর সান্নিধ্যে থেকে তিনি ইল্‌মে দ্বীনের বিশাল ভাণ্ডার আয়ত্ত্ব করেন। তথাপিও অবগতির জন্য হযরত আসওয়াদ র. সম্পর্কে যুগবরেণ্য মুহাদ্দিসীনে কেরামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি।

আবূ তালেব র. ইমাম আহ্‌মাদ র. হতে বর্ণনা করেন, ثقة من أهل الخير "আহ্‌লে খাইর তথা উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

ইবনে সা'দ বলেন, كان ثقة وله أحاديث صالحة "তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য লোক। তার অনেক সহীহ্ হাদীস রয়েছে।[৪১০]

ইবনে মাস'ঊদ রা. এর যে শিষ্যগণ ফাত্‌ওয়া দিতেন তাঁদের মধ্যে আসওয়াদ র. এর নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিব্বান তাঁর ثقات গ্রন্থে বলেন, كان فقيها زاهدا তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ এক ফকীহ্।

---

[৪০৮] তবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/৩৯৬ পৃ.

[৪০৯] প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯৫

[৪১০] তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব ১/২১৭ পৃ.

ইন্তেকাল :

ইমাম যাহাবী র. বলেন, " আসওয়াদ র. এর ইন্তেকালের সনের ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। তবে তন্মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, তিনি ৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফকীহুল ইরাক হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ র.

বৃহত্তর ইরাকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ আলিম হযরত ইবরাহীম নাখা‘ঈ র.। তাঁকে ‘ফকীহুল ইরাক’ও বলা হয়।

তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ, ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ বিন কায়েস বিন আসওয়াদ বিন রাবী‘আ বিন যুহাল আবূ ইমরান আননাখা‘ঈ আলকূফী। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ৩৬ হিজরীতে। তিনি ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ ইল্‌মী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হযরত আলকামা র., আসওয়াদ র. প্রমূখের কাছ থেকে প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁকে নাখা‘ঈ বলার কারণ :

শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হলো “নাখা‘ঈ”। ‘খা’ এর ওপর যবর দিয়ে, সাকিন দিয়ে নয়। “নাখা‘আ” হলো আরবের একটি গোত্র। “নাখা” শব্দের এক অর্থ দূরত্ব। যেহেতু তিনি স্বগোত্র ত্যাগ করেছিলেন এজন্য তাকে এ সম্বোধনে সম্বোধিত করা হয় বা নামকরণ করা হয়।[৪১১]

যাদের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন :

তিনি তাঁর দু’মামা আসওয়াদ ও আব্দুর রহ্‌মান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যারা দু’জনই ইয়াযীদ এর পুত্র। এবং তিনি মাসরূক, আলকামা, আবূ মা’মার, হাম্মাদ ইবনে হারেছ, কাযী শুরাইহ্, সাহাম বিন মিনজাব প্রমূখের থেকেও

[৪১১] “ইবনে মাকুলান” এমনটিই বলেছেন, দেখুন আল আনসাব লিস-সাম‘আনী ৫/৪৭৩

হাদীস বর্ণনা করেন। আয়েশা রা. হতেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আয়েশা রা. হতে ইবরাহীম নাখা‘ঈর سماع তথা হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়।

তাঁর কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন :

আ’মাশ, মানসূর, ইবনে আওন, যুবাইদ আলইয়ামী, হাকাম, হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান, মুগীরাহ্ বিন মাকসাম আযযব্বী প্রমূখ ইমাম ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা র. ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. থেকে হাদীস বর্ণনা :

ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর ইন্তেকালের সময় আবূ হানীফা র. এর বয়স ছিলো ২৬ বছর। তিনি ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. থেকেও রেওয়ায়েত করেছেন। আবূ হানীফা র. এর জন্ম সন নিয়ে মতভেদ আছে। তবে কাওছারী র. ৭০ হিজরীকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪১২]

তাঁর সম্পর্কে ফকীহ্ মুহাদ্দিসদের উক্তি :

ইমাম ইজলী র. বলেন, “ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর হযরত আয়েশা রা.কে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি কূফা নগরীর মুফতী ছিলেন এবং একজন আল্লাহ্ ওয়ালা মুত্তাকী ও অকৃত্রিম পরহেজগার ফকীহ্ ছিলেন।”

ইমাম শা’বী র. বলেন **ما ترك أحدا أعلم منه** তিনি তাঁর চেয়ে বড় আলিমকে রেখে যাননি। ইমাম ইবনে মা‘ঈন র. বলেন, “শা’বী র. এর চেয়ে ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর মুরসাল হাদীস আমার কাছে বেশি প্রিয়। ইমাম আ’মাশ বলেন,

باب في الاخبار أن لها جهابذة ونقادا :حدثنا عبد الرحمن نا ابى نا أبو سعيد الجعفي نا أبو اسامة عن الاعمش قال كان ابراهيم – يعنى النخعي – صيرفيا في الحديث وكنت اسمع من الرجال فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه ما سمعت وكنت آتي زيد ابن وهب وضرباءه في الحديث في الشهر المرة والمرتين وكان الذى لا اكاد اغبه ابراهيم النخعي.

ইবরাহীম নাখা‘ঈ ছিলেন হাদীস নিরীক্ষক। অতএব যখন কারো থেকে আমি হাদীস শুনি তখন তা তার কাছে পেশ করি। (যেন সে হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রশান্তি লাভ করতে পারি) মোটকথা, মুহাদ্দিসগণ তাঁকে **صير في الحديث** তথা বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস চেনার কারিগর বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। স্বয়ং তাবে‘ঈগণ ও তাঁকে তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় আলিম হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর

[৪১২] আনওয়ারুল বারী ১/২৯

গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ হওয়ার ব্যাপারে সকল হাদীস বিশারদ পণ্ডিত ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন।[৪১৩]

ইসমাঈল ইবনে আবী খাদে বলেন,

كان الشعبي وأبوالضحى وإبراهيم وأصحابنا يجتمعون في المسجد فيتذاكرون الحديث فإذا جاءهم شئ ليس فيه رواية رموا أبصارهم إلى إبراهيم

শা'বী আবুদ দুহা ইবরাহীম এবং আমাদের সঙ্গী-সাথীগণ মসজিদে একত্রিত হয়ে পরস্পর হাদীস মুযাকারা করতেন। আর যদি তাঁদের মাঝে এমন মাসআলা-মাসায়েল ও ফাত্ওয়া প্রসঙ্গ আসতো যার সমাধান তাঁদের কাছে থাকতো না, তখন তারা ইবরাহীম নাখা'ঈর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন। (অর্থাৎ তার ওপর হাওলা করতেন)

ইমাম শা'বী বলেন, ইবরাহীম নাখা'ঈ ফিক্হী খান্দানে তা'লীম ও তারবিয়াত পেয়েছেন। এ কারণে ফিক্হ ছিলো তার ঘরের জিনিস। এরপর আমাদের কাছে এসে আমাদের সব উঁচু স্তরের হাদীস গ্রহণ করে নিজের অর্জিত ফিক্হের সাথে মিলিয়েছেন। সাঈদ ইবনে যুবায়ের (হাদীস সংক্রান্ত ইল্মী প্রশ্নকারীদেরকে) বলতেন তোমরা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছো অথচ তোমাদের মাঝে রয়েছেন ইবরাহীম নাখা'ঈ।[৪১৪] ইবনে আব্দুল বার র. বলেন,

كل من عرف انه لا يأخذ الا عن ثقة فتد ليسه وترسيله مقبول . فمراسيل سعيد بن المسيب ،وابن سيرين ، وابراهيم النخعى عندهم صحاح .

যে রাবীর ব্যাপারে জানা যাবে যে, তিনি শুধু ছিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকেই হাদীস গ্রহণ করেন, এরূপ রাবীর তাদলীস ও ইরসাল গ্রহণযোগ্য। অতএব সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ইবনে সীরীন এবং ইবরাহীম নাখা'ঈর মুরসাল রেওয়ায়েত মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ্। মুহাদ্দিসদের নিকট ইবরাহীম নাখা'ঈর মুরসাল সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে আব্দুল বার র. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট।[৪১৫]

'আত্ তামহীদ' এর উক্ত ইবারতের ২য় পৃষ্ঠা পরে ইবনে আব্দুল বার র. ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর ঐ বক্তব্য তুলে ধরেছেন যা ইমাম তিরমিযী র.ও বর্ণনা করেছেন। তা হলো,

---

[৪১৩] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ ১/ ৭৭, তাহ্যীবুল আসমা ১/১০৪

[৪১৪] তাযকিরাতুল হুফফায ১/৫৯ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ

[৪১৫] সূত্র ই'লাউস সুনান ৪/২১৯

أن مرسل الإمام أولى من مسنده ، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده ، وهو لعمري كذلك ، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره

ইবরাহীম নাখা‘ঈর মুরসাল তাঁর মুসনাদ থেকে উত্তম। কারণ আলোচ্য খবর প্রমাণ করছে তাঁর মুরসাল মুসনাদ থেকে শক্তিশালী। আমার জীবনের শপথ, বিষয়টি এমনই। ইবরাহীম নাখা‘ঈকে অন্যের পাল্লায় মাপা যাবে না। আবূ নু‘আইম তা হিল্য়াতুল আওলিয়া কিতাবে নিজ সনদে আ’মাশ র. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, **قال : ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط**

অর্থাৎ আমি ইবরাহীম নাখা‘ঈকে কোনো বিষয়ে কখনো রায় দ্বারা বলতে শুনিনি। ইবনে মাত্তের কিতাবেও অনুরূপ আছে।[৪১৬] অতএব ইবরাহীম নাখা‘ঈ থেকে যত ফিক্হী আকওয়াল নকল করা হয়, চাই তা ইমাম আবূ ইউসুফ র. এর রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারে হোক কিংবা ইমাম মুহাম্মাদ র. এর রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারে হোক বা ইবনে আবী শায়বার মুছান্নাফে হোক তা সবই মারফূ হাদীসের হুকুম।[৪১৭]

বাস্তবতা হলো, তিনি রেওয়ায়েত করতেন আবার দিরায়েতও (অভিমত প্রদান) করতেন। অতএব তিনি রেওয়ায়েত করলে ইল্মে হাদীসের ইমাম এবং ইজতেহাদ করলে তা এমন এক সমুদ্র, বালি যাকে কর্দমাক্ত ও ঘোলা করতে পারে না। কারণ ইজতেহাদের শর্ত ও সবব তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। বরং তিনি এ মতের প্রবক্তা ছিলেন।

কোনো মাসআলার ওপর আমল সহীহ্ নয় যতক্ষণ না তার ভিত্তি হাদীস থেকে পাওয়া যায় এবং আমল বিল হাদীসের ক্ষেত্রে রায় তথা ফিক্হুল হাদীস ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। যেমনটি আবূ নুআইম নিজ সনদে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস গ্রহণ ও ইজতেহাদের ক্ষেত্রে এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা।[৪১৮]

ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি :

ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি দু’রকমের :

---

[৪১৬] قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح برقم 105 فى باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة

[৪১৭] আনওয়ারুল বারী ১/৩১ মুকাদ্দিমাতু নসবুর রায়াহ্ লিল কাছসারী

[৪১৮] হাদীস ও রায় একত্র করার ক্ষেত্রে দেখুন ফিক্হু আহ্লিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম

প্রথমত : রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারী হাদীসটির সনদ বর্ণনা করা তথা তার ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার রাবীদের নাম উল্লেখ করা এবং মারূফ বা মুরসালরূপে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। এরূপ বলা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছেন বা করেছেন। এবং রাবী তার শায়েখ থেকে যে শব্দে হাদীস শুনেছেন হুবহু সে শব্দে কিংবা তার কাছাকাছি শব্দে তা বর্ণনা করা।

দ্বিতীয়ত : হাদীস থেকে হুকুম ইস্তিম্বাত করা এবং সে হুকুম জানিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ ফাত্ওয়া প্রদান পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা।[৪১৯]

ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. মূলত রেওয়ায়েতের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার কারণে অনেক সময় মারফূ হাদীসকে মাওকূফ কিংবা মাকতূরূপে বর্ণনা করতেন। আবার কখনো রেওয়ায়েতকে ফাত্ওয়া হিসেবে বর্ণনা করতেন। প্রমাণসহ নিম্নে বিষয়টি স্ববিস্তারে আলোচনা করা হলো :

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লবী র. ইবরাহীম নাখা‘ঈর হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি সম্পর্কে “আল ইনসাফ” ও “হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা” কিতাবে লিখেছেন,

প্রথম যুগের আলিমদের কর্মপদ্ধতি সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। তার সারকথা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা চাই তা মুরসাল হোক কিংবা মুসনাদ, উভয় প্রকার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হবে। আবার সাহাবা ও তাবে‘ঈনের আকওয়াল তথা বক্তব্য দ্বারা ইস্তেদলাল করা যাবে। কেননা তাদের ইল্মে এ সকল আকওয়াল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসরূপেই ছিলো। সেসব হাদীসকে তারা সংক্ষেপ করে মাওকূফ হাদীস বানিয়েছিলেন এবং অনেকে যেমন, ইবরাহীম নাখা‘ঈ ও শা’বী প্রমূখ মারফূ হাদীসকেও মাওকূফরূপে বর্ণনা করতেন এবং বলতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরের কোনো ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করা আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয়। পরবর্তী লোকের ওপরই হয়। (ফলে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ভুল সম্বোধন করার গুনাহ্ না হয়)[৪২০] দারেমী ইসহাক বিন ঈসা থেকে তিনি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে তিনি আবূ হাশেম থেকে তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন ,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

---

[৪১৯] মুকাদ্দিমায়ে ই’লাউস সুনান ২১/২০

[৪২০] আনওয়ারুল বারী ৬/৪৯১, আল ইমাম ইবনে মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহুস সুনান পৃ. ৬৩

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন শিষের মধ্যে অবস্থিত শস্য অন্য শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করতে এবং খুরমা বা খেজুরের বিনিময়ে গাছের কাঁচা খেজুর বিক্রয় করতে। ইবরাহীম নাখা'ঈকে জিজ্ঞাসা করা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এ এক হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস আপনার মুখস্ত নেই কি? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ।[৪২১]

কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. বলেছেন, "আলকামা বলেছেন" (এরূপ) বলাটা আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় অর্থাৎ হাদীস তো আলহামদুলিল্লাহ্ অনেক ইয়াদ আছে। কিন্তু হাদীস রেওয়ায়েত করার চেয়ে আমার উস্তাদের উস্তাদ কিংবা উস্তাদের দিকে মানসূব করা বেশি পছন্দ করি। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি রেওয়ায়েতকে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করার স্থলে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করতেন।

মূলত এটি ছিলো আকাবিরের স্বভাব রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। কারো কারো মেযাজ ছিলো যে, তিনি হাদীস বর্ণনা করতে শঙ্কিত হতেন। আর মাসআলা মাসায়েল নির্বিঘ্নে বর্ণনা করতেন আবার কারো অবস্থা ছিলো যে, হাদীস বর্ণনা এবং তা সংরক্ষণ করা হলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবার কারো কাছে মাসআলা মাসায়েলের ইস্তেম্বাত আহরণ এবং তার প্রচার প্রসারই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উভয় চিন্তাধারার লোকই আপন স্থানে সঠিক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় শ্রেণীর লোকদের মাধ্যমেই দ্বীনের উভয় শাখা-প্রশাখার পূর্ণাঙ্গতার কাজ নিয়েছেন।[৪২২]

যাফর আহ্মাদ ওসমানী র. বলেন, আবূ হানীফা র. ইবরাহীম নাখ'ঈ র. এর মতের সবচে বেশি পাবন্দী ছিলেন। কারণ ইবরাহীম নাখা'ঈ র. ছিলেন ইবনে মাস'ঊদ রা. ও তার শাগরেদবৃন্দের সবচে বেশি পাবন্দী। এমনকি ইবরাহীম নাখা'ঈ ছিলেন তার যুগে ইবনে মাস'ঊদ ও তার শাগরেদবৃন্দের ভাষ্যকার। অতএব, ইবরাহীম নাখা'ঈর কওল যেন তা ইবনে মাস'ঊদেরই কওল। যদিও ইবরাহীম নাখা'ঈর সে কওল ইবনে মাস'ঊদ রা. এর দিকে নিসবাত নাই করুন। বিশেষকরে বিষয়টি যদি এমন হয় যে, কিয়াস দ্বারা তা উপলব্ধি করা যায় না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে ইবরাহীম নাখ'ঈর কওল কোনো পূর্বসূরীর দিকে সুস্পষ্টরূপে কিংবা ইঙ্গিতমূলকভাবে সম্বোধিত।[৪২৩]

মুহাদ্দিসুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী র. বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব র. মদীনার ফকীহ্দের ভাষ্যকার ছিলেন। হযরত ওমর রা.

---

[৪২১] এ প্রশ্নের কারণ হলো তিনি মারফূ হাদীস অনেক কম বর্ণনা করতেন

[৪২২] রহ্মাতুল্লাহিল ওয়াসি'আহ্ ২/৬৫৩

[৪২৩] ই'লাউস সুনান ৩/২৫৯

এর ফায়সালা এবং হযরত আবূ হুরাইরা রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস তাঁর সবচে বেশি মুখস্ত ছিলো। আর ইবরাহীম নাখা'ঈ ছিলেন কূফার ফকীহ্‌দের ভাষ্যকার। যখন এ দু'জন কোনো উক্তি করতেন এবং কারো দিকে তা সম্বোধন না করতেন, তাহলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাফদের কারো প্রতি সুস্পষ্টরূপে কিংবা ইঙ্গিতমূলকভাবে সম্বোধিত ধরা হয়। উক্ত দু'শহরের ফকীহ্‌দের এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তাদের থেকেই তারা ইল্‌ম গ্রহণ করেছেন, বুঝেছেন এবং তাদের থেকে অর্জিত ইল্‌মের ওপর তারা মাসআলা-মাসায়েল তাখরীজ করেছেন[৪২৪] মোটকথা তাবে-তাবে'ঈনের তরীকায় উভয় মাকতাবায়ে ফিকির তথা হিজাযী ও ইরাকী ওলামার কর্মপদ্ধতি সাযুজ্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো। তাদের কর্মপদ্ধতির মূলকথা হলো তিনটি বিষয়,

১. তারা মুসনাদ ও মুরসাল উভয় প্রকার মারফূ রেওয়ায়েত দৃঢ়ভাবে ধারণ করতেন এবং সাহাবী ও তাবে'ঈর কওল দ্বারা দলীল পেশ করতেন। কেননা তাঁরা জানতেন যে সাহাবা ও তাবে'ঈনের এসব আকওয়াল হয়তো তা মারফূ হাদীস, যা তারা ইখতেসার করে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম নাখা'ঈ ও আমের শা'বীর ঘটনা যার প্রমাণ। অথবা সেসব কওল নুসূস থেকে সাহাবী ও তাবে'ঈনের ইস্তিম্বাত তথা গবেষণা কিংবা তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদ।

২. যখন কোন মাসআলায় হাদীসে মারফূ মুখতালাফ হতো তখন তাবে-তাবে'ঈন সাহাবীদের আকওয়ালের দিকে রুজূ করতেন।

৩. যখন কোনো কোনো মাসআলায় সাহাবী ও তাবে'ঈনের মাযহাব মুখতালাফ হতো তখন প্রত্যেক আলিম নিজ শহরের ওলামা এবং নিজ ওস্তাদদের কওল গ্রহণ করতেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্‌লভী র. তাঁর "হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা" গ্রন্থে বলেন, জেনে রাখুন যে, ইল্‌মে শরীয়ত, মুসলমানগণ যা মূলত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম হতে অর্জন করেছেন তার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে,

১. বাহ্যিক শব্দ বর্ণনা করা, তার জন্য আবশ্যক হলো অন্য কথায় এর পদ্ধতি হলো- متواتر কিংবা -غير متواتر পন্থায় তা বর্ণনা করবে।

২. আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো تلقى دلالة এর পদ্ধতি হলো, সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন ও সংরক্ষণ করতে দেখেছেন। অতঃপর তা হতে ফরয ওয়াজিব প্রভৃতি হুকুম বের করেছেন, আর বলেছেন যে, অমুক বিষয়টি ফরয, অমুক কাজটি ওয়াজিব। এ পদ্ধতির পুরোধা

[৪২৪] সূত্র : ই'লাউস সুনান ১৪/১৩৪ কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীস

হলেন, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. প্রমূখ। এঁরা হাদীস বর্ণনার এ পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে ইবরাহীম নাখা‘ঈর কওল :

ইমাম বুখারী র. এর সব মতামত মারফূ হাদীসের ওপর ভিত্তিশীল নয়। ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি কেবারে তাবে‘ঈনের আকওয়াল তথা বড় বড় তাবে‘ঈর বক্তব্যকে গ্রহণ করেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, গাইরে মানসূস মাসআলা-মাসায়েল তথা যে মাসআলাতে সরাসরি কুরআন হাদীসের দলীল নেই সেক্ষেত্রে ইমাম বুখারিও তাকলীদের প্রবক্তা ছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর সিয়ালকোটী লিখেন “ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ বুখারীতে ইজতিহাদী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইবরাহীম নাখা‘ঈর আকওয়াল তথা বক্তব্য তাবে‘ঈদের সাথে সম্মানের সাথে খুব বেশি বেশি করে উল্লেখ করেছেন। যেমন সহীহ্ বুখারীতে **قال الحسن البصرى** দ্বারা ভরপুর। একইভাবে **قال ابرا هيم النخعى** এবং দ্বারাও পরিপূর্ণ। তাদের বুযুর্গীর ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। সহীহ্ বুখারী এবং ফতহুলবারী অধ্যয়নকারী আলিমরা একথা ভালোভাবে জানেন। যদি স্বল্প জ্ঞানের কেউ কিংবা কোনো চরমপন্থী তাদের বুযুর্গীর ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে তাহলে তার দিলের চিকিৎসা করা দরকার।[৪২৫] নিম্নে প্রমাণস্বরূপ ইবরাহীম নাখা‘ঈর কিছু কওল বা বক্তব্য সহীহ্ বুখারী থেকে উল্লেখ করা হলো।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আমরা যে দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি এগুলো দ্বারা আমাদের মাসআলা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, শুধু দেখানো। ইমাম বুখারী র. ইবরাহীম নাখা‘ঈর বক্তব্য কিভাবে তাঁর সহীহ্ বুখারীতে এনেছেন। আলিমদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে সনদ সহীহ্ হলেই আমলযোগ্য হওয়া আবশ্যক হয় না। এজন্য এ আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না।

১. **وقال سعيد بن المسيب والشعبي ، وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه.**
সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, শা’বী, ইবনে যুবাইর, ইবরাহীম, কাতাদা এবং হাম্মাদ বলেছেন, তদস্থলে (ভেংগে ফেলা রোযার স্থানে) একদিন কাযা করবে।[৪২৬]

২. **وقال ابن سيرين وإبراهيم ، ولا بأس بتجارة العاج.** ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম বলেন, দাঁতের ব্যবসায়ে কোনো দোষ নেই।[৪২৭]

---

[৪২৫] তারীখে আহ্‌লে হাদীস ৭৪ সূত্র আছারুত্ তাশরীহ্ ১/২৪৪

[৪২৬] সহীহ্ বুখারী ১/২৫৯

৩. وقال منصور ، عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء.

وقال حماد ، عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم.

মানসূর ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, হাম্মাম খানায় কুরআন পাঠ করা এবং বিনা ওযুতে পত্র লিখায় কোনো দোষ নেই। হাম্মাদ র. ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন হাম্মাম খানায় লোকদের পরনে লুঙ্গি বা পায়জামা থাকলে সালাম দিও, নতুবা সালাম দিও না।[৪২৮]

৪. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف.

নাখা‘ঈ র. বলেন, যে ব্যক্তি হলফ করায়, সে যদি অত্যাচারী হয় তাহলে হলফকারীর নিয়তই গ্রহণীয় হবে। আর যদি সে মাজলূম হয় তাহলে তার নিয়তই কার্যকর হবে।[৪২৯] উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারী র. ইমাম মুহাম্মাদ র. এর কিতাবাদি থেকে উপকৃত হতেন এবং তিনি রাবী হিসেবে ইমাম মুহাম্মাদকে মুক্ত মনে গ্রহণ করতেন।

৫. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. আনাস রা. হাসান এবং ইবরাহীম র. রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে কোনো দোষ মনে করতেন না।[৪৩০]

ইমাম বুখারীর ন্যায় ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসও ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর বক্তব্য তাঁদের কিতাবে এনেছেন। আমরা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে তা এখানে আর উল্লেখ করছি না।

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. বলেন, كان إبراهيم ذكيا حافظا صاحب السنة

ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. ছিলেন মেধাবী, হাফিয এবং সুন্নাহ্‌র যথাযথ সংরক্ষণকারী মুহাদ্দিস।[৪৩১]

আ’মাশ র. বলেন, “আমি ইবরাহীম নাখা‘ঈকে বললাম আমার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদের র. সনদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন “আমি যখন কোনো ব্যক্তির সূত্রে ইবনে মাস‘ঊদ র. থেকে হাদীস বর্ণনা করি, তখন মনে করবে আমি শুধু তাঁর কাছ থেকেই ঐ হাদীসটি শুনেছি। আর যদি বলি قال عبد الله তবে মনে করবে আমি উক্ত হাদীস একাধিক ব্যক্তি হতে শুনেছি।”

---

[৪২৭] সহীহ্ বুখারী ১/৩৭

[৪২৮] সহীহ্ বুখারী ১/৩০

[৪২৯] সহীহ্ বুখারী ২/১০২৮

[৪৩০] সহীহ্ বুখারী ১/২৫৮

[৪৩১] সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৫/৪২২

এজন্যই ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. যদি ইবনে মাস‘ঊদ রা. হতে হাদীস ইরসাল করেন তবে মনে করতে হবে, তিনি এ হাদীস মুতাওয়াতির সনদের মতো বহু সংখ্যক রাবীদের থেকে শুনেছেন, সেজন্য তিনি উক্ত হাদীস সনদসহ বর্ণনার কোনো প্রয়োজন মনে করেননি।

শাইখুল ইসলাম আবূ ইসহাক সিরাযী শাফে‘ঈ র. **اللمع فى اصول الفقه** গ্রন্থে[৪৩২] লিখেন,

وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته

অর্থাৎ জারহ্ ও তা’দীল প্রসঙ্গে সারকথা হলো, রাবীর ভালো হওয়াটা সুপ্রমাণিত হবে অথবা মন্দ হওয়াটা সুপ্রমাণিত হবে অথবা রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত হবে। যদি রাবীর ভাল হওয়াটা সুপ্রমাণিত হয়, যেমন সাহাবায়ে কেরাম রা. অথবা শীর্ষস্থানীয় তাবে‘ঈগণ যেমন হাসান বসরী, আতা ইবনে রবাহ্, আমের শা’বী, ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. অথবা বড় বড় ইমামগণ যেমন ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফে‘ঈ, ইমাম আহ্মাদ, ইমাম ইসহাক, এবং যারা তাঁদের অনুরূপ পর্যায়ের তাঁদের খবর অবশ্যই গৃহীত হবে। তাঁদের অবস্থার বিস্তারিত ঘাটাঘাটি করার প্রয়োজন হবে না।

ইমাম বুখারী র. বলেন, আমাদেরকে আলী ইবনে মাদীনি র. খালেদ বিন হারেছের সূত্রে সাঈদ বিন আবী মা’মার থেকে বলেছেন, “ইবরাহীম নাখা‘ঈ আয়েশা রা. এর সাথে দেখা করেন, তখন আম্মাজান আয়েশা রা. লাল কাপড় পরিহিত ছিলেন। সাঈদ বিন আবী মা’মার আইয়ূব জিজ্ঞাসা করলেন, “কিভাবে তিনি আয়েশা রা. এর সাথে দেখা করলেন?” জবাবে তিনি বললেন, ইবরাহীম নাখা‘ঈ তাঁর মামা ও চাচার সাথে হজ্জ করতে গিয়েছিলেন তখন আম্মাজান আয়েশা রা. এর সাথে দেখা করেন। অপর এক পাণ্ডুলিপিতে আছে, ইবরাহীম র. তখন ছোট বালক ছিলেন।

আবূ নু‘আইম বলেন, ইবরাহীম নাখা‘ঈ কর্তৃক আয়েশা রা. এর সাথে সাক্ষাত অস্বীকারকারী কেউ নেই। কেননা ইবরাহীম নাখা‘ঈ আয়েশা রা.কে দেখেছিলেন এবং তার মামা আসওয়াদ র. এর সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।

[৪৩২] পৃ. ৪১

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সাহাবীদের সাথে ইবরাহীম নাখা‘ঈ র.এর সাক্ষাত অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। যুক্তিও বলে, ইবরাহীম নাখা‘ঈর র. সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। কারণ শা’বী র. তাঁর সমসাময়িক এবং দু’জন একই শহরের অধিবাসী। ইমাম শা’বী র. বলেন لقيت خمس مائة من الصحابة " আমি পাঁচশত সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছি।"

একই শহরের অধিবাসী হয়ে ইমাম শা’বী র. ৫০০ সাহাবীর সাথে দেখা করবেন আর ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর কারো সাথেই দেখা হবে না, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, কূফা নগরী ছিলো শত শত সাহাবীর আবাসস্থল। সুতরাং সাহাবীদের সাথে ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর দেখা হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া এটি প্রসিদ্ধ যে, ইমাম আবূ হানীফা র. ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর ছাত্রের ছাত্র হওয়ার পরও সাহাবায়ে কেরামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা র. এর দাদা ওস্তাদ ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর কেনো সাহাবীদের সাথে দেখা হবে না?

যারা ইতিহাস জানেন তাঁদের কাছে এটি স্পষ্ট, সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করার এবং তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করার আকাঙ্খা তাবে‘ঈদের অন্তরে কত প্রবল ছিলো।

তবে এটি সত্য, ওমর রা., আলী রা. ও ইবনে মাস‘ঊদ রা. প্রমূখ সাহাবীর ছাত্রদের থেকে যে পরিমাণ হাদীস ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর কাছে পৌঁছেছে এটা তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিলো। এজন্য তিনি অন্যদের থেকে বর্ণনার প্রয়োজন মনে করেননি। তবে এটা নয় যে, তিনি সাহাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি। বরং তিনি সাহাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোনো ব্যক্তি এটি অস্বীকার করতে পারেন না।

ইবনে আবী হাতিম তার "الجرح و التعديل " গ্রন্থে ইবারাহীম নাখা‘ঈ র. এর জীবনীতে বলেন, رأي عائشة وأدرك انس بن مالك তিনি আয়েশা রা.কে দেখেছেন এবং আনাস ইবনে মালেক রা.কে পেয়েছেন।

ইবনে হিব্বান তাঁর ثقات গ্রন্থে বলেন, ইবারাহীম নাখা‘ঈ র. এর জন্ম পঞ্চাশ হিজরীতে এবং তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর মৃত্যুর চার মাস পর ইন্তেকাল করেন। ইবরাহীম নাখা‘ঈ র., মুগীরা রা. ও আনাস রা. থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর ইবনে হিব্বান মুগীরা রা. এর জীবনীতে বলেছেন যে, তিনি পঞ্চাশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। এ অবস্থায় তাঁর কথায় পরস্পর বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। কারণ, পঞ্চাশ হিজরীতে ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. জন্ম গ্রহণ করেন; ঐ বছরই কিভাবে মুগীরা

রা. এর সাথে সাক্ষাত করেন? এর জবাব হলো সম্ভবত তিনি লিখার সময় ছত্রিশ এর স্থলে ভুলে পঞ্চাশ লিখে ফেলেন অথবা ইহা নুসখা প্রস্তুতকারীদের **تصحيف** বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে ধরতে হবে।

আর যখন তার জন্ম ছত্রিশ হিজরীতে মানা হবে, তখনই তিনি মুগীরা রা. হতে হাদীস শুনেছেন কথাটা সহীহ্ হবে। তখন মুগীরা রা. এর ওফাতের সময় তার বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। আর এ পরিমাণ বয়সই رؤية ও হাদীস শোনার জন্য যথেষ্ট। আর দেখার বিষয়তো স্পষ্ট। কারণ তারা দু'জন একই শহরে ছিলেন।

শাফে'ঈ মাযহাব অনুসারী হাফেয যাহাবী র. তাঁর "মীযানুল ই'তেদাল" কিতাবে লিখেছেন, "আমার সিদ্ধান্ত হলো, এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, ইবরাহীম নাখা'ঈ র. হুজ্জাত। অর্থাৎ তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েত ও হাদীস গ্রহণযোগ্য।"

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব কিতাবে সবিস্তারে তার জীবনী লিখেছেন এবং খুব দৃঢ়তার সাথে তার সিকাহ্ তথা গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণ করেছেন। এছাড়া হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. "তাকরীবুত তাহ্‌যীবে" (নং ২৭০) বলেন,

"তিনি ছিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য রাবী। তবে তিনি অনেক মুরসাল হাদীস রেওয়ায়েত করেন। অধিকাংশ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।"

ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর ইল্‌মের উৎস এবং সালাফের ফিক্‌হের মাঝে ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর ফিক্‌হের অবস্থান :

আবুল মুসাল্লা থেকে বর্ণিত আছে যে, আলকামা হলেন ইবনে মাস'ঊদের জ্ঞান-গরিমা কামালাত এবং আমলের নমুনা। আর ইবরাহীম নাখা'ঈ হলেন সমস্ত ইল্‌মে আলকামার নমুনা।[৪৩৩]

আবদুর রহ্‌মান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম র.বলেন,

لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي فكان فقيه أهل مكة عطاء ابن أبي رباح وفقيه أهل اليمن طاوس وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير وفقيه أهل الكوفة إبراهيم وفقيه أهل البصرة الحسن وفقيه أهل الشام مكحول وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع

[৪৩৩] তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব। সূত্র আনওয়ারুল বারী ১/২৯

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

যখন আবাদিলা তথা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস ইন্তেকাল করলেন, তখন সব দেশে মাওয়ালীদের কাছে ফিক্হ ফিরে আসে। মক্কাবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন আতা ইবনে আবী রাবাহ্। ইয়ামানবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন তাউস। ইয়ামামাবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাছীর। কূফাবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন ইবরাহীম। বসরাবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন হাসান। শামবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন মাকহুল। খুরাসানবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন আতা আলখুরাসানী। তবে মদীনা ব্যতিক্রম, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তা খাস করেছেন কুরাইশদের দ্বারা। অতএব বিনা বিতর্কে মদীনাবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব।[৪৩৪]

ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর ফিকহ্ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী র. এর সাক্ষ্য প্রদান :

হাফিয যাহাবী র. বলেন,

وَكَانَ بَصِيْراً بِعِلْمِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَاسِعَ الرِّوَايَةِ، فَقِيْهَ النَّفْسِ، كَبِيْرَ الشَّأْنِ، كَثِيْرَ المَحَاسِنِ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى –

তিনি ছিলেন ইবনে মাস'ঊদ রা. এর ইল্ম সম্পর্কে প্রাজ্ঞ, ব্যাপক রেওয়ায়েতের অধিকারী, ফকীহুন-নফস। বড় মর্যাদাবান ও অনেক সৌন্দর্য্যের অধিকারী।[৪৩৫] উপরোক্ত ইবারতে فَقِيْه النَّفْسِ শব্দটি লক্ষনীয়। "ফকীহুন-নফস" কথাটির অর্থ হলো, ফিক্হ শাস্ত্রে এমনভাবে পাণ্ডিত্য অর্জন করা, যেন ফিক্হ তার রক্ত ও মাংসে মিশ্রিত হয়ে গেছে। এমনকি তা তাঁর স্বভাব চরিত্রে পরিণত হয়েছে।[৪৩৬]

হাফিয ইবনে হাজার র. বলেন, হাফিয আবূ সাঈদ আলাঈ বলেছেন,

هو مكثرمن الإرسال– وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله وخص البيهقي ذلك بماأرسله عن ابن مسعود

অর্থাৎ তিনি অধিক পরিমান মুরসাল হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীসের এক জামা'আত ইমাম তাঁর মুরসালসমূহকে সহীহ্ বলে গণ্য করেন। আর ইমাম বাইহাকী র. এ সহীহ্ হওয়াটা বিশেষভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর সূত্রে বর্ণিত ইরসালের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ ইবনে মাস'ঊদ রা. এর থেকে বর্ণিত ইরসালগুলোর সহীহ্কে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন।[৪৩৭]

---

[৪৩৪] ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ১/২৬ দারুল হাদীস

[৪৩৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৪১৬, আলমাকতাবুত তাওফীকিয়্যাহ

[৪৩৬] দিরামাতুল কাশেফ ১/৮১

[৪৩৭] খ. ১, পৃ. ১৭৮

ইবনে আবী হাতেম ইসমাঈল বিন আবী খালিদ থেকে বর্ণনা করে বলেন,

كان الشعبي و أبوالضحي وإبراهيم و أصحابنا يجتمعون في المسجد فتذاكرون الحديث فإذا جاءهم شيئ ليس فيه رواية رموا أبصارهم ألي إبراهيم

অর্থাৎ শা'বী, আবুযোহা ইবরাহীম এবং আমাদের অন্যান্য সঙ্গী-সাথী তাঁরা মসজিদে জমা হয়ে হাদীস নিয়ে পরস্পর "মুযাকারাহ" তথা আলোচনা করতেন। যদি তাঁদের সামনে এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হতো যে ব্যাপারে তাঁদের সামনে কোনো হাদীস না থাকতো, তখন তাঁরা সবাই ইবরাহীম র. এর দিকে তাঁদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করতেন। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকেই এ বিষয়ের সমাধান কামনা করতেন।

আব্দুল মালেক বিন আবূ সুলাইমান হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كان الكوفيون يستفتون سعيد بن زبير فقال وفي نسخة فيقول أتستفتوني وعندكم إبراهيم؟

কূফাবাসীরা সাঈদ বিন জুবাইর রা. এর কাছে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন তোমরা আমার কাছে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করছো? অথচ তোমাদের মাঝে ইবরাহীম নাখা'ঈ বর্তমান আছেন! অর্থাৎ ইবরাহীম নাখা'ঈ থাকলে আমার কাছে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করার কোনো দরকরই হয় না।

আবু বকর বিন আইয়াশ র. আসেম র. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كان الرجل يأتي أبا وائل يستفتيه فيقول اذهب إلي إبراهيم سله ثم أخبرني بما قال لك

অর্থাৎ মানুষজন আবূ ওয়ায়েল রা. এর কাছে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করতে আসতো, তখন তিনি বলতেন যে, "তোমরা ইবরাহীম নাখা'ঈর কাছে যাও এবং তাঁকে এ মাসআলা জিজ্ঞাসা করো। অতঃপর ইবরাহীম নাখা'ঈ কী বলেন আমাকে জানিয়ে দিও।

ইন্তেকাল :

হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর ইন্তেকালের ব্যাপারে আবূ নু'আইম র. বলেন, তিনি ছিয়ানব্বই হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ঊনষাট বছর।[৪৩৮]

আমরা পূর্বের এডিশনে শুধু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. ও ইমাম আবূ হানীফা র. এর জীবনীর ওপর কিঞ্চিত আলোকপাত করেছিলাম। এ এডিশনে আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রা. ও ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাঝে অপর কয়েকজন মহা মনীষীর জীবন চরিত সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছি। আল্লাহ্ তা'আলা এ

[৪৩৮] ইমাম যাহাবী র. তার "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা" এর ৫/৪১৮ পৃ. তে ও এরূপ বলেন।

সকল মহা মনীষীর নেক দৃষ্টি ও বরকত যেন আমাদের ওপর হাশর-নাশর পর্যন্ত জারি রাখেন। আমীন! এ সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত লিখতে যে কয়েকটি কিতাবের সাহায্য নেওয়া হয়েছে,

١- سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي

٢- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

٣- الاستيعاب لابن عبد البر

٤- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني

٥- كتاب الآثار مع تحقيق أبي الوفاء الأفغاني

٦- فقه أهل العراق وحديثهم للإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র.

হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. এর জীবনী :

হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. এর পুরো নাম হলো, হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান মুসলিম আলআশআরী আবূ ইসমাঈল আলকূফী। তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় তাবে'ঈ। অনেক সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁকে 'ফকীহুল কূফা' বা কূফা নগরীর ফকীহ্ বলা হয়।

যাদের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন :

তাঁরা হলেন, হযরত আনাস রা., যায়েদ বিন ওহাব রা., সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রা., সাঈদ বিন যুবায়ের রা., ইকরিমা রা., আবূ ওয়ায়েল ইবরাহীম নাখা'ঈ রা., হাসান রা., আব্দুল্লাহ্ বিন বুরায়দা রা., শা'বী র., ওমর রা. এর আযাদকৃত দাস আব্দুর রহ্মান বিন সা'দ রা. প্রমূখ।

তাঁর কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন :

তাঁরা হলেন, তাঁর পুত্র ইসমাঈল আসেম আলআহওয়াল র., শু'বা র., সুফিয়ান সাওরী র., হাম্মাদ বিন সালামাহ্ র., মিসআর বিন কিদাম র., হিসাম আদ দাসতুআই র., আবূ হানীফা র. হাকাম বিন উবাইদাহ র., আ'মাশ র., মুগীরা র.

প্রমূখ। এরা হলেন তাঁর সহচর এবং এ হযরতগণ ছাড়া আরো অনেকেই তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত :

ইমাম আহ্মাদ র. বলেন,

مقارب ما روي عنه القدماء وسفيان وشعبة "কুদামা, সুফিয়ান ও শু'বা এর সমপরিমাণ হাদীস হাম্মাদ বিন সুলাইমান র. হতে বর্ণিত আছে"।[৪৩৯] ইমাম আহ্মাদ র. আরো বলেন, হাম্মাদ থেকে হিশামের হাদীস শ্রবণের বিষয়টি সঠিক। মুগীরা র. বলেন, قلت لإبراهيم أن حمادا قعد يفتي فقال وما يمنعه يفتي وقد سأني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عشره "আমি ইবরাহীম নাখা'ঈ র.কে বললাম যে, হাম্মাদতো এখন ফাত্ওয়া দেওয়া শুরু করেছে। শুনে ইবরাহীম নাখা'ঈ র. বলেন, তার ফাত্ওয়া দেওয়াতে সমস্যা কী? (বরং তাঁর ফাত্ওয়া দেওয়াই স্বাভাবিক কারণ) সেতো আমার কাছে যা প্রশ্ন করেছে তার দশভাগের একভাগও তোমরা আমাকে করোনি।

আবূ হাতেম র. ابي كدينة (আবূ কুদাইনা) সূত্রে মুগীরা র. থেকে পূর্বোক্ত ভাষ্য বর্ণনা করেছেন। ইবনে শুবরুমাহ্ র. বলেন- ما أحد آمن علي بعلم من حماد "হাম্মাদ এর ইল্‌ম ছাড়া অন্য কারো ইল্‌ম আমার কাছে অধিক নিরাপদ মনে হয় না"।[৪৪০]

মা'মার র. বলেন, ما رأيت أفقه من هؤلاء الزهري وحماد و قتادة "হাম্মাদ, যুহ্‌রী, এবং কাতাদাহ্ র. হতে বড় ফকীহ্ (অন্য কাউকে) দেখিনি।

কাত্তান র. বলেন, حماد أحب إلي من مغيرة "মুগীরার চেয়ে হাম্মাদ আমার কাছে অধিক প্রিয়।[৪৪১] ইমাম মাঈনও অনুরূপ বলেন এবং আরো বলেন যে, হাম্মাদ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

আবূ হাতেম র. বলেন, حماد صدوق لا يحتج بحديث مستقيم في الفقه "হাম্মাদ সত্যবাদী রাবী তবে তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয় না। তবে তিনি ফিক্‌হের ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন ও গ্রহণযোগ্য।

---

[৪৩৯] হযরত আবুল ওয়াফা আফগানী র. বলেন, আমাদের ইমাম তথা হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান তাদের চেয়ে অগ্রবর্তী।

[৪৪০] আবুল ওয়াফা আফগানী র. বলেন, আমি বলবো যে, হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান এর শান বর্ণনার জন্য ইহাই যথেষ্ট।

[৪৪১] এ প্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, ইল্‌মের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়।

আবুল ওয়াফা আফগানী র. বলেন, এক্ষেত্রে আমরা বলবো, “ইমাম মুসলিম র. তাঁর হাদীস বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রমাণ প্রদান করে গেছেন। অতএব আপনার (আবূ হাতেমের) দলীল গ্রহণ না করাতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম ইজলী র. বলেন, **كوفي ثقة** “কূফার অধিবাসী (হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান) নির্ভরযোগ্য।[৪৪২] **وكان أفقه أصحاب إبراهيم** “তিনি ছিলেন ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. এর শিষ্যদের মধে সবচে বড় ফকীহ্”।

দাউদ তাঈ র. বলেন, **كان سخيا علي الطعام جوادا بالدنانير والدراهم** “তিনি ছিলেন খাদ্য দানের ক্ষেত্রে দানশীল আর দিরহাম-দীনার দানের ব্যাপারে উদার।”

ইবনে আ’দী র. বলেন,

حماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم ويقع في حديثه أفراد وغريب وهو متماسك في الحديث لابأس به

“হাম্মাদ র. অনেক হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। বিশেষত ইবরাহীম নাখা‘ঈ র. থেকে তাঁর বর্ণনা অনেক। হাম্মাদ র. বর্ণিত হাদীসের মধ্যে গরীব হাদীস আছে। তবে সে হাদীসগুলো দলীলযোগ্য এবং কোনো সমস্যা নেই।”

আবূ হাতেম তাঁর জরাহ্ তা’দীলের মধ্যে আব্দুল মালেক বিন ইয়াস থেকে বর্ণনা করেন, আমি ইবরাহীম নাখা‘ঈকে প্রশ্ন করলাম, আপনার পর আমরা কাকে প্রশ্ন (মাসআলা জিজ্ঞাসা) করবো? তিনি বললেন, হাম্মাদকে।

তিনি শু’বা থেকে হাকাম এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, “ **ومن فيهم مثل حماد؟ يعني أهل الكوفة** ” তাদের মধ্যে অর্থাৎ কূফাবাসীদের মধ্যে হাম্মাদ র. এর সমকক্ষ আর কে আছে?

আবূ ইসহাক শাইবানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি হাম্মাদের চেয়ে বড় ফকীহ্ আর কাউকে দেখিনি। বলা হলো শা’বীকেও না? তিনি বললেন না, শা’বী কেও না।”

ইবনে ইদরীস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, “আমি আবূ ইসহাক শাইবানীর কাছে শুধু হাম্মাদ র. এর প্রশংসাই শুনেছি।”

---

[৪৪২] মুহাদ্দিসগণ সাধারণত এ জাতীয় শব্দ বলে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বুঝিয়ে থাকেন।

মা’মার র. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, **سمعت سفيان يقول كان حماد أبطن بإبراهيم من الحكم** “আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, হাম্মাদ হাকাম এর চেয়ে ইবরাহীম নাখা‘ঈর র. ইল্‌মের অধিক ধারক-বাহক।

আব্দুর রায্‌যাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মা’মার র. বলেন, **مارأيت مثل حماد** “আমি হাম্মাদের মতো কাউকে দেখিনি”।

শু’বা র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **كان حماد صدوق اللسان** “হাম্মাদ ছিলো সত্যভাষী লোক।

মানাকিবে ইমাম মুআফ্‌ফাক ইবনে আহ্‌মদে[৪৪৩] বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা র.কে প্রশ্ন করা হলো, আপনার দৃষ্টিতে বড় ফকীহ্ কে? তখন জওয়াবে তিনি বলেন যে, **ما رأيت أفقه من حماد** “আমি হাম্মাদ র. এর চেয়ে বড় ফকীহ্ দেখিনি”। আরেক রেওয়ায়েতে আছে তিনি বলেন যে, “আমি জাফর বিন মুহাম্মাদ সাদিক হতে বড় ফকীহ্ কাউকে দেখিনি।

তবে এ দু’বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে, তাহলো আহ্‌লে বাইতের মধ্য হতে জাফর বিন মুহাম্মাদ সাদিক বড় ফকীহ্ ছিলেন। আর আমাদের মধ্য হতে হাম্মাদ র. বড় ফকীহ্ ছিলেন।

তাকওয়া পরহেযগারিতা :

ইমাম আবূ ইয়াহ্‌ইয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া নাইসাপুরী **مناقب ابي حنيفة** এর মধ্যে সল্‌ত ইবনে বিসতান র. এর সনদে বর্ণনা করেন, সল্‌ত ইবনে বিসতান র. বলেন,

كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان خمسين إنسانا فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم مائة مائة

“হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান রমযান মাসে প্রত্যেক সন্ধ্যায় পঞ্চাশ জনকে ইফতার করাতেন। অতঃপর যখন ঈদের রাত্র আসতো, তিনি তাদেরকে অনেক কাপড়-চোপড় এবং শতশত টাকা দান করতেন।”

হাফেয আবুল হাসান তবারী **مناقب الشافعي** নামক গ্রন্থে ইমাম শাফে‘ঈ র. হতে বর্ণনা করেন, **لا أزال أحب حماد بن أبي سليمان لشيئ بلغني** “বিশেষ একটি

[৪৪৩] ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.

কারণে আমি হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমানকে সর্বদা ভালোবাসি” হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. এর প্রতি যে إرجاء (ইরজা) এর নেসবত তথা সম্পর্ক করা হয় এর দ্বারা মূলত إرجاء السنة উদ্দেশ্য। কূফা নগরীর এমন আরো অনেক আলিমের প্রতি إرجاء এর সম্মন্ধ করা হয়। হাম্মাদ র. إرجاء البدعة হতে পরিপূর্ণ মুক্ত ছিলেন।[৪৪৪]

তবে ইমাম আ'মাশ র. এর হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান সম্পর্কে কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আ'মাশ র. এর ওস্তাদ, কূফা নগরীর ফকীহ্গণের ওস্তাদ, এমনকি মুসলিম উম্মাহ্র ফকীহ্গণের ওস্তাদ ইবরাহীম নাখা'ঈ র. হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. এর সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতেন এবং তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনে করতেন। সেখানে আ'মাশ র.এর মন্তব্য কখনো ধর্তব্য নয়। তাছাড়া সমকালীন ব্যক্তিদের সমালোচনা কখনো কখনো ধর্তব্য হয় না।[৪৪৫]

'আলকুতুস সিত্তাহ্'র ইমামগণের কে কে হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন :

ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ্ মুসলিমে হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী র. তাঁর 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুনানে আরবা'আর ইমামগণ তাঁদের কিতাবেও হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম নাখা'ঈ হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. সম্পর্কে বলেন :

سألني هو وحده عمالم تسألوني كلكم عن عشره “সে একা আমাকে যে পরিমাণ প্রশ্ন করেছে, তোমাদের সবাই মিলে তার দশ ভাগের একভাগ প্রশ্ন করতে পারোনি।”

কূফার অধিকাংশ আলিমই ইমাম হাম্মাদ র. এর কাছে ফিক্হ শিক্ষা করেছেন। আবূবকর আননাহ্শালী, আবূ বুরদাহ, ইবনে শুবরামাহ, শরীক, মূসা ইবনে আবূ কাছীর, মুহাম্মাদ বিন জাবের আল জু'ফী, আবূ হুসাইন প্রমূখসহ সুফিয়ান সাওরী, শু'বা, মিসআর প্রমূখ ইমামও তাঁর কাছেই ফিক্হ শিখেছেন। আবূ বকর আইআশ র. বলেন, كان هؤلاء الثلاثة أصحاب الفتيا حبيب بن أبي ثابت والحكم وحماد অর্থাৎ হাবীব ইবনে আবূ ছাবেত, হাকাম ও হাম্মাদ তিনজনই ফাত্ওয়া দিতেন।

---

[৪৪৪] 'ইরজা' সম্পর্কে জানার জন্য অবশ্যই অধ্যয়ন করুন আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র. এর “আর্রাফউ ওয়াত তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত তাদীল” কিতাবের ৩৫২-৩৮৩ পৃ. সাথে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. এর টীকা।

[৪৪৫] আ'মাশ র.ও হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান সমকালীন ছিলেন।

ওস্তাদের সাহচর্যে হাম্মাদ র. :

হাম্মাদ র. তাঁর ওস্তাদ ইবরাহীম নাখা'ঈ র. এর সার্বক্ষণিক সাহচর্য গ্রহণ করেন। আবুশশায়খ "তারীখে ইস্পাহান" এ উল্লেখ করেছেন, "আবূ বকর আহ্মাদ বিন হাসান তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন, "ইবরাহীম নাখা'ঈ র. একদা হাম্মাদ র. এর কাছে যান, হাম্মাদ তাঁকে দেখে একটি ঝুড়িতে করে গোশত কিনে আনেন। এমতাবস্থায় হাম্মাদ র. এর পিতার সাথে সাক্ষাত হয়। পিতা তাঁর ছেলে হাম্মাদ র. এর হাতে গোশতের ঝুড়িটি দেখে ধমক দেন এবং হাত থেকে ঝুড়িটি নিয়ে ফেলে দেন।

পরে যখন ইবরাহীম নাখা'ঈ র. ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর মুহাদ্দিস সাথীগণ ও খোরাসানী (কয়েকজন আলিম) মুসলিম বিন ইয়াযীদ (তথা হাম্মাদ র.) এর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়েন। (অর্থাৎ ইল্ম শিখতে আসেন) দরজায় আওয়াজ শুনে হাম্মাদ র. এর পিতা বাইরে বের হয়ে আসেন। পিতাকে বাইরে আসতে দেখে তাঁরা বললেন, আরে আমরাতো আপনাকে চাচ্ছি না, আপনার পুত্র হাম্মাদকে চাচ্ছি। হাম্মাদ র. এর পিতা তখন ঘরে ঢুকে সন্তানকে বললেন হে বৎস! ওঠ তোমাকেই ওরা ডাকছে। আজকে আমি বুঝতে পারলাম সেদিনের ঝুড়ির বদৌলতেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন। অর্থাৎ ওস্তাদের প্রতি সে সম্মানই আজকে তোমাকে এই পর্যায়ে উন্নীত করেছে।[৪৪৬]

উকাইলী বলেন :

হাম্মাদ বিন সুলাইমান ইস্পাহানী বর্ণনা করেন, ইবরাহীম নাখা'ঈ র. যখন ইন্তেকাল করেন, তখন কূফার পাঁচজন ব্যক্তি একত্রে চল্লিশ হাজার দিরহাম জমা করলেন। তাঁদের মধ্যে ওমর ইবনে কায়েস ও আবূ হানীফা র.ও ছিলেন। তাঁরা এ সম্পদ নিয়ে হাকাম ইবনে উতাইবা র. এর কাছে গিয়ে বললেন, আমরা এ চল্লিশ হাজার নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি এটা গ্রহণ করে দুনিয়াবী উপার্জনের খেয়াল বাদ দিয়ে আমাদের ইল্ম শিক্ষা প্রদান করবেন। হাকাম ইবনে উতাইবা র. তাঁদের এ অনুরোধ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর তাঁরা হাম্মাদ র. এর কাছে আসেন এবং তাঁর কাছে অনুরূপ আবেদন জানান। হাম্মাদ র. সব কাজ বাদ দিয়ে দ্বীনের খেদমতে লেগে যান।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, হযরত হাম্মাদ র. ছিলেন আবূ হানীফা র. এর ওস্তাদ। আবূ হানীফা র. হাম্মাদ র. এর সাথে কেমন সম্পর্ক ছিলো এ ব্যাপারে আবুশ শায়খ ইস্পাহানীর অপর একটি বর্ণনা উল্লেখ করছি, হাম্মাদ র. এর বোন বলেন,

---

[৪৪৬] যাহিদ আলকাউছারী র. রচিত فقه أهل العراق وحديثهم পৃ. নং ৬১

নো'মান বিন সাবেত (আবূ হানীফা) আমাদের বাড়ীর দরজার সামনে বসে তুলা ধুনতেন এবং আমাদের দুধ ও শাক-সবজি অর্থাৎ বাজার সদাইয়ের কাজ করে দিতেন। যখন কোনো লোক মাসআলা জানতে আসতেন নো'মান বিন ছাবেত (আবূ হানীফা) তাঁকে মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন। এরপর বলে দিতেন যে, এ মাসআলার সমাধান এরূপ। অতঃপর বলতেন, একটু থাম। এ বলে তিনি ঘরে ঢুকে হাম্মাদ র.কে বলতেন এক লোক এ মাসআলা জানতে এসেছেন। আমি এরূপ জওয়াব দিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বলতেন, তাঁরা (আমার ওস্তাদগণ) এ ব্যাপারে এরূপ বলেছেন। আমার সঙ্গী-সাথীগণ ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইবরাহীম নাখা'ঈ র.ও এরূপ বলেছেন। তখন আবূ হানীফা র. জিজ্ঞাসা করতেন, আমি কি আপনার থেকে এরূপ বর্ণনা করবো? তখন তিনি বলতেন হ্যাঁ, বর্ণনা করো। এরপর তিনি বের হয়ে ঐ মাসআলা প্রার্থীকে বলতেন, হাম্মাদ র. এরূপ বলেছেন।

আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. এর মূল্যায়ন :

আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. আবুশশায়খ হতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, **هكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض وخدمة بعضهم لبعض أو أن الطلب وبهذا نالوا بركة العلم** "এ ছিলো ছাত্র জীবনে তাঁদের ওস্তাদের সাথে একে অপরের সম্পর্ক এবং একে অপরের অর্থাৎ ছাত্রের ওস্তাদগণের খেদমত। আর এভাবেই তাঁরা ইল্‌মের বরকত হাসিল করেছেন[৪৪৭]।"

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত আলোচনা হতে আমরা দেখতে পেলাম হযরত ইবরাহীম র. এর সাথে হাম্মাদ র. এর সম্পর্ক এবং হাম্মাদ র. এর সাথে ইমাম আবূ হানীফার র. সম্পর্ক কেমন ছিলো। ওস্তাদের সাথে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টিও এখানে চলে এসেছে। সাথে সাথে মুহাদ্দিসীনে কেরামের ভাষ্য দ্বারা হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান র. এর মর্যাদাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইন্তেকাল :

হাম্মাদ র. এর ইন্তেকালের তারিখের ব্যাপারে আবূ বকর ইবনে আবী শাইবা র. বলেন- তিনি ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারী আবূ নু'আইম

---

[৪৪৭] فقه أهل العراق ৬১ পৃ.

থেকেও ১২০ হিজরীর কথাই বলেছেন। আর আবূ নু'আইম বাদে অন্য সনদে এবং ইবনে হিব্বান তাঁর **ثقات** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি ১১৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র.

আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. রচিত 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' এর মুকাদ্দামার ভূমিকা (অনুবাদ)

ইমাম আ'যম র. এর মুসনাদ সংকলকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবুল মুআইয়াদ মুহাম্মাদ বিন মাহ্মুদ খুওয়ারেযামী র. (৬৫৫হি.) এর "জামিউ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" কিতাব

ইসলামে ইমাম আবূ হানীফা র. এর 'মুসনাদ' এর ইল্মী অবস্থান

তাবে'ঈ আবূ হানীফা র. :

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেন,

والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه (التوبة١٠٠)

আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের (সাহাবীদের) অনুসরণ করেন, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ মহান বাণীর অন্তর্ভুক্ত, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর তাবে'ঈ হওয়ার বিষয়ে উম্মত একমত। (তাবে'ঈ : যিনি সাহাবীগণের কাউকে ঈমানের সাথে দেখেছেন ও ঈমানের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।) শত শত ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ , ওলামা তাঁর তাবে'ঈ হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যে সকল জাবালুন শামেখুনরা (মহান ব্যক্তিত্বরা) তাঁর তাবে'ঈ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো :

➡ ইবনে সা'আদ الطبقات। (আত-তাবাকাত) তে,

➡ খতীবে বাগদাদী التاريخ। (আত-তারীখ) এ,

➡ হাফিয ইবনে আব্দুল বার الانتقاء। (আলইনতেকা) তে,

➡ হাফিয সাম'আনি كتاب الأنساب (কিতাবুল আনসাব) এ,

➡ ইবনুল জাওযী العلل المتناهية (আলইলালুল মুতানাহিয়া) তে,

➡ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্‌যী,
➡ হাফিয ইরাকী,
➡ দারাকুতনী,
➡ ইমাম তবারী,
➡ ইমাম নববী,
➡ হাফিয আব্দুল গনী নাবলূসী,
➡ ফজলুল্লাহ তুরবিশতী,
➡ বুলকিনী,
➡ ইমাম ইয়াফেঈ,
➡ হাফিয যাহাবী,
➡ হাফিয ইবনে হাজার,
➡ হাফিয বদ্‌রুদ্দীন আইনী,
➡ ইবনে হাজার মাক্কী,
➡ ইমাম সুয়ূতী,
➡ আবূ নু'আইম ইস্পাহানী,
➡ ইবনুল আসীর,
➡ কাসতাল্লানী প্রমূখ।

বিস্তারিত দেখুন, ইমাম যাহিদ আলকাউছারী, তানীবুল খতীবে, পৃ. ২৪ আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩০৬ ।

যে সকল সাহাবী রা. থেকে ইমাম আ'যম র. হাদীস শুনেছেন :

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. যে সকল সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের নাম জানতে দেখুন,

ইমাম কুরাশীর **الجواهر المضية في طبقات الحنفية** (আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ফী তবাকাতিল হানাফিয়্যাহ খ. ১, পৃ. ২৮) ও আবূ আব্দিল্লাহ্ আস্‌সাইমারী র. এর **أخبار أبي حنيفة وأصحابه** (আখবারে আবী হানীফা ও আসহাবিহী) কিতাবের **من لقى أبو حنيفة من الصحابة رضى الله عنهم وما رواه عنهم** অধ্যায় পৃ. ৪, এবং ড. মুহম্মাদ আবদুশ্ শহীদ নু'মানী রচিত কিতাব, ইমাম আবূ হানীফা কি তাবে'ঈয়্যাত আওর সাহাবা ছে উনকি রিওয়ায়াত'।

ইমাম আ'যম র. সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণের উক্তি :

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর ফিক্‌হী মাযহাবের অনুসারী পুরো দুনিয়ার দু'তৃতীয়াংশ মুসলমান। তাঁর ইমামতের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা' হয়ে গেছে। তাঁর মহান জীবন কথা লিপিবদ্ধ করে, অন্য মাযহাবের ইমাম মুজতাহিদগণ নিজের জীবনকে ধন্য করেছেন।

এজন্য ইমাম আ'যম র. এর ব্যাপারে কোনো প্রশংসাবাণী তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেননা এমন ব্যক্তিত্বকে প্রশংসাবাণী দিয়ে তুলে ধরা, আর সূর্যকে দলীল দিয়ে প্রমাণ করা, আমার কাছে সমান মনে হয়।

তারপরও যারা অন্তর ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাদের নিরাময়ের আশায় পৃথিবীর বিখ্যাত ইমাম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণের যবানীতে তাঁর ইল্‌মী ও আমলী অবস্থার অতি সামান্য তুলে ধরছি :

ইমাম বুখারী র. এর অন্যতম ওস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম র. (১২৬ -২১৫ হি.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে বলেন, **كان أعلم أهل زمانه**

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর যামানার সবচে বড় আলিম ছিলেন।[৪৪৮]

ইবনে হাজার আসকালানী র. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম র. সম্পর্কে বলেন, ইমাম বুখারী র. এর অন্যতম ওস্তাদ এবং এ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম র. এর সনদেই ইমাম বুখারী র. অধিকাংশ 'সুলাসিয়্যাত হাদীস' বর্ণনা করেছেন।[৪৪৯]

সে যুগে ইল্‌ম দ্বারা যা বোঝানো হতো :

উল্লেখ্য, সে যামানায় ইল্‌ম বলতে কি বোঝানো হতো, এ সম্পর্কে আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী র. বলেন,

ولا يخفى أن العلم في ذلك الزمان لم يكن إلا علم الحديث والقرآن، فأعلم الناس حينئذ من كان أعلمهم بالقرآن والحديث

অর্থাৎ (যিনি ইসলামী ইতিহাস ও এর জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে পরিচিত) তার কাছে এটি নতুন কোনো বিষয় নয় যে, তৎকালীন যামানায় ইল্‌ম (**علم**) বলতে ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে কুরআন বোঝানো হতো। তাই মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক ইল্‌মের অধিকারী অর্থ, যিনি ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে কুরআনে সবার শীর্ষে ছিলেন।[৪৫০]

অতএব বোঝা গেলো, ইমাম বুখারী র. এর অন্যতম ওস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম র. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে যে বলেছেন, **كان أعلم أهل زمانه** "ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর যামানার সবচে বড় আলিম ছিলেন" এর দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে কুরআনে সবার শীর্ষে ছিলেন।

---

[৪৪৮] তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব খ. ১০, পৃ. ৪৫০.

[৪৪৯] ইবনে হাজার আসকালানী র. تهذيب التهذيب তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব খ, ১০, পৃ. ২৯৫. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্‌ আবূ গুদ্দাহ্‌ র. কর্তৃক টীকা, আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী র. এর إعلاء السنن (ই'লাউস সুনান) এর মুকাদ্দামা قواعد في علوم الحديث (কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩০৮

[৪৫০] আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩১০

ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. (১১৮-২০৬ হি.) বলেন, أدركت ألف رجل، وكتبت عن أكثرهم ، ما رأيت فيهم أفقه ولا أورع ولا أعلم من خمسة ، أولهم أبوحنيفة আমি এক হাজার মনীষী পেয়েছি, যাদের অধিকাংশ থেকেই আমি হাদীস লিখেছি। তবে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বড় ফকীহ্, সর্বোচ্চ খোদাভীরু এবং সর্বাধিক ইল্‌মের অধিকারী আমি পাঁচ জনকে পেয়েছি। এ পাঁচ জনের প্রথম জন (ইমাম আ'যম) আবূ হানীফা র.।[৪৫১]

এ ইয়াযীদ ইবনে হারূন সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী র. তাঁর تهذيب التهذيب কিতাবের খ. ১১, পৃ. ৩৬৬ বলেন,

أحد الأعلام الحفاظ المشاهير. روى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني و خلائق كثيرون . وقال أبو حاتم فيه: ثقة إمام صدوق لا يسأل عن مثله.

তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী মাশহুর হাফিযুল হাদীস। তাঁর থেকে আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা'ঈন, আলী ইবনে মাদীনি এবং এরূপ আরো বড় বড় মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর ব্যাপারে আবূ হাতেম র. বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য হাদীসের ইমাম। তাঁর মতো ইমামের ব্যাপারে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না।[৪৫২]

এ ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে বললেন,

أدركت ألف رجل، وكتبت عن أكثرهم ، ما رأيت فيهم أفقه ولا أورع ولاأعلم من خمسة ، أولهم أبو حنيفة

রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা'ঈন র. (১৫৮-২৩৩ হি.) বলেন, كان أبو حنيفة ثقة في الحديث অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা র. হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৪৫৩] তিনি আরো বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সা'ঈদ

---

[৪৫১] জামে'উ বায়ানিল ইল্‌মি ওয়া ফাদ্‌লিহী, আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩০৮

[৪৫২] আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস এর টীকা, আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. পৃ. ৩০৮

[৪৫৩] তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব খ. ১০, পৃ. ৪৫০

আলকাত্তানকে বলতে শুনেছি, قد أخذنا باكثر أقواله অর্থাৎ আমরা ইমাম আবূ হানীফা র. এর অধিকাংশ মতের ওপর আমল করি।[৪৫৪]

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈনকে প্রশ্ন করা হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা কি হাদীসশাস্ত্রে (ثقة) নির্ভরযোগ্য? উত্তরে তিনি বলেন, نعم ثقة ثقة অর্থাৎ হ্যাঁ নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য।[৪৫৫] ইমাম আ'যম সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, **كان أبوحنيفة ثقة لايحدث بالحديث إلا بما يحفظه** অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা র. নির্ভরযোগ্য রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) ছিলেন। তিনি মুখস্ত ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতেন না।

অপর এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة، وكان يحفظ حديثه كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا.

আমি ওয়াকী' র. এর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মতো কাউকে দেখি না। আর এ ওয়াকী' র. আবূ হানীফা র. এর মতানুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান করতেন এবং আবূ হানিফা র. এর সকল হাদীস সংরক্ষণ করে রাখতেন। কেননা তিনিতো আবূ হানীফা র. থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৪৫৬]

পাঠক! এ ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন র. সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী র. তাঁর تهذيب التهذيب কিতাবের খ. ১১, পৃ. ২৭০ বলেন,

هو إمام الجرح والتعديل، روى عنه البخارى ومسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل وأبوحاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وخلائق آخرون.قال الآجري: قلت لأبي داود: أيما أعلم بالرجال علي بن المديني أو يحيى بن معين؟ قال: يحيى عالم بالرجال، وليس عند علي من خبر أهل الشام شيئ. وقال الإمام أحمد : كان يحيى بن معين أعلمنا بالرجال....وقال العجلي : ما خلق الله تعالى أحدا كان أعرف بالحديث من يحيى بن معين،

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন জারাহ্ তা'দীলের ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবূ হাতেম রাযি, আবূ যুর'আ রাযী, আবূ যুর'আ দিমাশকী র.সহ অন্যান্য বড় বড় ইমাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

[৪৫৪] ইমাম যাহাবী, মানাকিবু ইমাম আবী হানীফা পৃ. ৩২. তাহ্যীবুত তাহ্যীব খ. ১০, পৃ ৪৫০
[৪৫৫] মুওয়াফ্ফিক, মানাকিবুল ইমাম আ'যম খ. ১, পৃ. ১৯২
[৪৫৬] আবূ আমর ইবনে আব্দুল বার. জামে' বায়ানিল ইল্মি ওয়াফাদ্লিহী পৃ. ৪৩১

ইমাম আয্যুররী বলেন, আমি ইমাম আবূ দাউদকে প্রশ্ন করলাম, হাদীসের রিজালশাস্ত্রে আলী ইবনুল মাদীনি বেশি জ্ঞান রাখেন না ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন বেশি জ্ঞান রাখেন? উত্তরে তিনি বলেন, রিজাল শাস্ত্রের আলিম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন আর শামবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে আলী ইবনে মাদীনির কাছে কোনো ইল্‌ম নেই। (এজন্য ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈনই বড় আলিম।)

ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন আমাদের মধ্যে রিজাল-শাস্ত্রে সর্বাধিক জ্ঞাত। ইমাম ইজলী র. বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হাদীস শাস্ত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন থেকে বড় কোনো ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেননি।[৪৫৭]

হাদীসশাস্ত্রে যিনি এমন উজ্জল নক্ষত্র, যাকে পৃথিবীর সকল হাদীস গবেষক মাথার তাজ মনে করেন, সে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন র. ইমাম আ'যম র. সম্পর্কে বলছেন, 'ইমাম আবূ হানীফা র. হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব'।

ইমাম আবূ হানীফা র. নির্ভরযোগ্য রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) ছিলেন। তিনি মুখস্ত ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করতেন না। এবং এক ইমাম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, **نعم ثقة ثقة** অর্থাৎ হ্যাঁ তিনি নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য।

পৃথিবীর এ সকল বিখ্যাত হাদীস গবেষকের হৃদয় নিংড়ানো বাস্তবতার স্বীকৃতি গাইরে মুকাল্লিদ কথিত আহ্‌লে হাদীস ভাইদের চোখের জ্যোতিতে কি 'আদালতের নূর দান করতে পারবে?

ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ র. (৮২-১৬০ হি.) বলেন, **كان والله حسن الفهم جيد الحفظ** আল্লাহ্‌র কসম, আবূ হানীফা র. উত্তম বোধশক্তি ও প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন।[৪৫৮] এবং ইমাম শু'বা র. ইমাম আ'যম র. এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে বলে ওঠেন, **طفى عن الكوفة نور العلم ، أما انهم لايرون مثله أبدا** অর্থাৎ কূফা নগরী ইল্‌ম শূন্য হয়ে গেলো, তারা আর তাঁর (ইমাম আবূ হানীফার র.) মতো (বড় আলিম) কাউকে দেখতে পাবে না।[৪৫৯]

ইমাম শু'বা সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার র. তাঁর **تهذيب التهذيب** কিতাবের খ. ৪, পৃ. ৩৪৪ বলেন,

---

[৪৫৭] আল্লামা যফর আহ্মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস এর টীকা, আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. পৃ. ৩১৭

[৪৫৮] ইবনে হাজার মাক্কী, আলখাইরাতুল হিসান, পৃ. ৩২

[৪৫৯] প্রাগুক্ত

قال الإمام أحمد : كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن... وقال الحاكم :شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث... قال ابن معين : شعبة إمام المتقين. وفي إعلام الموقعين لابن القيم ١:٢٠٢ قال بعض أئمة الحديث:إذا رأيت شعبة في إسناد حديث، فاشدد يديك به.

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. বলেন, (হাদীস শাস্ত্র, ইল্‌মে রিজাল) বিষয়ে শু'বা এ উম্মতের মধ্যে একাই এক জাতির প্রতীক...। হাকেম র. বলেন, হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞানে, ইমাম শু'বা হাদীসের ইমামদের ইমাম। ইবনে মা'ঈন বলেন, শু'বা মুত্তাকীদের ইমাম। ইবনুল কাইয়িম এর 'ই'লামুল মুওয়াক্কী'ঈন' কিতাবে আছে, কিছু হাদীসের ইমামগণ বলেছেন, যখন তুমি হাদীসের কোনো সনদে শু'বাকে দেখবে, তাঁর দ্বারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করো। (অর্থাৎ সনদ শক্তিশালী বিবেচনা করবে)।[৪৬০]

ইল্‌মে হাদীসের ইতিহাসে ইমাম শু'বা র. কোন্ স্তরের ব্যক্তিত্ব তা হাদীসের প্রতিটি তালিবে ইল্‌ম জানেন। এবং এ ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে ইল্‌মে হাদীসের জ্ঞান সমুদ্রে বিচরণ করা যায় কিনা তাও হাদীসের প্রতিটি তালিবে ইল্‌মের সামনে রয়েছে। সে মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম শু'বা র. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আবূ হানীফা উত্তম বোধশক্তি ও প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন।"

এবং তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে বলেছেন, "কূফা নগরী ইল্‌ম শূন্য হয়ে গেলো, তারা আর তাঁর (ইমাম আবূ হানীফার র.) মতো (বড় আলিম) কাউকে দেখতে পাবেন না" এ সকল স্বীকৃতি আসাবিয়্যাত বা গোঁড়ামীর প্রাচীরে আঘাত হানতে পারবে কি?

ইমাম বুখারী র. এর ওস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনি র. (১৬১-২৩৪ হি.) বলেন, **أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك، وهو ثقة لا بأس به.** ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে ইমাম সাওরী র. ও ইবনুল মুবারক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (ইমাম আবূ হানীফা র.) নির্ভরযোগ্য। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাতে কোনো অসুবিধা নেই।[৪৬১]

ইবনে হাজার র. তাঁর **تهذيب التهذيب** কিতাবে খ. ৭, পৃ. ৩৫১ আলী ইবনুল মাদীনির র. আলোচনায় বলেন,

---

[৪৬০] আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস এর টীকা, আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. পৃ. ৩২১

[৪৬১] আবূ আমর ইবনে আব্দুল বার র. জামে'উ বায়ানিল ইল্‌মি ওয়া ফাদ্‌লিহী পৃ. ৪৩২

قال البخاري : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني، وكان أعلم أهل عصره. وقال النسائي : كأن الله عز وجل خلق علي بن المديني لهذا الشأن،

অর্থাৎ ইমাম বুখারী র. বলেন, আলী ইবনে মাদীনি ব্যতীত অন্য কারো সামনে আমি নিজেকে ছোট মনে করিনি। তিনি তাঁর যামানায় সবচে বড় আলিম ছিলেন। ইমাম নাসায়ী র. বলেন, মহান রব্বুল আলামীন আলী ইবনে মাদীনিকে এ কাজের (ইল্‌মে হাদীস ইল্‌মে রিজাল) জন্যই সৃষ্টি করেছেন।[৪৬২]

এ আলী ইবনুল মাদীনি র. ইমাম বুখারী র. এর ওস্তাদ। ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ্ বুখারীতে এ আলী ইবনুল মাদীনী র. এর সূত্রে কত হাদীসই না এনেছেন। অনেকেতো ملأ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বলেছেন ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ্ বুখারীকে আলী ইবনুল মাদীনি র. এর হাদীস দ্বারা পূর্ণ করেছেন।

তাছাড়া ইমাম বুখারী র. নিজেও তাঁর এ ওস্তাদের সামনে নিজেকে ছোট মনে করতেন। তিনি আলী ইবনুল মাদীনি র. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে বলছেন, "ইমাম আবূ হানীফা থেকে ইমাম সাওরী ও ইবনুল মুবারাক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (ইমাম আবূ হানীফা র.) নির্ভরযোগ্য। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাতে কোনো অসুবিধা নেই।"

রাবী বিচারকদের তিন অবস্থা :

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, হাদীসের যে সকল ইমাম রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারীদের) বিষয়ে কথা বলেছেন, তাদের তিন শ্রেনীতে ভাগ করা হয়।

১. **متشدد** বা খুব কঠোর ও অনমনীয়

২. **معتدل** বা মধ্যমপন্থী

৩. **متساهل** বা কোমল বা সহনশীল

অর্থাৎ মুতাশাদ্দিদ ইমামগণ খুব কঠোর ও অনমনীয়ভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের বিষয়ে কথা বলেছেন।

আর মু'তাদিল ইমামগণ মধ্যমপন্থা বা স্বাভাবিকভাবে বর্ণনাকারীদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

---

[৪৬২] আল্লামা যফর আহ্‌মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস এর টীকা, আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. পৃ. ৩২৪

মুতাসাহিল ইমামগণ কোমল বা সহনশীলতার সাথে অর্থাৎ কিছুটা ছাড় দিয়ে আলোচনা করেন।

ইমাম যাহাবী র. তাঁর **الموقظة في علم مصطلح الحديث** কিতাবে পৃ. ৮৩ বলেন,

فمن هم من نفسه حادٌّ في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل,

فالحادُّ فيهم: يحيى بن سعيد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خراش، وغيرهم.

ইমামদের মধ্যে দোষ বর্ণনায় কোনো কোনো ইমাম খুব কঠোর ও অনমনীয়। কোনো কোনো ইমাম মধ্যমপন্থী। আবার কোনো কোনো ইমাম কোমল বা সহনশীল। কঠোর ও অনমনীয় ইমামদের মধ্যে রয়েছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ (আলকাত্তান), ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন, আবূ হাতেম, ইবনে খিরাশ র. ও অন্যান্যরা।

সম্মানিত পাঠক! আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, হাদীসের এ মুতাশাদ্দিদ বা কঠোর ইমামগণও ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর 'তাওসীক' বা গ্রহণযোগ্যতা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর হাদীস ও ফিক্হের অনুপম যোগ্যতার বিষয় উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ আলকাত্তান, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন ইত্যাদি, (যা পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।)

অনুরূপভাবে আলী ইবনুল মাদীনিও মুতাশাদ্দিদ বা কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। প্রখ্যাত হাদীস গবেষক শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. আল্লামা যফর আহ্মাদ ওসমানী র. রচিত إعلاء السنن এর মুকাদ্দামায় **قواعد في علوم الحدث** এর ৩২৪ পৃ. বলেন,

إن (علي بن المديني) متشدد في الرجال تشدداً معروفاً ، نصَّ عليه غير واحد ، منهم الحافظ ابن حجر في ترجمة (فضيل بن سليمان النميري) في تهذيب التهذيب ٨: ٢٩٢وهدي الساري ص: ٤٣٤ فقال: روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين.

নিশ্চয় (আলী ইবনুল মাদীনি) রিজাল শাস্ত্রে (হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে) খুব কঠোর ছিলেন। তাঁর কঠোরতা খুবই প্রসিদ্ধ। অনেকেই এটি বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ইবনে হাজার র. অন্যতম।

ফুযাইল ইবনে সুলাইমান আন্ নুমাইরী এর আলোচনায় ইবনে হাজার র. তাঁর তাহ্যীবুত তাহ্যীব কিতাবে খ. ৭, পৃ. ২৯২ এবং হাদীয়ুস সারী পৃ. ৪৩৪ (ফাতহুল বারীর মুকাদ্দামা) বলেন, তাঁর (ফুযাইল ইবনে সুলাইমান আন্ নুমাইরী) থেকে আলী ইবনুল মাদীনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আলী ইবনুল মাদীনিতো

মুতাশাদ্দিদ বা কঠোর ব্যক্তিদের অন্যতম। ইমাম আ'যম সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনি র. এর মতামত পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

উলূমে হাদীসের এ সকল স্তম্ভ কত সম্মানের সাথে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশংসা তুলে ধরেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক র. (১১৮-১৮১ হি.) বলেন, **أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله.** আবূ হানীফা র. মানব জাতির মধ্যে সবচে বড় ফকীহ্। ফিক্হের জগতে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব আমি দেখিনি।[৪৬৩] তিনি আরো বলেন,

لولا أن الله عز و جل يداركني بأبي حنيفة و سفيان الثوري لكنت بدعياً

আল্লাহ্ তা'আলা আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীকে যদি আমার সাথে পরিচয় করিয়ে না দিতেন, তাহলে আমি বিদ'আতী হয়ে যেতাম।[৪৬৪]

এখানে ইমাম আবূ ইউসুফ র. (১১৩-১৮২ হি.) এর কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, **سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة مني.** সুফিয়ান সাওরী আমার থেকে আবূ হানীফার বেশি অনুসারী।[৪৬৫]

ইমাম যুফার র. (১১০-১৫৮ হি.) এর কাছে সুফিয়ান সাওরী র. এর হাদীসের কিতাব পৌঁছলে, ইমাম যুফার র. বলেছিলেন, كتابنا نسب الى غيرنا অর্থাৎ আমাদেরই কিতাব তবে অন্যের প্রতি সম্পর্কিত করা হয়েছে।

এজন্যই বিভিন্ন মাসআলাতে ইমামদের যে মাযহাব উল্লেখ করা হয় সেখানে দেখা যায়, ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. এর অনেক মতামত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী।

অপর এক আলোচনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক র. বলেন, **لا تقولوا : رأي أبي حنيفة، ولكن قولوا: تفسير الحديث** তোমরা আবূ হানীফার মতামত বলো না, বরং বলো তাঁর মতামতটি হাদীসের ব্যাখ্যা।[৪৬৬]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক র. এর অগণিত গুণাগুণ ও সানা-সিফাত রিজাল, তারীখ, মানাকিব, তবাকাত ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস। আবার কেউ বলেছেন, ইমামুল মুসলিমীন, আরো কত কি!

---

[৪৬৩] আল্লামা যফর আহ্মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস, পৃ. ৩১০

[৪৬৪] আবুল কাসিম ইবনুল আওয়াম, ফাদাইলু আবী হানীফা, পৃ. ৮৪

[৪৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[৪৬৬] আবুল কাসিম ইবনুল আওয়াম, ফাদাইলু আবী হানীফা, পৃ. ১০১

তবে আমার আবেদন হলো, পাঠক যদি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহ্লবী র. এর "বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন" কিতাব থেকে পড়ে নিতেন তাহলে তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে কিছুটা ধারণা আসতো এবং জানা যেত, হাদীসের জগতে তিনি কোন্ মাপের মানুষ। এ কিতাবটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকেও অনুবাদ হয়েছে।

যা হোক হাদীসের জগতে এমন বাদরুল উলূম ইমাম আবূ হানীফা র. এর কি প্রশংসাই না তুলে ধরেছেন। কখনো বলেছেন, 'আবূ হানীফা র. মানব জাতির মধ্যে সবচে বড় ফকীহ্। ফিক্হের জগতে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব আমি দেখিনি'।

আবার কখনো বলেছেন, "ইমাম আবূ হানীফা র. ও সুফিয়ান সাওরী র. না থাকলে তিনি বিদ'আতী হয়ে যেতেন।" যার সংস্পর্শে এসে এত বড় বড় মুহাদ্দিস জীবনের দিশা পেয়েছেন, পেয়েছেন মুক্তির পথ। তাঁর শানে বিন্দুমাত্র বেয়াদবী জীবনে কি অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে না?

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. (১০৭-১৯৮ হি.) বলেন,

أول من صيرني محدثا أبو حنيفة ، قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار، فاجتمعوا علي فحدثتهم.

সর্বপ্রথম যিনি আমাকে মুহাদ্দিস বানিয়েছেন, তিনি হলেন আবূ হানীফা র., (ঘটনাটি হলো) আমি কূফা নগরীতে গেলে, আবূ হানীফা র. মানুষদের বললেন এ ব্যক্তি আমর ইবনে দিনারের হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তখন মানুষেরা আমার নিকট ভীড় করে, আর আমি তাঁদের হাদীস শিক্ষা দিতে থাকি।

ইমাম আবূ হানিফা র. মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ :

এ ঘটনা উল্লেখ করে হযরত যফর আহ্মাদ ওসমানী র. তাঁর **إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن** (ইনজাউল ওয়াতান আনিল ইযদিরায়ি বি ইমামিয্ যামান) কিতাবে খ. ১, পৃ. ১১ বলেন, **فلم يكن رضي الله عنه محدثا فقط ، بل كان ممن يجعل الرجال محدثين.** ইমাম আ'যম র. শুধু নিজেই মুহাদ্দিস ছিলেন না, বরং তিনি ঐসকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যারা মানুষদের মুহাদ্দিস বানাতেন।

মূলত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এভাবেই মানুষদের হাদীস অনুসরণের পথ দেখাতেন যেভাবে সাহাবা ও তাবে'ঈদের মাঝে হাদীস অনুসরণ হতো। ইমাম মালেক র. ইমাম শাফে'ঈ র. ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র.ও মানুষদেরকে হাদীস অনুসরণের এ পথই বাতলে দিয়ে গেছেন।

তাই আমরা দেখতে পাই, হাদীস অনুসরণের এ ধারা অনুসরণ করে গেছেন প্রতি যুগের হকপন্থী সকল ইমাম, ফকীহ্‌, মুহাদ্দিস, হক্কানী আলিম, এক কথায় পুরো মুসলিম উম্মাহ্‌। সুনানে আবূ দাউদ এর সংকলক ইমাম আবূ দাউদ র.(২০২-২৭৫ হি.) বলেন, إن أبا حنيفة كان إماما অর্থাৎ নিশ্চয় আবূ হানীফা র. ইমাম ছিলেন।[৪৬৭]

এমন একজন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস যার সংকলিত সুনানের কিতাব পৃথিবীময় পঠিত। সে ইমাম আবূ দাউদ র. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র.কে "ইমাম" লকবে ভূষিত করেছেন।

পাঠক! কোন্ ব্যক্তিকে ইমাম বলা হয়? বা ইমামের ব্যাখ্যা কী? তা ইমাম বাইহাকী র. তাঁর دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة কিতাবে (খ. ১, পৃ. ৪৩) কিঞ্চিত তুলে ধরেছেন।

উক্ত আলোচনায় ইমাম বাইহাকী র. বলেন, "এ পরিচ্ছেদের আলোচনায় তোমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। এবং তাঁর ওপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন। এবং এ কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এ কুরআন সংরক্ষণ করবো।[৪৬৮]

আর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীনের ও কিতাবের স্পষ্ট করার স্থানগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এবং তারা যেন চিন্তা করে। [৪৬৯]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করার কারণ উম্মতকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর উম্মতকে সুস্পষ্ট দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজ রহ্‌মতের কোলে তুলে নিয়েছেন। এখন মুসলমানদের সামনে যে

[৪৬৭] হাফিয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, খ. ১, পৃ. ১৬০

[৪৬৮] সূরা হিজর. ৯

[৪৬৯] সূরা নাহ্‌ল. ৪৪

কোনো সমস্যাই আসুক না কেন তার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ্‌র মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে রয়েছে।

এরপর ইমাম বাইহাকী র. বলেন,

وجعل في أمته في كلّ عصر من الأعصار أئمة يقومون ببيان شريعته وحفظها على أمته، وردّ البدعة عنها

এবং আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে প্রতি যুগে ইমাম সৃষ্টি করেছেন যারা তাঁর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করবে এবং তাঁর শরীয়তকে সংরক্ষণ করবে। সাথে সাথে বিদ'আতকে প্রতিহত করবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি "ইমাম" শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করেন, সংরক্ষণ করেন এবং বিদ'আত প্রতিহত করেন। এখন যিনি কুরআন-হাদীসে এবং কুরআন হাদীসের নির্যাস আলফিক্‌হুল ইসলামীতে যথাযথ যোগ্যতা রাখেন না তিনি কি শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন? তিনি কি শরীয়ত সংরক্ষণ করতে পারেন? বিদ'আত প্রতিহত করতে পারেন?

যা হোক, ইমাম আবূ দাউদ র. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর ব্যাপক যোগ্যতা এবং তৎকালীন মুসলিম জাহানের যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বদের ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর অনুসরণ, সর্বোপরি একজন ইমাম হতে হলে যে সকল গুণের অধিকারী হতে হয় তা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেই বলেছিলেন, **إن أبا حنيفة كان إماما** নিশ্চয় আবূ হানীফা ইমাম ছিলেন।

হাফিয যাহাবী র. (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, **كان أبو حنيفة من أذكياء بني آدم** আবূ হানীফা ছিলেন আদম সম্প্রদায়ের প্রতিভাবানদের অন্যতম।[৪৭০]

ইমাম আ'মাশ র. (৬১-১৪৮ হি.) ইমাম আবূ হানীফা র.কে বলেছিলেন, **أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.** সত্যিই তোমরা ডাক্তার আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা।

অর্থাৎ ডাক্তাররা যেমন জানেন কোন্ ঔষধে কোন্ কাজ হয়, অনুরূপভাবে তোমরা (ফকীহ্‌রা) জানো, কোন্ হাদীস আমলযোগ্য আর কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়। আর আমরা যারা নিছক হাদীস বর্ণনাকারী তারা ঔষধ বিক্রেতার মতো, অর্থাৎ তারা যেমন জানে না কোন্ ঔষধে কোন্ কাজ হয়, আমরাও জানি না কোন্ হাদীস আমলযোগ্য আর কোন্ হাদীস আমলযোগ্য নয়।[৪৭১]

---

[৪৭০] আলইবার খ. ১, পৃ. ২১৪

[৪৭১] আবুল কাসিম ইবনুল আওয়াম, ফাদাইলু আবী হানীফা, পৃ. ১০২

ইমাম আ'মাশ র. ইমাম আবূ হানীফা র.কে শুধু হাদীস গবেষকই বলেননি বরং একজন প্রকৃত হাদীস গবেষকের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন।

মূলত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর ইল্‌মী যোগ্যতা ও মুহাদ্দিসানা শানের কারণে ইমাম মালেক র.ও ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব থেকে ইল্‌মী সহযোগিতা গ্রহণ করতেন।

আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আদ্দারওয়ারদী র. (মৃ. ১৮৭ হি.) বলেন,

كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها

ইমাম মালেক র. ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব দেখতেন এবং উক্ত কিতাব থেকে ইল্‌মী উপকার গ্রহণ করতেন।[৪৭২]

ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিকট হাদীসের ব্যাপক সংকলন ছিলো। যার প্রমাণ ইল্‌মী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আবূ ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আন নিশাপুরী র. (মৃ. ২৯৮ হি.) তাঁর "মানাকিবে আবী হানীফা" কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে সনদসহ এ কথা উল্লেখ করেছেন, **عندي صناديق من الحديث ما أخرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به.** ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, আমার নিকট হাদীসের ভাণ্ডার জমা রয়েছে। আমি সে হাদীসগুলো থেকে অল্প হাদীসই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে হাদীসগুলো মানুষদের উপকৃত করবে সে হাদীসগুলোই উল্লেখ করেছি।[৪৭৩]

ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর "কিতাবুল আছার" হাদীস গ্রন্থটি চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে সংকলন করেন।

সদরুল আইম্মা মুওয়াফ্‌ফিক বিন আহ্‌মাদ র. বলেন, **وانتخب أبو حنيفة رحمه الله الآثار من أربعين ألف حديث** ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর 'কিতাবুল আছার' চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেন। (সদরুল আইম্মা মুওয়াফ্‌ফিক বিন আহ্‌মাদ, মানাকিবুল ইমাম আ'যম র. খ. ১, পৃ. ৯৫)

যারা হাফিযুল হাদীসের মধ্যে আবূ হানীফা র.কে গণ্য করেছেন :

এজন্য পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ইমাম আ'যম র.কে হাফিযুল হাদীসগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। এবং ইসলামী ইতিহাসে যুগে যুগে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ

---

[৪৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

[৪৭৩] সদরুল আইম্মা মুওয়াফ্‌ফিক বিন আহ্‌মাদ, মানাকিবুল ইমাম আ'যম র. খ. ১, পৃ. ৯৫

হাফিযুল হাদীসগণের যে জীবন চরিত রচনা করেছেন, সে সকল জীবন চরিতের মধ্যে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর নাম শ্রদ্ধা ও তা'যীমের সাথে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম যাহাবী র. তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' (**تذكرة الحفاظ**) গ্রন্থে ইমাম আ'যম র. এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থের শুরুতে ইমাম যাহাবী র. বলেন,

هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي، ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف،والتصحيح والتضعيف.

এখানে ইল্‌মে নববীর ঐ সমস্ত ন্যায়পরায়ণ বিশেষজ্ঞের আলোচনা রয়েছে, যাদের মতামত হাদীস বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা ও হাদীস সহীহ্-য'ঈফের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ তাঁরা ইজতিহাদ বা গবেষণা করে হাদীস বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বললে তা গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে হাদীস সহীহ্ বা য'ঈফ বললে তাও গ্রহণ করা হয়।

হাফিয শামসুদ্দীন আলমাকদেসী আলহাম্বলী র. তাঁর 'আলমুখতাসারু ফী তবাকাতি উলামায়িল হাদীস' (**المختصر في طبقات علماء الحديث**) গ্রন্থে ইমাম আ'যম র. সম্পর্কে আলোচনায় উত্তম প্রশংসা করেছেন। কিতাবের শুরুতে তিনি বলেন,

فهذا كتاب مختصر، يشتمل على جملة من الحفاظ ، من أصحاب النبي صلي الله عليه و سلم والتابعين، ومن بعدهم ، لايسع من يشتغل بعلم الحديث الجهل بهم.

এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী, তাবে'ঈ ও তাবে-তাবে'ঈদের পরবর্তী যামানার অনেক হাফিযুল হাদীসের জীবনী আলোচিত হয়েছে। যারা হাদীস অধ্যয়নে লিপ্ত, তাঁদের এ সকল হাফিযুল হাদীসের জীবন চরিত অজানা থাকা উচিৎ নয়।

হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ্ ইবনে নাসিরুদ্দীন র. তাঁর **بديعة البيان عن موت الأعيان** (বাদী'আতুল বায়ান আন-মাওতিল আ'ইয়ান) ও **التبيان لبديعة البيان** (আত্ তিবইয়ান লি বাদী'আতিল বায়ান) নামে দু'টি হাফিযুল হাদীসের জীবন চরিত গ্রন্থে, ইমাম আবূ হানীফা র. এর প্রশংসা তুলে ধরেছেন।

মুহাদ্দিস জামালুদ্দীন ইউসুফ আস্সালেহী আলহাম্বলী র. তাঁর ' **طبقات الحفاظ**' (তবাকাতুল হুফ্ফায) গ্রন্থে ইমাম আ'যম র. এর জীবন চরিত তুলে ধরেছেন।

মুহাদ্দিস ইবনে রুস্তম ইবনে কুবাদ র. তাঁর '**تراجم الحفاظ**' (তারাজিমুল হুফ্ফায) গ্রন্থে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর জীবন চরিত তুলে ধরেছেন।

ইমাম সুয়ূতী র. তাঁর '**طبقات الحفاظ**' (তবাকাতুল হুফ্ফায) কিতাবে ইমাম আ'যম র. এর জীবন চরিত তুলে ধরে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উল্লেখ্য, ইমাম সুয়ূতী র. এর এ কিতাবটি মূলত ইমাম যাহাবী র. এর কিতাবেরই সার-সংক্ষেপ ও পরিশিষ্ট।[৪৭৪]

মুহ্তারাম পাঠক, তবাকাতুল হুফ্ফায, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ইত্যাদি কিতাবগুলোতে ঐ সকল মুহাদ্দিসের জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে, যারা হাদীসের হাফিয ছিলেন। কিতাবগুলোর নামের প্রতি লক্ষ্য করলেও বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

কেননা তাযকিরাতুল হুফ্ফায এর মধ্যে তাযকিরা অর্থ স্মৃতিচারণ বা আলোচনা। আর হুফ্ফায, হাফিয এর বহুবচন। তাই তাযকিরাতুল হুফ্ফায অর্থ হাফিযগণের স্মৃতিচারণ। তবাকাতুল হুফ্ফায অর্থ বিভিন্ন যুগের হাফিযগণের জীবন চরিত।

ইল্মী পরিভাষার সাথে যিনি কিঞ্চিত পরিচিত তিনি জানেন, এখানে হাফিয বলতে কুরআনের হাফিয উদ্দেশ্য নয়, বরং হাদীসের হাফিয উদ্দেশ্য। তাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. যে হাদীসের হাফিয ছিলেন তা অন্তর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত সকলের সামনেই সুস্পষ্ট।

ইসলামী বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই জানেন, হাদীসে পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত মুজতাহিদ ফকীহ্ হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ইমাম আ'যম র. হাদীসে পণ্ডিত না হলে, মুজতাহিদ ফকীহ্ হলেন কিভাবে?

তিনি যদি মাসআলা গবেষণার উৎস কুরআন-হাদীস সম্পর্কেই জ্ঞান না রাখতেন, তাহলে হাজার হাজার মাসআলার সমাধান পেশ করলেন কিভাবে? কিভাবেই বা যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ্, আদীব, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন? তাই যারা তাঁর পেশ করা মাসআলার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন এবং মাসআলাগুলোর দলীল দেখেছেন, তাঁরাই ইমাম আ'যমের র. প্রতি ভক্তিতে অনুপম প্রশংসা তুলে ধরেছেন।

ইমাম আ'যম র. এর ইজতিহাদের মূলনীতি :

[৪৭৪] শাইখ আব্দুর রশীদ আন্নু'মানী র. মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফীল হাদীস পৃ. ৫৮-৬৬

ইমাম আ'যম র. এর ইজতিহাদ বা মাসআলা গবেষণা নীতির প্রতি দৃষ্টি দিলেও এর বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়। তাঁর ইজতিহাদ বা গবেষণা নীতি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح التى فشت في ايدى الثقات عن الثقات فإن لم أجد فبقول أصحابه آخذ بقول ما شئته وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم و الشعبي والحسن وعطاء فأجتهد كما اجتهدوا

আমি (মাসআলার সমাধান পেশ করতে) সর্বপ্রথম কিতাবুল্লাহ্ অনুসন্ধান করি। আল্লাহ্র কিতাবে সমাধান না পেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ সকল সুন্নাহ্ ও সহীহ্ হাদীসে অনুসন্ধান করি, যেগুলো গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের পরম্পরায় প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও সমাধান না পেলে কোনো একজন সাহাবীর মত গ্রহণ করি। (এখানেও সমাধান না পেলে) বিষয়টি যদি ইবরাহীম, শা'বী, হাসান, আতা র. প্রমূখের পর্যায়ে পৌঁছে, তাহলে তাঁরা যেভাবে ইজতিহাদ করেন, আমরাও অনুরূপ ইজতিহাদ করি।[৪৭৫] তিনি আরো বলেন,

ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم–بأبى وأمى– فعلى الرأس والعين ، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা আমাদের নিকট পৌঁছে, পিতা-মাতার কসম, তাঁর স্থান মাথা ও চোখের ওপর। আর সাহাবীগণ থেকে যা পৌঁছে, (তাতে ইখতিলাফ থাকলে) আমরা কোনো একটি মত গ্রহণ করি। আর সাহাবীগণ ব্যতীত যারা রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো তাঁরাও মানুষ আমরাও মানুষ অর্থাৎ তাঁরা যেভাবে ইজতিহাদ করে আমরাও সেভাবে ইজতিহাদ করি।[৪৭৬]

আলাউদ্দীন কাসানী র. বলেন,

إنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه، تقديم الخبر وإن كان في حد الآحاد على القياس ،بعد أن كان راويه عدلاً ،ظاهر العدالة.

---

[৪৭৫] ইমাম যাহাবী, মানাকিব পৃ. ২০

[৪৭৬] প্রাগুক্ত

(আবূ হানীফা র.) হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মাযহাবের উসূল হলো, কিয়াসের ওপর হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া। যদিও হাদীস খবরে ওয়াহিদ হয়। তবে হাদীসের বর্ণনাকারী সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।
চাই ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ্যে হোক।[৪৭৭]

হাদীস থেকে মাসআলা উদঘাটনে নিয়োজিত থাকতেন :

উক্ত কিতাবে তিনি আরো বলেন, **وحديث صححه أبو حنيفة لم يبق فيه لأحد مطعن.** যে হাদীস ইমাম আবূ হানীফা র. সহীহ্ বলেছেন, সে হাদীসে অন্য কারো দোষ ধরার অবকাশ থাকে না। তবে এটি সত্য যে, ইমাম আবূ হানীফা র. হাফিযুল হাদীস হওয়া সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনার পরিবর্তে, হাদীস থেকে ফিক্হী সমাধান বের করার কাজে বেশি সময় দিতেন।

হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস্সালেহী আশ্শাফে'ঈ র. তাঁর **عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان** (উকূদুল জুমান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফাতা আন্নু'মান) কিতাবে বলেন,

كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم،ولو لا كثرة اعتنائه بالحديث ماتهيأ له استنباط مسائل الفقه، وذكره الذهبى في طبقات الحفاظ ولقد أصاب وأجاد

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. প্রসিদ্ধ হাফিযুল হাদীসদের অন্যতম। তিনি যদি হাদীসের প্রতি খুব বেশী যত্নশীল না হতেন, তাহলে ফিক্হী মাসআলা উদ্ভাবন তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। ইমাম যাহাবী র. **طبقات الحفاظ** (তবাকাতুল হুফ্ফায) গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা র. এর কথা আলোচনা করে সঠিক ও উত্তম কাজ করেছেন।

উক্ত গ্রন্থে সালেহী র. আরো বলেন,

إنما قلت الرواية عنه وإن كان متسع الحفظ ،لاشتغاله بالاستنباط ، وكذلك لم يرو عن مالك والشافعي إلا القليل بالنسبة إلى ما سمعاه لسبب نفسه ، كما قلت رواية أمثال أبى بكر و عمر من كبار الصحابة رضى الله عنهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم وقد كثرت رواية من دونهم بالنسبة.

[৪৭৭] আলাউদ্দীন কাসানী র. বাদায়ে'উস্ সানায়ে' ফী তারতীবিশ্ শারায়ে' [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] খ. ৫ পৃ. ১৮৮ সূত্র : শায়েখ আব্দুর রশীদ আন্নু'মানী, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফীল হাদীস পৃ. ৫৭

ইমাম আবূ হানীফা র. যদিও হাফিযুল হাদীস ও হাদীস বিষয়ে তাঁর ব্যাপক জানাশোনা ছিলো, তথাপি তাঁর থেকে হাদীস কম বর্ণিত হওয়ার কারণ হলো, তিনি হাদীস বর্ণনার পরিবর্তে হাদীস থেকে ফিক্হী মাসআলা উদঘাটনে সবসময় নিয়োজিত থাকতেন। একইভাবে ইমাম শাফে'ঈ র. ও ইমাম মালেক র. যত হাদীস জানতেন, তার সামান্যই বর্ণনা করেছেন। (এর কারণ হলো, হাদীস বর্ণনা করার মতো অবসর তাঁরা পাননি।)

হযরত ওমর রা. ও আবূ বকর রা. এর সাথে মিল :

ঠিক একই অবস্থা হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত উমর রা. সাহাবীদ্বয়ের। অন্যান্য সাহাবীর থেকে তাঁদের হাদীস অনেক বেশি জানাশোনা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা খুব কমই হাদীস বর্ণনা করেছেন। (কারণ খিলাফতের দায়িত্বেই তাঁরা সারা জীবন ব্যস্ত থাকতেন)। অপরদিকে তাঁদের বয়োকনিষ্ঠ সাহাবীগণ অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই অজ্ঞ ও নফসের গোলাম ব্যতীত, বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই এ বিষয়গুলো অনুধাবণ করতে পারেন।

ইবনে তাইমিয়া বলেন,

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح، لقياس أو غيره، فقد أخطأ عليهم ،و تكلم إما بظن وإما بهوى

যারা আবূ হানীফা র. বা মুসলমানদের অন্যান্য ইমাম সম্পর্কে ধারণা করে, এ ইমামগণ কিয়াস বা অন্যান্য কারণে ইচ্ছা করে সহীহ্ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন, তারা এ ইমামদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। হয়তো তারা ধারণা করে অথবা নফসের কুমন্ত্রণায় ইমামদের সম্পর্কে এমন বলেছেন ।

তিনি আরো বলেন, **أئمة أهل الحديث ، والتفسير، والتصوف، والفقه ، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم.** হাদীস, তাফসীর, তাসাওউফ, ফিক্হ এর ইমাম হলো, আয়িম্মায়ে আরবা'আ (অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র.) ও তাঁদের অনুসারীগণ।[৪৭৮]

তবে কথা হলো, যে মহান ব্যক্তির ইল্মী খেদমত পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁকে কেউ হিংসা করবে না এটি কিভাবে সম্ভব! তাই তাঁকে হিংসা করার লোকও পৃথিবীতে ছিলো। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু হিংসুকই নয়, সাথে সাথে

[৪৭৮] ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুস্ সুন্নাহ্, খ. ১, পৃ. ১৭২ সূত্র : শায়েখ আব্দুর রশীদ নু'মানী, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা র. ফীল হাদীস পৃ. ৫০

কিছু অজ্ঞ ব্যক্তিও ছিলো, যাদের কাছে হিংসুকদের প্রচারণা পৌঁছে ছিলো, কিন্তু ইমাম আ'যমের র. বাস্তবতা পৌঁছেনি।

হিংসা ও অজ্ঞতার প্রভাব :

তাই তো আমর বিন বাহার আলজাহেয র. বলেন,

الناس في أبي حنيفة رجلان : حاسد أو جاهل،فأما الحاسد فإنه لايأتي بمثل ما أتي به، وأما الجاهل فإنه لا يدري ما قال.

আবূ হানীফা র. এর ব্যাপারে দু'শ্রেণীর মানুষ ভুল বুঝেছে। এক. হিংসুক, দুই. অজ্ঞ। হিংসুকতো এ কারণে হিংসা করে যে, ইমাম আবূ হানীফা র. বিশ্ববাসীকে যে ইল্‌ম ও ফিক্‌হ দান করেছেন, তা সে দিতে অক্ষম। আর যে অজ্ঞ সেতো ইমাম আবূ হানীফা র. এর ইল্‌ম সম্পর্কেই জানে না। অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না ইমাম আবূ হানীফা র. এর ইল্‌মী যোগ্যতা কত ওপরে।[৪৭৯]

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা :

ইয়াহ্‌ইয়া বিন যাকারিয়া র. বলেন, **إنما عرف فضل أبي حنيفة من رآه وسمع كلامه** যিনি আবূ হানীফা র.কে দেখেছেন ও তাঁর কথা শুনেছেন, তিনিই আবূ হানীফা র. এর মর্যাদা বুঝেছেন।[৪৮০]

একটি ঘটনার মাধ্যমে আমর বিন বাহার আলজাহেয র. এর কথার বাস্তবতা আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। ঘটনাটি খতীবে বাগদাদী র. তাঁর 'তারীখে বাগদাদে' খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮ উল্লেখ করেছেন,

আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক র. বলেন, আমি ইমাম আওযা'ঈ র. এর সাথে দেখা করতে শাম দেশে যাই। শাম দেশের বৈরূত নগরে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে দেখে বলেন, **يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكني أبا حنيفة؟** হে খুরাসানী, কূফা নগরের এ বিদ'আতী কে? যাকে আবূ হানীফা বলা হয়? ইবনুল মুবারাক র. বলেন, আমি কোনো উত্তর না দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে আবূ হানীফা র. এর কিতাব নিয়ে বসি এবং তিনদিন ধরে আবূ হানীফা র. এর কিতাব থেকে মাসআলা লিপিবদ্ধ করি, তৃতীয় দিন আওযা'ঈর র. নিকটে যাই। আওযা'ঈ র. তাঁদের মসজিদে নিজে আযান দিতেন ও নিজেই ইমামতি করতেন। তিনি আমাকে

[৪৭৯] আবুল কাসিম ইবনুল আওয়াম, ফাদাইলু আবী হানীফা, পৃ. ৭৮ আবূ আব্দিল্লাহ্ আস্‌সাইমারী র. আখবারু আবী হানীফা পৃ. ৫৪

[৪৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

দেখে বললেন, তোমার হাতে এটি কী কিতাব? আমি তাঁর হাতে কিতাবটি তুলে দিলাম। তিনি ঐ সকল মাসআলা দেখতে লাগলেন, যে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে আমি লিখেছিলাম :**قال النعمان** অর্থাৎ নু'মান বলেছেন,

তিনি আযানের পর থেকে দেখতে থাকেন, নামাযের সময় হয়ে গেলে কিতাব জামার আস্তিনে রেখে নামায আদায় করেন। নামায শেষে আমার নিকট এসে বললেন : **يا خراساني من النعمان بن ثابت هذا ؟** হে খুরাসানী! এ নু'মান বিন সাবিত কে? উত্তরে আমি বললাম, **.شيخ لقيته بالعراق** ইরাকের এক শায়েখ, যার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। তখন তিনি বলেছিলেন, **هذا نبيل من المشايخ ، اذهب فاستكثر منه** ইনিতো একজন শ্রেষ্ঠ শায়েখ, তুমি তাঁর নিকট যাও এবং তাঁর থেকে অধিক ইল্‌ম অর্জন করো। তখন আমি বললাম **هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه** এ তো সেই আবূ হানীফা যার ব্যাপারে আপনি নিষেধ করেছিলেন!!

হাফিযুদ্দীন আলকারদারী র. ইমাম আ'যম র. এর যে জীবনী লিখেছেন, সেখানে ইবনুল মুবারাকের অতিরিক্ত এ কথাটি তিনি উল্লেখ করেছেন, ইবনুল মুবারাক র. বলেন : পরবর্তীতে আবূ হানীফা র. এর সাথে মক্কায় আমাদের সাক্ষাত হলে আওযা'ঈ র. ঐ মাসআলাগুলো নিয়ে আবূ হানীফা র. এর সাথে আলোচনা করেন। আবূ হানীফা র. আওযা'ঈর র. নিকট উক্ত মাসআলাগুলোর ব্যাখ্যা ভালোভাবে তুলে ধরেন। অতঃপর আওযা'ঈ র. আবূ হানীফা র. এর নিকট থেকে সরে এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আবূ হানীফা র.কে কেমন দেখলেন?

উত্তরে তিনি বললেন, **غبطت الرجل بكثرة علمه ووفورعقله،وأستغفر الله تعالى لقد، كنت في غلط ظاهر ، الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه** লোকটির (ইমাম আ'যমের) জ্ঞানের বিশালতা ও মেধাশক্তির গভীরতায় আমি ঈর্ষান্বিত। আমার ভুল ধারণার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সত্যিই আমি অনেক বড় ভুলের মধ্যে ছিলাম। (আমার ভুল ভেঙ্গেছে) অতএব তুমি তাঁর সঙ্গ কখনো ত্যাগ করবে না। মূলত তাঁর সম্পর্কে আমাকে যা জানানো হয়েছে, তা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত।[৪৮১]

আরো একটি ঘটনা :

[৪৮১] মুহাম্মাদ আওয়ামা, আছারুল হাদীস পৃ. ১২৪

শুধু ইমাম আ'যমই নন, বরং তাঁর সংস্পর্শ ধন্য ছাত্রদের নিকট এসেও অনেকের ভুল ধারণা দূর হয়েছে। খতীবে বাগদাদী র. উল্লেখ করা অপর একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দিলে এর বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

মুহাম্মাদ ইবনে সামা'আ র. বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ র. যে মসজিদে নামায পড়তেন, সে মসজিদেই আমাদের সাথে ঈসা ইবনে আবান র. নামায পড়তেন। আর এ মসজিদেই ইমাম মুহাম্মাদ র. এর ফিক্হী মজলিস হতো। আমি ঈসা ইবনে আবানকে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর মজলিসে বসার আহ্বান করতাম। ঈসা ইবনে আবান উত্তরে বলতেন, **هؤلاء قوم يخالفون الحديث** এরা হাদীসের খিলাফ করে।

ঈসা ইবনে আবান র. বাস্তবিকই হাফিযুল হাদীস ছিলেন। একদিনের ঘটনা, তিনি আমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। সেদিন ইমাম মুহাম্মাদ র. এর ফিক্হী মজলিস ছিলো। ঈসা ইবনে আবান র. চলে না গিয়ে মজলিসেই বসে থাকলেন।

মজলিস শেষ হলে আমি ঈসা ইবনে আবান র.কে সাথে নিয়ে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর কাছে গিয়ে বললাম, এটা আপনার ভাই আবানের ছেলে। সে খুব মেধাবী ও হাদীসের পণ্ডিত। আমি তাঁকে আপনার মজলিসে আহ্বান করলে সে বলে, আমরা নাকি হাদীসের খিলাফ করি। তখন ইমাম মুহাম্মাদ র. বললেন, হে বৎস! তুমি আমাদেরকে হাদীসের কী খিলাফ করতে দেখছ? তুমি আমাদের নিকট (হাদীস) পেশ করে দেখ, আমরা কি বলি।

তখন ঈসা ইবনে আবান র. ইমাম মুহাম্মাদ র. এর কাছে হাদীসের পঁচিশটি বাব বা অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ র. সবগুলো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেছিলেন। এবং তিনি ঈসা ইবনে আবান র.কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, উক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ হাদীস মানসূখ হয়ে গিয়েছে। (এবং কোন্ কোন্ হাদীস আমলযোগ্য) সাথে সাথে তিনি এ বিষয়ে অনেক দলীল প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সামা'আ র. বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ র. এর কাছ থেকে আসার পর, ঈসা ইবনে আবান র. আমাকে বললেন,

كان بيني و بين النور ستر فارتفع عني! ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس!

আমার ও নূরের মধ্যে পর্দা ছিলো! আমি ভাবতেই পারি না আল্লাহ্র যমীনে মানব জাতিকে (সঠিক পথ দেখাতে) এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে।[৪৮২]

---

[৪৮২] মুহাম্মাদ আওয়ামা, আছারুল হাদীস পৃ. ১২৫

এরপর থেকে ঈসা ইবনে আবান র. ইমাম মুহাম্মাদ র. এর সাথে আজীবন লেগে থাকেন এবং ইমাম মুহাম্মাদ র. নিকটে ইল্‌মে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন।

ইমাম আ'যম র. এর শানে উম্মতের ইজমা' :

হাফিয ইবনু আব্দিল বার র. তাঁর 'জামি'উ বাইয়ানিল ইল্‌মি ওয়া ফাদলিহী' কিতাবে ইমাম আ'যম র. এর ভূয়সী প্রশংসাকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি আটান্নজন পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ এর নাম উল্লেখ করেছেন। এ আটান্নজন ইসলামের ইল্‌মী ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী যাদেরকে হাদীস ও ফিক্‌হের স্তম্ভ বলা যেতে পারে।

উক্ত কিতাবের টীকাতে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. আরো দু'জনের নাম যুক্ত করে বলেন,

وأكثر ما حدد به العلماء التواتر عدداً : سبعون، فقد بلغ الثناء على الإمام أبي حنيفة حد التواتر، ولكن ممن؟ من خيار سلف هذه الأمة وعلماءها المشهود لهم بالدين والعلم والورع.

যে সকল মুহাদ্দিস তাওয়াতুরের জন্য সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই সত্তর সংখ্যাকে নির্ধারণ করেছেন, তাই ইমাম আ'যম র. এর প্রশংসাকারীদের সংখ্যা তাওয়াতুর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তবে এ সত্তর জন কারা? এ উম্মতের পূর্ববর্তী ঐসকল ব্যক্তি যাদের দ্বীনদারী, ইল্‌ম ও খোদাভীতি চিরস্মরণীয়।

সম্মানিত পাঠক! এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, ইবনু আব্দিল বার র. এর ইন্তেকাল ৪৬৩ হি.। এজন্য তাঁর কিতাবে যে আটান্ন জন ইমামের নাম এসেছে তাঁরা সবাই ইবনু আব্দিল বার র. এর পূর্বযুগের। এসকল ইমামের অনেকেই ইমাম আ'যম র. এর সমসাময়িক বা কাছাকাছি সময়ের ছিলেন। এজন্য ইবনু আব্দিল বার র. এর পরবর্তী যামানার ইমাম মুজতাহিদ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের নাম উক্ত কিতাবে আসেনি।

যেমন : আবূ সা'আদ আস্‌সাম'আনী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, ইবনুন্ নাদীম, ইমাম যাহাবী, ইবনে কাছীর, ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী, হাফিয সাখাবী, ইবনে হাজার হাইতামী, ইবনু আল্লান শাফে'ঈ, আব্দুল ওহাব আশ শারানী, ইমাম কাসানী, ইবনুল আসীর, ইমাম সুয়ূতী, হাফিয সালেহী র.সহ শত শত ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছে যারা ইমাম আ'যম র. এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

হয়ত এজন্যই যফর আহ্মাদ ওসমানী র. বলেন, **أجمعت الأمة على كون أبي حنيفة فقيهاً مجتهداً إماماً كبيراً في الفقه.** আবূ হানীফা র. মুজতাহিদ ফকীহ্ ও ফিক্হের বড় ইমাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা’ হয়ে গেছে।[৪৮৩]

মূলত সকল মাযহাবের ইমাম মুজতাহিদগণসহ ইমাম আ’যম র. এর যে জীবনী গ্রন্থসমূহ লিখেছেন, তাতে আমার মনে হয়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এত বেশি জীবন চরিত অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের জন্য লিখা হয়নি। আল্লাহ্ তা‘আলাই ভালো জানেন।

আবূ হানিফা র.কে ইমাম বানালে মুক্তির আশা করা যায় :

পরিশেষে ইমাম মিস‘আর র. এর এক অমূল্য বাণী দ্বারা এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। তিনি বলেন, **من جعل أبا حنيفة إماما فيما بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه.** যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলা ও তার নিজের মাঝে আবূ হানীফা র.কে ইমাম বানাবে, অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে তাঁর ফিক্হ অনুযায়ী আমল করবে, আমি আশা করি তার কোনো ভয় নেই। এবং নিজের সাবধানতার ব্যাপারে তার অবহেলা হবে না।[৪৮৪]

ভারত উপমহাদেশের অন্যতম ইল্মী ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. রচিত ‘মুসনাদে ইমাম আ’যম’ এর মুকাদ্দামার (ভূমিকা) অনুবাদ :

এ পর্যায়ে আমরা ইমাম আ’যম আবূ হানীফা র. এর ইল্মে হাদীস সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা প্রদানের জন্য ভারত উপমহাদেশের অন্যতম আলিম আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. এর ‘মুসনাদে ইমাম আ’যম’ এর ওপর লিখিত ভূমিকাটি হুবহু অনুবাদ করে দিচ্ছি। আমরা বিশ্বাস রাখি এ অনুবাদটি অধ্যয়নে গবেষকদের জন্য ইল্মের একটি বিশাল দার উন্মোচিত হবে এবং অনেকের ভুল ধারণার অবসান হবে।

ইমাম আবূ হানীফা র. বর্ণিত হাদীস :

ইমাম আ’যম আবূ হানীফা র. এর ইল্মে হাদীসে যে মর্তবা ও দর্জা অর্জিত হয়েছিলো তাঁর মাসানীদ দেখে এর কিছুটা অনুধাবন করা যায়। মুসলিম উম্মাহ্র হাদীস বর্ণনা তথা এ বিষয়ে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত। সিহাহ্, সুনান, মুসতাখরাজ, জামে’, মাসানীদ, মা‘আজিম, আজযা, তুরুক ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামে হাদীসের কিতাব লিখা হয়েছে। এসকল শিরোনামের অধীনে এত অধিক পরিমাণ কিতাব লিখা হয়েছে, যা গণনা করা

---

[৪৮৩] আল্লামা যফর আহ্মাদ ওসমানী, কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩১০

[৪৮৪] আবূ আব্দিল্লাহ্ আস্সাইমারী র. আখবারু আবী হানীফা পৃ. ৯

অসাধ্য। তবে কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির হাদীসসমূহকে স্বতন্ত্র কিতাবে পৃথক পৃথকভাবে পেশ করার দৃষ্টান্ত খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

মুহাদ্দিস ও হাফিযে হাদীসগণের মধ্যে এরূপ ভাগ্যবান খুব কম আছেন যাদের হাদীস স্বতন্ত্র কিতাবে পৃথকভাবে সংকলন করা হয়েছে। আমাদের জানামতে শুধু ইমাম আবূ হানীফা র. একক ব্যক্তিত্ব যার হাদীস ও রেওয়ায়েতের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর অধিক মাসানীদ লিখা হয়েছে। হাফিযে হাদীস ও স্বসময়ের বিজ্ঞ ইমাম যারা এ সকল মাসানীদ সংকলনের যোগ্য তাঁরাই এসকল মাসানীদ লিখেছেন। এ বৈশিষ্ট্যের বিচারে যদি কাউকে ইমাম আবূ হানীফা র. এর সমপর্যায়ের গণ্য করা হয়, তবে তা শুধু ইমাম মালেক র.কেই গণ্য করা যায়।

ইমাম আবূ হানীফা র. বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ যে সকল মুহাদ্দিস স্বতন্ত্র কিতাবে আলাদা আলাদাভাবে সংকলন করেছেন, তন্মধ্যে যাদের ব্যাপারে আমরা তাহ্কীক (গবেষণা) করতে পেরেছি তাঁরা হলেন।[৪৮৫]

ইমাম আ'যম র. এর মুসনাদ সংকলকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

১. হাফিয মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ বিন হাফস দুরী র. :

তাঁর কুনিয়াত হলো আবু আব্দিল্লাহ্। তিনি আতা সম্বোধনে প্রসিদ্ধ। ‘দুর’ হলো বাগদাদ শহরের পূর্ব দিকের উঁচু ভূমির একটি এলাকা। দুরী এ এলাকার দিকে সম্বন্ধ করেই বলা হয়। ২৩৩ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ৩২১ হিজরী সনে জুমাদিউল উখরাতে ৯৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হাদীস শাস্ত্র তিনি ইয়াকুব দাওরাকা, যুবায়ের বিন বাক্কার, হাসান বিন আরাফা, ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ প্রমূখ জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিদের থেকে অর্জন করেছেন। আর তাঁর থেকে দারাকুতনী, ইবনে উকদা, ইবনুল মুযাফ্ফার, এর মতো শীর্ষ পর্যায়ের হাফিযে হাদীসগণ হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হাফিয যাহাবী র. “তাযকিরাতুল হুফ্ফায” কিতাবে ইল্মে হাদীসের এ মনীষীর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন।

الإمام المفيد الثقة مسند بغداد। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হাফিয যাহাবী লিখেন, **وكان معروفا بالثقة والصلاح والاجتهاد في الطلب**. অর্থাৎ তিনি ছিকাহ্ তথা গ্রহণযোগ্য,

---

[৪৮৫] উল্লেখ্য, এসকল মুসনাদ (হাদীস গ্রন্থের একটি প্রকার) ইমাম আবূ হানীফা র. এর “কিতাবুল আছার” ছাড়াই হাদীসের স্বতন্ত্র সংকলন। অর্থাৎ “কিতাবুল আছার” ইমাম আবূ হানীফা র. এর ইল্মে হাদীসের অপর একটি স্বতন্ত্র তাসনীফ বা রচনা। ইল্মে হাদীসে এ কিতাবের গুরুত্ব কোন্ পর্যায়ের এবং এ কিতাবের বর্ণনাকারীগণ কোন্ মাপের ইমাম তথা তাঁদের শান ও মর্যাদা কী পরিমাণ, সাথে সাথে “কিতাবুল আছার” এর কপিসমূহ কোন্ কোন্ হযরত থেকে বর্ণিত, এ সকল বিষয় আমরা “কিতাবুল আছার” এর ভূমিকাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

নেককার এবং হাদীস অন্বেষণে চেষ্টা সাধনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন। মুহাদ্দিস দারাকুতনীর কাছে একবার তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **ثقة مأمون** নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" কিতাবে তাঁর পিতার নাম ভুলক্রমে আহ্মাদ লিখা হয়েছে। মূলত তাঁর পিতার নাম হবে মাখলাদ। হাফিয ইবনুল জাওযী র. রচিত **المنتظم فى تاريخ الملوك والامم** কিতাব এবং ইয়াকুত হামাবী র. এর **معجم البلدان** কিতাবে এবং রিজাল শাস্ত্রের অন্যান্য কিতাবে তাঁর পিতার নাম মাখলাদ বলেই উল্লেখ আছে। হাফিয মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ র. ইমাম আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীসসমূহকে একটি স্বতন্ত্র সংকলনে পৃথকভাবে একত্রিত করেছেন। এ বিষয়ের আলোচনা মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদীর "তারীখে বাগদাদ" কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। সুতরাং মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ওয়ায্যা র. আবূ দাউদ আলজামাল র. এর আলোচনায় লিখেন,

روى عنه محمد بن مخلد الدورى فى جمعه حديث أبى حنيفة . تاريخ بغداد ص ١٨٨ج٢طبع مصر

তাঁর (অর্থাৎ আবূ দাউদ আলজামাল র.) থেকে মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ দুরী র. তাঁর কিতাব **جمع حديث أبى حنيفة.** এর মধ্যে রেওয়ায়েত করেছেন।

২. হাফিযে আসর ইবনে উকদা র. :

আবুল আব্বাস আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সা'ঈদ আল কূফী। এ 'উকদা' ছিল তাঁর পিতার লকব বা উপাধী। যিনি অত্যন্ত নেককার মানুষ ছিলেন এবং নাহুশাস্ত্র শিক্ষাদান করতেন। হাফিয যাহাবী র. ইবনে উকদা র. এর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন **ابن عقدة حافظ العصر والمحدث البحر** অতঃপর তার হালত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন,

اليه المنتهى فى قوة الحفظ وكثرة الحديث وصنف وجمع وألف فى الأبواب والتراجم .

স্মৃতিশক্তির ব্যাপকতা এবং হাদীস গ্রহণের আধিক্যতা তাঁর পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। তিনি আবওয়াব ও তারাজিম তথা অধ্যায় ও জীবন চরিত উভয় শিরোনামের অধীনে লেখালেখি ও সংকলন করেছেন। সাথে সাথে হাদীস সংকলন করেছেন।

হাফিয ইবনুল জাওযী তার "আলমুনতাযাম" কিতাবে লিখেছেন, ইবনে উকদা র. নিজেই শীর্ষস্থানীয় হাফিযুল হাদীসগণের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাঁর থেকে শীর্ষস্থানীয় হাফিযুল হাদীস যথা আবূ বকর ইবনুল জা'আবী, আব্দুল্লাহ্ বিন আদী, তাবারানী, ইবনুল মুযাফ্ফার, দারাকুতনী, ইবনে শাহীন প্রমূখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনে উকদা জিলকা’দা মাসে ৩৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম সন ২৪৯ হিজরী। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফিয বদরুদ্দীন মাহ্মূদ আইনী তাঁর “তারীখে কাবীর” কিতাবে লিখেন,

ان مسند ابی حنیفة لابن عقدة یحتوی وحده علی ما یزید علی ألف حدیث .

শুধু হাফিয ইবনে উকদার “মুসনাদে আবূ হানীফাতে” কিতাবে এক হাজার থেকেও বেশি হাদীস সংকলিত রয়েছে।[৪৮৬]

৩. হাফিয আবুল কাসেম র. :

আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আবীল আওয়াম আসসা’দী (২৩৫ হিজরী)। হাদীসশাস্ত্রে ইমাম নাসায়ী[৪৮৭] এবং ইমাম তহাবী র. এর ছাত্র। মিশরে তিনি বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফার মানাকিব তথা চারিত্রিক গুণাবলীর ওপরও তিনি একটি বিস্তৃত কিতাব লিখেছেন। এ ‘মুসনাদে আবূ হানীফা’ কিতাবটিও উক্ত বৃহৎ কিতাবের একটি অংশ। এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি দিমাশকের জাহিরিয়া কুতুবখানায় রয়েছে। “মাজলিসে ইহ্ইয়াউল মা‘আরিফীন নুমানিয়া হায়দারাবাদ দাক্কান” দিমাশকের উক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে ফটোকপিও সংগ্রহ করেছে। শুনেছি হায়দারাবাদের এ মজলিসের ইচ্ছা আছে, দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য এ ইল্মী গনীমত ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার করা। আমি আশাবাদী, অনতিবিলম্বে বা অদূর ভবিষ্যতে এ কিতাব দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে সজ্জিত হয়ে আহ্লে ইল্মদের হাতে পৌঁছে যাবে।[৪৮৮]

৪. হাফিয আশনানী :

কাযী আবুল হুসাইন ওমর বিন আল হাসান বিন আলী র. (৩৩৯ হি.) হাফিয তলহা বিন মুহাম্মাদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, **كان من جلة أصحاب الحديث المجودين واحد الحفاظ وقد حدث حديثا كثيرا وحمل الناس عنه قديما وحديثا** অর্থাৎ তিনি বড় মাপের জলীলুল কদর মুহাদ্দিস এবং হাফিযে হাদীসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ পূর্বে ও পরে সব সময়ই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবূ আলী (যিনি ইমাম দারাকুতনী র. এবং হাকেম র. এর

---

[৪৮৬] মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ যাহিদ আলকাউছারী রহ. রচিত تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الاكاذيب . পৃ. ১৫৬. মিশরী ছাপা ১৩৬১ হিজরী সন দ্র:ব:

[৪৮৭] ইমাম যাহাবী র. এর ‘তাযকিরাতুল হুফ্ফায’ ইমাম নাসায়ীর জীবনী।

[৪৮৮] আলহামদুলিল্লাহ্। অনেক বিলম্বে হলেও আল্লাহ্ পাক আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. এর হৃদয়ের এ আকুতি পূর্ণ করেছেন। শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া র. এর অন্যতম খলীফা আব্দুল হাফিয মক্কী (দা.বা.) এর প্রচেষ্টায় শায়েখ লতীফুর রহ্মান আল বাহ্রায়েজী আল কাসেমী এর তাহ্কীকে এ কাঙ্খিত কিতাবটি ১৪৩১ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে। (অনুবাদক)

শায়েখ ছিলেন) তাঁকে ছিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর যে মুসনাদ সংকলন করেছিলেন, মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. এ সংকলিত ‘মুসনাদ’ থেকে “জামি‘উল মাসানীদে” হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

৫. ইমাম আব্দুল্লাহ্ হারেছী :

ইন্তেকাল ৩৪০ হিজরী । তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

৬. হাফিয ইবনে আদী :

আবূ আহ্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন আদী আলজুরজানী, যিনি ইবনুল কাত্তান নামে পরিচিত। ইল্মী মহলে ব্যাপকহারে সমাদৃত গ্রন্থ “আল কামেল ফীল জরহে ওয়াত তা’দীল” প্রণেতা এ ইবনুল কাত্তান র.। ২৭৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। আর ৩৬৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। জরাহ্ তা’দীল শাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক সুখ্যাতি রয়েছে। হাদীসশাস্ত্রে তিনি ইমাম নাসায়ী এবং আবূ ইয়া’লা আলমাওসেলীর র. ছাত্র। আল মালিকুল মুআয্যাম[৪৮৯] ঈসা বিন আবূ বকর আইয়ূবী **السهم المصيب فى كبد الخطيب** কিতাবে লিখেছেন,

---

[৪৮৯] তাঁর পূর্ণ নাম ও নসব, আলমালিকুল মুআয্যাম আবুল মুযাফ্ফার ঈসা বিন আল মালিকুল আদেল সাইফুদ্দীন আবূ বকর বিন আইয়ূব আল হানাফী র.। জন্ম ৫৭৮ হিজরী। ইন্তেকাল ৬২৪ হিজরী। তাঁর লিখিত উক্ত السهم المصيب فى كبد الخطيب কিতাবটি ১৩৫০ হিজরী সনে হিন্দুস্তানের দিল্লীতে আল জামিয়াতুল মিল্লিয়্যাহ্ প্রকাশনা থেকে ছাপা হয়। অতঃপর এ কিতাবটি ১৩৫১ হিজরী সনে প্রায় দু’শত পৃষ্ঠায় মিশর থেকে প্রকাশিত হয়। মূলত আল মালিকুল মু‘আয্যাম র. এর السهم المصيب فى كبد الخطيب কিতাবটি খতীব বাগদাদীর প্রতিবাদে লিখা হয়েছে। খতীব বাগদাদীর র. প্রতিবাদে আরো যে সকল ইমাম কিতাব লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

১. ইমাম ইবনুল জাওযী র. এর السهم المصيب فى الرد على الخطيب

২. ইমাম ইবনুল জাওযী র. এর নাতী (যিনি ‘ছিবতু ইবনুল জাওযী’ নামে প্রসিদ্ধ) দুটি কিতাব লিখেছেন:

ক. প্রথমটি الانتصار لإمام أئمة الأمصار

খ. দ্বিতীয়টি مرآة الزمان“মিরআতুয যামান”

৩. ইমাম আবুল মুইয়াদ আলখুআরীযামী র. جامع مسانيد الإمام الأعظم এর ভূমিকাতে খতীব বাগদাদীর প্রতিবাদ করেছেন।

৪. ইমাম সুয়ূতী র. السهم المصيب فى نحر الخطيب

৫. ইমাম যাহিদ আলকাউছারী র. تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب .

"হাফিয ইবনে আদী র. তাঁর সংকলিত 'মুসনাদে আবী হানীফা'র ভূমিকাতে ইমাম আ'যম র. এর 'মানাকিব' তথা গৌরবান্বিত জীবন চরিত লিখেছেন।" [৪৯০]

৭. হাফিয মুহাম্মাদ বিন আল মুযাফ্ফার :

আবুল হুসাইন আলবাগদাদী, ২৮৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। হাদীস শ্রবণ শুরু করেন ৩০০ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৪ বছর। হাদীস অন্বেষণে তিনি মিশর, শাম, জাযীরাহ্ এবং ইরাক ইত্যাদি দেশ পদব্রজে সফর করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারীর তবারী র. তাঁর ওস্তাদগণের অন্যতম একজন। দারাকুতনী, ইবনে শাহীন, বারকানী, আবূ নু'আইম ইস্পাহানী এবং অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের মুহাদ্দিস তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দারাকুতনী র. তাঁর থেকে হাজারের অধিক হাদীস শুনেছেন এবং তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তাঁর উপস্থিতিতে দারাকুতনী র. কখনো হেলান দিয়ে বসতেন না।

হাফিয যাহাবী র. "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" কিতাবে তাঁর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন, **الحافظ الإمام الثقة محدث العراق** "নির্ভরযোগ্য ইমাম হাফিযে হাদীস ইরাকের মুহাদ্দিস" অতঃপর তাঁর সম্পর্কে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন। **جمع وألف وعن مطابق هذا الفن لم يتخلف .** তিনি হাদীস সংকলন করেছেন, কিতাব রচনা করেছেন, এ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেননি।[৪৯১]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. তাঁর "তা'যীলুল মানফাআ বিযাওয়াইদি রিজালিল আয়িম্মাতিল আরবা'আ" কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন, "হাফিয মুহাম্মাদ বিন আল মুযাফ্ফার যে মুসনাদে আবূ হানীফা লিখেছেন, তা হাফিয আবূ বকর ইবনুল মুকরী র. রচিত মুসনাদে আবূ হানীফার সমপরিমাণ। এ মুসনাদে শুধু ইমাম আবূ হানীফা র. এর বর্ণিত মারফূ হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ আছে এবং এ মুসনাদটি ইমাম হারেছী র. এর সংকলন থেকে ছোট। হাফিয ইবনুল মুযাফ্ফার র. ইন্তেকাল করেন ৩৭৯ হিজরীতে।"

বিস্তারিত দেখুন শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ র. রচিত আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী র. এর الرفع و التكميل في الجرح و التعديل এর টীকা পৃ. ৭৭ (অনুবাদক)

[৪৯০] প্রাগুক্ত দেওবন্দ ছাপা, পৃ. ১০৫

[৪৯১] দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত ও আব্দুর রহ্মান বিন ইয়াহ্ইয়া আল মু'আল্লেমী এর তাহ্কীককৃত "তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে" এবারতটি এভাবে রয়েছে। **وجمع وألف وعن مضايق هذا الفن لم يتخلف**

৮. হাফিয তলহা বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আশ্‌শাহেদ আবুল কাসেমঃ

২৯১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ৩৮০ হিজরীতে। খুওয়ারেযামী র. লিখেন, كان مقدم العدول والثقات والإثبات হাফিয তকীউদ্দীন ছুবকী "শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতি খায়রিল আনাম" কিতাবে তাঁর মুসনাদ থেকে একটি হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন, وفى مسند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تصنيف أبى القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل حدثنى الخ–.[492]

মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. তাঁর মুসনাদ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ মুসনাদটি 'হুরূফে মু'জাম' তথা আলীফ, বা, তা, ইত্যাদি আরবী হরফের সিরিয়াল অনুযায়ী সন্নিবেশিত।

৯. হাফিয ইবনুল মুকরী :

আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আলী আলখাযেন। যিনি ইবনুল মুকরী ইস্পাহানী নামে প্রসিদ্ধ। অনেক বড় ও প্রসিদ্ধ হাদীসের সংকলক এবং শীর্ষ পর্যায়ের হুফ্‌ফাযে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসশাস্ত্রে তিনি ইমাম তহাবী র. এর ছাত্র। এবং ইমাম তহাবী র. এর প্রসিদ্ধ "শরহু মা'আনিল আছার" কিতাব ইমাম তহাবী র. থেকে ইবনুল মুকরীই র. বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী র. "তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায" কিতাবে ইবনুল মুকরী র. এর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন, ابن المقرى محدث إصبهان الإمام الرحال الحافظ الثقة "ইবনুল মুকরী ইস্পাহানের মুহাদ্দিস, রিজাল তথা জীবন চরিত শাস্ত্রের ইমাম, হাফিযুল হাদীস ও নির্ভরযোগ্য" আবূ নু'আইম ইস্পাহানী তাঁর ব্যাপারে নিম্নোক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন, محدث كبير صاحب مسانيد سمع ما لا يحصى كثرة. অর্থাৎ অনেক বড় মুহাদ্দিস ও মুসনাদ হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং এত অধিক পরিমাণ হাদীস শ্রবণ করেছেন যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

ইবনুল মুকরীর নিজের ভাষ্য, আমি হাদীস অন্বেষণে চারবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদব্রজে সফর করেছি। ৩৮১ হিজরীর শাওয়াল মাসে ৯৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। হাফিয যাহাবী র. "তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায" কিতাবে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, وقد صنف مسند أبى حنيفة. তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর মুসনাদ সংকলন করেছেন।

---

[৪৯২] হাফিয তকীউদ্দীন ছুবকী "শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতি খায়রিল আনাম" দায়েরাতুল মা'আরেফ, হায়দারাবাদ ১৩১৫ হিজরীতে প্রকাশিত।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র.“তা’যীলুল মানফা‘আ” কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, ‘তাঁর সংকলনটি হারেছীর সংকলন থেকে ছোট। আর শুধু আবূ হানীফা র. এর মারফূ রেওয়ায়েত সম্বলিত।’

হাফিয সাখাবী র. তাঁর “আল ইলান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ”[৪৯৩] কিতাবে একথাও লিখেছেন, হাফিয যয়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবুগা ইবনুল মুকরী এর “মুসনাদে আবূ হানীফা” এর রিজালের অবস্থার ওপর একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। হাফিয কাসেম র. এ মুসনাদের হাদীসগুলোকে ফিক্হী অনুচ্ছেদেও সন্নিবেশিত করেছেন।

১০. হাফিয ইবনে শাহীন :

আবূ হাফস ওমর বিন আহ্মাদ বিন ওসমান আলবাগদাদী আল ওয়ায়েয। যিনি ইবনে শাহীন নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ২৯৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইন্তেকাল করেন ৩৮৫ হিজরীতে। তিনি অনেক বড় গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। তাঁর নিজের বক্তব্য আমি তিনশত তেইশটি কিতাব লিখেছি। যার মধ্যে তাফসীরে কাবীরের এক হাজার, মুসনাদের তেরোশত, তারীখের দেড়শত এবং যুহুদ এর একশত জুয রয়েছে। হাফিয যাহাবী র. তাঁর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন,

ابن شاهين الحافظ المفيد المكثر محدث العراق صاحب التصانيف.

তাঁর লিখিত ইমাম আবূ হানীফা র. এর ‘মুসনাদ’ সম্পর্কে আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. “তানীবুল খতীব”[৪৯৪] কিতাবে আলোচনা করেছেন। (আল্লামা নুমানী র. বলেন) আমি মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী র. (যিনি “ইহ্ইয়াউল মা‘আরিফিন নুমানিয়া হায়দারাবাদ দাক্কান” এর প্রধান) এর কাছে এ বিষয়টি মুরাজাআত তথা জানতে চাই। তখন মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী তার ১৫ই রমযান ১৩৭১ হিজরী সনের চিঠিতে জানান,

ایک مالکی عالم نے ایک جزء میں خطیب کی ان کتابوں کو جمع کیاہے کہ جس وقت ان کا دمشق ورود ہوا تھا ،تو ان کی ساتھ تھیں،منجملہ ان کے مسند امام للدار قطنی ولابن شاہین ،وللخطیب ہر سے کتابیں تھیں وہ جزءکتب خانہ ظاہریہ دمشق میں موجود ہے اس کا نام تسمیۃ ماوردبہ الخطیب دمشق للمالکی [فہرست جدید قسم الفہارس] اس میں مذکور ہے کہ [٤٧٤] کتابیں

[৪৯৩] পৃ. ১১৭ দিমাশকের ছাপা

[৪৯৪] পৃ. ১৫৬

ان کے ہمراہ تھیں منجملہ ان کے [٦٤] خودان کی تصانیف تھیں یہ سب عمدہ کتابیں حدیث تاریخ کی تھیں ۔

ইমাম আ'যমের মাসানীদ সম্পর্কে আমি হযরত মাওলানা যাহিদ আলকাউছারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি লিখেন, মালেকী মাযহাবের অনুসারী এক আলিম খতীব (বাগদাদী র.) এর ঐ সকল কিতাবকে একটি খণ্ডে সংকলন করেছেন। দিমাশকে অবস্থান করার সময় তাঁর কাছে যে সকল কিতাব ছিলো তন্মধ্যে ইমাম দারাকুতনীর "মুসনাদে ইমাম আ'যম" ইবনে শাহীনের "মুসনাদে ইমাম আ'যম" এবং খতীব বাগদাদীর "মুসনাদে ইমাম আ'যম" এ তিনটি মুসনাদ ছিলো। এ খণ্ডটি দিমাশকের যাহীরি কুতুবখানায় রয়েছে। তার নাম, **تسمية ما ورد به الخطيب دمشق للمالكى** .(**فهرست جديد ٣٠٩ قسم الفهارس**) তাতে উল্লেখিত আছে যে, ৪৭৪ টি কিতাব তাঁর সাথে ছিলো। তন্মধ্যে মোট ৬৪ টি কিতাব তাঁর নিজস্ব তাসনীফ ছিলো। এ সকল, হাদীস ও ইতিহাসের অতি উত্তম কিতাব ছিলো।[৪৯৫]

---

[৪৯৫] পরবর্তীতে মাওলানা আফগানী মা.আ. ২ই রবীউস সানী ১৩৭৩ হিজরী তারিখে যে চিঠি আমার (হযরত মাও. নুমানী র.) নামে প্রেরণ করেছিলেন, তাতে মাওলানা কাউছারী র. এর হৃদয় বিদারক ইন্তেকালের ওপর আফসুস প্রকাশ করে লিখেন,
"প্রকৃতপক্ষে মাওলানা কাউছারীর ইন্তেকালে আমরা সকলে ইয়াতীম হয়ে গেছি। এরূপ ইল্‌মী ব্যক্তিত্ব শতাব্দীতে খুব কমই জন্ম গ্রহণ করেন। যদি তিনি অসুস্থ না হতেন এবং তাঁর কিতাবসমূহ সমুদ্রে তলিয়ে না যেত তাহলে তাঁর লিখা-লিখনি এ পরিমাণ হতো যে, তা অধ্যয়ন করা অসম্ভব হয়ে যেত। তথাপি তিনি অসুস্থতার মধ্যেই এ পরিমাণ কিতাব লিখেছেন।
মাওলানা আফগানী মা.আ. সর্বশেষ চিঠি ৭ই শাওয়াল ১৩৭১ হিজরীতে শায়েখ জেওয়ানের কলমে যা আমার নিকট পৌঁছে এখানে তা হুবহু উদ্ধৃত করছি,

الخطبيب حيثما انتقل من بغداد الى دمشق حمل معه كتبا ، فهرس لها احد المالكية من اصحابه ، وهذاالفهرس محفوظ بظاهرية دمشق ، ومن جملة ما حمله الى دمشق مسند ابى حنيفة للدارقطنى ، ومسند ابى حنيفة لابن شاهين ، واما مسانيد ابى حنيفة للخطيب فسبق قلم على ان احاديث ابى حنيفة عند الخطيب فى تاريخه ، والفقيه والمتفقه لا تقل عن صغار المسانيد واسم الفهرس مسجل فى الفهرس الجديد للظاهرية .

"অর্থাৎ খতীব বাগদাদী যখন বাগদাদ থেকে দিমাশকে স্থানান্তরিত হলেন, তখন তাঁর সাথে অনেক কিতাবই নিয়ে আসেন, তাঁর ছাত্রগণের মধ্য থেকে একজন মালেকী মাযহাব অনুসারী আলিম ছিলেন। এ আলিম খতীব বাগদাদীর কিতাবগুলোর সূচীপত্র তৈরী করেন। এই ফেহ্‌রিস্ত তথা সূচীপত্র দিমাশকের যাহিরিয়্যাহ্‌ কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। খতীব বাগদাদী যে কিতাবগুলোকে দিমাশকে নিয়ে আসেন। তন্মধ্যে ইমাম দারাকুতনী র. রচিত "মুসনাদে আবী হানীফা " এবং ইবনে শাহীনের "মুসনাদে আবী হানীফা "ও ছিলো। কিন্তু কিতাবের এ লিস্টে খতীব বাগদাদ "মুসনাদে আবী হানীফা" কিতাব উল্লেখ করা কলমের অসতর্কতা। (অর্থাৎ দ্রুততার কারণে যা কলম থেকে বেরিয়ে যায়, অথচ তা সঠিক নয়।) এতদসত্ত্বেও খতীব

১১. হাফিয দারাকুতনী :

আবুল হাসান আলী বিন ওমর আহ্মাদ বিন মাহ্দী আল বাগদাদী। যিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তাঁর কিতাব "সুনান" (-এ দারাকুতনী) ছাপা হয়েছে। হাফিয দারাকুতনী র. ৩০৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইন্তেকাল করেন যিলকাদ মাসে ৩৮৫ হিজরীতে। ইমাম দারাকুতনী র. ইমাম আবূ হানীফার যে মুসনাদ লিখেছেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খতীব বাগদাদীর কাছে হাফিয দারাকুতনী র. এর সংকলিত কপিটি বিদ্যমান ছিলো।

১২. হাফিয আবু নু'আইম ইস্পাহানী :

আহ্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্মাদ বিন ইসহাক আলমিহ্রানী আসসুফী, এ হযরত উঁচু মাপের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুসান্নিফ ছিলেন। ৩৩৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই সারা দুনিয়ার মাশায়েখে হাদীসের থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়ে যান। হাফিয যাহাবী র. লিখেন, . **تهيأله من لقى الكبار مالم يقع لحافظ** বড় বড় লোকদের সাথে তার যেরকম সাক্ষাত ঘটেছে কোনো হাফিযে হাদীসের তেমন হয়নি। হাফিয যাহাবী র. তাঁর আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন, **ابو نعيم الحافظ الكبير محدث العصر** . হাফিয আবূ নু'আইম ৪৩০ হিজরী সনের মুহাররাম মাসে ইন্তেকাল করেন। হাফিয আবূ নু'আইম রচিত মুসনাদে আবূ হানীফার ফটোকপি "মাজলিসে ইহ্ইয়াউল মা'আরিফিন নুমানিয়া"[৪৯৬] সংগ্রহ করেছে। মজলিসের ইচ্ছা আছে কিতাবটি ছেপে প্রচার করা। মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী (মা: আ:)- ২রা রবীউস সানী ১৩৭২ হিজরী সনে এক চিঠিতে আমাকে লিখেন,

ابو نعيم نے چھوٹی سی مسند امام صاحب رح کی لکھی مگر بھوت عمدہ لکھی بڑی تحقیق کی متابعت ذکر کئےتفد کو بتایا رواۃ کے اوھام کو بھی بتایا مگر کتاب کا صرف ایک ھی نسخہ ہے اور وہ عمدھ نسخھ نھیں

বাগদাদীর কাছে ইমাম আবূ হানীফা র. এর যে হাদীস তার তারীখে বাগদাদে এবং আল ফকীহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্ কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে তাও ছোট একটি মুসনাদের চেয়ে কম নয়। আর পূর্বোক্ত সূচীটির নাম যাহিরিয়্যাহ্ কুতুবখানার নতুন সূচীর মধ্যেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।"

এ পত্রের পূর্বে মাওলানা আফগানী যে পত্র লিখেছিলেন, সেখানে খতীব বাগদাদীর র. রচিত 'মুসনাদ' এর সম্পর্কে কলমের অসতর্কতার বিষয়টি উল্লেখ নেই।

[৪৯৬] এটি মুহাক্কিক আলিমগণের গবেষণামূলক সংঘ।

تروک از سھو ناسخ اور اغلاط کتاب اس میں بہوت ہی کہے کہے بیاضات بھی ہیں۔

আবু নু'আইম ছোট আকারে "মুসনাদে আবী হানীফা" লিখেছেন। কিন্তু খুব ভালোই লিখেছেন। সুন্দর তাহ্‌কীক করেছেন। 'মুতাবা'আত'[৪৯৭] উল্লেখ করেছেন। তাফাররুদও বলে দিয়েছেন। রাবীদের ওয়াহাম তথা ভুলও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কিন্তু কিতাবের শুধু একটা কপিই রয়েছে। তাও এটি ভাল কপি নয়। কিতাবের এ কপিতে লিপিকারের ভুলের কারণে বাদ পড়ে যাওয়া এবং মূল কিতাবাতের ভুল এতে প্রচুর রয়েছে। কোথাও কোথাও বায়াজ (তথা যেখানে লিখা থাকার কথা সেখানে খালি ও শূণ্য থাকা) রয়েছে অর্থাৎ সাদা রয়েছে।

১৩. হাফিয ইবনুল কায়সারানী :

আবুল ফযল মুহাম্মাদ বিন তাহের বিন আলী আলমাকদেসী। যিনি ইবনুল কায়সারানী নামে পরিচিত। তিনি ৪৪৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫০৭ হিজরী সনের রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। ইবনুল কায়সারানী অনেক বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। হাদীস অন্বেষণে এ হযরত এত অধিক সফর করেছেন যে, সফরের কষ্টে দু'বার প্রসাবের দ্বার দিয়ে রক্ত বের হওয়া রোগ হয়েছিল। কোনো বাহন ছাড়া খালি পায়ে অধিক সফর করার কারণেই এমনটি হয়েছিল। হাফিয যাহাবী র. "তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায" কিতাবে তাঁর বিস্তৃত জীবনী লিখেছেন। জীবন আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন, **محمد بن طاهر بن على الحافظ العالم المكثر الجوال** . হাফিয ইবনে শীরওয়াইহী র. এর "তারীখে হামদান" কিতাবে ইবনুল কায়সারানী সম্পর্কে নিম্নোক্ত শব্দ রয়েছে, **كان ثقة حافظا عالما بالصحيح والسقيم حسن المعرفة بالرجال والمتون ، كثير التصانيف** . অর্থাৎ তিনি ছিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) হাফিযে হাদীস ছিলেন। হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। রিজালশাস্ত্র এবং 'মুতূনে হাদীস' তথা হাদীসের মূল পাঠের ব্যাপারে খুব ভাল জ্ঞান রাখতেন। বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

ইবনুল কায়সারানী র. "আতরাফে আহাদীসে আবী হানীফা" নামে একটি কিতাব লিখেছিলেন। তাঁর এ "আতরাফে আহাদীসে আবী হানীফা" কিতাব সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন"[৪৯৮] এর শেষে বিশদভাবে

[৪৯৭] 'মুতাবা'আত' এ জাতীয় শব্দগুলো উলূমে হাদীসের শাস্ত্রীয় শব্দ।

[৪৯৮] ছাপা হায়দারাবাদের দায়েরাতুল মা'আরিফ থেকে।

আলোচনা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য "আতরাফ" এর ওপর যে কিতাব লিখা হয় তার মধ্যে হাদীসের মূল পাঠের প্রথম অংশকে সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এজন্য বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হয়, তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর বিভিন্ন মাসানীদ থেকে তাঁর এ কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা র. বর্ণিত হাদীসসমূহের 'আতরাফ' তথা হাদীসের উল্লেখযোগ্য অংশ একত্রিত করে সংকলন করে দিয়েছেন।

১৪. হাফিয ইবনে খসরূ :

আবু আব্দিল্লাহ্ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরূ আলবলখী, তিনি বাগদাদের বাসিন্দা ছিলেন এবং শীর্ষ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ৫২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাদীসশাস্ত্রে হাফিয ইবনে আসাকির র. তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাফিয যাহাবী "মীযানুল ই'তেদাল" কিতাবে লিখেছেন, محـــــــدث مكثـــــــر

হাফিয ইবনুন নাজ্জার র. "তারীখে বাগদাদের" যে 'যাইল' তথা পরিশিষ্ট লিখেছেন, সেখানে হাফিয ইবনে খসরূ র. এর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন,

ابو عبد الله السمسار الحنفى مفيد أهل بغداد فى وقته سمع الكثير . এরপর তাঁর শায়েখদের নাম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে লিখেন, وبالغ فى الطلب حتى سمع من طبقة دون هؤلاء وكتب الكثير من الكتب لنفسه ولغيره ،وكان مفيدا للغرباء وجمع مسند ابى حنيفة

"হাদীস অন্বেষণে তিনি অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনা করেন। এমনকি উল্লেখিত শায়েখদের থেকে যারা নিচের স্তরের তাঁদের থেকেও তিনি হাদীস গ্রহণ করেন। তিনি অনেক কিতাব নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য লিখেছেন। বহিরাগত ইল্ম অন্বেষীদের ইল্মী চাহিদা পূরণ করতেন।

এ হযরত ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদও সংকলন করেন।" ফাকাহাত তথা ফিক্হের দিক থেকেও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ইবনু নাজ্জার র. তার ব্যাপারে বলেন, فقيه أهل العراق ببغداد فى وقته[499]

তাঁর সংকলিত মুসনাদ ইমাম হারেছী এবং হাফিয ইবনুল মুকরীর মুসনাদের চেয়েও বৃহৎ। এজন্য হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. "তা'যীলুল মানফা'আ" কিতাবের ভূমিকায় লিখেন, وفى كتابه زيادات على ما فى كتابى الحارثى وابن المقرى .

[৪৯৯] আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ও জামি'উল মাসানিদে তাঁর আলোচনা দেখুন।

"তাঁর কিতাবে হারেছী এবং ইবনুল মুকরী উভয়ের কিতাবের চেয়ে বেশি রেওয়ায়েত রয়েছে।"

উল্লেখ্য হাফিয শামসুদ্দীন আবুল মাহাসেন মুহাম্মাদ বিন আলী হুসাইনী র. (ইন্তেকাল ৭৬৫ হিজরী) আলকুতুবুস সিত্তাহ্, মুআত্তা, মুসনাদে শাফে'ঈ, মুসনাদে আহ্মাদ এবং মুসনাদে আবী হানীফার রিজালের অবস্থার ওপর একটি বড় বিস্তৃত কিতাব লিখেছেন। যে কিতাবটির নাম "আত্ তাযকিরাহ্ বিরিজালিল আশারাহ্" এ ক্ষেত্রে হাফিয হুসাইনী র. ইমাম আবূ হানীফা র. এর মুসনাদসমূহের মধ্য থেকে যে মুসনাদকে নির্বাচন করেছেন, তা হলো হাফিয ইবনে খসরূ সংকলিত মুসনাদ।

১৫. মুসনিদুদ দুনইয়া :

কাজী আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী বিন মুহাম্মাদ আল আনসারী আল হালাবী। যিনি মারাস্তানের কাজী নামে প্রসিদ্ধ। হাফিয যাহাবী র. "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" কিতাবে "শাইখুল ইসলাম আবুল কাসেম ইসমাঈল ইস্পাহানী" এর ৫২৫ হিজরী সনে ইন্তেকালের আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

তবাকাতুল হানাবিলাতে তাঁর বিস্তারিত জীবন চরিত রয়েছে। তিনি অনেক বড় মাপের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। ৯৩ বছর বয়স পর্যন্ত তার ইন্দ্রিয় অনুভূতি তথা শারীরিক সামান্য পরিবর্তনও আসেনি। হযরত সাত বছর বয়সে কুরআনে কারীম হিফ্য করেন।

হযরত নিজে বলতেন আমার মনে পড়ে না যে, আমি আমার জীবনের এক মুহূর্তও খেলাধুলায় কাটিয়েছি। তিনি অনেক উলূমের জামে তথা ধারক-বাহক ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪৪২ হিজরীতে। তিনি ৯৪ বছর বয়সে ৫২৫ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. "লিসানুল মীযানে" হাফিয ইবনে খসরূর আলোচনায় এ বিষয়টি মানতে অস্বীকার করেছেন যে, উল্লেখিত কাজী সাহেব র. ইমাম আবূ হানীফার কোনো মুসনাদ সংকলন করেছেন। অথচ আজীব ব্যাপার হলো, হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. এর বিখ্যাত ছাত্র হাফিয শামসুদ্দীন সাখাবী র. উল্লেখিত কাজী সাহেব থেকে তাঁর মুসনাদকে নিম্নোক্ত সনদে রেওয়ায়েত করেন,

عن التدمرى عن الميدومى عن النجيب عن ابن الجوزى عن جامع المسند قاضى المرستان .[500]

[৫০০] আল্লামা কাউছারী র. রচিত 'নাসবুর রায়াহ' এর ভূমিকা।

হাফিয আব্দুল কাদের কুরাশী র. তাঁর “আলজাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ্” কিতাবে ‘নসর বিন সাইয়ার বিন সায়েদ’ এর আলোচনায় হাফিয সাম‘আনী র. থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, আমি নসর বিন সাইয়ার থেকে ইমাম আবূ হানীফার “কিতাবুল আহাদীস” শ্রবণ করেছি। যা আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আনসারী সংকলন করেছেন। নসর বিন সাইয়ার এ কিতাবের হাদীসের বর্ণনা করেন তাঁর দাদা ছায়েদ থেকে। আর নসর বিন সাইয়ার র. এর দাদা ছায়েদ র. নিজে উক্ত কিতাবের হাদীস বর্ণনা করেন কাজী সাহেব থেকে।[৫০১] মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামীও “জামি‘উল মাসানীদ” কিতাবে উক্ত কিতাবের বিভিন্ন সনদ নিজ থেকে কাজী মারাস্তান পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

১৬. হাফিয ইবনে আসাকির :

ছিকাতুদ দ্বীন আবুল কাসেম আলী ইবনুল হাসান বিন হিবাতুল্লাহ্ আদদিমাশকী আশ-শাফে‘ঈ র. বড় দরজার প্রসিদ্ধ মুসান্নিফ (লেখক) এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ৪৯৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন আর ১১ই রজব ৫৭১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাফিয যাহাবী র. “তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায” কিতাবে তাঁর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন,

ابن عساكر الإمام الحافظ الكبير محدث الشام فخر الأئمة . صاحب التصانيف والكتب .

তেরোশত শায়েখ থেকে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করেছেন। যার মধ্যে আশি জনেরও বেশি মহিলা মুহাদ্দিস ছিলেন। হাফিয যাহাবী র. তাঁর ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। হাফিয ইবনে আসাকির ইমাম আবূ হানীফা র. এর যে মুসনাদ সংকলন করেছেন তার আলোচনা মুহাদ্দিস কাউছারী র. এবং ড. কারদ আলী দু’জনই করেছেন।[৫০২]

১৭. মুহাদ্দিস ঈসা আল জা’ফরী আলমাগরিবী :

---

[৫০১] “আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ” কিতাবের মূল ভাষ্য

سمعت منه الترمذى بروايته عن القاضى أبى عامر الجراحى عن المحبوبى عنه، وكتاب الأحاديث التى رواها أبو حنيفة رضي الله عنه جمع عبد الله بن محمد بن محمد الأنصاري لجده القاضى صاعد بروايته عنه.

[৫০২] মুহাদ্দিস কাউছারী র. ইমাম ইবনে আসাকির এর تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الإمام الأشعرى. কিতাবের ভূমিকায় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর ড. কারদ আলী ইবনে আসাকির এর تاريخ دمشق কিতাবের ভূমিকাকে উল্লেখ করেছেন।

তিনি মুতাআখ্খিরীন মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ১০৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহ্লবী র. "ইনসানুল আইন মি মাশায়িখিল হারামাইন" কিতাবে তাঁর আলোচনায় বলেন,

"یکےازعلماء متقنین بود ، وؤے استاد جمهوراهل حرمین است ، ویکے از اوعیه حدیث "۔

মুহাদ্দিস ঈসা যদিও তিনি শেষ যুগের মানুষ এবং তাঁর যামানা অনেক পরের, তবুও যে শানে তিনি ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন এবং যে সকল শর্ত এ কিতাবে তিনি ইহ্তেমাম করেছেন, তা স্বয়ং শাহ্ সাহেবের যবানীতে শুনাই যথাযথ। তিনি বলেন,

مسندے برائے امام ابو حنیفة رح تالیف کرده در آنجا عنعنه متصله ذکر کرده در حدیث از آنجا بطلان زعم کسانیکه گویند سلسله حدیث امروز متصل نمانده واضح ترے گرد د ۔[503]

"তিনি ইমাম আবূ হানীফার এমন একটি মুসনাদ সংকলন করেছেন, যার মধ্যে নিজ থেকে নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা পর্যন্ত হাদীসের মুত্তাসিল সনদ বর্ণনা করেছেন। এটি থেকে ঐসকল লোকের দাবির ভ্রান্ততা সুস্পষ্ট হয়, যারা একথা বলে যে, হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা বর্তমানে মুত্তাসিল বাকী নেই"।[৫০৪]

আবুল মু'আইয়াদ মুহাম্মাদ বিন মাহ্মূদ খুওয়ারেযামী র. (৬৫৫ হি.) এর "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" কিতাব :

পাঠক! এ হলো ঐ প্রসিদ্ধ আয়িম্মায়ে মুহাদ্দিসের আলোচনা, যারা প্রত্যেকে ইমাম আবূ হানীফা র. এর হাদীসসমূকে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ সনদে সংকলন করেছেন। পরবর্তীতে কাযিউল কুযাত মুহাদ্দিস আবুল মু'আইয়াদ মুহাম্মাদ বিন

[৫০৩] ইনসানুল উয়ূন দিল্লী ছাপা পৃ. ৬

[৫০৪] এ ১৭ সংকলন ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা র. এর আরো হাদীসের সংকলন রয়েছে। সচেতন পাঠক আবুল মু'আইয়াদ মুহাম্মাদ বিন মাহ্মুদ খুওয়ারেযামী র. এর "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" কিতাবটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেও বিষয়টি কিঞ্চিত অনুধাবন করতে পারবেন।

মাহ্মূদ খুওয়ারেযামী[৫০৫] (৬৫৫ হি.) "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" কিতাবে ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহ থেকে ১৫টি নুসখাকে এক জায়গায় একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

খুওয়ারেযামী "জামি'উ মাসানীদ" কিতাবের ভূমিকায় লিখেন, আমি শাম দেশের কোনো কোনো অজ্ঞ লোককে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আবূ হানীফার কোনো মুসনাদ নেই। আর তিনি কেবল হাতেগোণা কিছু হাদীসের বর্ণনাকারী। এ কথার ওপর আমার মাযহাবী আত্মসম্ভ্রমবোধে জোশ আসলো। তাই আমি ইচ্ছা করলাম, ইমাম আবূ হানীফার ঐ পনেরোটি মুসনাদ যা বিখ্যাত মুহাদ্দিস আলিমগণ সংকলন করেছেন তা এক কিতাবে জমা করব। খুওয়ারেযামীর সংকলিত মাসানীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো।

১. ইমাম হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল হারেছী আল বুখারী-(যিনি আব্দুল্লাহ্ আল উস্তায নামে পরিচিত)- র. এর মুসনাদ।

২. হাফিয আবুল কাসেম তলহা বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আশশাহেদ র. এর মুসনাদ।

৩. ইমাম হাফিয আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আল মুযাফ্ফার র. এর মুসনাদ।

৪. হাফিয আবূ নু'আইম ইস্পাহানী র. এর মুসনাদ।

৫. ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী আনসারী র. এর মুসনাদ।

৬. হাফিয আবূ আহ্মদ আব্দুল্লাহ্ বিন আদী জুরজানী র. এর মুসনাদ।

৭. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লুলুয়ী র. এর মুসনাদ।

৮. হাফিয ওমর বিন হাসান আল উশনানী র. এর মুসনাদ।

৯. হাফিয আবূ বকর আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালেদ বিন খালী আল কালায়ী র. এর মুসনাদ।

১০. ইমাম হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ্ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরূ বলখী র. এর মুসনাদ।

১১. ইমাম আবূ ইউসুফ কাজী র. এর মুসনাদ। যা "নুসখায়ে আবূ ইউসুফ" নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১২. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানী র. এর মুসনাদ। এটাও "নুসখায়ে মুহাম্মাদ" নামে অভিহিত।

---

[৫০৫] হাফিয আব্দুল কাদের কুরাশী তাঁর 'আলজাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ' কিতাবে এবং আব্দুল হাই লাখনবী র. 'আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ' কিতাবে খুওয়ারেযামী র. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।

১৩. ইমাম হাম্মাদ বিন আবূ হানীফা র. এর মুসনাদ।

১৪. ইমাম মুহাম্মাদ র. এর মুসনাদ। যা “আলআছার” নামে অভিহিত।

১৫. ইমাম হাফিয আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ্ বিন আবীল আওয়াম আসসা’দী র. এর মুসনাদ।

খুওয়ারেযামী র. এর “জামি‘উ মাসানীদিল ইমাম আ’যম” কিতাবের ওপর ইল্মী পর্যালোচনা :

ইমাম হাম্মাদ র., ইমাম আবূ ইউসুফ র., ইমাম মুহাম্মাদ র. প্রমূখ ইমাম, ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে যে হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মাহ্মূদ খুওয়ারেযামী র.। উক্ত সংকলনগুলোকে ‘মুসনাদ’ নামে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ইমাম আবূ হানীফা র. এর অন্যতম হাদীস সংকলন ‘কিতাবুল আছার’ এর বিভিন্ন কপি।[৫০৬] একইভাবে হাফিয আবূ বকর কালায়ী র. এর মুসনাদও স্বতন্ত্র কোনো কিতাব নয়। এটিও কিতাবুল আছারের কপি। হাফিয আবূ বকর কালায়ী র. এ কিতাবটি তাঁর দাদা মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ ওহাবী র. (১৯০ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। খুওয়ারেযামী র. নিজেও তাঁর “জামি‘উ মাসানীদিল ইমাম আ’যম” কিতাবের শেষ অধ্যায়, যেখানে হাফিয আবূ বকর কালায়ী র. এর আলোচনা করেছেন। সেখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

“এ ‘মুসনাদ’ আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালেদ বিন খালী র. প্রতি সম্পর্কিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ‘মুসনাদ’ সংকলন করেছেন মুহাম্মাদ বিন খালিদ ওহাবী র. এ মুসনাদটি সরাসরি ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে বর্ণনা করেছেন। এজন্য এ মুসনাদকে হাফিয আবূ বকর কালায়ী র. এর প্রতি শুধু বর্ণনার বিবেচনায় সম্পর্কিত করা হয়, সংকলন ও একত্রিকরণের বিবেচনায় নয়।”

খুওয়ারেযামী র. এর “জামি‘উ মাসানীদিল ইমাম আ’যম” সম্পর্কে শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহ্লবী র. ‘বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন’ কিতাবে আলোচনা করেছেন।

مسند امام اعظم رح کہ بالفعل مشہوراست تالیف قاضی القضاةابوالمؤید محمد ابن محمود بن محمد الخوارزمی است کہ در سنہ شش صد وہفتاد وچہار آنرا رائج ساختہ، مسانید امام اعظم رح کہ علماء سابق پر داختہ بودند دریں مسند جمع کردہ

---

[৫০৬] বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের প্রবন্ধ ‘ইমাম আবূ হানীফার কিতাবুল আছার’ প্রবন্ধটি দেখুন যা কিতাবুল আছার বিরেওয়ায়েতে ইমাম মুহাম্মাদ’ এর উর্দু অনুবাদের শুরুতে ছাপা হয়েছে।

بزعم خود ہیچ چیز را ازمرویات امام اعظم رح ترک نہ کردہ وقبل ازوے ہر چند مسانید بسیار برائے مرویات امام اعظم رح ساختہ بودند، چنانچہ خود در خطبۓ ایں مسند نام آنہا ومصنفین آنہا وسند خود بآں مصنفین بیان نمودہ ، ام بیشتر رائج ومشہور دومسند بود وتا حال موجود ومتداول ست ،اول مسند حافظ الحديث عبد اللہ بن محمد بن يعقوب الحارثی، مسند حافظ الوقت حسین ابن محمد بن خسرو رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ اجاۃ ایں ہر سہ مسند براقم الحروف نیز از شیوخ خود رسیدہ–

“মুসনাদে ইমাম আ’যম নামে যে কিতাব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা মূলত কাযিউল কুযাত মুহাদ্দিস আবুল মু‘আইয়াদ মুহাম্মাদ বিন মাহ্মূদ খুওয়ারেযামী র. (৬৫৫ হি.) এর সংকলিত, যা হযরত ৬৪৭ হিজরীতে প্রকাশ করেন।[৫০৭] পূর্ববর্তী যামানার আলিমগণ ইমাম আ’যম আবূ হানীফা র. এর মুসনাদসমূহ যা সংকলন করেছিলেন। এ মুসনাদের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। খুওয়ারেযামী র. এর নিজের দাবি হলো, তিনি ইমাম আ’যম আবূ হানীফা র. এর কোনো বর্ণনাই বাদ রাখেননি। খুওয়ারেযামী র. এর পূর্বে ইমাম আ’যম র. এর অনেক মুসনাদ লিখা হয়েছে। যেগুলোর নাম সংকলকগণের পরিচয় এবং এ সংকলকগণ পর্যন্ত নিজের সনদ ইত্যাদি বিষয় খুওয়ারেযামী র. তাঁর সংকলিত মুসনাদের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন। এ মুসনাদগুলোর মধ্যে দুটি মুসনাদ খুব প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। এক. হাফিযুল হাদীস আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আলহারেছী র. এর মুসনাদ। দুই. হাফিয হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু র. এর মুসনাদ। উল্লেখ্য ইমাম আ’যমের এ তিনটি মুসনাদের সনদ আমি (শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহ্লবী র.) ওস্তাদগণ থেকে লাভ করেছি।”

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খুওয়ারেযামী র. ইমাম আ’যম র. এর সকল বর্ণনা তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন বলে যে দাবি করেছেন তা সহীহ্ নয়। কারণ হলো, ইমাম আ’যম র. এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চার হাজার। ইমাম আ’যম র. এর ছাত্র ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুয়ী উল্লেখ করেন,

كان أبو حنيفة يروى أربعة آلاف حديث ألفين لحمّاد و ألفين لسائر المشيخة.

[৫০৭] এ বর্ণনাটি সঠিক নয়। কেননা খুওয়ারেযামী র. এখানে উল্লেখিত তারিখের ১৯ বছর পূর্বে ৬৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবূ হানীফা র. চার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। দু'হাজার হাম্মাদ র. থেকে অপর দু'হাজার অন্যান্য সকল শায়েখ থেকে।[৫০৮]

খুওয়ারেযামী র. তাঁর মুসনাদে এ সংখ্যার অর্ধেক হাদীসও উল্লেখ করেননি। আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী র. ইমাম আবূ ইউসুফ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' এর ভূমিকাতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন,

بل لم يستوعب جميع آثار المسانيد التي قال إنه جمعها كما تتبعته و قابلته على كتاب الآثار للإمام محمد و مسند الحارثي.

"খুওয়ারেযামী র. তাঁর মুসনাদে ঐসকল মুসনাদের সকল হাদীসও সংকলন করেননি, যে মুসনাদগুলোর কথা তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন। যেমন আমি ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছারে' ও ইমাম হারেছী র. এর মুসনাদে অনুসন্ধান করে মিলিয়ে দেখেছি।"

মাওলানা আফগানী মা. আ. ২ই রবীউস সানী ১৩৭২ হিজরী তারিখে যে চিঠি আমার (হযরত মাও. নুমানী র.) নামে প্রেরণ করেছিলেন সে চিঠিতে হযরত লিখেন, "ইমাম হাসান বিন জিহাদ র. এর বর্ণিত 'কিতাবুল আছার'কে ইবনে খসরূ র. তাঁর নিজ মুসনাদে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এবং "জামি'উ মাসানীদ" এর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ বিন খালিদ ওহাবী র. এর 'কিতাবুল আছার' হাফিয আবূ বকর কালায়ী র. নিজের টীকাতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

"জামি'উল মাসানীদ" কিতাবে খুওয়ারেযামী র. ৮/১০টি মুসনাদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঠিকই কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' আবূ নু'আইম ইস্পাহানী র. এর 'মুসনাদ', ইবনে আদী র. এর 'মুসনাদ' এবং ইবনে আবিল আওয়াম র. এর 'মুসনাদ' তিনি অন্তর্ভুক্ত করেননি। এর কারণ অবশ্য জানা নেই। সনদসমূহ কিন্তু সবগুলোর শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' এর কোনো উদ্ধৃতি কিতাবে নেই। অন্যান্য মুসনাদের আলোচনা কোনো কোনো স্থানে নাম মাত্র এসেছে। তবে অধিকাংশ স্থানেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য "জামি'উল মাসানীদ" অপূর্ণ কিতাব। 'মাশায়েখ অধ্যায়'তো একেবারেই অপূর্ণ এবং এর মধ্যে ভুলও রয়েছে। তিনি যদি মুসনাদে আবূ নু'আইমটিও পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করতেন তাহলে খুব সহজেই আজ এ কিতাবটির বিশুদ্ধতা হয়ে যেত।"

[৫০৮] সদরুল আয়িম্মাহ্ মুওয়াফ্ফিক বিন আহ্মাদ আলমাক্কি র. এর 'মানাকিবে ইমাম আ'যম' খ. ১, পৃ. ৯৬

যা হোক যেহেতু খুওয়ারেযামী র. এর মাসানীদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা র. এর বেশ কিছু মাসানীদের অনেক হাদীস রয়েছে। এজন্য পরবর্তী যামানার আলিমগণের নিকট এ কিতাবটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হাফিয যাইনুদ্দীন কাসেম ইবনে কুত্‌লুবুগা হানাফী র. (৮৭৯ হি.) খুওয়ারেযামী র. এর এ "জামি'উল মাসানীদ" এর বৃহতাকারে দু'খণ্ডে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। আল্লামা সাইয়েদ মুরতাযা যাবীদি র. 'উকূদুল যাওয়াহিরুল মুনীফা' কিতাবে কাসেম ইবনে কুত্‌লুবুগা র. এর কিতাব থেকে অনেক সহযোগিতা নিয়েছেন। হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফে'ঈ র.ও (৯১১ হি.) খুওয়ারেযামী র. এর কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম 'আত্‌তালিকাতুল মুনীফা আলা মুসনাদে আবী হানীফা'। অনেক মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. এর "জামি'উল মাসানীদ" কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে

১. ইমাম শরফুদ্দীন ইসমাঈল বিন ঈসা বিন দাওলাতুল আওনামানী আলমাক্কি র. (৮৯২ হি.)। তাঁর সংক্ষিপ্তকৃত কিতাবটির নাম "ইখতিয়ারু ই'তিমাদিল মাসানীদ ফী ইখতিসারি আসমায়ী বায়াদি রিজালিল আসানীদ" এ কিতাবটির শুরুতে লেখক ইমাম আবূ হানীফা র. এর গৌরবময় জীবন চরিতও আলোচনা করেছেন।

২. ইমাম আবুল বাকা আহ্‌মাদ বিন আবীদ দায়া মুহাম্মাদ আলকুরাশী আলমাক্কি র. উক্ত কিতাবকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। তাঁর কিতাবের নাম "আলমুসতানাদ ফী মুখতাসারিল মুসনাদ" এ কিতাবটিতে লেখক হাদীসের তাকরার বা পুনঃউল্লেখ বাদ দিয়েছেন এবং সংকলক থেকে নিয়ে ইমাম আ'যম র. পর্যন্ত যে সনদ রয়েছে সে সনদও সংক্ষিপ্তাকারে ফেলে দিয়েছেন।

৩. শায়েখ আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম হানাফী র.ও উক্ত কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

৪.'কাশফুয যুনূন' কিতাবের মধ্যেও অপর একটি সংক্ষিপ্ততার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু সংক্ষিপ্তকারকের নাম জানা যায় না। "জামি'উল মাসানীদ" কিতাবে আলকুতুবুস সিত্তাহ্ থেকে যে হাদীসগুলো অতিরিক্ত রয়েছে উক্ত হাদীসসমূহ আল্লামা হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ কারদারী র. (যিনি আলবাজ্জাযী নামে প্রসিদ্ধ ৮২৭ হি.) "যাওয়ায়েদে মুসনাদে আবূ হানীফা" নামে সংকলন করেছেন।

'কাশফুয যুনূন' কিতাবের লেখক মুহাদ্দিস আবূ হাফস যাইনুদ্দীন আমর বিন আহ্‌মাদ আশশুজা আলহালাবী আশশাফে'ঈ র. (৯৩৬ হি.) এর সংকলিত একটি কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কিতাবটির নাম "লাকতুল মারজান মিন মুসনাদি আবী হানীফা আননুমান"। সম্ভবত এ কিতাবটি খুওয়ারেযামী র. এর "জামি'উল মাসানীদ" কিতাবটির সংক্ষিপ্তরূপ হবে।

পরবর্তীতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা সাইয়েদ মুরতাযা যাবীদি হানাফী র. (১২০৫ হি.) খুওয়ারেযামী র. এর "জামি'উল মাসানীদ" কিতাব থেকে ইমাম আ'যম র. এর ঐসকল হাদীস সংকলন করেছেন, যে সকল হাদীসের ব্যাপারে 'আলকুতুবুস সিত্তাহ্' এর সংকলকগণ ইমাম আ'যম র. এর সাথে একমত হয়েছেন। এ কিতাব সংকলনের দ্বারা একটি বড় খেদমত হয়েছে। এ কিতাবটি মিশর থেকে পাতলা টাইপে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবটির মধ্যে লেখক প্রথমে ইমাম আ'যম র. এর বর্ণনা তাঁর যে মুসনাদে রয়েছে সে উদ্ধৃতিতেই বর্ণনাটি এনেছেন। এরপর 'আলকুতুবুস সিত্তাহ্' ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বর্ণনাটি যে শব্দে এসেছে তা উল্লেখ করেছেন। সংকলক কিতাবটির নাম দিয়েছেন, "উকূদুল যাওয়াহিরুল মুনীফা ফী আদিল্লাতি মাযহাবীল ইমামি আবী হানীফা ফী মা ওফ্ফাকা ফীহিল আয়িম্মাতুস সিত্তাহ্ আও বা'দুহুম" কিতাবটি ফিক্হী বিন্যাসে সংকলিত। যেমন প্রথমে আকীদা বিষয়ে আলোচনা, অতঃপর আমলের আলোচনা।

খুওয়ারেযামী র. এর "জামি'উল মাসানীদ" কিতাব কিছুদিন হলো হায়দারাবাদের 'দায়েরাতুল মা'আরিফ' থেকে বৃহৎ দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটির মধ্যে ইমাম আ'যম র. এর অন্ততপক্ষে পাঁচশত ছাত্রের এরূপ বর্ণনা রয়েছে যা তাঁরা সরাসরি ইমাম আ'যম র. এর থেকেই শুনেছেন।[৫০৯]

দুঃখের বিষয় হলো, "জামি'উল মাসানীদ" ছাড়া অন্যান্য মুসনাদ এখনো প্রকাশিত হলো না। অথচ এ মুসনাদগুলো পৃথিবী বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করেছেন, যার আলোচনা পূর্বে গিয়েছে। হায়দারাবাদের "মজলিসে ইহ্ইয়াউল মা'আরিফিন নুমানিয়া"তে উক্ত মুসনাদগুলোর মধ্যে নিম্নের চারটি মুসনাদের প্রতিলিপি আছে,

১. মুসনাদে ইবনে আবিল আওয়াম।

২. মুসনাদে হারেছী।

৩. মুসনাদে আবী নু'আইম ইস্পাহানী।

৪. মুসনাদে ইবনে খসরূ।

উক্ত ইদারার ইচ্ছা আছে এসকল মুসনাদ ছাপিয়ে প্রকাশিত করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ হলো আল্লাহ্ তা'আলা অতি দ্রুত এ কাজ করিয়ে নিন। পাঠক সমিপে 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' নামে যে কিতাবটির অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে এটি মূলত আব্দুল্লাহ্ হারেছী র. এর সংকলিত। আব্দুল্লাহ্ হারেছী র.

---

[৫০৯] "জামি'উল মাসানীদ" এর ৫ম অধ্যায় দেখুন।

এর এ কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করেছেন আল্লামা হাসকাফী র. এবং আল্লামা আবেদ সিন্দী র. উক্ত কিতাবটি ফিক্‌হী অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন।[৫১০]

আল্লামা আব্দুল্লাহ্ হারেছী র. এর পরিচয় :

তিনি হানাফী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ আলিম। শাহ্ ওলিউল্লাহ্ সাহেব র. তাঁর 'আলইনতেবাহ্' কিতাবে এ হযরতকে 'আসহাবুল উজূহ্' এর মধ্যে গণ্য করেছেন এবং লিখেছেন তিনি তাঁর সময়ে হানাফী মাযহাবের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফকীহ্ মুজতাহিদগণের স্তরসমূহের মধ্যে 'মুজতাহিদ ফীল মাযহাব' ও মুজতাহিদে মুতলাক মুনতাসিব' এর মাঝখানের স্তরটি হলো 'আসহাবুল উজূহ' এর স্তর।

ইল্‌মে ফিক্‌হের শিক্ষা তিনি ইমাম আবূ হাফস সগীর র. এর কাছ থেকে করেছেন। আর ইমাম আবূ হাফস সগীর র. ইল্‌মে ফিক্‌হ শিক্ষা করেছেন তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম মুহাম্মাদ র. এর বিখ্যাত ছাত্র ইমাম আবূ হাফস কাবীর র. এর কাছ থেকে।

ইমাম হারেছী র. খুরাসান, ইরাক, হিজায ইত্যাদি অঞ্চলে ইল্‌মী সফর করেন এবং তৎকালীন সময়ের বিজ্ঞ শায়েখের নিকট থেকে এ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। হাফিয সাম'আনী র. তাঁর 'কিতাবুল আনসাব' এ লিখেছেন,

رحل إلى خراسان و العراق و الحجاز وأدرك الشيوخ.

ইল্‌মে হাদীসে তাঁর গভীর দৃষ্টি, ব্যাপক জানাশুনার বিষয়টি বড় বড় মুহাদ্দিস স্বীকার করেছেন।

হাফিয খলীল র. লিখেছেন, **يعرف بالأستاذ له معرفة بهذ الشان.** প্রসিদ্ধ ওস্তাদ এবং ইল্‌মে হাদীসে তাঁর জানাশুনা ব্যাপক হয়েছে। হাফিয সাম'আনী র. লিখেছেন,

"তিনি অধিক হাদীস সংগ্রহকারী মুহাদ্দিস ছিলেন"। রিজালশাস্ত্রের বিখ্যাত আলিম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী র. তাঁর "তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায" কিতাবে কাসেম ইবনে আসবাগ র. এর ৩৪০ হিজরীর ইন্তেকালের আলোচনাতে ইমাম হারেছী র. সম্পর্কে লিখেন,

---

[৫১০] বিস্তারিত দেখুন, আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী র. এর তাহ্‌কীককৃত ইমাম আবূ ইউসুফ র. এর কিতাবুল আছারের ভূমিকা।

وفيها مات عالم ما وراء النهر و محدثه الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاري الملقب بالأستاذ جمع مسند أبى حنيفة رح الإمام وله اثنان و ثمانون سنة.

"এ বছরই মা ওয়ারাউন নাহার এর প্রসিদ্ধ আলিম মুহাদ্দিস আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব বিন হারেছ আলহারেছী আলবুখারী র. ইন্তেকাল করেন। তিনি 'উস্তাদ' উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা র. এর মুসনাদ সংকলন করেছেন। ৮২ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়।"

হাফিয ইবেন হাজার র. তাঁর "তাজিলুল মানফা'আ" কিতাবে ইমাম হারেছীকে হাফিযে হাদীস হিসেবে মেনে নিয়েছেন। অনেক বড় বড় হাফিযে হাদীস যেমন, হাফিয ইবনে মান্দাহ্ র. হাফিয ইবনে উকদাহ্ র. হাফিয আবূ বকর জায়াবী র. হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র ছিলেন। হাফিয হারেছী র. এর মুসনাদ কোন্ মাপের এটা খুওয়ারেযামী র. এর "জামি'উল মাসানীদের" বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন, **و من طالع سنده الذى جمعه للإمام أبى حنيفة علم تبحره في علم الحديث و إحاطته بمعرفة الطرق والمتون.** "যে ব্যক্তি তাঁর মুসনাদ অধ্যয়ন করবে অর্থাৎ যে মুসনাদে তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন, সে ইল্মে হাদীসে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান এবং হাদীসের সনদ ও মতনের ওপর তাঁর গভীর জানাশুনার বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হবেন।"

হাফিয ইবনে হাজার র. "তাজীলুল মানফা'আ" কিতাবের ভূমিকাতে লিখেছেন, **وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي و كان بعد الثلاثمائة بحديث أبي حنيفة رح فجمعه في جلدة ورتبه على شيوخ أبى حنيفة رح.** "হাফিয আবূ মুহাম্মাদ হারেছী র. ৩০০ হিজরীর পরে ইমাম আবূ হানীফা র. এর হাদীস সংকলন করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন এবং একটি খণ্ডে তা সংকলন করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর ওস্তাদগণের ধারাবাহিকতায় কিতাবটি বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ ইমাম আ'যম র. এর প্রত্যেক ওস্তাদের হাদীস এক জায়গাতে জমা করে দেন।"

ইমাম হারেছী র. এর এ মুসনাদ নিম্নের হযরতগণ সংক্ষিপ্ত করেছেন। এ সংক্ষিপ্ততার মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ইমাম হারেছী থেকে ইমাম আ'যম র. পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করা হয়নি।

১. আল্লামা কাজী সদরুদ্দীন মূসা বিন যাকারিয়া আলহাসকাফী র. তাঁর জন্ম ৫৮০/৫৮১ হি. এবং ইন্তেকাল ৬৫০ হি.। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। কাহেরা ও হালাবে হাদীসের শিক্ষা প্রদান করতেন। হাফিয দিমইয়াতী র. হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র এবং হাফিয দিমইয়াতী র. তাঁর 'মু'জাম' কিতাবে তাঁর এ ওস্তাদের আলোচনাও করেছেন। হাফিয আব্দুল কাদের কুরাশী র. একজনের সূত্রে হাসকাফী র. এর ছাত্র। তাঁর সংক্ষিপ্ত কিতাবটির নাম মুসনাদে আবী হানীফা লিলহাসকাফী নামে প্রসিদ্ধ। মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী হানাফী র. (১০১৪ হি.) এ কিতাবটির ব্যাখ্যা লিখেছেন। মুল্লা আলী কারী র. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম 'সানাদুল আনাম ফী শরহি মুসনাদিল ইমাম'। আল্লামা আফগানী র. (তাঁর বরকত দীর্ঘায়িত হোক) ২৪ যিলকাদ ১৩৭৫ হি. সনের চিঠিতে আমাকে লিখেন,

"মুসনাদে ইমাম লিলহাসকাফী মুসনাদে হারেছীরই সংক্ষিপ্ত রূপ। কিন্তু হাসকাফী র. যেহেতু তাঁর কিতাবটির জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেছিলেন যে, ইমাম হাম্মাদ র. যে হাদীসগুলো ইমাম সাহেব র. থেকে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসগুলো তিনি অবশ্যই তাঁর কিতাবে উল্লেখ করবেন; এজন্য এ জাতীয় যে হাদীসগুলো ইমাম হারেছী র. এর মুসনাদে নেই, সে হাদীসগুলো তিনি ইবনে খসরূ র. এর মুসনাদ থেকে সংগ্রহ করে নেন। আর এগুলোর সংখ্যা সামান্যই"

২. আল্লামা সদরুদ্দীন ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আলখলাতী আলহানাফী র. (৬৫২ হি.) অনেক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন এবং সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেছেন। হাদীসশাস্ত্রে তিনি জামালুদ্দীন হাসিরী র. এর ছাত্র। তিনি ইমাম আ'যম র. এর মুসনাদের যে সংক্ষিপ্ত করেছেন সে কিতাবটির নাম 'মাকসাদুল মুসনাদ'।

'কাশফুয যুনূন' এর লেখক বলেন, এটি "জামি'উল মাসানীদ" এর সংক্ষিপ্ত রূপ। 'কাশফুয যুনূন' লেখকের এ বক্তব্যটি যুক্তিতে সহীহ্ মনে হয় না। কারণ হলো তাঁর ইন্তেকালের সময় খুওয়ারেযামী র. জীবিত ছিলেন এজন্য যুক্তি দাবি হলো এটি "জামি'উল মাসানীদ" এর সংক্ষিপ্ত রূপ নয় বরং এটি মুসনাদে হারেছীর সংক্ষিপ্তরূপ।

৩. কাযিউল কুযাত মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন মাস'উদ আলকাওনা'ঈ আদ্দামেশকী (৭৭০ হি.) এ হযরত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ইবনে সিরাজ নামে। খুব বড় বিখ্যাত লেখক। অনেক কিতাব লিখেছেন। "আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ" কিতাবের মধ্যে তাঁর নাম লিখা হয়েছে মাহ্মূদ ইবনে আহ্মাদ। তাঁর সংক্ষিপ্ত কিতাবটিতে ৩৩ টি অধ্যায় রয়েছে এবং কিতাবটি ফিক্হী বিন্যাসে সাজানো। তার নাম "আলমু'তামাদ ফী আহাদীসিল মুসনাদ"। পরবর্তীতে তিনি নিজেই এ কিতাবটির ব্যাখ্যা লিখেন। যার নাম দেন "আলমুসতানাদ ফী শরহিল মু'তামাদ"।

৪. (আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী র. বলছেন) আমার নিজের কাছে মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা র. এর একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা আহ্‌মাদ ইবনে ইবরাহীম নামে এক আলিম ১২৩০ হিজরীতে সংকলন করেন। এ পাণ্ডুলিপিকার মুহাম্মাদ সিদ্দীক আফগানী মিশরের "খাদীয়ুয়াহ" কুতুবখানা থেকে কপি করেন। আল্লামা আফগানী যখন আমাকে এ পাণ্ডুলিপি দেখান তখন তিনি বলেছিলেন, এ পাণ্ডুলিপি মূলত মুসনাদে ইবনে খসরূ ও মুসনাদে হারেছীর সংক্ষিপ্ত রূপ।

প্রথমে এটিতে ইবনে খসরূ থেকে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হারেছী থেকে এ পাণ্ডুলিপিটি ১৯২ পৃ. ব্যাপি এবং পেন্সিল দিয়ে লিখিত, হাফিয কাসেম কুতলুবুগা র. ইমাম হারেছী র. এর মূল মুসনাদটি অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত করেছেন। পরবর্তীতে মুল্লা আবেদ সিন্দী র. (১২৫৭ হি.) মুসনাদে হাসকাফীকে ফিক্‌হী বিন্যাসে সাজিয়েছেন। উল্লেখ্য এ মুসনাদে হাসকাফী মুসনাদে হারেছীরই সংক্ষিপ্ত রূপ। এবং এটি তাঁর অনুসন্ধান অনুযায়ী শায়েখের নাম আরবী ক্রম বিন্যাস অনুসারে বিন্যস্ত।

বর্তমানে এ মুসনাদটিই 'মুসনাদে ইমাম আ'যম' নামে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। কিছুদিন হলো মাওলানা হাবীবুর রহমান বিন মাওলানা আহ্‌মাদ আলী চাহারানপুরী মুহাদ্দিস এ মুসনাদটির উর্দু অনুবাদ করেছেন এবং কিছু কিছু জায়গাতে সংক্ষিপ্ত টীকাও সংযোজন করেছেন। ১৩০৮ হিজরীতে এ উর্দু তরজমা ছাপা হয়েছিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলার শোকর, বর্তমানে এ কিতাবটি উর্দু তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা আমাদের উর্দু ভাষাভাষীদের জন্য বড়ই নিয়ামত। এ তরজমা ও ব্যাখ্যা আমাদের সম্মানিত মাওলানা সা'আদ হাসান খাঁন ইবনে মরহুম ওস্তাদ মাওলানা হায়দার হাসান খান মুহাদ্দিস টুংকি[৫১১] মুহ্‌তামিম দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা এর কলমের অনুপম দান। যে এক প্রসিদ্ধ ইল্‌মী পরিবারের আলোকবর্তীকা। অনুবাদের অনুপমতা ও ব্যাখ্যার ইল্‌মী মান বোঝার জন্য অনুবাদকের নামই যথেষ্ট।

হাদীসশাস্ত্রে মুল্লা আবেদ সিন্দী র. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থটির মান :

মূল আরবী কিতাবের ওপর মোল্লা আবেদ সিন্দী র. একটি পরিপূর্ণ ও বৃহৎ ব্যাখ্যা লিখেছেন। তাঁর লিখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম "আলমাওয়াহিবুল লাতীফা ফীল হারামিল মাক্কী আলা মুসনাদে আবী হানীফা লিল হাসকাফী" এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত। এ কিতাবের কিছু পাণ্ডুলিপি সিন্দ প্রদেশের হায়দারাবাদ জেলার পীরঝাণ্ডু

[৫১১] আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী র. বলেন, আমি ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা করার জন্য ওস্তাদ মাওলানা হায়দার হাসান খান মুহাদ্দিস টুংকি র. এর খেদমতে দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামাতে দু'বছর অবস্থান করি। আল্লাহ্‌ উস্তাদকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করুন।

কিতাবখানাতে এবং হায়দারাবাদের আসফিয়া কিতাবখানাতে রয়েছে, যা আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ছাড়াই বলা যায়, হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. এর সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র পরে এরূপ মানসম্পন্ন কোনো হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখা হয়নি। 'মুতাবা'আত' 'শাওয়াহেদ' 'তাখরীজে হাদীস' 'মুশকিলে হাদীসের স্পষ্টতা' 'রফউল মুরসাল' 'ওসলে মুনকাতে' 'বায়ানে খিলাফিয়্যাত'[৫১২] ইত্যাদি বিষয়ে এতো ইল্ম এর মধ্যে রয়েছে যার দৃষ্টান্ত বিরল।

পরবর্তীতে মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সাম্বলী র. মুহাদ্দিস (১৩০৫ হি.) এ কিতাবটির ওপর এক বৃহৎ ও পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লাখনোর 'আসাহুল মাতাবিয়ী' প্রেস থেকে ১৩০৯ হিজরীতে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। এটি নির্দিধায় বলা যায়, মুহাদ্দিস সাম্বলী র. এর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ব্যাপকতা ও ইল্মী বিবেচনায় তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ অন্যতম আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লাখনবী ফেরেঙ্গী মহল্লী র. এর মুয়াত্তা মুহাম্মাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আত্তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ" থেকে উত্তম।

ইসলামে ইমাম আবূ হানীফা র. এর 'মুসনাদ' এর ইল্মী অবস্থান :

মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন জা'ফর কাত্তানী র. **الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة** কিতাবে সিহাহ্ সিত্তাহ্, মুসনাদে আবী হানীফা, মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে শাফে'ঈ এবং মুসনাদে আহ্মাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর লিখেছেন, **فهذه كتب الأئمة الأربعة وبإضافتها إلى الستة الأول تكمل الكتب العشرة التى هى أصول الإسلام و عليه مدار الدين** এগুলো চার ইমামের কিতাব এর পূর্বে আলোচিত ছয় কিতাবের সাথে এ কিতাবগুলোকে মিলালে দশটি কিতাব হয়। এ দশটি কিতাব ইসলামের মূল ভিত্তিগ্রন্থ এবং দ্বীন-ইসলাম এগুলোর ওপরই নির্ভরশীল।[৫১৩]

হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হামযা হুসাইনী দিমাশকী র. **التذكرة برجال العشرة** কিতাবের[৫১৪] ভূমিকাতে বলেন, **مسند الشافعى موضوع لأدلته على**

---

[৫১২] এ সকল শব্দ শাস্ত্রজ্ঞের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যয়ন প্রয়োজন। (অনুবাদক)

[৫১৩] পৃ. ১৬ বাইরূতের ছাপা, ১৩৩২ হি.

[৫১৪] এ কিতাবটিও পূর্বোক্ত দশ কিতাবের রাবীগণের অবস্থার ওপর লিখা এক বিস্তৃত গ্রন্থ। হাফিয ইবনে হাজার র. তাঁর تعجيل المنفعه بزوائد رجال الأئمة الأربعة কিতাবটি মূলত এ التذكرة برجال العشرة কিতাব অনুযায়ী সাজিয়েছেন। উল্লেখ্য, হাফিয ইবনে হাজার র. এর تعجيل المنفعه بزوائد رجال الأئمة الأربعة কিতাবটিও চার ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালেক

مسند أبی حنيفة رح وكذلك ما صح عنده من مروياته মুসনাদে ইমাম শাফে‘ঈ ঐসকল বর্ণনা দ্বারা সংকলিত যা ইমাম শাফে‘ঈ র. এর নিকট সহীহ্ বলে বিবেচিত। অনুরূপভাবে মুসনাদে আবূ হানীফা এর একই অবস্থা। শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লবী র. "কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলি শাইখাইন" কিতাবে ‘মুসনাদে আবী হানীফা’কে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের প্রধান কিতাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫১৫]

শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লবী র. উক্ত কিতাবে আরো স্পষ্ট করে বলেন,

مسند ابی حنیفہ رح وآثر امام محمد بنائے فقہ حنفی استমুসনাদে আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত কিতাবুল আছার ফিক্হে হানাফীর ভিত্তিতুল্য।[৫১৬] হাফিয হুসাইনী র. এর স্পষ্ট বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিতো মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফাকে মুসনাদে ইমাম শাফে‘ঈর ন্যায় স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন, মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা এর বর্ণনা ইমাম সাহেব র. এর নিকট সহীহ্ বলে বিবেচিত।

পাঠক! এ হুসাইনী র. হানাফী মাযহাবের অনুসারী নয়। তিনি শাফে‘ঈ মাযহাবের অনুসারী এবং সাধারণ কোনো মুহাদ্দিসও নন বরং তাঁকে তৎকালীন সময়ে হাফিযুল হাদীস ও অন্যতম হাদীস সমালোচক বলে বিবেচনা করা হতো।

এ পর্যায়ে শাফে‘ঈ মাযহাবের অন্যতম বিখ্যাত আলিম, আরেফ বিল্লাহ্ আল্লামা আব্দুল ওহাব শা’রানী র. এর মাসানীদে ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে মূল্যায়ন তুলে ধরছি। হযরত তাঁর বিখ্যাত কিতাব **الميزان الكبرى** তে বলেন,

وقد منَّ الله تعالى عليَّ بمطالعة مسانيد الإمام أبی حنيفة رح الثلاثة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ آخرهم الحافظ الدمياطی، فرأيته لايروی حديثا إلا خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول صلى الله عليه وسلم كالأسود و علقمة و عطاء ومجاهد ومكحول والحسن البصری وأضرابهم رضی الله عنهم أجمعين فكل الرواة الذين هم بينه و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات أعلام أخيار ليس فيهم

র. ইমাম শাফে‘ঈ র. ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল র. লিখিত কিতাবগুলোর রাবীগণের অবস্থার ওপর লিখা।

[৫১৫] পৃ. ১৮৫ দিল্লির মুজতাবীয়া প্রকাশনী

[৫১৬] প্রাগুক্ত পৃ. ১৭১

كذاب ولا منهم بكذب، وناهيك يا أخى بعدالة من ارتضاهم الأمام أبو حنيفة رضى الله عنه لأن يأخذ عنهم أحكام دينه مع شدة تورعه وتحرزه وشفقته على الأمة المحمدية.

আমার ওপর আল্লাহ্ তা'আলার বড় ইহ্সান হলো, ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাসানীদের তিনটি সহীহ্ নুসখা (কপি) অধ্যয়ন করার তাওফীক আমার হয়েছে। যে কপিগুলো তৈরি করেছেন বিখ্যাত হাফিযে হাদীসগণ। এ হযরতগণের শেষ ব্যক্তি হলেন, হাফিয দিময়াতী র.। ইমাম আবূ হানীফা র. উল্লেখযোগ্য তাবে'ঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যারা ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য সাথে সাথে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুসংবাদ প্রাপ্ত খায়রুল কুরূনের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। যেমন আসওয়াদ, আলকামা, আতা, মুজাহিদ, মাকহুল, হাসান বসরী এবং এরূপ বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। ইমাম আবূ হানীফা র. ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে যে সকল বর্ণনাকারী রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে ন্যায়পরায়ণ ও গ্রহণযোগ্য, মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও পছন্দনীয়। তাঁদের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী নেই এবং মিথ্যার অপবাদে অভিযুক্তও কেউ নেই।

হে আমার ভাই! এ সকল হযরতের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, ইমাম আবূ হানীফা র. অধিক কঠোরতা, সীমাহিন সাবধানতা ও খোদাভীতির সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর একান্ত দয়াদ্র হয়ে এ সকল হযরতকে এ বিষয়ের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং দ্বীনের আহ্কামসমূহ এ সকল হযরত থেকে গ্রহণ করেছেন।[৫১৭] কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ইমাম শা'রানী র. লিখেন, **كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح.** ইমাম আবূ হানীফা র. এর তিন মাসানীদে যে হাদীসসমূহ আমরা পেয়েছি তাঁর সবগুলোই সহীহ্।[৫১৮]

উল্লেখ্য, এ আলোচনার শুরুতে ইমাম শা'রানী র. নিম্নের স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেছেন, **إنى لم أجب عن الإمام أبى حنيفة وغيره بالصدر وإحسان الظن كما يفعل ذلك غيرى وإنما أجيب عنه بعد التتبع والفحص.** আমি ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্যদের সম্পর্কে শুধু হৃদয়ের প্রশস্ততা ও ভালো ধারণার ওপর নির্ভর করে মতামত ব্যক্ত করবো না। যেমন অন্যরা করেছেন বরং যা কিছু মতামত ব্যক্ত করবো তা ভালো করে গবেষণা ও তাহ্কীক করে ব্যক্ত করবো।[৫১৯] ইমাম শা'রানী র. এর পূর্বোক্ত

[৫১৭] খ. ১, পৃ. ৬৪ মিসরী ছাপা ১৩৪৪ হি.

[৫১৮] প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৬৫

[৫১৯] প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৬৩

আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাসানীদ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন তা ব্যাপক গবেষণা ও তাহ্কীক করেই পেশ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা র. এর মানাকিবের ওপর লিখিত কিছু কিতাব :

১. **عقود المرجان** ২. **قلائد عقود الدرر والعقيان**

৩. "আল জাওয়াহিরুল মুযীআ" প্রণেতা মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের কুরাশী র. এর **البستان فى مناقب النعمان**

৪. আল্লামা জারুল্লাহ্ যামাখশারী র. এর **شقائق النعمان فى مناقب النعمان**

৫. আল্লামা আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ হারেছী র. এর **كشف الأسرار**

৬. আল্লামা ইউসুফ সিবতু ইবনুল জাওযী র. এর **الانتصار لإمام أئمة الأمصار**

৭. শাফে'ঈ মাযহাবী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. এর **تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة**

৮. আল্লামা ইবনে কা'স র. এর **تحفة السلطان فى مناقب النعمان**

৯. শাফে'ঈ মাযহাবী আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ দিমাশকী র. এর **عقود الجمان فى مناقب النعمان**

১০. আল্লামা আহ্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ শেরআবাদী র. এর **الإبانة فى رد المشنعين على أبى حنيفة**

১১. আল্লামা ইউসুফ বিন আব্দুল হাদী র. এর **تنوير الصحيفة فى مناقب أبى حنيفة**

১২. শাফে'ঈ মাযহাবী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার মক্কী এর **الخيرات الحسان فى مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان**

১৩. উপরোক্ত ইবনে হাজার মক্কী র. এর **قلائد العقيان فى مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان**

১৪. শাফে'ঈ মাযহাবী আল্লামা ওমর বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আরজী র. এর **الفوائد المهمة**

১৫. শাফে'ঈ মাযহাবী আল্লামা ইয়াফে'ঈ র. এর তারীখি কিতাব **مرأة الجنان فى معرفة حوادث الزمان** যে কিতাবে আবূ হানীফা র. এর আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে করা হয়েছে।

১৬. শাফে'ঈ মাযহাবী হাফিয যাহাবী র. এর **مناقب الإمام أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد بن الحسن**

১৭. আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহ্মান গযনবী র. এর **جامع الأنوار**

১৮. মালেকী মাযহাবী ইমাম হাফিয ইউসুফ বিন আব্দুল বার এর

الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء

১৯. সদরুল আইম্মাহ্ মুওয়াফ্ফিক বিন আহ্মাদ মক্কী র. এর مناقب الإمام الأعظم

২০. ইমাম হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ শিহাব কারদারী র. এর

مناقب الإمام أعظم

২১. শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহ্লবী র. এর فتح المنان فى تأييد مذهب النعمان

২২. আবূ আব্দিল্লাহ্ হুসাইন বিন আলী সায়মারী (৪০৪হি.) র. এর

أخبار أبى حنيفة وأصحابه

২৩. আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ আসসাফদী র. (যিনি ইবনুল আওয়াম নামে পরিচিত) এর مناقب الإمام الأعظم

২৪. আল্লামা সাইয়েদ মুফতী মুহাম্মাদ হাসান শাহাজানপুরী র. এর

كشف الغمة عن سراج الأمة (উর্দু)

২৫. আল্লামা শিবলী নুমানী র. এর سيرة النعمان (উর্দু)

২৬. মুহাম্মাদ আবূ যুহরা র. এর أبوحنيفة. এ কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করার পর সাইয়েদ আহ্মাদ রেজা বিজনূরী র. বলেন, এছাড়াও যে সকল কিতাবে ইমাম সাহেবের তাযকিরা হয়েছে তা ষাটের ওপর তো আমার স্মৃতিতে আছে। এছাড়া এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আরো অনেক কিতাব রয়েছে। এখানে সবগুলো উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়।[৫২০]

[৫২০] সূত্র : আনওয়ারুল বারী ১/ ১১০;১১১.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী র. লিখিত
ইমাম আযম র. এর ‘কিতাবুল আছার’ এর ভূমিকার অনুবাদ

ইমাম আ'যম র. এর 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে আলোচনা :

এ আলোচনাটিও আমরা আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী র. লিখিত 'কিতাবুল আছার' এর ভূমিকা থেকে তুলে ধরছি। ইমাম আ'যম র. এর 'কিতাবুল আছারের' ওপর লিখা তাঁর এ ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনুপমতার দাবি রাখে। মূলত আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী র. এর লিখা-লিখনি ও কিতাব-পত্রের মাঝে যোগ্য আলিমদের জানার অনেক কিছু রয়েছে। আমরা মনে করি তাঁর সকল কিতাব আলিম সমাজের কাছে থাকা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর দু'একটি কিতাবই সাধারণত পাওয়া যায়। যাদের আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিয়েছেন, তাঁরা যদি এ কিতাবগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করে আলিম সমাজের হাতে তুলে দিতেন তাহলে আলিম সমাজ অনেক উপকৃত হতেন।

যাহোক, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে আলোচনায় যদি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে আলোচনা করা না হয় তাহলে তাঁর জীবনীর একটি উল্লেখযোগ্য দিকই বাদ পড়ে যায়।

এজন্য 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে আলোচনাটি আমরা ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক আলিম আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী র. লিখিত 'কিতাবুল আছারের' ভূমিকা থেকে হুবহু তুলে ধরছি। এ ভূমিকাটি তিনি উর্দু ভাষায় লিখেছিলেন। এটি ১৪১০ হিজরীতে করাচির আররহীম একাডেমি থেকে কিতাবুল আছারের যে কপি ছাপা হয় সে কপি থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কপির ভূমিকা ও টীকা হযরত নুমানী র. নিজে লিখেন। এ নুসখার সাথে আরো যে কিতাবগুলো যুক্ত করে ছাপা হয়েছিলো তা নিম্নরূপ,

১. التعليق المختار على كتاب الآثار মাওলানা কিয়ামুদ্দীন আব্দুল বারী ফেরেঙ্গী মহল্লী র. কর্তৃক রচিত।

২. الإيثار بمرفة رواة الآثار হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. কর্তৃক রচিত।

৩. الاختيار في ترتيب الآثار মাওলানা মুহাম্মাদ ছানী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম কর্তৃক রচিত। কিতাবটির প্রকাশক ছিলেন, ড.আব্দুর রহমান। উল্লেখ্য, আলোচনাটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সহজ বোধগম্যের জন্য কিছু শিরোনাম আমরা প্রদান

করেছি। যাহোক, আমরা মনে করি, ইমাম আবূ হানীফা র. এর ইল্‌মে হাদীসের জগত সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এ ভূমিকাটি পাঠকদেরকে কিছুটা সহায়তা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী র. লিখিত 'কিতাবুল আছার' এর ভূমিকার অনুবাদ :

কোনো কিতাবের গুরুত্ব ও মর্যাদা বোঝা যায় নিম্নের আলোচনাগুলো অবলোকন করার দ্বারা।

১. কিতাবটির লেখকের মর্যাদা ও দর্‌জা অনুধাবন।

২. সহীহের প্রতি গুরুত্বারোপ।

৩. সুন্দর বিন্যাস এবং আলোচ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ হক আদায়।

৪. ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি লাভ।

আমাদের দাবি হলো, 'কিতাবুল আছার' পূর্বোক্ত সকল গুণাগুণের বিচারে ফিক্‌হ তথা সুনান সংক্রান্ত ইল্‌ম ও আহ্‌কামের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল লিখিত কিতাব থেকে ঊর্ধ্বে। যার আলোচনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্রথম বিষয় : লেখকের মর্যাদা :

যে মর্যাদায় উত্তীর্ণ শুধু ইমাম আ'যম র.

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আমাদের জানা থাকা দরকার 'কিতাবুল আছার' ব্যতীত সুনান সংক্রান্ত হাদীসের যত কিতাব লিখা হয়েছে, তার সংকলকগণের কারোই তাবে'ঈর মর্যাদা অর্জিত হয়নি। এটি এমন একটি ফযীলত যা সকল ইমামের মধ্যে শুধু ইমাম আবূ হানীফার র. একারই অর্জিত হয়েছে।

হাফিয ইবনে হাজার র. এর ফাত্ওয়া :

মেশকাতের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী র. হাফিয ইবনে হাজার র. এর ফাত্ওয়া থেকে বর্ণনা করেন, **أنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام و الحمادين بالبصرة و الثوري بالكوفة ومالك بالمدينة المشرفة والليث بن سعد بمصر.** ইমাম আবূ হানীফা র. ৮০ হিজরীতে তাঁর জন্মের পর কূফা নগরীতে একদল সাহাবীকে পেয়েছেন। এজন্য তিনি তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনো ইমামের এ দারাজাত অর্জিত হয়নি। যেমন শামের ইমাম আওযায়ী র. বসরা নগরীর হাম্মাদ নামে দু'ইমামের, কূফা নগরীর অন্য ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. মদীনা শরীফের ইমাম মালেক র. এবং মিশরের লাইস ইবনে সাদ র.।[৫২১]

---

[৫২১] আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী র. খায়রাতুল হিসান ৭ম অধ্যায়

‘ইমাম আ’যম’ উপাধিতে ভূষিত :

ইমাম সাহেব র. এর মর্যাদা বোঝার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু আর কী দরকার আছে। তিনি উম্মতের মধ্যে ‘ইমাম আ’যম’ খ্যাতিতে ভূষিত এবং বারোশত বছর ব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্‌র দু’তৃতীয়াংশ তাঁর ইজতিহাদী মাসআলার ওপর আমল করে আসছে। পূর্ববর্তী সকল ইমাম মুজাতাহিদ তাঁর মর্যাদা ও কামালাত স্বীকার করে নিয়েছেন।

ইমাম মালেক র. এর অভিব্যক্তি :

ইবনুল মুবারক র. বলেন, আমি ইমাম মালেক র. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। একজন সম্মানিত বুজুর্গ আসলেন, যখন বুজুর্গ ওঠে চলে গেলেন, তখন ইমাম মালেক র. আরয করলেন এ সম্মানিত ব্যক্তিকে তোমরা চেন? উপস্থিত সকলে বললেন না, চিনি না। (কিন্তু আমি তাঁকে চিনতাম) এবার ইমাম মালেক র. বললেন,

هذا أبو حنيفة النعمان لو قال هذه الأسطوانة من ذهب لخرجت كما قال لقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كثير مؤنة.

এ বুজুর্গ আবূ হানীফা নূমান। যদি তিনি বলেন, এ খুঁটি স্বর্ণের তাহলে সেটাই প্রমাণিত হয়ে যাবে। তাঁকে ইল্‌মে ফিক্‌হের এমন তাওফীক দেওয়া হয়েছে যে এ শাস্ত্রে তাঁর কোনো কষ্টই নেই।[৫২২]

ইমাম শাফে‘ঈ র. এর মূল্যায়ন :

ইমাম শাফে‘ঈ র.বলেন, **الناس عيال على أبى حنيفة في الفقه** ফিক্‌হের ক্ষেত্রে মানুষেরা ইমাম আবূ হানীফা র. এর মুখাপেক্ষী[৫২৩]

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. এর ইমাম আ’যম র. সম্পর্কে সহীহ্ আকীদার ঘোষণা :

ইমাম মারওয়াযী র. বলেন, আমি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র.কে বলতে শুনেছি, **لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال القرآن مخلوق.** আমাদের নিকট এ বিষয়টি প্রমাণিত নয় যে, ইমাম আবূ হানীফা বলেন, কুরআন সৃষ্ট। আমি বলি (আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী র.) আলহামদুলিল্লাহ্‌, হে আবূ আব্দিল্লাহ (ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. এর কুনিয়াত) আপনিতো এর থেকেও বেশি অবগত। কারণ আপনি ইমাম আ’যম র. সম্পর্কে বলেছেন, **سبحان الله هو من العلم والورع وإيثار**

---

[৫২২] মানাকিবে আবী হানীফা, মুহাদ্দিস সায়মারী, এ কিতাবটির পাণ্ডুলিপি করাচির ‘মজলিসে ইল্‌মীর’ কুতুবখানাতে বিদ্যমান আছে। (আলহামদুলিল্লাহ্‌! কিতাবটি ছাপা হয়েছে অনুবাদক)

[৫২৩] মানাকিবে আবী হানীফা, হাফিয যাহাবী পৃ. ১৯ মিশরীয় ছাপা।

الدارالأخرة بمحل لا يدركه أحد. সুবহানাল্লাহ্! তিনিও ইল্‌মে, খোদাভীতিতে এবং আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন স্থানে উত্তীর্ণ যেখানে কেউ পৌঁছতে পারেনি।[৫২৪]

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. (১৯৮ হি.) এর দৃষ্টিভঙ্গি :

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. বলেন, ما مقلت عينى مثل أبى حنيفة আমার চোখ আবূ হানীফা র. এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পায়নি।[৫২৫] এবং তিনি এ কথাও বলেছেন, العلماء ابن عباس في زمانه و الشعبى في زمانه و أبو حنيفة في زمانه. আলিমদের অবস্থাতো এরূপ ছিলো, ইবনে আব্বাস রা. তাঁর সময়ে (একক ব্যক্তিত্ব) ইমাম শা'বী র. তাঁর সময়ে অনুরূপ। আর ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর সময়ে অনুরূপ।[৫২৬]

রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী র. (১৯৮ হি.) এর সিদ্ধান্ত :

রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী র. (১৯৮ হি.) বলেন, كنت نقالاً للحديث فرأيت سفيان الثورى أمير المؤمنين في العلماء وسفيان بن عيينة أمير العلماء وشعبة عيار الحديث وعبد الله بن المبارك صراف الحديث و يحيي بن سعيد قاضى العلماء وأبو حنيفة قاضى قضاة العلماء ومن قال لك سوى هذا فارمه في كناسة بنى سليم. আমি হাদীস বর্ণনাকারী ছিলাম। তবে আমি বলি, সুফিয়ান সাওরীর র. আলিমদের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. আলিমদের আমীর। ইমাম শু'বা হাদীসের কষ্টি পাথর বা হাদীস নিরীক্ষক। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. হাদীস পরীক্ষক। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ র. আলিমদের কাযী। আর ইমাম আবূ হানীফা র. আলিমদের কাযীদের প্রধান কাযী। তোমাকে যদি কোনো ব্যক্তি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু বলে তুমি তা বনী সুলাইমের ঘোড়ার দিকে নিক্ষেপ করে দাও। অর্থাৎ ছুড়ে ফেলে দাও।[৫২৭]

শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. ও সবচে বড় ফকীহ্ :

শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. (২০৬) বলেন, كان أبو حنيفة تقيا نقيا زاهدا عالما صدوق اللسان أحفظ أهل زمانه سمعت كل من أدركته من أهل زمانه أنه ما

---

[৫২৪] মানাকিবে আবী হানীফা, হাফিয যাহাবী, পৃ. ২৪ মিশরীয় ছাপা।

[৫২৫] প্রাগুক্ত পৃ. ১৯

[৫২৬] মানাকিবে আবী হানীফা, মুহাদ্দিস সায়মারী

[৫২৭] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ২, পৃ. ৪৫ দায়িরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদের ছাপা।

رؤى أفقه منه. ইমাম আবূ হানীফা র. মুত্তাকী, পুত-পবিত্র, দুনিয়াবিরাগী আলিম ছিলেন। সত্যভাষী এবং তাঁর সময়ের সবচে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। আমি তাঁর সমসাময়িকদের যাদেরকেই পেয়েছি তাঁদের সকলকে একথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর থেকে বড় ফকীহ্ কাউকে দেখা যায়নি।[৫২৮] শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. এর ইমাম আবূ হানীফা র. এর শানে এ বক্তব্যও রয়েছে,

لم أر أعقل ولا أفضل ولا أورع من أبى حنيفة.

আমি ইমাম আবূ হানীফা থেকে বেশি জ্ঞানী, অধিক উত্তম ও খোদাকে ভয়কারী কাউকে দেখিনি।[৫২৯]

জারহ্ তা'দীলের ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান র. এর দৃষ্টিতে সবচে বড় আলিম :

জারহ্ তা'দীলের ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান র. বলেন,

أنه والله لأعلم هذه الأمّة بما جاء عن الله ورسوله.

আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে ইল্ম এসেছে সে বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা এ উম্মতের মধ্যে সবচে বড় আলিম।[৫৩০]

একবার বিখ্যাত হাফিযে হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ র. এর নিকট তাঁর ছাত্র আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ র. ইমাম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে চান। উত্তরে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ র. বলেন, **عدل ثقة ما ظنّك بمن عدّله ابن المبارك و وكيع.** তিনি আদেল তথা ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য। এরূপ ব্যাপারে তোমার কী ধারণা যাকে ইবনুল মুবারক ও ইমাম ওকী' র. তাওছীক তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন?[৫৩১]

ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. এর বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার কারণ:

ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. বলতেন,

---

[৫২৮] মানাকিবে আবী হানীফা, মুহাদ্দিস সায়মারী

[৫২৯] মানাকিবে আবী হানীফা, হাফিয যাহাবী পৃ. ২৬

[৫৩০] মাসঊদ ইবনে শায়বা সিন্দী র. এর 'কিতাবুত তা'লীম' এর ভূমিকা, সূত্র : তারীখে ইমাম তহাবী, এ কিতাবের পাণ্ডুলিপী করাচির মজলিসে ইল্মীর কুতুবখানাতে রয়েছে।

[৫৩১] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, আল্লামা কারদারী র. খ. ১, পৃ. ৯১ দায়েরাতুল মা'আরিফের ছাপা।

لولا أن الله تداركني بأبى حنيفة وسفيان لكنت بدعيّا. যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে রক্ষা না করতেন তাহলে আমি বিদ'আতী হয়ে যেতাম।[৫৩২]

শাইখুল ইসলাম আবূ আব্দির রহমান মুকরী র. এর হাদীস বর্ণনা :

শাইখুল ইসলাম আবূ আব্দির রহমান মুকরী র. ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে হাদীস বর্ণনা করার সময় নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করতেন, **حدّثنا أبو حنيفة شاه مردان** বাদশাহদের বাদশাহ্ আবূ হানীফা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন।[৫৩৩] সহীহ্ সনদে বর্ণিত এ সকল বিখ্যাত ইমামগণের বক্তব্য দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা র. এর ইল্‌মের অবস্থা কিছুটা অনুধাবন করা যায়। উম্মতে মুসলিমার অন্তরে তাঁর অবস্থানটাও কিছুটা বোঝা যায়।

ইমাম খাল্‌ফ ইবনে আইয়ূব র. এর দৃষ্টিতে ইল্‌মের যাত্রা :

বলখের অধিবাসীদের ইমাম খাল্‌ফ ইবনে আইয়ূব র. সঠিক কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেন,

صار العلم من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى أصحابه ثم صار إلى التابعين ثم صار إلى أبى حنيفة وأصحابه فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط.

আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে ইল্‌ম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তাঁর সাহাবীগণের নিকট। সাহাবীগণ থেকে তাবে'ঈগণের নিকট। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রগণের নিকট। এ বিষয়টির ওপর যার ইচ্ছা সন্তুষ্ট হোক বা অসন্তুষ্ট হোক।[৫৩৪]

দ্বিতীয় বিষয়, সহীহের প্রতি গুরুত্বারোপ :

প্রথমে এ বিষয়টি চিন্তা করা উচিত, ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিরূপ জানাশুনা ছিলো।

ইল্‌মে হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা :

শামসুল আয়িম্মা সারাখসী র. বলেন, **كان أعلم اهل عصره بالحديث.** তিনি তাঁর সমসাময়িকগণের মাঝে হাদীসের সবচে বড় আলিম ছিলেন।[৫৩৫]

---

[৫৩২] মানাকিবে আবী হানীফা, হাফিয যাহাবী পৃ. ১৮

[৫৩৩] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ২, পৃ. ৩২

[৫৩৪] মুহাদ্দিস খতীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ইমাম আবূ হানীফা র. এর জীবনী আলোচনা।

[৫৩৫] সারাখসীর উসূলে ফিক্‌হ, খ. ১, পৃ. ৩৫০ মিশরীয় ছাপা ১৩৭২ হি.

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. (২০৬ হি.)[৫৩৬] এবং হাফিযুল হাদীসগণের সর্দার ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাইয়িদ আলকাত্তান র. (১৯৮ হি.)[৫৩৭] এর স্পষ্ট বক্তব্য ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টিও এখানে স্মরণ রাখা জরুরী যে, ইমাম আবূ হানীফা র. ৪০ হাজার[৫৩৮] হাদীস থেকে বাছাই করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেছেন।

সদরুল আয়িম্মা মুওয়াফ্ফিক বিন আহ্মদ মক্কি র.ও ইমাম আ'যম র. এর ৪০ হাজার হাদীস :

সদরুল আয়িম্মা মুওয়াফ্ফিক বিন আহ্মাদ মক্কি র. ইমামুল আয়িম্মা বকর বিন মুহাম্মাদ যারানজারী র. (৫১২ হি.)[৫৩৯] এর সূত্রে বর্ণনা করেন, **وانتخب أبو حنيفة رحمه الله الآثار من أربعين ألف حديث.** ইমাম আবূ হানীফা 'কিতাবুল আছার' ৪০ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেছেন।[৫৪০]

ইল্মে হাদীসের যখীরা :

হাফিয আবূ নু'আইম ইস্পাহানী র. ইয়াহ্ইয়া ইবনে নসর ইবনে হাজিব র. থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন, **دخلت على أبى حنيفة في بيت مملوء كتبا فقلت ما هذه قال هذه أحاديث كلها و ما حدثت به إلا اليسير الذى ينتفع به.** আমি আবূ হানীফা র. এর বাড়িতে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলাম যা কিতাবে পরিপূর্ণ।

---

[৫৩৬] ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. সম্পর্কে হযরত আলী ইবনে মাদীনি র. বলেন, অমি তাঁর থেকে বড় হাফিযে হাদীস দেখিনি।

[৫৩৭] ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান র. সম্পর্কে হযরত আলী ইবনে মাদীনি র. বলেন, রিজাল শাস্ত্রে তাঁর থেকে বড় আলিম আমার দৃষ্টিতে পড়েনি।

[৫৩৮] **হাদীসের সংখ্যা:**
এ ৪০ হাজার শুধু হাদীসের মতন বা ভাষ্য নয় বরং হাদীসের সনদের সংখ্যা এবং এ সংখ্যাতে সাহাবী ও তাবে'ঈগণের ভাষ্য ও ফাত্ওয়াও অন্তর্ভুক্ত। কারণ পূর্ববর্তীদের পরিভাষায় এ সবগুলোর ক্ষেত্রেই হাদীস ও আছার শব্দের ব্যবহার ছিলো। ইমাম আবূ হানীফা র. এর যুগে হাদীসের সনদ বা সূত্রের সংখ্যা ৪০/৫০ হাজারের বেশি ছিলো না। এ সংখ্যাটিই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. এর সময় লাখে পৌঁছে গিয়েছিলো। যেমন কোনো হাদীসের শায়েখ তাঁর দশজন ছাত্রের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এ হাদীসটিরই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় দশটি সনদ বা সূত্র হলো। আপনি যদি 'কিতাবুল আছার' এবং 'মুয়াত্তা মালেক' এর হাদীসগুলো অন্যান্য হাদীসের কিতাব থেকে বের করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন। পূর্বোক্ত দু'কিতাবের এক একটি হাদীসের ১০/২০ নয় বরং শত শত সনদ বা সূত্র বের হয়ে আসবে।

[৫৩৯] এ হযরত খুব বড় দরজার মুহাদ্দিস ছিলেন।

[৫৪০] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ১, পৃ. ৯৫

এটি দেখে আমি ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিকট প্রশ্ন করলাম এগুলো কিসের কিতাব। তিনি উত্তরে বললেন সবই হাদীসের। আমি এগুলো থেকে অতি অল্প সংখ্যক হাদীসই বর্ণনা করেছি, যে হাদীসগুলো মানুষের উপকার দেয়।[৫৪১]

ইমাম আ'যম র. এর হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা:

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফা র. এর এ সতর্কতা বড় বড় মুহাদ্দিসগণ কোন্ শব্দে ব্যক্ত করেছেন?

ইমাম ওয়াকী' র. এর বর্ণনা :

হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ হারেসী র. অবিচ্ছিন্ন সূত্রে ইমাম ওয়াকী' র.[৫৪২] থেকে বর্ণনা করেন,

أخبرنا القاسم بن عباد سمعت يوسف الصفار يقول سمعت وكيعا يقول لقد وجد الورع عن أبى حنيفة في الحديث مالم يوجد عن غيره. ইমাম আবূ হানীফা র. এর হাদীসের ক্ষেত্রে এমন সতর্কতা পাওয়া গেছে যা অন্যদের থেকে পাওয়া যায়নি।[৫৪৩]

হযরত আলী ইবনে জা'দ জাওহারী র. এর সাক্ষ্য :

হযরত আলী ইবনে জা'দ জাওহারী র. (৩২০ হি.)[৫৪৪] তিনি বর্ণনা করেন,

قال القاسم بن عباد في حديثه قال على بن الجعد أبو حنيفة إذا جاء بالحديث جاء به مثل الدر.

ইমাম আবূ হানীফা র. যখন হাদীস বর্ণনা করেন, তখন মতীর মতো পরিস্কার হয়ে থাকে।[৫৪৫]

রিজাল শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন র. এর স্বীকৃতি :

রিজাল শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন র. বলেন,

كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ.

ইমাম আবূ হানীফা র. ছিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। তিনি যে হাদীস মুখস্ত রাখতেন সে হাদীসই তিনি বর্ণনা করতেন। আর যে হাদীস তিনি মুখস্ত রাখতেন না সে হাদীস তিনি বর্ণনা করতেন না।[৫৪৬]

---

[৫৪১] 'উকূদু জাওয়াহিরিল মুনীফা' খ. ১, পৃ. ২৩ ছাপা মিশরীয়।

[৫৪২] যিনি হাদীসের অনেক বড় ইমাম।

[৫৪৩] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ১, পৃ. ৯৭

[৫৪৪] অনেক বড় হাফিযে হাদীস। ইমাম বুখারী র. ও ইমাম আবূ দাউদ র. এর উস্তাদ।

[৫৪৫] জামি'উল মাসানীদ, খুওয়ারেযামী খ. ২, পৃ. ৩০৮ দায়িরাতুল মা'আরিফ।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. এর ইমাম আবূ হানীফা র. এর প্রশংসায় বিখ্যাত কবিতা :

ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র.[৫৪৭] ইমাম আবূ হানীফা র. এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন। সে কবিতাতে 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন।

روي آثاره فأجاب فيها　　كطيران الصقور من المنيفة

فلم يك بالعراق له نظير　　ولا بالمشرقين ولا بكوفة

তিনি 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন তাঁর এ বর্ণনা এরূপ উন্নত শিকারী পাখির ন্যায় হয়েছে, যা উড়ন্ত শিকারকে শিকার করে নেয়। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম, ইরাক এবং কূফা নগরীতে তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই।[৫৪৮]

সামারকান্দের ইমাম আবূ মুকাতিল সামারকান্দী র. এর কবিতায় ইমাম আ'যম র. এর কিতাবুল আছার :

একইভাবে সামারকান্দের ইমাম আবূ মুকাতিল সামারকান্দী র. তাঁর এক কবিতায় ইমাম আ'যম র. এর প্রশংসায় বলেন,

روي الآثار عن نبل ثقات　غزار العلم مشيخة حصيفة

ইমাম আ'যম র. 'কিতাবুল আছার' এমন সব নির্ভরযোগ্য পছন্দনীয় বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন যারা ব্যাপক ইল্‌মের অধিকারী ও পুত-পবিত্র মাশায়িখ।[৫৪৯] এখন তুমিই চিন্তা করো 'কিতাবুল আছার' এর বর্ণনার বিশুদ্ধতা কত উচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

তৃতীয় বিষয়, সুন্দর বিন্যাস এবং আলোচ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ হক আদায় :

ইতিহাস ও রিজালের কিতাবসমূহে সাহাবী ও তাবে'ঈগণের ইল্‌মে হাদীসের ওপর লিখা-লিখনি ও পাণ্ডুলিপির[৫৫০] উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ লিখা-লিখনি

---

[৫৪৬] তারীখে বাগদাদ, হাফিয ইবনে হাজার র. এর তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব এবং হাফিয সুয়ূতী র. এর তবাকাতে হুফ্‌ফায ইত্যাদি কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা র. এর জীবনী দ্রষ্টব্য। হাফিয সুয়ূতী র. এর তবাকাতে হুফ্‌ফায কিতাবটি হায়দারাবাদের নিযামিয়া মাদরাসার কুতুবখানাতে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

[৫৪৭] যার গ্রহণযোগ্যতার ওপর সকল মুহাদ্দিস একমত।

[৫৪৮] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ২, পৃ. ১৯০

[৫৪৯] প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ১৯১

[৫৫০] এ কিতাবগুলোর মধ্যে বিখ্যাত তাবে'ঈ হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ র. এর সহীফা ৫৮ হি. পূর্বেই লিখিত। উর্দু অনুবাদে গত বছর (সম্ভবত ১৪০৮ হি. দিকে) হায়দারাবাদ থেকে ছাপা হয়েছে।

এতো বেশি যে, ইমাম আবূ নু'আইম ইস্পাহানী র. এর বর্ণনা অনুযায়ী[৫৫১] ইমাম আবূ হানীফা র. এর ঘর তাতে পরিপূর্ণ ছিলো। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কূফা নগরে ইল্‌মে হাদীসের যে খেদমত হয়েছিলো ইমাম আ'যম র. তা নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছিলেন।

'কিতাবুল আছারের' পূর্বে হাদীসের সংকলন পদ্ধতি :

তৎকালিন ইসলামী ভূখণ্ডের অন্যান্য স্থানে আরো কী পরিমাণ লিখা-লিখনি হয়েছিলো তা আমরা বলতে পারবো না। তবে এটি সত্য যে, ইমাম আ'যম র. পর্যন্ত হাদীসের যত পাণ্ডুলিপি ও সংকলন পাওয়া যায় এগুলোর শাস্ত্রীয় কোনো বিন্যাস ছিলো না বরং এগুলোর সংকলকগণ **كيف ما اتفق** তথা যে হাদীস তাঁদের স্মরণে বা কাছে ছিলো সেগুলো তাঁরা লিখে রাখতেন। অর্থাৎ এগুলোর কোনো বিন্যাস ছিলো না।

অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কিতাব ও পরবর্তী সকলের তা অনুসরণ :

সমগ্র উম্মতের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা র. এরই এ বিষয়ে প্রথম স্থানের গৌরব অর্জিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা র.ই প্রথম শরীয়তের এ ইল্‌মকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর এ বিন্যাস এতটাই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত হাদীস ও ফিক্‌হের কিতাবগুলো তাঁর ফিক্‌হী বিন্যাস অনুযায়ীই সংকলিত ও সুবিন্যস্ত হয়ে আসছে।

সবার প্রথম ইমাম মালেক র. তাঁর 'মুয়াত্তা' কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা র. এর অনুসরণ করেন। পরবর্তীতে সকল ইমামই এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন। একেই বলে কবুলিয়্যাত। **ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء**

این سعادت بزور بازوینست   تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এটি বাহুর শক্তির অর্জন নয় এটি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দান।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. এর স্বীকৃতি :

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. লিখেছেন,

من مناقب أبى حنيفة التى انفرد بها أنه أول من دوّن علم الشريعة ورتّبه أبوابا ثم تبعه مالك بن أنس في ترتيب المؤطا ولم يسبق أبا حنيفة أحد

[৫৫১] এ বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা র. এর জীবনের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যে শরীয়তের ইল্‌মকে সকলের পূর্বে সংকলন করেছেন এবং অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। পরে ইমাম মালেক বিন আনাস র. তাঁর মুয়াত্তাতে ইমাম আবূ হানীফা র. এর এ বিন্যস্ততার অনুসরণ করেন। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা র. এর পূর্বে কেহই অগ্রবর্তী হতে পারেননি।[৫৫২]

ইমাম আবূ বকর আতীক বিন দাউদ ইয়ামানী র. এর কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ইমাম আবূ বকর আতীক বিন দাউদ ইয়ামানী র.[৫৫৩] এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

فإذا كان الله تعالى قد ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم حفظ الشريعة وكان أبو حنيفة أول من دوّنها فيبعد أن يكون الله تعالى قد ضمنها ثم يكون أول من دوّنها على خطأ

আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়ত হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা র. প্রথম ব্যক্তি যিনি এ শরীয়ত সংকলন করেছেন। এটা একটি অসম্ভব বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ শরীয়তের হেফাযতের দায়িত্ব নিবেন আর এ শরীয়তের প্রথম সংকলনকারী ভুল সংকলন করবেন।[৫৫৪]

চতুর্থ বিষয়, ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি লাভ :

মুসলিম উম্মাহ্‌র দু'তৃতীয়াংশ অনুসারীর অনুসরণীয় ফিক্‌হ :

ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি লাভের ইতিহাস এত ব্যাপক যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র সাওয়াদে আযম তথা বৃহতাংশ এ ইমামের ফিক্‌হের অনুসরণ করে আসছে। এটি এভাবেও ব্যক্ত করা যেতে পারে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র দু'তৃতীয়াংশ মানুষ এ মাযহাব তথা ফিক্‌হে হানাফী অনুসরণ করে আসছে। আর ফিক্‌হে হানাফীর ভিত্তিই হলো 'কিতাবুল আছার' এর হাদীসসমূহের ওপর।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. এর বক্তব্য :

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. তাঁর 'কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিশ শাইখাইন' কিতাবে 'কিতাবুল আছার'কে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের

---

[৫৫২] তাবইযুস সহীফা ফী মানাকিবে আবী হানীফা, পৃ. ৩৬ দারুল মা'আরিফ

[৫৫৩] এ হযরতকে পূর্ববর্তী ফকীহ্গণের মধ্যে গণ্য করা হয়।

[৫৫৪] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ২, পৃ. ১৩৭

প্রধান কিতাব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[৫৫৫] তাঁর ভাষ্য : **مسند ابی حنیفۃ و آثار محمد بنائے فقہ حنفی است۔** ফিক্‌হে হানাফীর ভিত্তি হলো, মুসনাদে আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত কিতাবুল আছার।[৫৫৬] ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব থেকে ইমাম মালেক র. এর সাহায্য নেওয়ার বিষয়টি তারীখ তথা ইতিহাসের কিতাবসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম মালেক র. এর আমল :

কাযী আবূল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আবীল আওয়াম র. (৩৩৫ হি.) নিজ কিতাব 'আখবারে আবী হানীফা'তে সনদসহ উল্লেখ করেছেন। আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আদ্দারাওয়ারদী র. (মৃ. ১৮৭ হি.) বলেন, **حدثنى يوسف بن أحمد المكى ثنا محمد بن حازم الفقيه ثنا محمد بن على الصائع بمكة ثنا إبراهيم بن محمد عن الشافعى عن عبد العزيز الدراوردى قال : كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبى حنيفة وينتفع بها.** ইমাম মালেক র. ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব দেখতেন এবং উক্ত কিতাব থেকে ইল্‌মী উপকার গ্রহণ করতেন।[৫৫৭]

ইমাম শাফে'ঈ র. এর দৃষ্টিতে ইল্‌মে ফিক্‌হে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার মাধ্যম :

ইমাম শাফে'ঈ র. এর নিজের বক্তব্য :

من لم ينظر في كتب أبى حنيفة لم يتبحّر في الفقه.

যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব দেখেনি (পড়েনি) তাঁর ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব অর্জিত হয়নি।[৫৫৮]

আবূ মুসলিম মুসতামলী র. এর প্রশ্ন ও শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. এর উত্তর :

আবূ মুসলিম মুসতামলী র. একবার বাগদাদে শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন র.কে প্রশ্ন করলেন, **يا أبا خالد ما تقول في أبى حنيفة و النظر في كتبه؟**

---

[৫৫৫] 'কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিশ শায়খাইন' পৃ. ১৮৫ দিল্লির মুজতাবীয়া ছাপা।

[৫৫৬] প্রাগুক্ত পৃ. ১৭১

[৫৫৭] আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. এর 'তা'লীকাতুল ইনতেকা ফী ফাযাইলিস সালাসাতিল ফুকাহা' পৃ. ১৪, আরো দেখুন মূল কিতাবে, আবূল কাসিম ইবনু আবীল আওয়াম, ফাযাইলু আবী হানীফা, পৃ. ২৩৫

[৫৫৮] মানাকিবে আবী হানীফা, মুহাদ্দিস সায়মারী

হে আবূ খালেদ! ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর কিতাব অধ্যয়নের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি উত্তরে বলেন, انظروا فيها إن كنتم تريدون أن تفقهوا যদি তুমি ফকীহ্ হতে চাও তাহলে তাঁর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করো।[৫৫৯]

ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. এর ছাত্রদের প্রতি তাম্বীহ্ ও ওসিয়াত :

ক্লাসে একবার পাঠদান কালে ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, همتكم السماع و الجمع لو كان همتكم العلم لطلبتم تفسير الحديث و معانيه ونظرتم في كتب أبى حنيفة وأقواله فيفسِّر لكم الحديث. তোমাদের উদ্দেশ্য শুধু হাদীস শ্রবণ করা আর জমা করা। যদি ইল্‌ম তোমাদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে হাদীসের অর্থ ও তাফসীর তোমরা অনুসন্ধান করতে। এবং ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব ও তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর চিন্তা গবেষণা করতে। এগুলো করলে তোমাদের সামনে হাদীসের অর্থ প্রকাশিত হয়ে যেত।[৫৬০]

হাফিয আব্দুল্লাহ্ ইবনে দাউদ খুরায়বী র. এর দৃষ্টিতে মূর্খ থেকে বাঁচার উপায় :

হাফিয আব্দুল্লাহ্ ইবনে দাউদ খুরায়বী র. (২১৩ হি.) বলেন,

من أراد أن يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب أبى حنيفة.

যে অন্ধ ও মূর্খের অপমান থেকে বের হতে চায় এবং ফিক্‌হের স্বাদ আস্বাদন করতে চায়, তাঁর উচিত ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব অধ্যয়ন করা।[৫৬১]

ইমাম তহাবী র. এর হানাফী মাযহাব অনুসরণ করার কারণ :

হাফিয আবূ ইয়ালা খলিলী র.'কিতাবুল ইরশাদ' এ ইমাম মুযানী র.[৫৬২] এর জীবনী আলোচনাতে লিখেছেন, ইমাম তহাবী র. (৩২১হি.) ইমাম মুযানী র. এর ভাগিনা ছিলেন। একবার মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ শুরুতী র. ইমাম তহাবী র. এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন, لم خالفتَ خالك واخترتَ مذهب أبى حنيفة তুমি তোমার মামার মাযহাবের বিপরীত ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাযহাব কেন গ্রহণ করলে? ইমাম তহাবী র. উত্তরে বলেন, لأنى كنت أرى خالى يديم النظر في كتب أبى حنيفة فلذلك انتقلت اليه. কারণ হলো, আমি সব সময় আমার মামাকে দেখতাম, তিনি ইমাম আবূ

[৫৫৯] খতীব বাগদাদীর, তারীখে বাগদাদ, ইমাম আবূ হানীফা র. এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[৫৬০] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ২, পৃ. ৪৮

[৫৬১] মানাকিবে আবী হানীফা, মুহাদ্দিস সায়মারী

[৫৬২] ইমাম মুযানী র.কে ইমাম শাফে'ঈ র. (২০৪ হি.) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হানীফা র. এর কিতাব অধ্যয়ন করতেন। এজন্য আমি ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাযহাব গ্রহণ করেছি।[৫৬৩]

ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব সম্পর্কে ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের কর্মপন্থা :

ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব সম্পর্কে এমনই ছিলো ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের কর্মপন্থা। এ বিষয়টিও চিন্তার দাবি রাখে যে, 'কিতাবুল আছার' এ শাস্ত্রের পরবর্তী কিতাবসমূহের সংকলনের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা র. অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের যে অনুপম বিন্যাস উদ্ভাবন করেন পরবর্তী সকল লেখক এ বিন্যাসই অনুসরণ করেন। ইমাম মালেক র. এর 'মুয়াত্তা'র বিন্যাস 'কিতাবুল আছার' এর অনুসরণেই করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিকট হাদীসের সিহ্হাত :

হাদীস নির্বাচন ও হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা র. যে উসূল নির্ধারণ করেছিলেন, পরবর্তীতে 'সহীহ্' নামে হাদীস গ্রন্থ সংকলকগণ তাঁদের রুচির বিভিন্নতা সত্ত্বেও উক্ত উসূলের প্রতি পূর্ণ যত্নবান ছিলেন।

হাদীস গ্রহণের নীতি :

হাদীস দলীলযোগ্য হওয়ার জন্য ইমাম আবূ হানীফা র. নিম্নোক্ত শর্ত বর্ণনা করেছেন, **إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته وما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار الصحاح التى فشت أيدي الثقات** আমি মাসআলা যখন কিতাবুল্লাহ্ থেকে পাই তখন তা গ্রহণ করি। আর কিতাবুল্লাহ্তে না পেলে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ ও সহীহ্ হাদীস থেকে গ্রহণ করি। অর্থাৎ যে সকল হাদীস 'ছিকাত' তথা গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন।[৫৬৪]

ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. এর সাক্ষ্য :

ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. ইমাম আবূ হানীফা র. এর উক্ত উসূলের বিষয়টি নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন,

يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التى كان يحملها الثقاة وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم.

যে হাদীস ইমাম আবূ হানীফা র. এর কাছে সহীহ্ বলে বিবেচিত এবং যে হাদীস 'সিকাত' তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন তিনি সে হাদীস গ্রহণ

[৫৬৩] তারীখে ইবনে খল্লিকান, ইমাম তহাবী র. এর জীবনালোচনা।

[৫৬৪] মানাকিবে আবী হানীফা, মুহাদ্দিস সায়মারী

করতেন। সাথে সাথে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ আমল গ্রহণ করতেন।[৫৬৫]

কিতাবুল আছারের বর্ণনা রীতি :

'কিতাবুল আছার' এ ইমাম আবূ হানীফা র. ঐ সকল সহীহ্ হাদীস সংকলন করেছেন, যেগুলো 'ছিকাহ্' তথা নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। এ কিতাবটির মধ্যে ইমাম আ'যম র. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ আমলকে প্রথম ভিত্তি এবং আছারে সাহাবা ও তাবে'ঈকে দ্বিতীয় ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কিতাবুল আছার উম্মুল উম্ম তথা মাতার মা :

চিন্তার বিষয় হলো, ইমাম মালেক র. তাঁর 'মুয়াত্তা' কিতাবে ইমাম আ'যম র. এর এ বিন্যাসেরই অনুসরণ করেছেন। শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী র. এ মুয়াত্তা সম্পর্কে বলেন, **اصل وام صحيحين است** অর্থাৎ এটিই সহীহাইন তথা বুখারী মুসলিমের মূল ও মাতাস্বরূপ। এ বিবেচনায় 'কিতাবুল আছার' সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের **أم الأم** তথা মাতারও মাতা হবে।

শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী র. এর বাস্তবতার বর্ণনা :

শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী র. 'উজালায়ে নাফে'আ' কিতাবে লিখেছেন,

صحيح بخارى و صحيح مسلم ہر چند در بسط و كثرت احاديث ده چند مؤطا باشند ليكن طريق روايت احاديث وتميز رجال وراه اعتبار و اسبنباط از مؤطا آموختة اند۔

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম ব্যাপ্তি ও দীর্ঘতার দিক থেকে মুয়াত্তা মালেকের দশগুণেরও বেশি কিন্তু হাদীস বর্ণনার পন্থা, বর্ণনাকারীদের পার্থক্য, ই'তিবার ও ইস্তিমবাতের বৈচিত্র্য মুয়াত্তা থেকেই তাঁরা শিখেছেন।[৫৬৬]

পরবর্তী সংকলকগণের কিতাবুল আছারের নামও অনুসরণ :

[৫৬৫] ইবনে আব্দুল বার, আলইনতেকা ফী ফাযায়িলিস সালাসাতীল ফুকাহা' পৃ. ১৪২ মিশরীয় ছাপা।

[৫৬৬] উজালায়ে নাফে'আ পৃ. ৫, দিল্লির মুজতাবীয়া ছাপা।

ফুকাহা-মুহাদ্দিসীনের আমলতো এমন ছিলো, শুধু 'কিতাবুল আছার' এর সুন্দর বিন্যাসই গ্রহণ করেননি বরং বিন্যাস গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজেদের কিতাবের নাম নির্বাচনেও তাঁরা 'কিতাবুল আছার' এর নামের অনুসরণ করেছেন।

ইমাম সালজী র. :

এজন্য দেখা যায় ইমাম সালজী র. তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন 'সহীহুল আছার'

ইমাম তহাবী র. :

ইমাম তহাবী র. তাঁর দু'টি কিতাবের নাম দিয়েছেন 'মা'আনিল আছার' ও 'মুশকিলুল আছার'

ইমাম তবারী র. :

ইমাম তবারী র. তাঁর কিতাবের নাম দিয়েছেন, 'তাহ্যীবুল আছার'। এটি একটি বাস্তব ও সত্য বিষয় যে, 'কিতাবুল আছার' এর পূর্বে কোনো কিতাবই অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে বিন্যস্ত ছিলো না। 'কিতাবুল আছার' সংকলনের পরই অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের প্রচলন হয়েছে।

কিতাবুল আছারের সহীহ্ বর্ণনার বিষয়টিরও অনুসরণ :

যেহেতু 'কিতাবুল আছার' এর মধ্যে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের সাথে সাথে সহীহ্ বর্ণনা সংকলন করার আবশ্যকতা করে নেওয়া হয়। এজন্য পরবর্তীতে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের ওপর সংকলিত কিতাবগুলোতে যতটুকু সম্ভব সহীহ্ বর্ণনা সংকলনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

ইমাম সুয়ূতী র. 'তাদরীবুর রাবী' কিতাবের ভাষ্য :

ইমাম সুয়ূতী র. 'তাদরীবুর রাবী' কিতাবে বলেন,

إن المصنف على الأبواب إنما يورد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج.

অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের ওপর সংকলকগণ প্রত্যেক বিষয়ের সহীহ্ বর্ণনা গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ যেগুলো দলীলযোগ্য বর্ণনা।[৫৬৭] এবার আপনিই বিবেচনা করুন, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অনুপমতা, অভিনব সংকলন, সহীহ্ বর্ননা নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'কিতাবুল আছার' পরবর্তী কিতাবসমূহের ওপর কী কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

'কিতাবুল আছার' এর কপি সংক্রান্ত আলোচনা :

সহীহ্ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের বিভিন্ন কপি রয়েছে :

---

[৫৬৭] তাদরীবুর রাবী, পৃ. ৫৬ মিশরীয় ছাপা।

মুয়াত্তা, সহীহ্ বুখারী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবূ দাউদ, ইত্যাদী হাদীসের অন্যান্য কিতাবের মতো 'কিতাবুল আছার' এরও বিভিন্ন কপি রয়েছে। এ সকল কপির মধ্যে হাদীসের সংখ্যা, অধ্যায়-পরিচ্ছেদের আগপিছ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো কপিতে এমন কিছু হাদীস পাওয়া যায় যা অন্যগুলোতে পাওয়া যায় না। আবার কেনো কোনো কপিতে একটি বর্ণনা এক জায়গাতে পাওয়া যায় অন্য কপিতে অন্য স্থানে পাওয়া যায়। এ জাতীয় মতানৈক্য ওপরোল্লেখিত কিতাবগুলোর বিভিন্নি কপিতেও পাওয়া যায়।

বিভিন্ন কপিতে মতানৈক্য হওয়ার কারণ :

বিভিন্ন কপিতে এরূপ মতানৈক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ ইমাম আবূ হানীফা র. এর সকল ছাত্র একই সময়ে 'কিতাবুল আছার' ইমাম আবূ হানীফা র. এর থেকে শুনেননি এবং অর্জন করেননি। বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছাত্র ইমাম আ'যম র. এর থেকে কিতাবটি শুনেছেন। তৎকালীন সময়ে প্রচলন ছিলো, ছাত্রদের লিখানোর উদ্দেশ্যে ওস্তাদ মুখস্ত হাদীস বলতেন আর ছাত্ররা লিখে নিত। বিভিন্ন ছাত্রের বিভিন্ন সময় হাদীস গ্রহণের ফলে হাদীসের সংখ্যার পার্থক্য, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের পূর্বাপর হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'নযরে ছানি' তথা দ্বিতীয় অধ্যয়নে হাদীস বৃদ্ধি পেত।

এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. এর বক্তব্য :

ইমাম আবূ হানীফা র. এর বিখ্যাত ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. বলেন, .كتبت كتب أبى حنيفة غير مرّة كان يقع فيها زيادات فأكتبها আমি ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাব অনেক বার লিখেছি। কারণ এর মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকতো আর আমি লিখে নিতাম।[৫৬৮]

মুহাদ্দিসগণ 'কিতাবুল আছার' এর যে সকল কপির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ-

১. ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল র. (১৫৮ হি.) বর্ণিত কিতাবুল আছার :

হাফিয আমীর ইবনে মা'কুলা র. (৪৫৭ হি.) এ কপিটির কথা উল্লেখ করেছেন :

হাফিয আমীর ইবনে মা'কুলা র. (৪৫৭ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব :[৫৬৯]

[৫৬৮] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ২, পৃ. ৬৮

[৫৬৯] এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি, টুংকের সরকারী কুতুবখানাতে ও হায়দারাবাদের কুতুবখানাতে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

باب الإكمال في رفع الارتاب عن المؤتلف و المختلف من الأسماء و الكنى و الانساب এর **الحصينى و الجصينى** তে 'কিতাবুল আছার' এর এ কপিটির কথা উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিস আহ্‌মাদ বিন বকর জাস্‌সীনি র. এর জীবনী আলোচনাতে তিনি লিখেছেন,

أحمد بن بكر بن سيف أبو بكر الجصينى ثقة يميل ميل أهل النظر روى عن أبى وهب عن زفر بن الهذيل عن أبى حنيفة كتاب اللآثار.

আহ্‌মাদ বিন বকর বিন সাইফ আবূ বকর জাস্‌সীনি র. 'ছিকাহ্‌' তথা নির্ভরযোগ্য ছিলেন। আহ্‌লে নযর তথা হানাফী ফকীহ্‌গণের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলো। ইমাম আবূ হনীফা র. এর 'কিতাবুল আছার' ইমাম আবূ ওহাব র. এর সূত্রে ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল র. থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ সাঈদ সাম'আনী আশ্‌শাফে'ঈ র. ও হাফিয আব্দুল কাদের কুরাশী আলহানাফী র. উল্লেখ করেছেন :

ইমাম যুফার র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' এর এ কপির বিষয়টি হাফিয আবূ সাঈদ সাম'আনী আশশাফে'ঈ র. (৫৬১ হি.) তাঁর 'আলআনসাব' কিতাবে[৫৭০] এবং হাফিয আব্দুল কাদের কুরাশী আলহানাফী র. (৭৭৫ হি.) 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ' কিতাবে[৫৭১] এনেছেন।

ইমাম যুফার র. এর থেকে তাঁর তিনজন ছাত্র 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন :

উল্লেখ্য, ইমাম যুফার র. এর থেকে তাঁর তিনজন ছাত্র 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন। যথাক্রমে তাঁরা হলেন,

১. আবূ ওহাব মুহাম্মাদ বিন মাযাহেম মারওয়াযী র.

২. শাদ্দাদ বিন হাকীম বলখী র.। এ কপি থেকে খুওয়ারেযামী র. এর "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" গ্রন্থে মুসনাদে হাফিয ইবনে খসরূ ও বলখী ইত্যাদি অন্যগুলোর সূত্রে অধিক পরিমাণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩. হাকীম বিন আইয়ূব র.

প্রথম দু'কপির বিষয়টি হাকীম নিশাপুরী র. উল্লেখ করেছেন :

---

[৫৭০] 'আলআনসাব' কিতাবে জাস্‌সীনি সম্পর্কের আলোচনা দেখুন। এ কিতাবটি লন্ডন থেকে ছাপা হয়েছে।

[৫৭১] এ কিতাবে আহ্‌মাদ বিন বকরের জীবনী দেখুন।

প্রথম দু'কপির বিষয়টি হাকীম নিশাপুরী র. তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **معرفة علوم الحديث** গ্রন্থে[৫৭২] নিম্নোক্ত শব্দে তুলে ধরেছেন, **نسخة لزفربن الهذيل الجعفى تفرّد بها عنه شداد بن حكيم البلخى و نسخة ايضاً لزفر بن الهذيل الجعفى تفرّد بها ابو وهب محمد بن مزاحم المروزي عنه.** ইমাম যুফার বিন হুযাইল জু'ফী র. বর্ণিত কিতাবুল আছারের একটি কপি রয়েছে। যে কপিটি তাঁর থেকে শাদ্দাদ বিন হাকীম বলখী র. বর্ণনা করেছেন। এবং ইমাম যুফার বিন হুযাইল জু'ফী র. থেকে অপর একটি কপি বর্ণনা করেছেন আবূ ওহাব মুহাম্মাদ বিন মাযাহেম মারওয়াযী র.।

ইমাম যুফার র. বর্ণিত তৃতীয় কপিটির আলোচনা করেছেন হাফিয আবূশ শায়েখ ইবনে হিব্বান র.

ইমাম যুফার র. বর্ণিত তৃতীয় কপিটির আলোচনা করেছেন, হাফিয আবূশ শায়েখ ইবনে হিব্বান র. (৩৬৯ হি.) তাঁর **طبقات المحدثين باصبهان و الواردين عليها** কিতাবে[৫৭৩] আহ্‌মাদ বিন রুস্তাহ র. এর জীবনী আলোচনাতে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, **أحمد بن رسته بنت محمد المغيرة كان عنده السنن عن محمد عن الحكم بن أيوب عن زفر عن أبي حنيفة.** আহ্‌মাদ ইবনে রুস্তাহ, যিনি মুহাম্মাদ বিন মুগীরা র. এর নাতী। এ নাতীর কাছে 'সুনান' ছিলো। যে সুনানটি তিনি তাঁর নানা মুহাম্মাদ র. থেকে হাকাম ইবনে আইয়ূব র. এর সূত্রে ইমাম যুফার র. এর সনদে ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে বর্ণনা করেছেন।

'কিতাবুল আছার'কে 'সুনান' বলে উল্লেখ :

হাফিয আবূশ শায়েখ এখানে 'কিতাবুল আছার'কে 'সুনান' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এ কিতাবে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জীবনী আলোচনাতে বর্ণনাকারীর দু'একটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন। এজন্য তাঁর নীতি অনুসারে 'কিতাবুল আছারের' উক্ত কপি থেকেও আলোচ্য বর্ণনাকারীর জীবনীতে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

---

[৫৭২] পৃ. ১৬৪ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যার ছাপা।

[৫৭৩] এ কিতাবটির পাণ্ডুলিপি হায়দারাবাদের আসফিয়া কুতুবখানাতে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

হাফিয আবূ নু'আইমে ইস্পাহানী র. (৪৩০ হি.) ও 'তারীখে ইস্পাহান' কিতাব :

হাফিয আবূ নু'আইম ইস্পাহানী র. (৪৩০ হি.) ও 'তারীখে ইস্পাহান' কিতাবে[৫৭৪] 'কিতাবুল আছারের' উক্ত কপি থেকে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তবারানী র. (৩৬০ হি.) তাঁর 'আল মু'জামুস সগীর' কিতাবে :

ইমাম তবারানী র. তাঁর 'আল মু'জামুস সগীর' কিতাবেও[৫৭৫] 'কিতাবুল আছারের' আলোচ্য কপি থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ র. (১৮২ হি.) বর্ণিত কিতাবুল আছার হাফিয আব্দুল কাদের কুরাশী র. এর বর্ণনায় :

'কিতাবুল আছারের' এ কপির আলোচনা হাফিয আব্দুল কাদের কুরাশী র. তাঁর 'আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যিয়াহ ফী তবাকাতিল হানাফিয়্যাহ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আবূ ইউসুফ ইবনে ইমাম আবূ ইউসুফ র. এর জীবনীতে লিখেছেন, **روى كتاب الآثر عن ابيه عن حنيفة وهو مجلد ضخم.** এ আবূ ইউসুফ তাঁর পিতা ইমাম আবূ ইউসুফ র. থেকে 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন। কিতাবটি একটি বড় খণ্ডে সমাপ্ত।

কিতাবুল আছারের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবূল ওয়াফা আফগানী র. :

আল্লামা আবূল ওয়াফা আফগানী র.কে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। তিনি অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধান করে 'কিতাবুল আছারের' এ কপিটি বের করেছেন এবং বিশুদ্ধকরণ ও ব্যাখ্যা লিখে ভালো কাগজে ১৩৫৫ হিজরীতে মিশর থেকে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ র. থেকে 'কিতাবুল আছার' এর বর্ণনাকারী :

ইমাম আবূ ইউসুফ র. থেকে 'কিতাবুল আছার' দুজন বর্ণনা করেছেন।

এক. ইমাম আবূ ইউসুফ র. এর ছেলে আবূ ইউসুফ।

দুই.আমর ইবনে আবূ আমের। খুওয়ারেযামী র. "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" গ্রন্থে আমরের বর্ণিত হাদীসগুলো আবূ ইউসুফ এর কপি থেকে এনেছেন। এবং খুওয়ারেযামী র. তাঁর কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'কিতাবুল আছারের' এ কপির সনদ তথা সূত্র ইমাম আবূ ইউসুফ র. পর্যন্ত বর্ণনা করে দিয়েছেন।

---

[৫৭৪] এ কিতাব ইউরোপে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটির পাণ্ডুলিপি হায়দারাবাদের আসফিয়া কুতুবখানাতে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

[৫৭৫] পৃ. ৩৩ দিল্লির আনসারী ছাপাখানা।

ইমাম মুহাম্মাদ র. (১৮৯ হি.) বর্ণিত কিতাবুল আছার :

ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছারের' এ কপিটি সবচে বেশি প্রসিদ্ধ, প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য।

কিতাবুল আছারের এ কপি সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. :

এ কিতাব সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার র. (৮৫২ হি.) তাঁর 'তাজীলুল মানফা'আ বি যাওয়াইদিল আয়িম্মাতিল আরবা'আ' কিতাবের ভূমিকাতে লিখেছেন,

والموجود من حديث أبى حنيفة إنما هو كتاب الآثار التى رواها محمد بن الحسن عنه.

ইমাম আবূ হানীফা র. এর হাদীসের যে স্বতন্ত্র কিতাব রয়েছে, তা হলো 'কিতাবুল আছার' ইমাম মুহাম্মাদ র. এটি বর্ণনা করেছেন।

কিতাবুল আছারের ওপর লিখা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. এর দুটি কিতাব :

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. 'কিতাবুল আছারের' এ কপির বর্ণনাকারীগণের হালাত তথা অবস্থার ওপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন।

এক. এটি শুধু কিতাবুল আছারের রাবীগণ সম্পর্কে। কিতাবটির নাম, **الإيثار بمعرفة رواة الأثار** এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে (আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. এর কাছে) রয়েছে।

দুই. **تعجيل المنفعة بزوائد الائمة الأربعة** এ কিতাবটির মধ্যে হাফিয ইবনে হাজার র. ঐ সকল বর্ণনাকারীর আলোচনা উল্লেখ করেছেন যাদের থেকে চার ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালেক র. ইমাম শাফে'ঈ র. ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল র. তাঁদের নিজ নিজ কিতাবসমূহে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তবে 'আলকুতুবুস সিত্তাহ্' এর মধ্যে এ সকল বর্ণনাকারীর কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। 'তাজীলুল মানফা'আ' কিতাবের পরিশিষ্টে হাফিয ইবনে হাজার র. ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছারের' যাওয়াইদে রিজাল তথা অতিরিক্ত বর্ণকারীগণের আলোচনা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

কিতাবুল আছারের ওপর হাফিয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. (৮৭৯ হি.) এর কিতাব :

হাফিয সাখাবী র. তাঁর الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ কিতাবে[৫৭৬] উল্লেখ করেছেন, হাফিয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. (৮৭৯ হি.) ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত কিতাবুল আছারের' ওপর رجال كتب الآثار নামে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন।

কিতাবুল আছারের ওপর ইমাম তহাবী র. এর কিতাব :

মুল্লা কাতেব সালাফী র. (১০৬৭ হি.) كشف الظنون من أسامى الكتب والفنون কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর 'কিতাবুল আছারের' ওপর ইমাম তহাবী র. এর شرح كتاب الآثار তথা 'কিতাবুল আছারের ব্যাখ্যা' নামে গ্রন্থ লিখার কথা উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল আছারের এ কপির ওপর ইমাম মুহাম্মাদ র. এর নিজের ব্যাখ্যা গ্রন্থ :

শামসুল আয়িম্মা সারাখসী র. 'মাবসূত' কিতাবে[৫৭৭] ইমাম মুহাম্মাদ র. এর নিজের কিতাবুল আছারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখার কথা উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল আছারের ওপর হাফিয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. (৮৭৯ হি.) এর অপর একটি কিতাব :

আল্লামা তকীউদ্দীন আহ্মাদ বিন আলী মাকরিযী র.العقود في تاريخ العهود কিতাবে[৫৭৮] হাফিয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. এর লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে একটি কিতাব রয়েছে, যে কিতাবটির নাম, التعليق على كتاب الآثار উল্লেখ্য, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. এর এ কিতাবটি পূর্বোল্লেখিত رجال كتب الآثار ছাড়া অপর একটি কিতাব।

কিতাবুল আছারের ওপর আল্লামা মুরাদী র. এর কিতাব :

আল্লামা মুরাদী র. سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر কিতাবে শায়েখ আবূল ফযল নুরুদ্দীন আলী ইবনে মুরাদ মাওসিলী আমরী শাফে'ঈ র.(১১৪৭ হি.) এর জীবনী আলোচনাতে উল্লেখ করেছেন, তিনি شرح كتاب الآثار নামে ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। (আল্লামা আব্দুর রশিদ

---

[৫৭৬] ১৩৪৯ হি. দিমাশকের ছাপা কপিতে পৃ. ১১৭

[৫৭৭] ইমাম সারাখসী র. এর 'মাবসূত' খ. ১, পৃ. ৮০ ১৩২৪ হি. মিশর থেকে ছাপা, উক্ত কিতাবের ভাষ্যটি হলো, فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في شرح الآثار له الخ

[৫৭৮] ইমাম সাখাবী র. এর الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع কিতাবে হাফিয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র. এর জীবনী।

নুমানী র. বলেন) এ কিতাবের হাদীসগুলো সাহাবীগণের মুসনাদের সিরিয়ালে বিন্যস্ত এবং আমি নিজেও এ কিতাবের বর্ণনাকারীগণের ওপর একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি।

হযরত মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান শাহ্‌জাহানপুরী র. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ :

বর্তমানে হযরত মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান শাহ্‌জাহানপুরী র. এ কিতাবটির ওপর বড় দু'খণ্ডে গবেষণালব্ধ একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা আবূল ওয়াফা আফগানী র. প্রশংসা করে লিখেছেন, **شرحا حسنا لم ير مثله** এরূপ উত্তম ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখা যায় না।[৫৭৯]

ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত কিতাবুল আছারের প্রকাশিত কপি :

ইমাম মুহাম্মাদ র. থেকে তাঁর কিছু ছাত্র এ কিতাবটি বর্ণনা করেছেন। প্রকাশিত কপিটি আবূ হাফস কাবীর এবং আবূ সুলাইমান জুঝাজানী র. কর্তৃক বর্ণিত। এ দু'জন ছাড়াও ইমাম মুহাম্মাদ র. এর অপর এক ছাত্র আমর ইবনে আবী আমর এ কপিটি বর্ণনা করেছেন।

খুওয়ারেযামী র. "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর এ কপির কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এ নুসখা বা কপিতে তাবে'ঈগণের ফাত্‌ওয়া সংকলিত হয়নি বরং শুধু হাদীসই উল্লেখ করা হয়েছে। হয়তো এজন্যই এ কপিকে 'মুসনাদে আবী হানীফা' বলা হয়।

ইমাম আবূ হাফস কাবীর র. ও আবূ সুলাইমান জুঝাজানীও যেহেতু ফিক্‌হে হানাফী বর্ণনার স্তম্ভস্বরূপ, এজন্য 'কিতাবুল আছারের' সকল কপির মধ্যে এ দু'হযরত বর্ণিত কপির সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা হয়েছে।

আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র. এর কিতাবুল আছারের সনদ :

(আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র.বলেন) আমিও ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' ইমাম আবূ হাফস কাবীর র. এর সূত্রেই বর্ণনা করি। সনদটি নিম্নে প্রদত্ত হলো,

أجازنى الشيخ الفقيه العالم المحدث مولانا أبوالوفا الأفغانى أدامه الله بالعزوالكرامة قال أجازنى الشيخ عبد القادر بن الشيخ محمد الحوارى الزبيرى المدنى مدير مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بمدينة النبى صلى الله عليه و سلم في شهر الله المحرَّم ١٣٤١ﻫ عن الشيخ على ظاهر الوترى عن الشيخ عبد الغنى الدهلوى عن الشيخ محمد عابد السندى عن عمه الشيخ محمد حسين بن محمد مراد الأنصارى قال أجازنى الشيخ عبد الخالق بن على

---

[৫৭৯] আল্লামা আফগানী র. এর ইমাম আবূ ইউসুফ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকা।

المزجاجى قال قرأت على الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجى عن الشيخ أحمد بن محمد النخلى عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلى عن أبى النجا سالم بن محمد السنهورى عن النجم محمد بن أحمد بن على الغيطى عن شيخ الإسلام زكرياالأنصارى عن الحافظ أحمد بن على حجر العسقلانى أنا بها أبو عبد الله الجريرى محمد بن على بن صلاح أنا القوام أمير كاتب بن أمير عمربن غازى الأتقانى أنا البرهان أحمد بن أسعد بن محمد البخارى و الحسام حسين بن على السغناقى قالا أنا فخر الحرمين حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخارى أنا الإمام محمد بن عبد الستار الكردرى أنا عمر بن عبد الكريم الورسكى أنا عبد الرحمان بن محمد الكرمانى أنا أبو بكر بن الحسين الأرسابندى أنا أبو عبد الله الزوزنى أنا أبو زيد الدبوسى أنا جعفر الاستروشنى و أبو على الحسين بن خضر النسفى أنا أبو بكر محمد بن الفضل أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثى أنا أبو عبد الله محمد بن أبى حفص الكبير أنا أبى أنا الإمام محمد بن الحسن الشيبانى.

হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুয়ী র. (২০৪ হি.) বর্ণিত কিতাবুল আছার :

কিতাবুল আছারের এ কপির আলোচনায় হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. :

কিতাবুল আছারের এ কপি সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম হুবাইশ বাগাবী র. এর জীবনীতে লিখেছেন,

محمد بن إبراهيم بن جبيش البغوى روى عن محمد بن شجاع الثلجى عن الحسن بن زياد عن أبى حنيفة كتاب اللآثر.

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম হুবাইশ বাগাবী র. মুহাম্মাদ বিন শুজা সালজী র. এর সূত্রে হাসান ইবনে যিয়াদ র. থেকে ইমাম আবূ হানীফা র. এর 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেন।[৫৮০]

---

[৫৮০] **'লিসানুল মীযান' গ্রন্থের প্রকাশিত কপিতে ভুল :**

হাফিয ইবনে হাজার র. এর প্রকাশিত 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে উক্ত ভাষ্যটি নিম্নরূপ রয়েছে,

محمد بن إبراهيم بن حسن البغوى روى عن محمد بن نجيح البلخى عن الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة كتاب الآثار.

হাফিয ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি.) إعلام الموقعين কিতাবে কিতাবুল আছারের এ কপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন :

হাফিয ইনুল কাইয়িম (৭৫১ হি.) এর **إعلام الموقعين** কিতাবটি অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় 'কিতাবুল আছারের' এ কপিটি তার সামনে ছিলো। এ কপি থেকে তিনি তার **إعلام الموقعين** কিতাবে[৫৮১] নিম্নোক্ত হাদীসটি এনেছেন।

قال الحسن بن زياد اللؤلؤى ثنا أبوحنيفة قال كنا عند محارب بن دثار وكان متكئاً فاستوى جالساً ثم قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على الناس يوم تشيب فيه الولدان وتضع الحوامل ما في بطونها. الحديث

"হাসান বিন যিয়াদ লুলুয়ী র. বর্ণনা করেন,... হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষদের সামনে এমন একদিন আসবে, যেদিন যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং অন্তঃসত্ত্বারা তাদের পেটে যা আছে তা প্রসব করে দিবে।"

প্রকাশিত এ কপিতে রাবীর নামে খুব ভুল হয়ে গেছে। যেমন 'হুবাইশ আলবলখী' এর স্থানে 'হাসান আলবাগবী' ছাপা হয়ে গেছে। একইভাবে 'শুজা আস্‌সালজী' এর স্থানে 'নাজিহ আলবলখী' হয়ে গেছে। যে কিতাব থেকে এ কিতাবটি লিপি করা হয়েছে যদিও তাতে عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة এর মাঝে عن محمد بن الحسن এর নাম রয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, এটি বড় মাপের ভুল। সত্য কথা হলো, প্রকাশিত এ কিতাবের 'মুসাহ্‌হিহীন' তথা কপি প্রস্তুতকারীগণ কিতাবটি শুদ্ধ করতে যত্নবানের পরিচয় দেননি।

কলমী নুসখা তথা পাণ্ডুলিপি পড়ে নামে ভুল করা সাধারণ বিষয়। আর ইবনে হাজার আসকালানী র. এর ব্যাপারেতো প্রসিদ্ধ আছে তাঁর হাতের লিখা ভালো ছিলো না। (আল্লামা আব্দুর রশিদ নুমানী র.বলেন) আমি নিজেও হাফিয ইবনে হাজার র. এর হাতে লিখা 'ইতহাফুল মাহারা' কিতাবটি দেখেছি। সত্য কথা হলো, তাঁর লিখা সহীহ্ করে পড়া যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম হুবাইশ বাগাবী র. এবং মুহাম্মাদ বিন শুজা সালজী র. দু'জনই বড় মাপের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাফিয খতীবে বাগদাদী র. 'তারীখে বাগদাদ' কিতাবে এ দু হযরতের বিস্তারিত জীবনী আলোচনা করেছেন। এ দু'জনই যেহেতু হানাফী মাযহাবের অনুসারী এজন্য নিজ অভ্যাস মাফিক তাআচ্ছুবিয়াত তথা প্রান্তিকতা প্রকাশ করতে তিনি ত্রুটি করেননি।

[৫৮১] খ. ১, পৃ. ৪৩ দিল্লীর আশরাফুল ছাপাখানা।

মুহাদ্দিস আলী ইবনে আব্দুল মুহসিন দাওয়ালিবী হাম্বলী র. এ কপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন :

মুহাদ্দিস আলী ইবনে আব্দুল মুহসিন দাওয়ালিবী হাম্বলী র. তাঁর ‘সাবত’ গ্রন্থে ‘কিতাবুল আছারের’ এ কপি থেকে ৬০ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত হাদীস গবেষক শায়েখ মুহাম্মাদ যাহিদ আলকাউছারী হানাফী র. (১৩৭১ হি.) তাঁর কিতাবে এ বিষয়ে পূর্ণতা দিয়েছেন :

বিখ্যাত হাদীস গবেষক শায়েখ মুহাম্মাদ যাহিদ আলকাউছারী হানাফী র. (১৩৭১ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব **الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد و صاحبه محمد بن شجاع** তে এ বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেছেন।

মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. এ কপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন :

মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. “জামিউ মাসানীদিল ইমাম আ’যম” গ্রন্থে আলোচ্য কপির নাম লিখেছেন,‘মুসনাদে আবী হানীফ লি হাসান বিন যিয়াদ’ এবং কিতাবটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুয়ী র. পর্যন্ত সনদ তথা সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছেন। খুওয়ারেযামী র. এর ন্যায় অন্যান্য মুহাদ্দিসও এ কিতাবটি ‘মুসনাদে আবী হানীফা’ নামে উল্লেখ করেছেন। খোদ ইবনে হাজার আসকালানী র. এর বর্ণনাসমূহের মধ্যেও এ কপিটি ছিলো।

কিতাবুল আছারের এ কপিটির সনদ :

মুহাদ্দিস আলী ইবনে আব্দুল মুহসিন দাওয়ালিবী হাম্বলী র. তাঁর **ثبت** গ্রন্থে, হাফিয ইবনে তুতুন হানাফী র. **الفهرست الأوسط** গন্থে, হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ দামিশকী শাফেঈ র.[৫৮২] **عقود الجمان** গ্রন্থে, মুহাদ্দিস আইয়ুব খালুতী হানাফী র. নিজের **ثبت** গ্রন্থে এবং খাতিমাতুল হুফ্ফায মুল্লা আবিদ সিন্দী র. **حصر الشارد في أسانيد الشيخ محمد عابد** গ্রন্থে ‘কিতাবুল আছারের’ এ কপিটির সনদ ও ইজাযাত তথা বর্ণনার অনুমতি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. এ সবগুলো তাঁর **الامتاع** কিতাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যহিদ আলকাউছারী র. এর এ কিতাবটি ১৩৬৮ হি. মিশর থেকে ছাপা হয়েছে।

[৫৮২] সিরাতে শামীয়ার লেখক।

কিতাবুল আছারের অপর দু'কপি :

উল্লেখিত হযরতগণ ছাড়াও অনেক ইমাম, ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আ'যম র. এর সাহেবজাদা হাম্মাদ বিন আবূ হানীফা র. (১৭০ হি.) ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন খালিদ ওহাবী র. (১৯০ হি.) বর্ণিত কপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. "জামি'উ মাসানীদিল ইমাম আ'যম" গ্রন্থে এ দু কপি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ দু'হযরত পর্যন্ত সনদ তথা সূত্রও উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য খুওয়ারেযামী র. কিতাবুল আছারের এ দু'টি কপিকে 'মুসনাদে আবী হানীফা' নামে উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. যেহেতু এ কপিগুলোকে মুসনাদ নামে অভিহিত করেছেন, এজন্য পরবর্তী অধিকাংশ হাদীস গবেষক লেখক এ কপিগুলোকে মুসনাদ নামেই উল্লেখ করতে থাকেন।

পূর্ববর্তী হাদীস গবেষকগণের নীতি :

পূর্ববর্তী হাদীস গবেষকগণের নীতি ছিলো তাঁরা একটি কিতাবকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করতেন। যেমন 'দারেমী' কিতাবকে 'মুসনাদে দারেমী' বলা হতো। আবার 'সুনানে দারেমী'ও বলা হতো। 'তিরমিযী' শরীফকে সুনানও বলা হতো। আবার জামে'ও বলা হতো। একইভাবে 'কিতাবুল আছার' এর কপিগুলোকে আলিমগণ কখনো 'মুসনাদ' নামে, কখনো 'সুনান' নামে, আবার কখনো 'কিতাবুল আছার' নামে উল্লেখ করেছেন। আবার এমন হয়েছে, কখনো শুধু 'নুসখা' তথা কপি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে ইমাম আ'যম র. এর নিজের সংকলিত হাদীসের কিতাবের মূল নাম,'কিতাবুল আছার'।

মালিকুল ওলামা ইমাম আলাউদ্দীন কাশানী র. (৫৮৭ হি.)

মালিকুল ওলামা ইমাম আলাউদ্দীন কাশানী র. তাঁর بدائع الصنائع কিতাবে এ সংকলনকে 'আছারে আবী হানীফা' নামে উল্লেখ করেছেন।[৫৮৩]

আছার শব্দের ব্যাপক অর্থ :

শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ সাম্বল র. লিখেছেন, যেহেতু ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থে তাবে'ঈ থেকে অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এজন্য তিনি এ কিতাবের নাম 'আছার' রেখেছেন।[৫৮৪] কিন্তু বাস্তব কথা হলো, অবস্থা

[৫৮৩] বাদায়েউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারায়ি খ. ১, পৃ. ২২০ মিশরী ছাপা।

[৫৮৪] আওয়াইলে শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ সাম্বল পৃ. ৮, আহ্মদী ছাপাখানা, দিল্লী।

দৃষ্টিতেও তা মনে হচ্ছে, শায়েখ সাম্বল র. এর জানা নেই যে, তাবে'ঈগণের ভাষ্যকে 'আছার' নামে অভিহিত করা মুতাআখ্খিরীন তথা পরবর্তী আলিমগণের পরিভাষা। মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী আলিমগণ 'মারফূ' 'মাওকূফ' সকল প্রকার হাদীসের ক্ষেত্রেই 'আছার' শব্দ ব্যবহার করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ র. নিজেও তাঁর বর্ণিত 'কিতাবুল আছার' ও 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে ব্যাপক অর্থেই 'আছার' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে যারা 'কিতাবুল আছারের' যে সকল কপির ক্ষেত্রে 'মুসনাদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁদের এ শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, এ কপিগুলোতে 'মারফূ' হাদীসের আধিক্যতা। অপর দিকে 'কিতাবুল আছারের' বিষয়বস্তু যেহেতু আহ্কামে হাদীস তথা হাদীসের হুকুম বিষয়ক। যাকে 'সুনান'ও বলা হয়। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস 'কিতাবুল আছার'কে সুনান নামেও অভিহিত করেছেন।

আরো যারা কিতাবুল আছার বর্ণনা করেছেন :

উল্লেখিত ছয় হযরত ছাড়া যাদের মাধ্যমে উম্মতের কাছে কিতাবুল আছার পৌঁছেছে এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে যে সকল মুহাদ্দিস সম্পর্কে জানা যায় তাঁরা ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিকট থেকে 'কিতাবুল আছার' শুনেছেন তথা গ্রহণ করেছেন তাঁরা নিম্নরূপ।

এক. ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র. (১৯১ হি.)

যার স্পষ্ট বক্তব্য আপনারা পূর্বে পড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাবসমূহ কয়েকবার লিখেছি'

মুহাদ্দিস খতীবে বাগদাদী র. 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে ইমাম বুখারী র. এর ওস্তাদ ইমাম হুমাইদী র. (২১৯ হি.) এর ভাষ্য উল্লেখ করেছেন, **سمعت عبد الله بن المبارك يقول كتبت عن أبى حنيفة أربع مائة حديث.** ইমাম হুমাইদী র. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক র.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে চারশত হাদীস লিখেছি।

দুই. ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস র. (১৯৪ হি.)

এ হযরত থেকে ইমাম হারেছী র. সনদসহ বর্ণনা করেছেন, **سمعت من أبى حنيفة كتبه وآثاره** ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস র. বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে তাঁর কিতাবসমূহ ও আছার শুনেছি।[৫৮৫]

[৫৮৫] মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, সদরুল আয়িম্মা মক্কী র. খ. ২, পৃ. ৪০

তিন. শাইখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ আলমুকরী র.

শাইখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ আলমুকরী র. সম্পর্কে আল্লামা কারদারী র. (৮২৭ হি.) লিখেছেন, سمع من الإمام تسع مائة حديث আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ আলমুকরী র. ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে নয়শত হাদীস শুনেছেন।[৫৮৬]

চার. ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহ র. (১৯৭ হি.)

এ হযরত সম্পর্কে হাফিয ইবনে আবদুল বার র. (৪৬৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'জামি'উ বায়ানিল ইলমি'তে হাফিযে হাদীসগণের নেতা ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন র. (২৩৩ হি.) থেকে বর্ণনা করেন, ما رأيت احداً أقدمه على وكيع وكان يفتى برأى أبى حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبى حنيفة حديثا كثيراً আমি এরূপ কোনো ব্যক্তিকে দেখি নাই যাকে ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহ র. এর ওপর প্রাধান্য দিতে পারি। তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন। ইমাম আবূ হানীফা র. এর সকল হাদীসই প্রায় তাঁর মুখস্ত ছিলো। এবং ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহ র. ইমাম আবূ হানীফা র. এর ভাষ্য অনুযায়ী ফাত্ওয়া দিতেন।[৫৮৭]

পাঁচ. হাম্মাদ ইবনে যায়েদ র.

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ র. হাফিয ইবনে আব্দুল বার র. তাঁর الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء কিতাবে লিখেছেন, وروى حماد بن زيد عن أبى حنيفة احاديث كثيرة হাম্মাদ ইবনে যায়েদ র. ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৮৮]

ছয়. খালিদুল ওয়াস্তী র.

তাঁর সম্পর্কে হাফিয ইবনে আব্দুল বার র. তাঁর الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء কিতাবে স্পষ্ট করে লিখেছেন, وروى عنه خالد الواسطى أحاديث كثيرة খালিদুল ওয়াস্তী র. ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন।[৫৮৯]

হাফিয ইবনে আব্দুল বার র. এর নিকট 'অধিক হাদীসের পরিমাণ' :

উল্লেখ্য, হাফিয ইবনে আব্দুল বার র. এর নিকট 'অধিক হাদীসের পরিমাণ' কমছে কম 'মুয়াত্তা' কিতাবের হাদীসের পরিমাণ। কারণ তিনি ইমাম মুহাম্মাদ র. এর আলোচনাতে লিখেছেন, كتب عن مالك كثيرا من حديثه অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ র. ইমাম

[৫৮৬] ইমাম কারদারী র. মানাকিবুল ইমামিল আ'যম, খ. ২, পৃ. ২২১

[৫৮৭] জামি'উ বায়ানিল ইল্মী, খ. ২ পৃ. ১৪১ মিশরীয় ছাপা।

[৫৮৮] আলইন্তেকা, পৃ. ১৩০, মিশরীয় ছাপা।

[৫৮৯] প্রাগুক্ত পৃ. ১৩১

মালেক র. থেকে অনেক হাদীস লিখেছেন।[৫৯০] এটি সর্বজন বিদিত যে, ইমাম মুহাম্মাদ র. ইমাম মালেক র. থেকে পুরো 'মুয়াত্তা' কিতাবই শুনেছেন।

সাত. আসাদ ইবনে আমর র.

এ হযরত সম্পর্কে মুহাদ্দিস সায়মারী র. (৪৩০ হি.) আবূ নু'আইম ফযল ইবনে দুকাইন র. থেকে সনদসহ স্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, **أول من كتب كتب أبي حنيفة أسد بن عمرو** আসাদ ইবনে আমর র. প্রথম ব্যক্তি যিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর কিতাবসমূহ লিখেছেন।[৫৯১]

ইমাম আবূ হানীফা র. এর 'কিতাবুল আছার' বর্ণনাকারীগণের ইল্‌মী অবস্থা:

ইমাম আবূ হানীফা র. এর 'কিতাবুল আছার' বর্ণনাকারী পূর্বের আলোচিত এ তেরোজনের প্রত্যেকে হাদীস ও ফিক্‌হের জগতে চন্দ্র সূর্যের সমতুল্য। স্মরণযোগ্য হলো, 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' বা অন্য কোনো কিতাবের বর্ণনাকারী ইল্‌মী জগতে এরূপ মর্যাদার অধিকারী নয়।

ইমাম আবূ হানীফা র. এর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের গণনা করে শেষ করা যায় না :

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আলোচিত এ তেরোজন হলো, যারা ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে 'কিতাবুল আছার' শুনেছেন। অন্যথায় তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। হাফিয ইবনে আব্দুল বার র. এর ভাষ্য মতে, **روي عنه من المحدثين و الفقهاء عدة لا يحصون** ইমাম আবূ হানিফা র. এর থেকে এত অধিকসংখ্যক মুহাদ্দিস ও ফুকাহা হাদীস বর্ণনা করেছেন যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।[৫৯২] **والله أعلم و علمه أتمّ**

কিতাবুল আছার সম্পর্কে এক ভুল ধারণার নিরসন :

অন্যান্য দেশের তুলনায় হিন্দুস্তানে ইল্‌মে হাদীসের খেদমত কম হয়েছে। এজন্য এখানের কিছু কিছু লেখকের এ ভুল ধারণা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা র. এর ইল্‌মে হাদীসের কোনো কিতাব নেই।

এজন্য মুল্লা যিউন র. (১১৩০ হি.) 'নূরুল আন্‌ওয়ার' কিতাবে লিখেছেন, **لم يجمع أبو حنيفة كتاباً في الحديث** ইমাম আবূ হানীফা র. হাদীসের কোনো কিতাব সংকলন করেননি।[৫৯৩]

---

[৫৯০] প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৩

[৫৯১] আলজাওয়াহিরুল মুযিইয়াহ, আসাদ ইবনে আমর র. এর জীবনী।

[৫৯২] হাফিয যাহাবী র. মানাকিবে আবী হানীফা, পৃ. ১১

[৫৯৩] নূরুল আন্‌ওয়ার, পৃ. ১৬ উলূয়ী লাখনোর প্রকাশ

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ র. (১১৭৬ হি.) মুয়াত্তা মালেকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মুসফ্‌ফা' এর ভূমিকাতে লিখেছেন, **وائمہ فقہ امروزہیچ کتابے کہ خود ایشان تصنیف کردہ باشند بدست مردمان نیست الا مؤطا -** 'মুয়াত্তা' ছাড়া আয়িম্মায়ে ফিক্‌হের নিজ সংকলিত কোনো কিতাব মানুষদের হাতে নেই।[৫৯৪]

শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস র. 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' কিতাবে তাঁর নিজ পিতা হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ র. এর অনুসরণ করে লিখেন,

باید دانست کہ از تصانیف ائمہ اربعہ رحمہم اللہ در علم حدیث غیر از مؤطا موجود نیست-

জানা উচিত, চার ইমামের ইল্‌মে হাদীস বিষয়ে লিখনির মধ্যে 'মুয়াত্তা' ছাড়া কোনো কিতাব বিদ্যমান নেই।[৫৯৫]

মাওলানা শিবলী নুমানী র.ও হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ র. এর সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট মনে করেছেন। তিনি বলেন, **بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں-** কোনো সন্দেহ ছাড়া আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, ইমাম আ'যম র. এর কোনো তাসনীফ বিদ্যমান নেই।[৫৯৬] মাওলানা শিবলী নুমানী র. এর অন্যতম প্রধান শিষ্য মাওলানা সুলায়মান নদভী র.ও এ কথা বলেছেন।

امام مالک کے سوا کسی امام مجتہد کے قلم سے علم حدیث کی کوئی تصنیف ظاہر نہیں ہوئی-

ইমাম মালেক র. ছাড়া কোনো মুজতাহিদ ইমামের কলম থেকে ইল্‌মে হাদীসের কোনো কিতাব প্রকাশিত হয়নি।[৫৯৭]

মুল্লা যিউন র. মুল্লা যিউন র. এর ব্যাপারে কথা হলো, তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না। এজন্য তাঁর এ না জানাটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ র. হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ র. কিতাবুল আছার সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। কারণ মক্কা শরীফের বিশিষ্ট মুফতী শায়েখ তাজুদ্দীন কালায়ী হানাফী র. এর নিকট থেকে তিনি 'কিতাবুল আছার' এর 'আতরাফ' শুনেছেন। তিনি 'ইনসানুল উয়ূন ফী মাশায়িখিল হারামাইন' কিতাবে শায়েখ তাজুদ্দীন কালায়ী হানাফী র. এর জীবনী আলোচনাতে তা লিখেছেন।

---

[৫৯৪] পৃ. ৩

[৫৯৫] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৭-২৮ মুহাম্মাদী ছাপাখানা লাহোর

[৫৯৬] সীরাতে নুমান, পৃ. ১১৯ মুফিদ আম ছাপাখানা আগরা ১৮৮২ হি.

[৫৯৭] হায়াতে ইমাম মালেক, পৃ. ৯০ মা'আরিফে আযম ছাপাখানা গুড়্‌ডাহ ১৩৪০ হি.

و اطراف ---- کتاب الآثار امام محمد ومؤطائے او ازوے سماع نمود۔

তাঁর থেকে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর কিতাবুল আছারের আতরাফ ও মুয়াত্তা শুনেছেন।[৫৯৮] হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ র. এটিও জানেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ র. ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন।

'মুসফ্‌ফা' কিতাবে তাঁর বক্তব্য হলো, **آثارے کہ از امام ابو حنیفہ روایت کردہ است۔** কিতাবুল আছার ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে বর্ণনা করেছেন।[৫৯৯] এখানে মূল ব্যাপার হলো, তিনি এ 'কিতাবুল আছার'কে ইমাম আবূ হানীফা র. এর রচনার স্থানে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর রচনা ধারণা করেছেন। 'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ' সম্পর্কেও মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী র. এমন ধারণাই করেছেন।

সংশয়ের কারণ :

বাস্তবতা হলো, ইমাম মুহাম্মাদ র. এ দুটি কিতাবকে তাঁদের সংকলকগণ (ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক র.) থেকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যেটি অবলোকন করে এ ভুল ধারণায় পতিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ র. এর 'কিতাবুল আছার' ও 'মুয়াত্তা' কিতাবদ্বয়ের বর্ণনা পদ্ধতি :

ইমাম মুহাম্মাদ র. এর এ দুটি কিতাবের বর্ণনা পদ্ধতি হলো, প্রথমে তিনি প্রতি অধ্যায়ে কিতাব দুটির হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর প্রতিটি বর্ণনার শেষে নিজের ও নিজের শায়েখ ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাযহাব উল্লেখ করেছেন। যদি কিতাবে বর্ণিত কোনো হাদীসের ওপর তাঁদের আমল না থাকে, তাহলে হাদীসটি বর্ণনা করে আমল না করার কারণসমূহ দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া 'কিতাবুল আছার' ও 'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ' এ দু'টি কিতাবেই ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম মালেক র. ছাড়াও অন্যান্য শায়েখ থেকে অনেক হাদীস ও আছার বর্ণনা করেছেন। এটা দেখে বাহ্যত কারো মনে হতে পারে এ কিতাব দুটি ইমাম মুহাম্মাদ র. এর নিজের সংকলন।[৬০০] অথচ বাস্তবতা এমন নয়।

---

[৫৯৮] ইনসানুল উয়ূন, পৃ. ১৬, মুহাম্মাদী ছাপাখানা দিল্লী।

[৫৯৯] মুসফ্‌ফা, পৃ. ৮

[৬০০] **মাওলানা শিবলী নুমানী র. ও মুল্লা আলী কারী র.**

মাওলানা শিবলী নুমানী র. 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে এবং মুল্লা আলী কারী র. 'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ' সম্পর্কে যা লিখেছেন তা পড়লে আপনি নিজেও তাঁদের ভুল বোঝার কারণ অনুধাবন করতে পারবেন। মাওলানা শিবলী নুমানী র. লিখেছেন,

বাস্তবতা হলো, 'কিতাবুল আছার' ইমাম আবূ হানীফা র. এর নিজের সংকলন। আর 'মুয়াত্তা' ইমাম মালেক র. এর সংকলন। ইমাম মুহাম্মাদ র. এ দু'হযরত থেকে কিতাব দুটির বর্ণনাকারী।

এ কিতাব দুটি বর্ণনা করার সাথে সাথে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর পূর্বোল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ, কিতাবদ্বয়ের উপকারিতা বৃদ্ধি করে দেয় এবং কিতাবদ্বয়ের ব্যাপকতা ও প্রচার-প্রসার এ পরিমাণ বাড়তে থাকে যে, মূল লেখকের পরিবর্তে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর নামেই কিতাবদ্বয় প্রসিদ্ধি পেতে থাকে।

কিতাবদ্বয়কে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর 'কিতাবুল আছার' ও 'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ' বলা হতে থাকে। এ কারণে উক্ত হযরতগণও ভুল ধারণায় পতিত হয়েছেন।

خوارزمی نے آثار امام محمد کو بھی امام کی مسانید میں داخل کیا ہے۔ بے شبہ اس کتاب میں اکثار روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں اس لئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اس کو امام ابو حنیفہ کا مسند کہیں یا آثار محمد کے نام سے پکاریں لیکن یادرہے کہ امام محمد نے اس کتاب میں بہت سی آثار اور حدیثیں دوسرے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں، اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب امام محمد کی طرف زیادہ موزوں ہے۔

মুহাদ্দিস খুওয়ারেযামী র. ইমাম মুহাম্মাদ র. এর আছারকে ইমাম আ'যম র. এর 'মাসানীদের' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই এ কিতাবের অধিকাংশ হাদীস ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে বর্ণিত। এজন্য পাঠকদের ইখতিয়ার আছে, ইচ্ছা করলে এ কিতাবটিকে মুসনাদে আবী হানীফা বলতে পারেন অথবা আছারে মুহাম্মাদও বলতে পারেন। উল্লেখ্য, এ কিতাবে অনেক আছার ও হাদীস ইমাম মুহাম্মাদ র. অন্যান্য ওস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এজন্য হাদীসের এ সংকলনকে ইমাম মুহাম্মাদ র. এর দিকেই অধিক সম্পর্কিত করা হয়। (সীরাতে নুমান, পৃ. ২৭)

মুল্লা আলী কারী র. 'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

وقد وجدت بخط أستاذ المرحوم الشيخ عبد الله السندى في ظهر هذا الكتاب أنه مؤطأ مالك بن أنس برواية محمد بن حسن وهو مشكل إذ يروى الإمام محمد فيه من غير الإمام مالك ايضاً كالإمام أبى حنيفة وأمثاله ولعله نظر إلى الأغلب.

আমি আমার মরহুম ওস্তাদ শায়েখ আব্দুল্লাহ্ সিন্দী র. এর এ কিতাবের (মুয়াত্তা মুহাম্মাদ) ওপর কলম দ্বারা হাতে লিখা দেখেছি। "এ কিতাবটি মুয়াত্তা মালেক বিন আনাসের, বর্ণনা করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ র." এটি একটি জটিল বিষয়। কারণ হলো ইমাম মুহাম্মাদ এ মুয়াত্তাতে ইমাম মালেক র. ছাড়াও অন্যান্য শায়েখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা র. ও অন্যান্য ওস্তাদ। সম্ভবত ওস্তাদ মরহুম ইমাম মালেক র. এর হাদীসের আধিক্যতা দেখে এরূপ মন্তব্য করেছেন। (আল্লামা আব্দুল রশীদ নুমানী র. বলেন,) মুল্লা আলী কারী র. এর মুয়াত্তা মুহাম্মাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থটি হিন্দুস্তানে ও পাকিস্তানের বিভিন্ন কুতুবখানাতে দেখার সুযোগ হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, মাওলানা শিবলী র. ইমাম মুহাম্মাদ র. বর্ণিত 'কিতাবুল আছারের' ব্যাপারে যে প্রশ্ন ইমাম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে উত্থাপন করেছেন, ঠিক সে প্রশ্নই মুল্লা আলী কারী র. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদের ব্যাপারে ইমাম মালেক র. এর প্রতি উত্থাপন করেছেন।

তবে এ ভুলের অন্যতম কারণ হলো, এ কিতাবদ্বয়ের অন্যান্য নুসখা বা কপির সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

(অর্থাৎ এটি যদি ইমাম মুহাম্মাদ র. এর সংকলিত কিতাব হতো, তাহলে তিনি ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা র. এর অন্য কোনো ছাত্র কিতাবটি বর্ণনা করতেন না। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখে এসেছি, ইমাম মুহাম্মাদ র. ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ ছাত্র এ কিতাবটি বর্ণনা করেছেন। এতেই বোঝা যায় ইমাম মুহাম্মাদ র. কিতাবটির সংকলক নয় বরং তিনি কিতাবটি নিজ শায়েখ ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে বর্ণনাকারী। অনুবাদক)

বারোতম অধ্যায়

ইজমা’ ও কিয়াসের দলীল

ইজমা’ ও কিয়াসের অকাট্য দলীল :

ইজমা’-কিয়াস ইসলামের শুরু যুগ থেকে পালনীয় মুসলিম উম্মাহ্র তৃতীয় ও চতুর্থ দলীল। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র হক বা সত্যের অনুসারী কোনো আলিম দ্বিমত পোষণ করেননি। যাহিরিয়্যাহ বা বাহ্যিকবাদী ও বাতিলপন্থীরাই ইজমা’-কিয়াসের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

আলফিক্হুল ইসলামীর সাথে ইজমা’-কিয়াস অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। এবং আমাদের আলোচিত গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়ের সাথেও ইজমা’-কিয়াসের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ বিবেচনায় এ গ্রন্থে ইজমা’-কিয়াস সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

কুরআনের আলোকে ইজমা’ :

আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“হেদায়েত ও সৎপথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য

পথে চলতে থাকে, আমি তাকে সেদিকেই নিয়ে যাব যেদিকে যাওয়া সে পছন্দ করে এবং জাহান্নামে পৌঁছে দেব। এবং তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৬০১] এ আয়াতকে ইমাম শাফে'ঈ র. ইজমা'র দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, ইমাম শাফে'ঈ র. এর কিতাব "আররিসালা" পৃ. ৪৭১, ইমাম আবূ বকর আলজাসসাস র. (৩৭০ হি.) তাঁর "আহ্কামুল কুরআন"এর পৃ. ২৮১, এবং হাফিয ইবনে কাছীর র. তাঁর "তাফসীরুল কুরআনিল কারীম" খ. ১, পৃ. ৫৫৫, এবং অন্যান্য আরো অনেক গ্রহণযোগ্য তাফসীরের কিতাবে উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা ইজমা'র দলীল প্রদান করা হয়েছে।[৬০২]

হাদীসের আলোকে ইজমা' :

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شَذ شَذ إلى النار

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতকে অথবা বলেছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জামা'আতের সাথেই রয়েছে আল্লাহ্র রহমত। যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জামা'আত থেকে আলাদা হয়ে যাবে, সে জাহান্নামের দিকেই ধাবিত হবে।[৬০৩]

عن أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) [604]

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একত্রিত হবে না। যখন তোমরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য প্রত্যক্ষ করবে, তখন বড় দলের অনুসরণ করবে।

এছাড়াও তবারানী শরীফে হযরত আলী রা. থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

---

[৬০১] সূরা নিসা ১১৫

[৬০২] আলকুরআনুল কারীম থেকে ইজমা'র দলীল জানার জন্য আরো দেখুন, সূরা বাকারা ১৪৩, সূরা আলে ইমরান ১১০, সূরা আলে ইমরান ১৫৯, সূরা শূরা ৩৮ এবং এ আয়াতগুলোর গ্রহণযোগ্য তাফসীর।

[৬০৩] . আবূ ঈসা আত তিরমিযী, জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২১৬৭

[৬০৪] . সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ৩৯৫০

قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا ، لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة ، قال : شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة

আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের সামনে যদি এমন কোনো বিষয় আসে যার সমাধান কুরআনে কারীমে না থাকে, এবং আপনার পক্ষ থেকে কোনো সুন্নাহ্‌ও না থাকে তখন আমরা কী করবো? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তখন তোমরা ফুকাহা ও নেককার সালেহীনের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবে। নিজের মতানুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।[৬০৫]

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم اويفرق جماعتكم فاقتلوه

"এক আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাদের শক্তিহীন করতে উদ্যত হয় কিংবা তোমাদের ঐক্যকে নষ্ট করার চেষ্টা করে, তাকে হত্যা করবে।"[৬০৬]

সাহাবীগণ রা. যেভাবে ইজমা'র ওপর আমল করতেন :

"হযরত মাইমূন ইবনে মেহরান র. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর রা. এর নিকট যখন কোনো মাসআলা আসতো তখন তিনি প্রথমে কিতাবুল্লাহ্‌র মাঝে এর সমাধান খুঁজতেন। যদি তাতে সমাধান পেতেন তাহলে সে অনুযায়ী ফায়সালা করতেন। আর যদি কিতাবুল্লায় তার কোনো সমাধান না পেতেন তখন হাদীসে নববীর মাঝে তালাশ করতেন। যদি তাতে ঐ বিষয়ে কোনো সমাধান পেতেন তাহলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন।

আর যদি তাতেও না পেতেন তখন তিনি বের হয়ে সাহাবায়ে কেরামদের জিজ্ঞাসা করে বলতেন, আমার নিকট একটি মাসআলা এসেছে, এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফায়সালা তোমাদের কারো জানা আছে কি? তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট সে বিষয়ের ফায়সালা নিয়ে আসতেন। আর আবূ বকর রা. বলতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের মাঝে নবীর কথা বা ফায়সালা সংরক্ষণ করার মতো ব্যক্তি রেখেছেন[৬০৭]

যদি সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো ফায়সালা না পেতেন, তখন তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামকে

---

৫. মাজমা'উয যাওয়াইদ, খ. ১, পৃ. ১৭৮

[৬০৬] মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ১২৮

[৬০৭] সুনানে দারেমী, পৃ. ৫৮

একত্রিত করে পরামর্শ চাইতেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন সে অনুযায়ী মাসআলার সমাধান দিতেন।"

তহাবী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠায় আছে,

"উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার র. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেছেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর মজলিসে সাহাবীগণ ফরয গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের কেউ বললেন, মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খৎনার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে।

কেউ বললেন "পানির কারণে পানি" তথা বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরয হয়। ওমর রা. বললেন, তোমরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সর্বোত্তম লোক, তা সত্ত্বেও তোমরা যদি মতবিরোধ করো তাহলে তোমাদের পরবর্তীদের কী অবস্থা হবে?

তখন হযরত আলী রা. বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি এ বিষয়ে জানতে চান, তাহলে কাউকে নবীর সহধর্মিনীগণের নিকট প্রেরণ করে এ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন। পরে তিনি আয়েশা রা. এর নিকট লোক প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন, মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খৎনার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে।

তখন হযরত ওমর রা. বললেন, যদি আমি কাউকে বলতে শুনি যে, শুধুমাত্র বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরয হয়, তাহলে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবো। ইমাম তহাবী র. বলেন, হযরত ওমর রা. সাহাবীদের উপস্থিতিতে লোকদেরকে এ বিষয়ে একমত করেছেন, কিন্তু কেউ তাঁর প্রতিবাদ করেননি।"

আলকুরআনের আলোকে কিয়াস :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"হে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৬০৮]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. তাফসীরে ইক্লীলে **الاعتبار** এর ব্যাখ্যায় বলেন, **الاعتبار هو القياس** অর্থাৎ ই'তিবার হলো কিয়াস।

আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. শরহে বুখারীতে বর্ণনা করেন,

---

[৬০৮] সূরা হাশর ২

القياس هو الاعتبار والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به وذلك قوله تعالي فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"কিয়াস মানে ই'তিবার, আর ই'তিবার হলো আদিষ্ট বিষয়। সুতরাং কিয়াসও আদিষ্ট বিষয়। যার প্রমাণ বহন করে উল্লেখিত আয়াতখানা। অতএব, এ কিয়াস শরীয়তের দলীলরূপে গণ্য হবে।"[৬০৯]

তাফসীরে আবূস সা'উদে এ আয়াতের তাফসীরে আছে,

قد استدلّ به على حجية القياس

কিয়াস যে শরীয়তের একটি দলীল তা এ আয়াত দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।[৬১০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, **فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**

যদি তোমরা কোনো বিষয়ে কলহ করো তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পেশ করো।[৬১১]

---

[৬০৯] হাশিয়ায়ে বুখারী, খ. ২, পৃ. ১০৮৬

[৬১০] তাফসীরে আবূস সাউদ, খ. ৮, পৃ. ১০৮

একটি ভুল ধারণার পরিশোধন :

[৬১১] সূরা নিসা আয়াত নং ৫৯ প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, উপরোক্ত আয়াতে কলহ-বিবাদে কুরআন-হাদীসের শরণাপন্ন হওয়ার আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, কুরআন হাদীসের শরণাপন্ন হলে ইখতিলাফ মিটে যাবে।

কথিত আহ্‌লে হাদীস, গাইরে মুকাল্লিদদের অনেকে মনে করেন, কলহ-বিবাদ মিটে যাওয়া আর ইখতিলাফ মিটে যাওয়া এক জিনিস। মূলত এটি তাদের ভুল ধারণা। কারণ অনেক ক্ষেত্রে কলহ-বিবাদ মিটে যায় কিন্তু ইখতিলাফ বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে পাঠকদের আমরা সহীহ্ বুখারীতেই অনুসন্ধানের অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি সহীহ্ বুখারীতে এমন বর্ণনা রয়েছে, যা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে যা সাময়িক ঝগড়ারও রূপ নিয়েছে কিন্তু তাঁরা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরণাপন্ন হয়েছেন, তখন ইখতিলাফ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিবাদ মিটে গেছে।

সহীহ্ বুখারীর ঐ হাদীসতো আমাদের সকলেরই সামনে রয়েছে, যে হাদীসে হযরত ওমর রা.ও হযরত হিশাম বিন হাকিম রা. এর মধ্যকার ইখতিলাফের কথা রয়েছে। যা সাময়িক ঝগড়ারও রূপ নিয়েছিলো।

কুরআনে কারীমের কিরাত নিয়ে এ ইখতিলাফ হয়েছিলো। হযরত ওমর রা. হযরত হিশাম বিন হাকিম রা.কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের কুরআন পাঠ শ্রবণ করে উভয়কেই বলেছিলেন, هكذا أنزلت অর্থাৎ এভাবেই কুরআন নাযিল হয়েছে।

এ আয়াতের তাফসীরে "তাফসীরে আবূস সা'ঊদে" আছে :

وقد استدل به منكرو القياس وهو في الحقيقة دليل على حجيته كيف لاورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو المعنى بالقياس ويؤيده الأمر به بعد الأمر بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إليهما بالقياس

কিয়াস অস্বীকারকারীগণ এ আয়াত থেকে দলীল প্রদান করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিরোধপূর্ণ মাসআলাতে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে রুজূ' করতে বলেছেন। কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলেননি। কিন্তু বাস্তব বিষয় হলো, এ আয়াত থেকেই কিয়াস প্রমাণিত হয়।

কারণ হলো, বিরোধপূর্ণ মাসআলাতে কুরআন-হাদীসের দিকে রুজূ' করতে হলে উক্ত দু'দলীলের নযির ধরে হুকুম প্রদান করতে হবে। আর একেই কিয়াস বলে। প্রথমে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করার হুকুম করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে রুজূ' করতে হুকুম করা হয়েছে। আয়াতের এ অংশ হতেই কিয়াস দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে শরীয়তের হুকুম তিন প্রকার হয়ে থাকে :

এক. যা কুরআন থেকে প্রমাণিত
দুই. যা হাদীস থেকে প্রমাণিত
তিন. যা কুরআন হাদীসের দিকে রুজূ' করে কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত।[৬১২]

(সহীহ্ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৩৯-৬৪০ ফাত্হুলবারীসহ)

ঠিক এরূপ আরেকটি ঘটনায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, كلاكما محسن فاقرأ তোমরা দু'জনই ঠিকভাবে পড়েছ। অতএব পড়তে থাক।

(সহীহ্ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৭২০ ফাত্হুলবারীসহ)

পাঠক! এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরণাপন্ন হওয়ার কারনে ঝগড়া মিটে গেলো ঠিকই কিন্তু ইখতিলাফ মিটেনি। এর কারণ হলো, এ ধরণের ইখতিলাফ ইখতিলাফে মাহ্মূদ তথা শরীয়ত অনুমোদিত ইখতিলাফ। যার উদ্দেশ্য দলীলের বিরোধিতা নয় বরং দলীলের অনুসরণ। (উত্তরা তাওহীদ ট্রাষ্টে পেশ করা প্রবন্ধ থেকে)

[৬১২] তাফসীরে আবূস সা'উদ, খ. ৩, পৃ.৩১৯ তাফসীরে বাইযাবী ও তাফসীরে কাবীরেও উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে কিয়াস শরীয়তের দলীল হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় কিয়াস বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা রুহুল আমীন র. কর্তৃক লিখিত **"কিয়াছোল**

হাদীসের আলোকে কিয়াস :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা.কে ইয়ামানের গভর্নর বানিয়ে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

بم تقضي يا معاذ فقال بكتاب الله, قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد برئيي فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله بما يرضى به رسوله.

"হে মু'আয! তুমি কিসের সাহায্যে (মামলা মুকাদ্দামা) ফায়সালা করবে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের সাহায্যে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যদি তাতে না পাও? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (অর্থাৎ আপনার) সুন্নাহ্‌র সাহায্যে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারো প্রশ্ন করলেন; তাতেও যদি না পাও? তখন তিনি উত্তর দিলেন, তা হলে (কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে) ইজতিহাদ করে ফায়সালা করতে চেষ্টা করবো। তাঁর উত্তর শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি (মু'আয)কে এমন সিদ্ধান্তে আসার তাওফীক দিয়েছেন যাতে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হন।"[৬১৩]

সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা এসেছে যে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে আরয করলেন, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন কিন্তু তিনি মানত পূর্ণ করার পূর্বেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবো?

মোজতাহেদিন" কিতাবটি দেখা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় রচিত কিয়াসের প্রমাণে এ কিতাবটি আমাদের কাছে অদ্বিতীয় প্রতীয়মান হয়েছে।

[৬১৩] আহ্‌মাদ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। যদি তোমার মাতার ওপর কোনো ঋণ থাকতো তুমি কি তা আদায় করতে না? মহিলা বললো, হ্যাঁ আদায় করতাম। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র হক আদায় করাতো অধিক কর্তব্য।[৬১৪]

ইমাম মুযানী র. এ হাদীস দ্বারা কিয়াস শরীয়তের দলীল হওয়া প্রমাণ করেছেন।[৬১৫]

দু'ব্যক্তির মীরাস নিয়ে বিবাদের ক্ষেত্রে ফায়সালা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إنما أقضي بينكم برأئى فيما لم ينزل على فيه "যে সকল বিষয়ের ব্যাপারে কোনো বিধান নাযিল হয়নি সে সকল বিষয়ে আমি আমার নিজস্ব মেধাশক্তি দ্বারা ফায়সালা করি।"[৬১৬]

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কিয়াস :

হযরত ওমর রা. আবূ মূসা আশ'আরী রা.কে বসরার গভর্নর বানিয়ে পাঠানোর সময় বলেন, **أعرف الأشباه والنظائر قس الأمور برأيك**

"যে সকল বিষয়ে ব্যাখ্যার উদ্ভব হবে সেগুলোর সদৃশ ফায়সালা ও নযীরের খোঁজ করো এবং তারই প্রেক্ষিতে কিয়াস করে নিজের রায় স্থির করো।"[৬১৭]

হযরত ওসমান রা. একবার হযরত ওমর রা.কে বললেন,

إن نتبع رأيك فهو رشد وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأى كان

"যদি আমরা আপনার রায় অনুযায়ী চলি তাহলেতো ভালো। আর যদি আপনার পূর্বের শায়েখের রায় অনুযায়ী চলি তাহলেতো আরো বেশি ভালো। কারণ, তিনিইতো উত্তম রায়ের অধিকারী।"[৬১৮] এছাড়াও অন্যান্য সাহাবী থেকেও কিয়াসের প্রমাণ রয়েছে।

ইজমা'-কিয়াস অস্বীকারের বিধান :

---

[৬১৪] সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৭৩১৫

[৬১৫] ইবনে আব্দুল বার র. রচিত "জামি'উ বায়ানিল ইল্‌মি ও ফাদ্‌লিহী" খ. ২, পৃ. ৬৬

[৬১৬] আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ১৯৪

[৬১৭] তবাকাতে ইবনে সা'আদ, খ. ৩, পৃ. ১৩৬

[৬১৮] সুনানে দারেমী, ৮০

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

ইসলামের গৌরবময় সোনালী ইতিহাসে যাহেরী বা বাহ্যিকবাদীগণ ইজমা’ কিয়াসকে অস্বীকার করেছে। তারা অধিকাংশ ইজমা’ অমান্য করে ও কিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। তাদের এ জাতীয় বিভিন্ন বাতিল আকীদার কারণে তারা আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আত থেকে বের হয়ে গেছে। এবং প্রায় প্রতি যুগের আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের আলিমগণ তাদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যাহেরী বা বাহ্যিকবাদীদের অন্যতম একজন হলেন, ইবনে হাযম যাহেরী। তার কিছু মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা স্থির পানিতে পেশাব করো না।”[৬১৯]

এ হাদীস থেকে ইবনে হাযম যাহেরী মাসআলা দিয়েছেন,

কেউ যদি পানিতে পায়খানা করে কিংবা সরাসরি স্থির পানিতে পেশাব না করে পাড়ে পেশাব করে, আর সে পেশাব গড়িয়ে পানিতে যায়, তবে পানি নাপাক হবে না।[৬২০]

২. ইবনে হাযম যাহেরী মাসআলা দিয়েছেন,

শরীয়তের মাসআলা হলো, ‘কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে উক্ত পাত্র সাত বার ধৌত না করা পর্যন্ত পাক হবে না’। অথচ তিনি বলেন, শুকরের এঁটে পাক। এমনকি তা পান করা যাবে, তা দিয়ে ওযু করাও যাবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো হাদীস নেই।

৩. হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে ফজরের নামাযের পূর্বে শয়ন করতেন, অতঃপর ফজরের নামায আদায় করতেন।

এ হাদীস থেকে ইবনে হাযম যাহেরী ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন, কেউ যদি ফজরের আগে দু’রাকাত নামায আদায় করে, তবে তার জন্য কিছুক্ষণ ডান কাত হয়ে না শুয়ে ফজরের নামায আদায় করা জায়েয নয়। সে ওয়াক্তে আদায় করুক কিংবা ঘুমের কারণে কাযা করে আদায় করুক। এখন কেউ যদি ডান কাত হয়ে শুতে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য যতদূর সম্ভব ইশারা করতে হবে।[৬২১]

---

[৬১৯] সহীহ্ বুখারী

[৬২০] আলমুহাল্লা, খ. ১, পৃ. ১৩৫

[৬২১] আলমুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৯৬

৪. হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কোনো সুদ নেই। অর্থাৎ শুধু স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর এবং লবণ ইত্যাদির বেচাকেনায় সুদ হবে, অন্য কোথাও সুদ হবে না।

৫. ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় নখ চুল ইত্যাদি কর্তন করা জায়েয। এর জন্য তাকে কোনো দম দেওয়া লাগবে না। [৬২২]

যাহেরী বা বাহ্যিকবাদীদের এরূপ মতামতের ব্যাপারে ইমাম নববী র. বলেন,

هذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله ، وفساده مغن عن الاحتجاج عليه

"এটি বড় আশ্চর্যজনক মাযহাব এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। ইবনে হাযম যাহেরী থেকে বর্ণিত মাসআলাগুলোর নিকৃষ্টতম মাসআলার একটি। আর এটি যে সুস্পষ্ট বাতিল তা বলার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই" [আলমাজমু', খ. ১, পৃ. ১১৮]

ইমাম যাহাবী এর "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা" কিতাবে আছে,

أنهم كالشيعة في الفروع ، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ينصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم ، ولا يدل مستفت من العامة عليهم

শাখাগত বিষয়ে তারা শিয়াদের মতো। তাদের কথার প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। এবং তাদের মতানৈক্যের দিকেও ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। তাদের লিখিত কোনো কিতাব সংগ্রহে লিপ্ত হওয়া যাবে না এবং তাদের কথা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের নিকট কোনো ফাত্ওয়া প্রদান করা যাবে না।[৬২৩] [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী র. খ. ১৩, পৃ. ১০৪]

---

[৬২২] আলমুহাল্লা, খ. ৭, পৃ. ২৪৬

যাহেরীদের ব্যাপারে যুগবরেণ্য ইমামগণের অবস্থান :

[৬২৩] যাহেরী বা বাহ্যিকবাদীদের আকীদা বাতিল বা ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আরো যে সকল আলিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন,

১.আল্লামা ইবনে দাকীক আলঈদ র. [মৃত্যু ৭০২ হি.] এর "আলইমাম শরহুল ইলমাম, খ. ১, পৃ. ৪১৩"

২.আবুল হাসান কারখী র. [মৃত্যু ৩৪০ হি:] এর "আলফুসূল ফিল উসূল, খ. ২, পৃ. ২৯৭"

৩. আবূ বকর জাস্সাস র. [মৃত্যু ৩৭০ হি:] এর "আহ্কামুল কুরআনের ভূমিকা"

৪. আল্লামা ইবনুল আবিদীন র. [মৃত্যু ১২৫২ হি.] এর "ফাতোয়ায়ে শামী খ. ৬, পৃ. ৯৯"

৫. কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী র. [মৃত্যু ৪০৩ হি.] ইবনুস সালাহ্ এর ফাত্ওয়াতে তাঁর মত তুলে ধরেছেন। পৃ. ৬৭

৬. ইবনে বাত্তাল র. [মৃত্যু ৪৪৯ হি.] এর 'শরহু সহীহিল বুখারী' খ. ১, পৃ. ৩৫২

ইজমা’-কিয়াস অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলিমগণের সিদ্ধান্ত :

ইমাম নববী র. বলেন,

ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور

“দাউদ যাহেরীর বিরোধিতা, ইজমা’ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না” [আলমাজমু’ খ. ২, পৃ. ১৫৬]

আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. তাঁর **الأشفاق على أحكام الطلاق** কিতাবে বলেন, **قد أطلق كثير من العلماء القول بأن مخالف إجماع الأمة كافر.**

অনেক আলিম এ কথা বলেছেন যে, উম্মতের ইজমা’র বিরোধী ব্যক্তি কাফির।[৬২৪]

“আলমূজায ফী উসূলিল ফিক্‌হ” কিতাবে ‘ইজমা’ আমাদের নিকট পৌঁছার বিবেচনায় তিন ভাগে ইজমা’র হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, তা তুলে ধরা হলো।

এক. ‘আলইজমা‘উল মুতাওয়াতির’ তথা সাহাবা যামানার যে ইজমা তাঁদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ ছাড়া আমাদের পর্যন্ত তাওয়াতুর তথা প্রজন্ম পরম্পরায় নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছেছে। যেমন হযরত আবূ বকর রা. এর খিলাফতের ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা’।

এ প্রকার ইজমা’র হুকুম হলো,

---

৭. কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী র. [মৃত্যু ৫৪৩ হি.] এর “আলআওয়াছেম মিনাল কাওয়াসেম” পৃ. ২৫৭

৮. আবুল আব্বাস কুতুবী র. [মৃত্যু ৬৫৬ হি.] এর “আলমুফহিম” খ. ১, পৃ. ৫৪৩

৯. আবূ আলী বিন আবী হুরাইরা র. [মৃত্যু ৩৪৫ হি.] ইমাম নববী এর “তাহ্যীবুল আসমা” খ. ১ পৃ. ১৮৩

১০. কাযী আবুল হাসান মারূযী র. [মৃত্যু ৪৬২ হি.] এর “আলবাহ্রুল মুহীত” খ. ৪, পৃ. ৪৭৪

১১. ইমাম গাযালী র. [মৃত্যু ৫০৫ হি.] এর “হাশিয়াতুল আত্তার আলা শারহী জামঈল জাওয়ামি” খ. ২, পৃ. ২৪২

১২. ওয়ালী উল্লাহ্ ইরাকী র. [মৃত্যু ৮২৬ হি.] এর “তারহুত তাসরীব শারহুত তাকরীব” খ. ২ পৃ. ৩৭

১৩. আবূ মানসুর বাগদাদী র. [মৃত্যু ৪২৯ হি.] ইবনুস সালাহ এর ফাত্ওয়াতে তাঁর মত তুলে ধরেছেন। পৃ. ৬৭

১৪. নাজমুদ্দিন তূফী র. [মৃত্যু ৭১৬ হি.] এর “আত-তাইন ফী শারহিল আরবা‘ঈন” পৃ. ২৪৪

[৬২৪] الأشفاق على أحكام الطلاق পৃ. ৭৩

أنه قطعي كالقرأن ، فيلزم الاعتقاد به و العمل عليه ، وجحوده كفر.

এটি কুরআনের ন্যায় অকাট্য। এ প্রকার ইজমা'র ওপর বিশ্বাস রাখা ও আমল করা আবশ্যক। এবং এর অস্বীকার করা কুফরী।

দুই. 'আলইজমা'উল মাশহূর' তথা সাহাবা পরবর্তী যামানার আলিমদের ইজমা' যা তাওয়াতুর তথা প্রজন্ম পরম্পরায় নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এর হুকুম হলো,

أنه بمنزلة المشهور من السنة ، يلزم الطمأنينة والعمل عليه ويضلل جاحده.

এ প্রকার ইজমা' খবারে মাশহুরের ন্যায় এর ওপর আস্থা রাখা ও এ ইজমা' অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। এবং এ প্রকার ইজমা' অস্বীকারকারী গোমরাহ্ পথভ্রষ্ট।

তিন. 'আলইজমা'উল আহাদী' তথা যে ইজমা' আমাদের পর্যন্ত খবারে ওয়াহিদের সূত্রে পৌঁছেছে। এ প্রকার ইজমা'র হুকুম হলো,

أنه بمنزلة الصحيح من أخبار الآحاد اعتقاداً وعملاً .

বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে এ প্রকার ইজমা'র হুকুম হলো, সহীহ্ খবারে ওয়াহিদের ন্যায়।

ই'লাউস সুনান এর মুকাদ্দামা **قواعد في علوم الفقه** এর মধ্যে **حكم إنكار الإجماع** বা "ইজমা' অস্বীকারের হুকুম" শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে,

وجحد ما هو يقينى منه كفر، وإنكار ما جرى مجرى الخبر المشهور منه، ضلال وابتداع ،وجاحد ما دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار الآحاد على حد سواء.

যে ইজমা' ইয়াকীনি (তথা সাহাবা যামানা থেকে আমাদের পর্যন্ত তাওয়াতুরের মাধ্যমে পৌঁছেছে) তা অস্বীকার করা কুফরী। আর যে ইজমা' খবারে মাশহুরের পর্যায়ে (তথা সাহাবা যামানার পরবর্তী আলিমগণের ইজমা' যা আমাদের পর্যন্ত তাওয়াতুরের মাধ্যমে পৌঁছেছে) তা অস্বীকার করা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। আর যে ইজমা' আমাদের পর্যন্ত খবারে ওয়াহিদের সূত্রে পৌঁছেছে তা খবারে ওয়াহিদ অস্বীকার করার হুকুমের ন্যায়।

হযরত আবূ বকর আলজাসসাস র. [মৃত্যু ৩৭০ হি.] তাঁর "আহ্কামুল কুরআনে" সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন,

و ناف لإجماعها – أمة – على الضلال

উম্মতে মুহাম্মাদীর ইজমা’ অস্বীকারকারী, গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

ইমাম নববী র. এর “তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত” কিতাবে দাউদ যাহেরীর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন,

وقال إمام الحرمين: الذى ذهب إليه أهل التحقيق أن منكرى القياس لا يعدون من علماء الأمة وحملة الشريعة؛ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترًا، ولأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفى النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام.

ইমামুল হারামাইন র. এবং বিজ্ঞ আলিমগণ বলেন, কিয়াস অস্বীকারকারীদের মুসলিম উম্মাহ্‌র ওলামা ও শরীয়তের ধারক-বাহক হিসেবে গণ্য করা হয় না। কেননা তারা শরীয়তের প্রজন্ম পরম্পরায় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসা ব্যাপক বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত বিষয়ে অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি ও অহংকার করেছে।

অথচ শরীয়তের অনেক অংশের সমাধান ইজতিহাদ দ্বারাই প্রকাশ পেয়েছে। দশভাগের একভাগ মাসআলাও নস বা সরাসরি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। এজন্যই যারা (কিয়াস অস্বীকার করে) তারা সাধারণ মানুষদের মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ তারা আলিম-ওলামা থেকে যোজন-যোজন দূরে।

আলবাহ্‌রুল মুহীত কিতাবে আছে,

أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد ، وإنما هو متمسك بالظواهر ، فهو كالعامي الذي لا معرفة له

“যে কিয়াসকে অস্বীকার করে, সে ইজতিহাদের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ; বরং সে বাহ্যিক শব্দের ওপর আমলকারী। সুতরাং সে অজ্ঞ-মূর্খ সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৬২৫]

শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. বলেন,

أنهم قد أخذوا هذا القول– نفي القياس– عن النظام من المعتزلة ، وقد كفره جمع من أهل العلم.

“কিয়াস অস্বীকারের এ ধারণা মূলত নিজাম মু’তাযেলীর নিকট থেকে নেওয়া। আর নিজাম মু’তাযেলীকে অনেক আলিম কাফির বলেছেন”[৬২৬]

হযরত রশীদ আহ্‌মাদ গাংগুহী র. তাঁর **سبيل الرشاد** পুস্তিকাতে বলেন,

---

[৬২৫] আলবাহ্‌রুল মুহীত, খ. ৪, পৃষ্ঠা. ৪৭২

[৬২৬] আলফিক্‌হু আহ্‌লিল ইরাক ও হাদীসিহিম, ইমাম কাউছারী র. পৃ. ১৭

پس جو محض قیاس علماء کو قیاس ابلیس کہے وہ خود ابلیس ہے اور جو قیاس علماء کی تقلید کو حرام وشرک کہے وہ خوض مشرک ہے

যে ব্যক্তি আলিমদের কিয়াসকে শয়তানের কিয়াস বলে, সে নিজেই শয়তান। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আলিমদের কিয়াসের তাকলীদ বা অনুসরণ করা হারাম ও শিরক বলে সে নিজেই মুশরিক।[৬২৭]

ইজমা'-কিয়াস সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে, যারা ইজমা'-কিয়াস শরীয়তের দলীল হওয়া অস্বীকার করে, তারা মুসলিম উম্মাহ্‌র অনুসরণীয় নয় বরং তারা গোমরাহ্‌ পথভ্রষ্ট।

[৬২৭] তালীফাতে রশিদিইয়াহ্‌, পৃ. ৫২১

তেরোতম অধ্যায়

আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র.

ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ইসলাম প্রচারক
আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. এর ইল্‌মী গভীরতা :

আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম ও ইসলাম প্রচারক। তিনি প্রায় দেড় শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কিতাবের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌ র. বলেন,

"বাংলা-আসামের উলামার মধ্যে ইসলামী গ্রন্থ রচনায় তাঁর দান সর্বাধিক। তাঁর রচনার কলেবর 'বারো হাজার তিনশত তিরাশি' পৃষ্ঠা।" [৬২৮]

---

[৬২৮] "রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা"(ইফাবা প্রকাশিত) গ্রন্থে পৃ. ২৩৫

মূলত এর সংখ্যা আরো অনেক বেশি। অন্য কোথাও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। নিম্নে তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো।

মাওলানা সাহেবের রচিত কিতাবসমূহের তালিকা,

১। কোরআন শরীফ-আলিফ লাম-মীম (১ম পারা) তফসীর
২। কোরআন শরীফ-ছায়াকুল (২য় পারা) তফসীর
৩। কোরআন শরীফ-তিলকার রসূল (৩য় পারা) তফসীর
৪। কোরআন শরীফ-আমপারা (৩০ পারা) তফসীর
৫। কামেয়োল মোবতাদেয়িন (১ম ভাগ)
৬। কামেয়োল মোবতাদেয়িন (২য় ভাগ)
৭। কামেয়োল মোবতাদেয়িন (৩য় ভাগ)
৮। কারামতে আহমদিয়া (প্রথম ভাগ)
৯। নাছরোল মোজতাহেদীন বা মাছায়েল (১ম খণ্ড)
১০। কলেমাতোল কোফর
১১। কেয়াছের অকাট্য দলীল
১২। কাদিয়ানী রদ (১ম ভাগ)
১৩। কাদিয়ানী রদ (২য় ভাগ)
১৪। কাদিয়ানী রদ (৩য় ভাগ)
১৫। কাদিয়ানী রদ (৪র্থ ভাগ)
১৬। কাদিয়ানী রদ (৫ম ভাগ)
১৭। কাদিয়ানী রদ (৬ষ্ঠ ভাগ)
১৮। খতম ও যিয়ারতের মীমাংসা
১৯। খাঁ সাহেবের তফসীরের প্রতিবাদ
২০। খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ
২১। খোন্দকারের ধোকাভঞ্জন
২২। গ্রামে জুম'আ
২৩। গ্রামে জুম'আ সম্বন্ধে মক্কাশরীফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া
২৪। গ্রামে জুম'আ বা হিন্দুস্থানে একটি ফৎওয়া
২৫। যাকাত ও ফেতরার বিস্তারিত মাছায়েল
২৬। জরুরী ফৎওয়া (১ম ভাগ)
২৭। জবহ ও কোরবানীর মাছায়েল
২৮। জরুরী মাছায়েল (১ম ভাগ)
২৯। জরুরী মাছায়েল (২য় ভাগ)
৩০। জরুরী মাছায়েল (৩য় ভাগ)
৩১। জুম'আ বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন
৩২। তরদীদোল মোবতেলীন (১ম ভাগ)
৩৩। তাছাওফ তত্ত্ব বা তরিকত দর্পণ
৩৪। তাবিজাত (১ম ভাগ)
৩৫। তাবিজাত (২য় ভাগ)
৩৬। তাবিজাত (৩য় ভাগ)
৩৭। তাবিজাত (৪র্থ ভাগ)
৩৮। তাবিজাত (৫ম ভাগ)
৩৯। তাবিজাত (৬ষ্ঠ ভাগ)
৪০। দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা
৪১। দাফেয়োল মোফছেদিন
৪২। দাফন ও কাফনের মাছায়েল
৪৩। নামাজ শিক্ষা
৪৪। পীর ও মুরীদি তত্ত্ব (১ম ভাগ)
৪৫। নাছরোল মোজতাহেদীন বা মাছায়েল (২য় খণ্ড)
৪৬। নাছরোল মোজতাহেদীন বা মাছায়েল (৩য় খণ্ড)
৪৭। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব
৪৮। কেরাত শিক্ষা
৪৯। ফেরকাতোন নাজিন বা সত্য ফেরকা নির্বাচন
৫০। ফুরফুরা পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী

৫১। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (১ম ভাগ)
৫২। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (২য় ভাগ)
৫৩। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (৩য় ভাগ)
৫৪। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (৪র্থ ভাগ)
৫৫। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (৫ম ভাগ)
৫৬। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (৬ষ্ঠ ভাগ)
৫৭। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (৭ম ভাগ)
৫৮। ফত্ওয়ায়ে আমিনিয়া (৮ম ভাগ)
৫৯। বোরহানোল মোকাল্লেদিন বা মজহাব মীমাংসা
৬০। বঙ্গ ও আসামের পীর আওলিয়াদের কাহিনী (১ম ভাগ)
৬২। বঙ্গানুবাদ খোৎবা
৬৩। বাগমারী ফকিরের ধোকাভঞ্জন
৬৪। বঙ্গানুবাদ মেশকাতুল মাছাবিহ (১ম ভাগ)
৬৫। বঙ্গানুবাদ মেশকাতুল মাছাবিহ (২য় ভাগ)
৬৬। বঙ্গানুবাদ মেশকাতুল মাছাবিহ (৩য় ভাগ)
৬৭। মিলাদে মোস্তফা (১ম ভাগ)
৬৮। মোলাখ্যাছের অনুবাদ
৬৯। মছজেদ স্থানান্তারিত করার রদ
৭০। মাওলানার ফৎওয়া
৭১। আফতাবে হেদায়েত ফিরছে মাহাতাবে জালালাত
৭২। মোছলেম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদ
৭৩। মাছলা ভাণ্ডার
৭৪। রদ্দে শিয়া (১ম ভাগ)
৭৫। রদ্দে আজানগাছি
৭৬। রদ্দে বেদায়াত (১ম ভাগ)
৭৭। রদ্দে বেদায়াত (২য় ভাগ)
৭৮। রদ্দে বেদায়াত (৩য় ভাগ)
৭৯। রদ্দে বেদায়াত (৪র্থ ভাগ)
৮০। সত্য প্রচার নামক বিজ্ঞাপনের অসারতা
৮১। সায়েকাতোল মোসলেমিন
৮২। হজরত বড় পীর ছাহেবের জীবনী
৮৩। হজ্জের মাছায়েল
৮৪। হানাফী ফিক্‌হ তত্ত্ব (১ম ভাগ)
৮৫। হানাফী ফিক্‌হ তত্ত্ব (২য় ভাগ)
৮৬। হানাফী ফিক্‌হ তত্ত্ব (৩য় ভাগ)
৮৭। অলিউল্লাহগণের অলৌকিক জীবনী (১ম ভাগ)
৮৮। অপবাদ খন্ডন
৮৯। অতি জরুরী মাসায়েল
৯০। অজিফা ও তরিকার পীরগণের শাজরা
৯১। আলকাবোল মোসলেমীন
৯২। আখেরী জোহর
৯৩। ইসলাম ও পর্দা
৯৪। ইসলাম ও মোহামেডান ’ল
৯৫। ইসলাম ও সঙ্গীত (১ম ভাগ)
৯৬। ইসলাম ও সঙ্গীত (২য় ভাগ)
৯৭। ইসলাম ও বিজ্ঞান
৯৮। এজহারোল হক (কদমবুছির ফাত্য়া)
৯৯। ইবতালোল বাতেল
১০০। ঈদ ও নারী
১০১। এহকাকোল হক
১০২। একটি ফৎওয়ার রদ
১০৩। ওয়াজ শিক্ষা (১ম ভাগ)
১০৪। ওয়াজ শিক্ষা (২য় ভাগ)
১০৫। ওয়াজ শিক্ষা (৩য় ভাগ)
১০৬। ওয়াজ শিক্ষা (৪র্থ ভাগ)
১০৭। ওয়াজ শিক্ষা (৫ম ভাগ)
১০৮। ওয়াজ শিক্ষা (৬ষ্ঠ ভাগ)
১০৯। ওয়াজ শিক্ষা (৭ম ভাগ)
১১০। ওয়াজ শিক্ষা (৮ম ভাগ)

বাহাছের কিতাব

১১১। কিশোরগঞ্জের বাহাছ (মীলাদ কিয়াম), ময়মনসিংহ
১১২। কালিগঞ্জের বাহাছ (মযহাব), সাতক্ষীরা
১১৩। কালনা জবারীপাড়ার বাহাছ (হিন্দুস্থানের সুদ), বর্ধমান

১১৪। কিশোরগঞ্জের বাহাছ (আজানগাছী), ময়মনসিংহ
১১৫। নবাবপুরের বাহাছ (মযহাব), হুগলী
১১৬। গৌরীপুরের বাহাছ (কিয়াম), ধুবড়ী-আসাম
১১৭। বাঁচামরার বাহাছ (সুদখোরের যিয়াফত), মানিকগঞ্জ
১১৮। বাইটকামারীর বাহাছ
১১৯। মাইজভান্ডারীর বাহাছ (পীর সিজদা), নদীয়া
১২০। মোয়াজ্জমপুরের বাহাছ (মযহাব), চব্বিশ পরগনা
১২১। লক্ষ্মীপুরের বাহাছ (মযহাব), যশোহর
১২২। সিরাজগঞ্জের বাহাছ (আখিরী যোহর, মীলাদ), সিরাজগঞ্জ।
১২৩। হাজীগঞ্জের বাহাছ (শাজরাতে কালেমা), ত্রিপুরা।
১২৪। হানাইলের বাহাছ(মাযহাব)

অপ্রকাশিত কিতাবসমূহ

যে কিতাবগুলো পাণ্ডুলিপি লিখে রেখে গেছেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, যা পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি।

১। কোরআন শরীফ-লান-তানালু (৪র্থ পারা) তফসীর।
২। আকায়েদ দর্পণ
৩। হযরত একরামোল হক (রহ.)-এর জীবনী (মুর্শিদাবাদ)
৪। জরুরী ফৎওয়া (২য় ভাগ)
৫। অলিউল্লাহগণের অলৌকিক জীবনী ২য় ভাগ
৬। মিলাদে মোস্তফা(২য় ভাগ)
৭। জরুরী ফৎওয়া (৩য় ভাগ)
৮। বঙ্গ আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী ২য় ভাগ
৯। মাওলানার জীবনী
১০। তওরাত ও ইঞ্জিলের মনছুক হওয়া
১১। রোজার বিস্তারিত মাছায়েল
১২। নেকাহ ও তালাকের বিস্তারিত মাছায়েল (১ম ভাগ)
১৩। নেকাহ ও তালাকের বিস্তারিত মাছায়েল (২য় ভাগ)
১৪। স্বপ্নের তাবির (১ম ভাগ)
১৫। স্বপ্নের তাবির (২য় ভাগ)
১৬। রদ্দে খ্রীস্টান
১৭। কোরআনের তহরিফ না হওয়া
১৮। নবীগণের পবিত্রতা
১৯। তওরাত ও ইঞ্জিলের তহরিফ হওয়া
২০। রদ্দে শিয়া (২য় ভাগ)
২১। কারামাতে আহমদীয়া (২য় ভাগ) (হযরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরলবী র-এর জীবনী)

অপ্রকাশিত বাহাছের কিতাব

২২। গোসাইবাড়ীর বাহাছ (মযহাব), বগুড়া
২৩। চাঁদপুরের বাহাছ (কটকাবলা), ত্রিপুরা
২৪। পাবনাপুরের বাহাছ (মযহাব), রংপুর
২৫। ফরিদপুরের বাহাছ (কাদিয়ানী), পাবনা
২৬। বর্ধমানের পোরশার বাহাছ, বর্ধমান
২৭। হরিহরপুরের বাহাছ (আখিরী যোহর), মুর্শিদাবাদ
২৮। যাদবপুরের বাহাছ
২৯। ঝাউডাঙ্গার বাহাছ

৩০। জামতৈলের বাহাছ	৩১। ষাট গম্বুজের বাহাছ
৩২। বশিরহাটের বাহাছ (সঙ্গীত বাদ্য)	৩৩। বশিরহাটের বাহাছ (শিয়া)
৩৪। হাসনাবাদের বাহাছ	৩৫। মেঘার আইটের বাহাছ
৩৬। বাজিদপুরের বাহাছ	৩৭। গোবিন্দপুরের বাহাছ

গ্রন্থ রচনার সাথে সাথে আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. মাসিক পত্রিকা ‘সুন্নাত-অল-জামাত’ ও সাপ্তাহিক পত্রিকা. ‘হানাফী’ ও ‘মোসলেম’ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা সম্পর্কে মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম “মাওলানা রূহুল আমিন জীবন ও কর্ম” (ইফাবা. পৃ ৯২) গ্রন্থে বলেন, “‘সুন্নাত-অল-জামাত’ পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ১০/১২ হাজারে পরিণত হলো। কোনো মুসলমান পরিচালিত বাংলা মাসিক পত্রিকার ভাগ্যে এত গ্রাহক জুটেনি এর আগে।” এছাড়াও ‘মোসলেম হিতৈষী’ ও ‘ইসলাম দর্শন’ পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।

পাঠক! আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. এর বাংলা ভাষায় ইসলামী ও ইল্‌মী গ্রন্থ রচনা এবং পত্রিকা প্রকাশ সে যুগের কথা, যখন মুসলিম সমাজ বাংলা ভাষাকে অশ্রুত মনে করত। সে সময়ের ইতিহাস যারা জানেন, তাঁদের আর বোঝানোর দরকার নেই যে, তখন বর্তমান সময়ের মতো লিখা-লিখির এত উন্নত কলাকৌশলের প্রচলন ছিলো না। হাদীস ও ফিক্‌হের তাখাস্‌সুসের ছাত্ররা তাঁকে বেষ্টন করে রাখত না। এয়ার-কন্ডিশনে, ফ্যানের নিচে আরামে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের বাটন চেপে শামেলার সাহায্যও তাঁর সামনে ছিলো না।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর পনেরো-বিশটি জীবনীর কোনো একটিও যদি পাঠক অধ্যয়ন করেন, দেখতে পাবেন তাঁর জীবন কত বৈচিত্র্যময় কর্মে পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁর ওয়ায-নসীহত, মুবাহাসা-মুনাযারা ও লেখালেখিতে তৎকালীন গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, কথিত আহ্‌লে হাদীস ও ভণ্ড পীর-ফকীর বিদ‘আতীরা পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর ওয়ায-নসীহতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ র. বলেন, “সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত তিনি বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচার করেন।”

তাঁর প্রায় বিশ হাজার হাদীস মুখস্ত ছিলো। তাঁর ইল্‌মী যোগ্যতা ও ইসলামের খেদমতের কারণে তৎকালীন আলিম সমাজ তাঁকে হাফিযুল হাদীস, শেরে বাংলা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। আকাবিরে দেওবন্দের সাথে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি যে মাহফিল করতেন, সে মাহফিলগুলোর ব্যানার, পোস্টারেও উক্ত উপাধিগুলো লিখা থাকত।

এরকম একটি ঘটনার বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. এর অন্যতম খলীফা মাগুরা নিবাসী পীরে কামিল জনাব হযরত

হাজী আব্দুল হামীদ সাহেব র. এর সাহেবজাদা মাওলানা রশিদ আহ্মাদ দা.বা. বলেন, যে বছর ইল্ম অর্জনের জন্য আমি দেওবন্দ মাদরাসাতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি পোস্টারে আমার দৃষ্টি আটকে যায়; আমি দেখতে পাই দেওবন্দের শাইখুল আরব ওয়াল আ'যম হুসাইন আহ্মাদ মাদানী র. ও অন্যান্য আকাবিরে দেওবন্দের সাথে আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. এর নাম এভাবে লিখা রয়েছে-

اس مخفل مین شیر بنگاله علامة روح الامین تشریف لائنگے

এ মাহফিলে শেরে বাংলা আল্লামা রূহুল আমিন আগমন করবেন।

রূহুল আমিন বশিরহাটী র. এর ফিরাসাত :

আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর পূর্বে আলীয়া মাদরাসা সম্পর্কে বলেন, "এ মাদরাসাগুলোর জনক কলিকাতার 'মাদরাসা আলীয়া' এবং আলীয়ার ঢঙ্গেই এ জাতীয় মাদরাসাগুলো সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে চলে থাকে। সুতরাং কলিকাতার 'মাদরাসা আলীয়া' এ মাদরাসাগুলোর আদর্শ। বলাবাহুল্য কলিকাতা মাদরাসা অর্থাৎ স্বয়ং আদর্শ যখন এরূপ (অর্থকারী শিক্ষা ব্যবস্থা)! তখন অনুবর্তীগণের কথা তুলে লাভ কি? **এ জাতীয় মাদরাসা থেকে মুসলমান সমাজের কখনো যে, কোনো সুফল হবে, সে আশা এক বিড়ম্বনা মাত্র।"**

কোথাও উল্লেখ করেন,

"এই শ্রেণীর মাদরাসাগুলোও আমাদের ধর্মীয় অভাব পূরণ করতে অক্ষম"[৬২৯]

মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি র. সম্পর্কে কিছু কথা :

তবে এটি সত্য যে, আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. আল্লামা রূহুল আমিনই হতে পারতেন না, যদি তাঁর পীর ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তৈরি না করতেন।

মুজাদ্দিদে যামান র. এর পরশে গড়ে ওঠা কিছু নাম :

মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকী ফুরফুরাবী র. নিজে যেমন ইল্মপ্রিয় বুজুর্গ ছিলেন, তেমনি তাঁর খলীফা ও মুরীদদেরও তিনি ইল্ম অনুরাগী করে তোলেন। ছারছীনার শাহ্ সূফী আল্লামা নেছারুদ্দীন আহ্মাদ র. আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী র. এর সহপাঠী হযরত মাওলানা ওজিহুল্লাহ্ সন্দ্বীপী র.

[৬২৯] আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. এর 'জীবন ও কার্য' ড. মোস্তফা আব্দুল কাইয়ূম, পৃ. ১৩০-১৩১, বইটি নবনূর প্রেস, বশিরহাট থেকে মাওলানা শরফুল আমিন সাহেব প্রকাশ করেছেন। আমি পাঠকগণকে উক্ত বইয়ের ১২৫ থেকে ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রফেসর আব্দুল খালেক র. ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ র. হাজী আব্দুল হামীদ সাহেব মাগুরাবী র. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী র.সহ তাঁর প্রায় ছয়শ'রও অধিক খলীফার জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে এমনই দেখা যায়।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া র. ও হযরত আবূ জা'ফর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র.

মাওলানা মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ এম.এ. "ফুরফুরা শরীফের মেজলা হুযুর পীর কেবলার জীবন-চরিত" এ ৫৬ পৃ. লিখেছেন, ২৪ পরগণার বশিরহাট আমিনীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার সুপারেন্টেন্ডেন্ট মাওলানা আবদলু মান্নান সাহেব বর্ণনা করেন,

"আমি হিন্দুস্তানে পড়াশুনা শেষ করিবার পর আমার ওস্তাদ শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের নিকট মুরীদ হইয়াছিলাম। ইহার কিছুদিন পরে তিনি মদীনা শরীফে রওয়ানা হইলেন এবং আমি বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। প্রায় ৭ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর আমি সাহারানপুর যাইয়া আমার পীর হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সংগে সাক্ষাত করি। তখন তিনি মদীনা শরীফ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাহারানপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 'হুযুর! আমি আপনার নিকট বাইআত হইয়াছি। কিন্তু আমার তরীকার মশ্‌ক করা হইতেছে না। কারণ আপনি সুদূর মদীনা শরীফে অবস্থান করেন।' তিনি নিরব রহিলে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হুযুর আমি অন্য কোন পীরের নিকট সবক মশ্‌ক করিতে পারি কি?' তিনি বলিলেন, 'কোন্ পীর? আমি উত্তর দিলাম, 'আমাদের বাংলা দেশের ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবূ জা'ফর সাহেব।' তিনি তাহার নাম শুনামাত্র বলিলেন, **'কাবেলে কবুল হ্যায়।"**

অতঃপর তাহার নিকট হইতে এজাজত পাইয়া আমি বাড়ি চলিয়া আসিলাম। পরে আলা হযরত মেজলা হুযুর কেবলার হস্তে বাইআত হইয়া তাহার নিকট সবক মশ্‌ক করিয়াছি। তিনি (মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব) আরও বলেন, সেই দিনের কথা মনে হইলে এখনও আমার মন রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব এমনভাবে মেজলা হুযুর কেবলার কথা বলিলেন, যেন মনে হইল তাহারা অনেক দিনের পরিচিত।"[৬৩০]

হযরত আশরাফ আলী থানবী সাহেব র.ও হযরত আবূ জা'ফর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র.

উক্ত জীবন-চরিতের ৬০ পৃ. আছে,

[৬৩০] প্রাগুক্ত (পাণ্ডুলিপি)

"অন্য এক সময় মুর্শিদ কেবলা তাহার বড় সাহেবজাদার (আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দীকি দা.বা.) নিকট হযরত মাওলানা থান্‌বী র. সাহেবের কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :

ছাত্র জীবন হইতেই আমি হাকীমূল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব র.-কে গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তবে যদিও আমি তাহার সমসাময়িক কাল পাইয়া ছিলাম, তথাপি তাহার সহিত মোলাকাত করিবার সুযোগ আমার হয় নাই। কিন্তু স্বপ্নে বহুবার তাহার যিয়ারত লাভ করিয়াছি। যেমন,

একদা স্বপ্নে দেখিতেছি, আমি কোন একটি মাসআলা মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। এমতাবস্থায় দেখিলাম আমার ওয়ালেদ সাহেব কেবলা (মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দিকী র.) ও (হযরত) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব র. উভয়ে একস্থানে বসিয়া আছেন। আমি ওয়ালেদ কেবলাকে মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'থানবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর' তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'না, তোমার ওয়ালেদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর।' এইরূপ কয়েকবার করিবার পরে অবশেষে থানবী সাহেব জোর দিয়া বলিলেন, 'তোমার ওয়ালেদ সাহেবকেই জিজ্ঞাসা কর।' এমতাবস্থায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. সম্পর্কে "জৌনপুর-দেওবন্দ-ফুরফুরা একই বৃক্ষের তিনটি শাখা" পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্। এখানে শুধু মুজাদ্দিদে যামান র. এর ইল্‌ম অর্জনের একটি দিক ও তাঁর সমসাময়িক আলিমগণের সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার কিঞ্চিত বিবরণ তুলে ধরছি,

ইল্‌মী প্রখরতা :

মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. কলিকাতা সিন্দুরিয়াপট্টি মসজিদে মুজাদ্দিদে যামান সাইয়িদ আহ্‌মাদ বেরলবী র. এর অন্যতম খলীফা, বালাকোটের নির্ভীক মুজাহিদ হাফিয জামালুদ্দীন র. এর নিকট হাদীসের দাওরা করেন।

'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থে মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'যমী র. লিখেছেন, হাফিয জামালুদ্দীন র. মাওলানা আহ্‌মাদ আলী সাহারানপুরী র. এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন এবং তিনি বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি মসজিদের হুজরায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটাতেন।

তৎকালীন আরব বিশ্বের বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ছিলেন আমিন রিদওয়ান আলমাদানী র. (মৃত ১৩২৯ হি.)[৬৩১] তাঁর থেকেও তিনি ইল্‌মে নববী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর থেকে চল্লিশটি কিতাবের সনদ লাভ করেন। নিম্নে উক্ত কিতাবগুলোর তালিকা প্রদান করা হলো,

১. مسند اللإمام أبي حنيفة "মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা"

২. موطأ الإمام مالك "মুয়াত্তা ইমাম মালেক"

৩. مسند الإمام الشافعى "মুসনাদে ইমাম শাফে'ঈ"

৪. مسند الإمام أحمد "মুসনাদে ইমাম আহ্‌মাদ"

৫. صحيح البخاري " সহীহ্ বুখারী" ৬. صحيح مسلم "সহীহ্ মুসলিম"

৭. سنن النسائي " সুনান নাসায়ী " ৮. سنن أبي داود "সুনান আবূ দাউদ"

৯. سنن الترمذي "সুনান তিরমিযী" ১০. سنن ابن ماجه "সুনান ইবনে মাজাহ্"

১১. مصنف عبد الرزاق "মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক"

১২. مصنف ابن أبي شيبة "মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা"

১৩. صحيح ابن خزيمة "সহীহ্ ইবনে খুযাইমা"

১৪. صحيح ابن حبان "সহীহ্ ইবনে হিব্বান" ১৫. مسند الدارمي "মুসনাদে দারিমী"

১৬. مسند أبي داود الطيالسي "মুসনাদে আবূ দাউদ তইয়ালিসী"

১৭. مسند عبد بن حميد "মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ"

১৮. مسند الحارث بن أبي أسامة " মুসনাদে হারিস ইবনু আবী উসামা"

১৯. مسند البزار "মুসনাদে বায্‌যার" ২০. مسند أبي يعلي الموصلي "মুসনাদু আবী ইঅ'লা আলমাউসিলী"

২১. مسند سعيد بن منصور "মুসনাদে সাঈদ ইবনে মানসুর"

২২. المستدرك للحاكم "হাকীম নিশাপুরীর আলমুসতাদরাক"

২৩. السنن الكبرى للبيهقي "বাইহাকীর আস-সুনানুল কুবরা"

---

[৬৩১] আব্দুল হাই কাত্তানী র. তাঁর فهرس الفهارس و الأثبات কিতাবে আমিন রিদওয়ান আলমাদানী র. এর আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন- **امين رضوان المدني**: هو محمد أمين بن أحمد رضوان شيخ الدلائل بالروضة النبوية الفقيه الصالح المسند ولد بالمدينة سنة ١٢٥٢

২৪. سنن أبي مسلم الكشي " সুনানু আবূ মুসলিম আলকাশশি"

২৫.مشكاة الأوار للشيخ الأكبر "মিশকাতুল আনওয়ার"

২৬. تاريخ دمشق لابن عساكر "ইবনে 'আসাকিরের তারীখে দিমাশক"

২৭. تاريخ يحيى بن معين "তারীখে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন"

২৮.الشفا للقاضى عياض "কাযী 'ঈয়াযের আশ শিফা"

২৯. شرح السنة للبغوي "ইমাম বাগাবীর শারহুস সুন্নাহ্"

৩০. الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك "আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারকের আয যুহ্দ ওয়ার রাকাইক" ৩১. نوادر الأصول للحاكم الترمذي "হাকীম তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উসূল"

৩২. كتاب الدعاء للطبرانى " তবারানীর কিতাবুদ্দু'আ' "

৩৩. اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي "খতীবে বাগদাদীর র. ইকতিদাউল ইল্‌মি ওয়াল-আমাল" ৩৪.المستخرج على صحيح البخارى للإسماعيلي "ইসমাঈলীর আলমুসতাখরাজ আলা সহীহিল বুখারী" ৩৫. المستخرج على صحيح مسلم لابي عوانة "আবূ 'আওয়ানার আলমুসতাখরাজ 'আলা সহীহিল মুসলিম"

৩৬. الفرج بعد الشدة لابن ابي الدنيا "ইবনে আবিদ দুনইয়ার আলফারজু বা'দাশ শিদ্দাহ"

৩৭. حلية الأولياء لأبى نعيم "আবূ নু'আইমের হিলইয়াতুল আউলিয়া"

৩৮. جياد مسلسلات للسيوطي "ইমাম সুয়ূতীর জিয়াদুল মুসালসালাত"

৩৯.عمل اليوم و الليلة لابن سنى "ইবনে সুন্নির আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাতি"

৪০. الذرية الطاهرة للدولابى "আদ্দুলাবীর আয্‌যুররিয়াতুত তাহিরা"।

দেওবন্দ ও ফুরফুরার মাঝে অন্তরঙ্গতা :

সমসাময়িক আলিমগণের সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার কিঞ্চিত বিবরণ :

মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. এর অন্যতম খলীফা মাগুরার পীরে কামিল, শাহ্ সূফী আলহাজ্জ খন্দকার আব্দুল হামীদ সাহেব র. এর প্রতিষ্ঠিত, আনওয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসা, মাগুরাতে ২২/০৩/২০১২ তারিখে 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' এর মহাসচিব হযরত মাওলানা আব্দুল জাব্বার দা.বা. ও মারকাযুদ্ দা'ওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা

এর আমীনুত্-তা'লীম, উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা. সহ শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে দেওবন্দের উপস্থিতিতে এক উলামা মাহফিলে বাংলাদেশে সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী দরবার খানকায়ে হামীদিয়া, মাগুরার পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা আবূ সালেহ্ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্ লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন, তা হতে কিছু অংশ হুবহু তুলে ধরা হলো।

উভয় সিলসিলার আকাবিরগণের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা যারা আকাবির হযরতগণের কিতাব অধ্যয়ন করেছেন, আকাবিরের বরকতময় সোহ্বত গ্রহণ করে হয়েছেন ধন্য; তাঁরা জানেন দেওবন্দ ও ফুরফুরার হযরতগণের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মুহাব্বাতের কথা।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বীকৃতি প্রদান :

হযরত থানবী র. এর সর্ববৃহৎ জীবনী গ্রন্থ "আশরাফুস সাওয়ানিহ্" খুললে দেখা যাবে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত থানবী র. ও ফুরফুরার হযরতের হক্কানিয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

হযরত মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি র.ও হযরত আশরাফ আলী থানবী সাহেব র. এর ব্যাপারে মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসার জনাব হযরত আমীর হাসান সাহেব র.কে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নে বাশারত প্রদান :

অপর ঘটনাটি রয়েছে, (যা মূলত একটি স্বপ্নের বিবরণ) হযরত আশরাফ আলী থানবী র. এর সর্ববৃহত জীবনী গ্রন্থ "আশরাফুস সাওয়ানিহ" খ. ৩, পৃ. ১৫৩

خواب (১৪) جولھتے بوتے ہیں حق ہے

دیکھتا ہوں کہ ایک جلسہ ہوا اس کے صدر سردار دوجہاں علیہ الصلوۃ و السلام ہیں – جلسہ ختم ہونے کے بعد لوگ قسم بہ قسم مسٔلہ دریافت کرنے لگے- عند الفرصت بندہ نے بھی جا کے یہ بات دریات کی کہ حضرت حکیم الامۃ صاحب تھانوی اور مولانا ابو بکر صاحب پھر پھروی کیسے ہیں اور جو کچھ فرما تے ہیں حسب شریعت ہے یا نہیں- جواب میں فرمایا: دونوں نہایت نیک آدمی ہیں اور جو کچھ لکھتے ہیں بولتے ہیں بالکل حق ہے- (امیر حسن مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور)

(মাদরাসা মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর এর জনাব আমীর হাসান সাহেব বলেন)

আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, একটি মাহফিল হচ্ছে। যার সদর (প্রধান) আসনে আসীন রয়েছেন ছারওয়ারে দোঁজাহান আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম। মাহ্‌ফিল শেষ হওয়ার পরে লোকজন বিভিন্ন ধরণের মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এক পর্যায়ে এ বান্দাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি হযরত হাকীমুল উম্মত সাহেব থানবী ও মাওলানা আবূ বকর সাহেব ফুরফুরাবী কেমন মানুষ এবং তারা যা বলেন তা শরীয়ত সম্মত কি না? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন : উভয়ই অত্যন্ত নেক মানুষ এবং যা কিছু লিখেন ও বলেন তা সবই সঠিক।[৬৩২]

হযরত মাদানী র. এর প্রশংসা :

শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী র. ফুরফুরার হযরতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন,

بنگال مین حضرت ابو بکر صدیقی اسلام کی خدمت اور دشمنان دین کا مقابلہ کر چکے ہیں

“বঙ্গদেশে হযরত আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. ইসলামের খেদমত করেছেন এবং দ্বীন ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন।”

হযরত মাদানী র. আরো বলেছেন,

حضرت مولانا ابو بکر صدیقی فرفراوی رح بہت بل بڑا بزرگ تھا مین ے ان کے دربار میں کئ مرتہ گیا ہے-

“হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন, আমি তাঁর দরবারে অনেকবার গিয়েছি।”

যদি কারো জানা থাকে, ফুরফুরার ‘আলা হযরতের প্রতি হাকীমুল উম্মাতের মুহাব্বাত ও শ্রদ্ধাবোধ, হযরত আস‘আদ মাদানী র. কর্তৃক ফুরফুরার ‘আলা হযরতের মাযার শরীফ যিয়ারতের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য, আপন পীরের নির্দেশে হযরত সদর সাহেব হুযুরের (ফুরফুরার ‘আলা হযরতের) নিকট বাই‘আত হওয়ার কথা, হযরত আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী র. এর দেওবন্দের সহপাঠী হযরত মাওলানা ওযীহুল্লাহ্‌ সন্দ্বীপী র.সহ দেওবন্দের অনেক কৃতি-সন্তানদের ফুরফুরার ‘আলা হযরতের নিকট বাই‘আত গ্রহণের ইতিহাস, হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী র. এর হযরত নিয়ায মাখদূম খোতানী সাহেব হুযুর র.কে ছারছীনাতে হাদীসের খেদমতে পাঠানোর কথা, তবে ফুরফুরার প্রতি তিনি কখনো বাতিল অপবাদের তীর ছুঁড়তে পারেন না ।

[৬৩২] আশরাফুস সাওয়ানিহ খ. ৩, পৃ. ১৫৩

মুজাদ্দিদে যামান র. এর অভিব্যক্তি :

অপর দিকে ফুরফুরার ‘আলা হযরতের দ্বিধাহীন অভিব্যক্তি “আমি ও হযরত থানবী একই মাশরাবের”।

‘আলা হযরতের বড় সাহেবজাদা কর্তৃক দেওবন্দের হযরতগণের সাথে অনেক মুহাব্বাত ছিলো এবং ‘আলা হযরতের মেঝ সাহেবজাদা কর্তৃক হযরত থানবী র. এর সাথে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ চিঠির আদান-প্রদান হতো।

‘আলা হযরতের অন্যতম খলীফা ছারছীনার হযরত শাহ্ সূফী আল্লামা নেছার উদ্দীন আহ্মাদ র. ও আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র.সহ অন্যান্য খলীফা ও দেওবন্দের হযরতগণের পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিবেদন, এসব ইতিহাস উভয়েরই হক্কানিয়াতের উজ্জল প্রমাণ।

রশীদ আহ্মাদ গাংগুহী র. এর নামে নামকরণ :

আশ্চর্য ও ভাবার বিষয়, আমরা আজ যার গরীবখানায় উপস্থিত তার নাম “রশিদ আহ্মাদ”। এ নাম রাখার পর ফুরফুরার ‘আলা হযরত বলেছিলেন : “হিন্দুস্তানের এক মস্তবড় আলিম মাওলানা রশীদ আহ্মাদ গাংগুহী র. এর নামের সাথে মিল রেখে তার নাম রেখেছি রশিদ আহ্মাদ’।

আরো অনেক পারস্পরিক মুহাব্বাতের ইতিকথা রয়েছে, যা হিন্দুস্তানের দ্বীনি খেদমতের সোনালী হরফে লিখা ইতিহাসের পরতে পরতে বিদ্যমান। (শেষ হলো)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী র. এর হযরত মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. সম্পর্কে উক্ত কথা আমরা ওস্তাদে মুহ্তারাম উস্তাযুল আসাতিযা শাইখুল হাদীস আল্লামা কাজী মু’তাসিম বিল্লাহ্ দা.বা. থেকেও শুনেছি।

তাছাড়া আল্লামা রূহুল আমিন র. রচিত মুজাদ্দিদে যামান র. এর জীবনী গ্রন্থের শেষে শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী র. ও তৎকালীন জমিয়াতে-উলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারী মাওলানা আহ্মাদ সা‘ঈদ সাহেব, মুজাদ্দিদে যামান র. সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা তুলে ধরেছেন।

মুজাদ্দিদে যামান র. সম্পর্কে দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরামের ভাষ্য :

হযরত মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. সম্পর্কে তৎকালীন আরো কিছু প্রসিদ্ধ আলিমের বক্তব্য তুলে ধরছি, কলিকাতা মাদরাসার ভূতপূর্ব হেড মৌলভী শামছুল উলামা মাওলানা ছফিউল্লাহ্ সাহেব র. বলেন,

وہ بنگال کے ھادي برا درجہ کے امام

ফুরফুরার পীর সাহেব বঙ্গদেশের হাদী, বড় দর্জার ইমাম।

সৈয়দ মাওলানা মুমতাজুদ্দীন সাহেব র. বলেন,

بنگال ميں دو هستی ہے ایک مولانا ابو بکر صدیقی صاحب دوسرا مولانا اسحاق صاحب

বঙ্গদেশে দুই বিশাল ব্যক্তিত্ব বর্তমান আছে, এক. মাওলানা আবূ বকর সাহেব (ফুরফুরাবী)র. দুই, মাওলানা এসহাক সাহেব।

হযরত মাওলানা থানবী সাহেব র. এর ভাগ্নে মাওলানা আব্দুল আলিম সাহেব র. বলেন, میرا حضور کے ساته قدم بوسی حاصل کرنے کا موقع نهین هوا হুযুরের (ফুরফুরার পীর সাহেব র. এর) সঙ্গে কদমবুছি হাছিল করার সুযোগ হয়নি।

মাওলানা আব্দুল্লাহ্ টুঙ্কী র.(কলিকাতা মাদরাসার ভূতপূর্ব হেড মৌলভী) ও মাওলানা নাজির হোসেন সাহেব র. (তথাকার সহ. মৌলভী) বলেন,

بنگال ميں ان کا ذات غنيمت ہے

বঙ্গদেশে তাঁর (ফুরফুরার পীর সাহেবের) জাত গনিমত।

শামছুল উলামা মাওলানা এছহাক সাহেব র. (ঢাকা মাদরাসার তদানীন্তন হেড মৌলবী) বলেন, ان کا ذات کبریت احمر ہے তাঁহার (ফুরফুরার পীর সাহেবের) জাত স্পর্শ মণিতুল্য।[৬৩৩] এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি।

---

[৬৩৩] বিস্তারিত দেখুন, আল্লামা রূহুল আমিন র. রচিত হযরত মুজাদ্দিদে যামান আবূ বকর সিদ্দীকি ফুরফুরাবী র. এর বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৩৫৯-৩৬১

চৌদ্দতম অধ্যায়

গাইরে মুকাল্লিদ,লা-মাযহাবী, তথাকথিত আহ্‌লে হাদীসদের ভ্রান্ত আকীদা

গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, তথাকথিত আহ্‌লে হাদীসদের ভ্রান্ত আকীদা

কথিত আহ্‌লে হাদীস নামধারী বিদ‘আতীদের ভ্রান্ত আকীদার ওপর স্বতন্ত্র কিতাব রচনার দাবি রাখে। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে তাদের কিছু বাতিল আকীদা পাঠক খেদমতে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। তাদের একটি চরিত্র হলো, তারা নিজেরা

বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসে জর্জরিত হয়ে অন্যের ওপর ছড়ি ঘুরায়। এবং তাদের বাতিল আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ না করলে তারা অন্যকে কাফির, মুশরিক, বিদ‘আতী ইত্যাদি বলে নির্দ্বিধায় ফাত্ওয়া প্রদান করে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ বাতিল ফেরকাটিই মুসলিম উম্মাহ্র অতীত বাতিল ফেরকাগুলোর বিভিন্ন বাতিল আকীদা-বিশ্বাসকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করেছে।

অতীতের বাতিল ফেরকাগুলোর আকীদা-বিশ্বাস ও কথিত আহ্লে হাদীস :

মুসলিম উম্মাহ্র অতীত বাতিল ফেরকাগুলোর মধ্যে মু’তাযিলা, খারেজী, মুরজিয়া, মুশাব্বিহা, মুজাস্সিমা, জাহ্মিয়া, এমনকি শিয়া কাফিরদের আকীদা-বিশ্বাস পর্যন্ত এ বাতিল ফেরকাটি নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করেছে।[৬৩৪]

মু’তাযিলা ফেরকা ও কথিত আহ্লে হাদীস :

কথিত আহ্লে হাদীসদের আকীদা বা বিশ্বাস হলো, স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করলে উক্ত নামাযের কাযা করতে হয় না। এবং শরীয়তের দলীল শুধু কুরআন হাদীস অর্থাৎ তারা ইজমা’ কিয়াসকে অস্বীকার করে।[৬৩৫]

বাতিল মু’তাযিলা ফেরকারও আকীদা-বিশ্বাস ছিলো, স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করলে উক্ত নামাযের কাযা করতে হয় না। শরীয়তের দলীল শুধু কুরআন-হাদীস অর্থাৎ তারা ইজমা’ কিয়াসকে অস্বীকার করে। সাথে সাথে এ মু’তাযিলা ফেরকা আল্লাহ্ তা‘আলার সিফাতকে অস্বীকার করে এবং কুরআন শরীফকে সৃষ্ট পদার্থ মনে করে।[৬৩৬]

খারেজী ফেরকা ও কথিত আহ্লে হাদীস :

কথিত আহ্লে হাদীস ফেরকার আকীদা-বিশ্বাস হলো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের হুকুম মানা শিরক, চার মাযহাবের অনুসারীরা কাফির-মুশরিক। যে নামায পড়ে না সে কাফির।[৬৩৭]

---

[৬৩৪] এ বিষয়ে আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী র. এর “ফেরকাতোন নাজিন” কিতাবটি দেখা যেতে পারে।

[৬৩৫] দেখুন, ‘দোর্‌রায়ে মুহাম্মাদী’ পৃ. ৮,১১,১৩,২০,৫১, ‘বারকুল মুয়াহ্হিদীন’ পৃ. ৭৯ ‘ইবরাজুল গাই’

[৬৩৬] দেখুন, ‘শারহুল মাওয়াকেফ’ পৃ. ৭৪৮-৭৫০ ‘গুনিয়াতুত্তালেবীন’ পৃ. ২৩৩-২৩৪

[৬৩৭] দেখুন, ‘দোর্‌রায়ে মুহাম্মাদী’ পৃ. ৩৯ ‘রদ্দে তাকলীদ’ পৃ. ১৯ ‘ফিক্হে মুহাম্মাদী’ পৃ. ২ ‘ইজহারে হক্ব’ পৃ. ১৬ ‘ফাতোয়ায়ে নযিরিয়া’ পৃ. ১,৯৬,৯৭, ‘দোর্‌রায়ে মুহাম্মাদী’ পৃ. ৪-১২

খারেজী ফেরকা বেনামাযী ও কবীরা গুনাহ্‌কারীকে কাফির বলে বিশ্বাস করে। তারা নিজেদের ফেরকার অনুসারী ছাড়া অন্য সকল মাযহাব অনুসারীকে কাফির বলে থাকে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে হাকীম নির্ধারণ করে তাকেও কাফির বলে থাকে। সাথে সাথে এ ফেরকা বেগানা স্ত্রীলোকদের স্পর্শ করা জায়েয মনে করে। এবং মুসলমানদের রক্তপাত ও অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করা হালাল মনে করে।[৬৩৮]

পাঠক! আপনারা লক্ষ্য করবেন, এ সকল কথিত আহ্‌লে হাদীসদের ফাত্‌ওয়া শুরু হয় মুশরিক, কাফির ইত্যাদি থেকে। তারা চার মাযহাবের অনুসারীদের মুশরিক বলে থাকে। অতীত বাতিল ফেরকাগুলোর পর তারাই মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে "ফিতনাতুত তাকফীর" উজ্জীবিত করেছে। প্রতি যুগের আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ অতীতের বাতিল ফেরকাগুলোকে পৃথিবী থেকে এমনভাবে মিটিয়ে দিয়েছিলেন যে, আজ পৃথিবীব্যাপী পুরস্কার ঘোষনা করলেও একজন মু'তাযিলী পাওয়া যায় না।[৬৩৯]

এখন সময়ের দাবী, চার মাযহাবের অনুসারী তথা আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের আলিমদের দায়িত্ব হলো, এসকল কথিত আহ্‌লে হাদীস নামধারী বাতিল ফেরকাকে ইল্‌মীভাবে কঠিন হাতে প্রতিহত করা। অন্যথায় শুধু ইসলামেরই ক্ষতি হবে তা নয় বরং ফেতনা-ফাসাদে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাও ব্যাহত হবে।

মুশাব্বিহা, মুজাস্‌সিমা ফেরকা ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

কথিত আহ্‌লে হাদীস ফেরকার আকীদা হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি সিংহাসনের ওপর বসে আছেন। প্রত্যেক রাত্রে আরশ হতে প্রথম আকাশে নেমে থাকেন, তাঁর দু'পা কুরসির ওপর আছে এবং তাঁর দু'টি হাত, দু'টি চোখ ও একটি মুখ আছে।

তাদের কেউ লিখেছে, খোদার মুখ আছে। দু'টি হাত আছে। কান ও চক্ষু আছে। সাত আসমানের ওপর সমুদ্র আছে। আর সেই সমুদ্রের ওপর চারজন ফেরেশতার ঘাড়ের ওপর আরশ আছে। আল্লাহ্‌ সে আরশের ওপর বসে আছেন।[৬৪০]

---

[৬৩৮] দেখুন, 'তালবীসে ইবলীস' পৃ. ২২ 'শারহুল মাকাসিদ' খ. ২, পৃ. ২৫৭ 'শারহুল মাওয়াকেফ' পৃ. ৭৫৭-৭৬০ 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' পৃ. ২১২ 'আকায়েদে নাসাফী' পৃ. ৮৪ 'আল-মিলাল ওয়ান্নিহাল' খ. ১ পৃ. ১৫৪

[৬৩৯] তাদের বাতিল আকীদাগুলোর কিছু, কথিত আহ্‌লে হাদীসদের মতো বাতিল ফেরকাগুলো গ্রহণ করেছে। যা আলোচনা করা হচ্ছে।

[৬৪০] দেখুন, "ইহ্‌তেওয়া" পৃ. ৩,৪,৯,২০,২১, আহ্‌লে হাদীস পত্রিকা, ৯ম ভাগের ৯ম সংখ্যা, পৃ. ৩৫৩

মুশাব্বিহা ফেরকার আকীদা হলো, আল্লাহ্ আকৃতিধারী, কিন্তু রক্ত-মাংসের নয়। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। তিনি আরশের ওপর আছেন। ওপরের দিক হতে আরশের সাথে মিলে আছেন। তিনি গমনাগমন ও অবতরণ করেন।

মুজাস্‌সিমা ফেরকার আকীদা হলো, আল্লাহ্ তা'আলাকে স্পর্শ করা যায়। তাদের একদল বলে আল্লাহ্ আরশ স্পর্শ করে আছে, যে সময় তিনি অবতরণ করেন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করেন। তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ্ তা'আলার চেহারা, হাত, আঙ্গুল ও পা আছে।[৬৪১]

মুরজিয়া ফেরকা ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

মুরজিয়া ফেরকার আকীদা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। তিনি আকৃতিধারী কিন্তু আকৃতিধারীর মতো নন। তাদের একদল কিয়াস অস্বীকার করে। সাথে সাথে তারা বলে থাকে, ঈমান আনার পর গুনাহ্ করলে কোনো ক্ষতি হয় না।[৬৪২] পাঠক! আমরা পূর্বে দেখেছি, কথিত আহ্‌লে হাদীসরা কিয়াস অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলে স্বীকার করে। অতএব কথিত আহ্‌লে হাদীস ফেরকা ও মুরজিয়া ফেরকার আকীদা-বিশ্বাস কোনো কোনো স্থানে মিলে গিয়েছে।

শিয়া-রাফেযী ফেরকা ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

কথিত আহ্‌লে হাদীসদের আকীদা হলো, হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. গুনাহ্‌গার ও বিদ'আতী। তারা মাযহাবের অনুসারীদের হত্যা করা জায়েয মনে করে। চতুষ্পদ জন্তুর মল-মূত্র পাক মনে করে। মদ পাক বলে ফাত্‌ওয়া দেয়। এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান করে।[৬৪৩]

শিয়া-রাফেযী ফেরকা হযরত আবুবকর রা. হযরত ওমর রা.সহ সাহাবীগণকে বিদ'আতী বলে ও নিন্দা করে। তাদের আকীদায় বিশ্বাসী ছাড়া অন্যকে হত্যা করা হালাল মনে করে। গরু-ছাগলের মল-মূত্র পাক মনে করে। এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান করে।[৬৪৪]

---

[৬৪১] দেখুন, 'শারহুল মাওয়াকেফ' পৃ. ৭৬১, 'তালবীসে ইবলীস পৃ. ১২০ 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' পৃ. ২০৭-২৩৮

[৬৪২] দেখুন, 'তালবীসে ইবলীস' পৃ. ২৭ "তামহীদ" পৃ. ২০২ "তাফসীরে আহ্‌মদী" পৃ. ৪০৭

[৬৪৩] দেখুন, "ইনতেকাদ" পৃ. ৬২ "মিসকুল খিতাম" খ. ১, পৃ. ৫৪৩ "রাওযায়ে নাদিয়া" পৃ. ১৯৬ "ফিকহে মুহাম্মদী" "মেয়ারে হক্ব" পৃ. ১৩১ 'দোর্‌রায় মুহাম্মাদী' পৃ.২৩,৩১,৩৯,৫২

[৬৪৪] দেখুন, 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' পৃ. ২১৮ "তাফসীরে আহমাদী" পৃ. ৪০ "ইকদুলজিদ" পৃ. ৮৭

ইবনে তাইমিয়া ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

এখানে একটি বিষয় পাঠক খেদমতে পরিষ্কার হওয়া দরকার। কথিত আহ্‌লে হাদীস নামীয় এ বাতিল ফেরকা প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে ঐ বিষয় গ্রহণ করে যা তার যাল্লাত বা পদস্খলন এবং যে বিষয় দ্বারা সমাজ জীবনে ও ধর্মীয় জীবনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা যায়। ইবনে তাইমিয়ার অনেক বিষয় তারা নিজেদের আকীদা হিসেবে গ্রহণ করেছে,[৬৪৫] আবার অনেক বিষয় তারা এড়িয়ে গেছে।

এ বিষয়ে ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তারা ইবনে তাইমিয়ার ঐ বিষয়গুলো গ্রহণ করেছে যা আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের যোগ্য আলিমগণ কর্তৃক ইবনে তাইমিয়ার ভুল ও পদস্খলন বলে প্রমাণিত।

যেমন নবীগণের ওফাতের পরে ও আল্লাহ্‌র মাহবূব বান্দাগণের ইন্তেকালের পরে তাঁদের ওসীলা দেওয়া জায়েয নেই বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান। মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে সেই প্রথম ব্যক্তি যে ওসীলার ক্ষেত্রে জীবিত-মৃতের মধ্যে পার্থক্য করেছে। তার পূর্বে এ মত-পার্থক্য মুসলমানদের মধ্যে ছিলো না।

---

[৬৪৫]. হাফিয ইবনে তাইমিয়া এর সাথে আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অনেক বিষয়ে উসূলী ও ফুরূ'ঈ তথা আকীদাগত ও শাখাগত মাসআলায় অনেক মতপার্থক্য রয়েছে।

আল্লামা কাশ্মিরী র. বলেন,

فأما الحافظ ابن تيمية فلا ريب إنه بحر مواج لا ساحل له ولكن شذ في مسائل من الأصول والفروع جمهور الأمة المحمدية والحق

অর্থাৎ, হাফিয ইবনে তাইমিয়া তিনি নিশ্চয় বড় আলিম যার ইল্‌মের কোনো কুল কিনারা নেই। তবে তিনি বহু মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখাগত মাসআলাতে অধিকাংশ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অথচ হক অধিকাংশের সাথে।

সম্মানিত পাঠক! যারা الاختلاف أنواعه و مراتبه و أحكامه সম্পর্কে ধারণা রাখেন তারা أصولي ও فروعي তথা মৌলিক ও শাখাগত মতানৈক্যের ফলাফল সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবেন। তার অনেক মতামতের মধ্যে যে বিষয়টি উম্মতের হৃদয়ে সবচে বড় আঘাত দিয়েছে তা হলো, যিয়ারতের জন্য মদীনা শরীফ সফর করা জায়েয নেই বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান। ইবনে তাইমিয়ার এ মতকে গ্রহণ করে কথিত আহ্‌লে হাদীসরা বলে, যখন কোনো ব্যক্তি মদীনা শরীফ গমন করবেন, তখন তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা শরীফ যিয়ারতের নিয়ত করবেন না; বরং মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করবেন।

প্রিয় পাঠক! মূলত হাফিয ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণার জন্য শাইখুল ইসলাম যাহিদ আলকাউছারী র. ও আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী র. এর রচনাবলী দেখা যেতে পারে।

মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ

কথিত আহ্‌লে হাদীস নামীয় বিদ‘আতীরা ইবনে তাইমিয়ার এ ভ্রান্ত মতকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করেছে এবং পুরো মুসলিম উম্মাহ্ এ ওসীলা জায়েয বলার কারণে তারা মুসলমানদের মুশরিক বলে ফাত্ওয়া প্রদান করছে।

ইবনে তাইমিয়া ও তাবীজ কবচ :

কুরআনের আয়াত, আল্লাহ্ তা‘আলার নাম ও দু‘আয়ে মাছুরা ইত্যাদি দ্বারা ঝাড় ফুঁক তাবীজ-কবচ পৃথিবীর সকল হক মাসলাকের ওলামার নিকট জায়েয। এ বিষয়েও কথিত আহ্‌লে হাদীস নামধারী বিদ‘আতীরা আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। শুধু বিরোধিতাই নয়, এ ক্ষেত্রেও তারা আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীদের মুশরিক বলে ফাত্ওয়া প্রদান করেছে। আজীব ব্যাপার হলো, এক্ষেত্রে তারা ইবনে তাইমিয়াকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাবীজের ব্যাপারে বলেন,

ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضي شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقي (فتاوى ابن تيمية ج.١٩ ص.٦٤)

বিপদগ্রস্ত বা অসুস্থ লোকদের জন্য কালি দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র যিক্‌র লিখে দেওয়া এবং ধুয়ে পান করানো জায়েয।[৬৪৬]

শুধু ইবনে তাইমিয়া নয় তাদের অন্য একজন আংশিক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব শাওকানীও তার نيل الأوطار কিতাবে বলেছেন, সকল ফকীহ্‌র নিকট এ জাতীয় তাবীজ জায়েয।

ইল্‌মে তাসাওউফ ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

অন্যতম সালাফী আলিম শায়েখ আবূ বকর জাবের আল-জাযাইরী “ইলাত্‌তাসাওউফ ইয়া ইবাদাল্লাহ্” নামক কিতাবে লিখেছেন,

---

[৬৪৬] ফাত্ওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, খ. ১৯, পৃ. ৬৪
পাঠক! এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি তা হলো, আমি কোনো মাসআলাতে আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের দলীল তুলে ধরছি না। কেননা দলীল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এটি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এখানে আমার উদ্দেশ্য হলো, সংক্ষেপে কথিত আহ্‌লে হাদীস নামধারী বিদ‘আতীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরা; যেন সাধারণ মুসলমানগণ তাদের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

و التعريف الصحيح للتصوف هو: أنه بدعة (ضلالة) من شر البدع، و أكثرها أضلالا، و أكبرها ضلالة

"তাসাওউফের সঠিক সংজ্ঞা হলো, ১. এটি বিদ'আত ২. ভ্রষ্টতা ৩. সর্বনিকৃষ্ট বিদ'আত ৪. তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ভ্রষ্টতা ৫. বড় বিভ্রান্তি "[৬৪৭]

ইবনে তাইমিয়া ও ইল্‌মে তাসাওউফ :

ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন,

هو أي الصوفي . في الحقيقة نوع من الصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال : صديقو العلماء وصديقو الأمراء فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين أنهم صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضاً كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجلّ الصديقين بحسب زمانهم فهم من أكمل صديقي زمانهم والصديق من العصر الأول أكمل منه والصديقون درجات وأنواع

"প্রকৃতপক্ষে সূফী হলেন, সিদ্দীকীনের একটি প্রকার। সূফী হলেন এমন সিদ্দীক যে তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী যুহ্‌দ ও ইবাদতের মাঝে মগ্ন থাকেন। এ অর্থে সূফী হলেন সিদ্দীক। যেমন বলা হয়, আলিমদের সিদ্দীকিন ও আমীরদের সিদ্দীকিন।

সুতরাং সূফী সাধারণ সিদ্দীক থেকে বিশেষিত (খাস) এবং সিদ্দীকে কামিল তথা সাহাবা, তাবে'ঈন ও তাবে-তাবে'ঈন থেকে নিম্ন স্তরের। অতএব, বসরার ঐ সমস্ত যাহিদ ও আবিদ সম্পর্কে বলা হবে যে, তারা সিদ্দীকিন। যেমন কূফার ফকীহ্ ইমামগণের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তারাও সিদ্দীকীন।

প্রত্যেক দলই তাঁদের ইজতিহাদ অনুযায়ী আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করেছেন। কখনও সূফীগণ তাঁদের যামানার শ্রেষ্ঠ সিদ্দীকীন হিসেবে পরিগণিত হবেন। অতএব, সূফীগণ তাঁদের যামানার কামিল সিদ্দীকীন। আর প্রথম যামানার সিদ্দীকগণ হলেন এদের চেয়েও কামিল। আর সিদ্দীকীনের রয়েছে বিভিন্ন স্তর ও প্রকার।"[৬৪৮]

---

[৬৪৭] ইলাত্‌তাসাওউফ ইয়া ইবাদাল্লাহ্, পৃ. ১৪

[৬৪৮] মাজমূআতুল ফাতাওয়া, খ. ১৬, পৃ. ১১

ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন,

"وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من الكتب والاثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا لم يشوبوه بما يخالفه

“সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহ্, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও সূফীগণ রাসূলদের আনিত বিষয়ের ওপর এবং তাঁদের থেকে যে সমস্ত কিতাব ও ইল্‌মের ধারা এসেছে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এরা হলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং একে রিসালাতের বিরোধী কোনো বিষয় দ্বারা দূষিত করেন না” [৬৪৯]

হাফিয ইবনে তাইমিয়া বলেন,

لفظ الفقر والتصوف قد أدخل فيه أمور يحبها الله ورسوله فتلك يؤمر بها، وإن سميت فقرا وتصوفا ؛ لأن الكتاب والسنة إذا دل على استحبابها لم يخرج ذلك بأن تُسمى باسم أخر . كما يدخل في ذلك أعمال القلوب كالتوبة والصبر والشكر والرضا والخوف والرجاء والمحبة والأخلاق المحمودة

“ফকীরি এবং তাসাওউফের মাঝে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেন। সুতরাং শরীয়তে এর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; যদিও এর নাম তাসাওউফ কিংবা ফকীরি রাখা হয়।

কেননা কিতাব ও সুন্নাহ্ যখন এর মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করে, তখন একে অন্য কোনো নামে নামকরণ দ্বারা মূল বিষয় থেকে এটি বের হয়ে যাবে না। যেমন তাসাওউফের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে অন্তরের আমলসমূহ তথা তাওবা, সবর, শুক্‌র, রিযা (সন্তুষ্টি), খাওফ (ভয়), রজা (আশা), মহব্বত ও আখলাকে মাহ্‌মূদা (প্রশংসনীয় গুণাবলী)”[৬৫০]

তিনি বলেন,

وَهُمْ يَسِيرُونَ بِالصُّوفِيِّ إِلَى مَعْنَى الصِّدِّيقِ وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ الصِّدِّيقُونَ

[৬৪৯] প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৬

[৬৫০] প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৮-২৯

"সূফী শব্দকে তারা মূলত সিদ্দীকীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর নবীদের পরে সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন, সিদ্দীকীন।"[৬৫১]

ইবনে তাইমিয়া বলেন,

وَلَوْ كَفر هَؤُلَاءِ لَزِمَ تَكْفِيرُ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَفِيَّةِ ، وَالْحَنْبَلِيَّةِ ، وَالْأَشْعَرِيَّةِ ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَالصُّوفِيَّةِ : الَّذِينَ لَيْسُوا كُفَّارًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ

"যদি এদেরকে কাফির বলা হয়, তবে শাফে'ঈ, মালেকী, হানাফী, হাম্বলী, আশ'আরী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং সূফীদের অনেককে কাফির বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। "মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত বিষয় হলো, পূর্বোক্ত কেউ কাফির নন" [৬৫২]

হাফিয ইবনে তাইমিয়া বলেন,

وَ " الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ " وَنَحْوُهُ مِنْ أَعْظَمِ مَشَايِخِ زَمَانِهِمْ أَمْرًا بِالْتِزَامِ الشَّرْعِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى الذَّوْقِ وَالْقَدَرِ ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَشَايِخِ أَمْرًا بِتَرْكِ الْهَوَى وَالْإِرَادَةِ النَّفْسِيَّةِ

"শায়েখ আব্দুল কাদের ও অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ মাশায়েখ শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা, শরীয়তের আদেশ-নিষেধকে মান্য করা এবং একে তাকদীর ও নিজেদের যাওকের (পছন্দ) এর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার আদেশ করেছেন। তারা ছিলেন সে সমস্ত শ্রেষ্ঠ শায়েখ, যারা কুপ্রবৃত্তি ও মনের ইচ্ছাকে বর্জনের আদেশ দিতেন।"[৬৫৩]

ইবনে তাইমিয়া বলেন, **والْجُنَيْد وَأَمْثَالُهُ أَئِمَّةُ هُدًى وَمَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ ضَالٌّ . وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْجُنَيْد مِنْ الشُّيُوخِ تَكَلَّمُوا فِيمَا يَعْرِضُ لِلسَّالِكِينَ وَفِيمَا يَرَوْنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْأَنْوَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَحَذَّرُوهُمْ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى** "জুনাইদ বাগদাদী র. এবং অন্যান্য সূফী-সাধক হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইমাম। সুতরাং এ ব্যাপারে যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে তারা পথভ্রষ্ট। জুনাইদ র. ছাড়াও অন্যান্য শায়েখ যারা সালেকের বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের অন্তরে যে আলোকমালা দেখতে পান সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাদেরকে এ ধারণা থেকে সতর্ক করেছেন যে, এ নূরকে যেন আল্লাহ্‌র সত্তা মনে না করে।[৬৫৪]

ইবনুল কাইয়িম ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

[৬৫১] প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১৬
[৬৫২] প্রাগুক্ত, খ. ৩৫, পৃ. ১০১
[৬৫৩] প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৮৮৪
[৬৫৪] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩২১

ইবনুল কাইয়িম তার ওস্তাদ ইবনে তাইমিয়াকে সারা জীবন ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। কথিত আহ্‌লে হাদীস ফেরকা ইবনুল কাইয়িম এরও ঐ সকল আকীদা-বিশ্বাস নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করেছে, যা আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের যোগ্য আলিমগণ কর্তৃক ইবনুল কাইয়িম এর পদস্খলন বা ভুল বলে প্রমাণিত।[৬৫৫] অপরদিকে খুব কৌশলের সাথে কথিত আহ্‌লে হাদীসরা তার অনেক ভালো বিষয় এড়িয়ে গেছে। যেমন তাযকীয়ায়ে নফস বা ইল্‌মে তাসাওউফ শিক্ষা করার ব্যাপারটি।

ইবনুল কাইয়িম ও ইল্‌মে তাসাওউফ :

হাফিয ইবনুল কাইয়িম তাঁর **طريق الهجرتين** "তরীকুল হিজরাতাইন" নামক কিতাবে লিখেছেন,

"**ومنها أن هذا العلم "التصوف" هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة**

"এ ইল্‌ম তথা তাসাওউফের ইল্‌ম বান্দার সমস্ত ইল্‌মের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ইল্‌ম। ইলমুত্‌তাওহীদ তথা তাওহীদের ইল্‌মের পরে এর চেয়ে উত্তম ইল্‌ম আর নেই। এ ইল্‌মের জন্য শুধু উত্তম ও সম্মানিত হৃদয় উপযুক্ত। কোনো নিকৃষ্ট ও নীচু হৃদয় এর উপযুক্ত নয়"[৬৫৬]

কাশ্‌ফ, ইল্‌হাম ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

কথিত আহ্‌লে হাদীস নামীয় বিদ'আতীরা আল্লাহ্‌র মাহ্‌বূব বান্দাদের কাশ্‌ফ ইলহাম অস্বীকার করে। তারা যেখানে তাসাওউফকেই অস্বীকার করে সেখানে এগুলোর ব্যাপারে আর কি বলার আছে।

ইবনে তাইমিয়া ও কাশ্‌ফ ইলহাম :

ইবনে তাইমিয়া বলেন, **فَمَا كَانَ مِنْ الْخَوَارِقِ مِنْ " بَابِ الْعِلْمِ " فَتَارَةً بِأَنْ يُسْمِعَ الْعَبْدَ مَا لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ . وَتَارَةً بِأَنْ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ يَقَظَةً وَمَنَامًا . وَتَارَةً بِأَنْ يَعْلَمَ مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ وَحْيًا وَإِلْهَامًا أَوْ إنْزَالُ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ أَوْ فِرَاسَةٍ صَادِقَةٍ وَيُسَمَّى كَشْفًا وَمُشَاهَدَاتٍ وَمُكَاشَفَاتٍ وَمُخَاطَبَاتٍ : فَالسَّمَاعُ مُخَاطَبَاتٌ وَالرُّؤْيَةُ مُشَاهَدَاتٌ وَالْعِلْمُ مُكَاشَفَةٌ وَيُسَمَّى ذَلِكَ كُلُّهُ "كَشْفًا " وَ " مُكَاشَفَةً " أَيْ كَشَفَ لَهُ عَنْهُ** "ইল্‌মের ক্ষেত্রে যে সমস্ত

[৬৫৫] এ বিষয়ে আল্লামা যাহিদ আলকাউছারী র. তাহ্‌কীক তা'লীক কৃত কিতাব الصيف الصقيل في الرد على ابن زفيل দেখা যেতে পারে।

[৬৫৬] তরীকুল হিজরাতাইন, হাফিয ইবনুল কাইয়িম, পৃ. ২৬০-২৬১

অস্বাভাবিক বিষয় প্রকাশিত হয় যেমন, কখনো কোনো কোনো বান্দা এমন কিছু শ্রবণ করে যা অন্যরা করে না। কিংবা কখনো স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় এমন জিনিস দেখে, যা অন্যরা দেখে না। অথবা ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে কখনো এমন জিনিস অবগত হয়, যা অন্যরা জানে না। অথবা তার ওপর আবশ্যকীয় ইল্‌ম অবতীর্ণ হয়। অথবা সত্য ফেরাসাত, যাকে কাশ্‌ফ ও মোশাহাদা বলা হয়। সমষ্টিগতভাবে এগুলোকে কাশ্‌ফ ও মুকাশাফা বলে অর্থাৎ তার নিকট উন্মোচিত করা হয়েছে"[৬৫৭]

মুশাহাদা ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

কথিত আহ্‌লে হাদীসরা আল্লাহ্‌র মাহ্‌বূব বান্দাদের মুশাহাদা অস্বীকার করে।

ইবনে তাইমিয়া ও মুশাহাদা :

ইবনে তাইমিয়া বলেন, وَ " الْمُشَاهَدَاتُ " الَّتِي قَدْ تَحْصُلُ لِبَعْضِ الْعَارِفِينَ فِي الْيَقَظَةِ كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ لَمَّا خَطَبَ إلَيْهِ ابْنَتَهُ فِي الطَّوَافِ : أَتُحَدِّثُنِي فِي النِّسَاءِ وَنَحْنُ نَتَرَاءَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي طَوَافِنَا وَأَمْثَالُ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِثَالِ الْعِلْمِيِّ الْمَشْهُودِ "জাগ্রত অবস্থায় কোনো কোনো 'আরেফ মুশাহাদা লাভ করেন। যেমন, হযরত ইবনে ওমর রা.কে তাওয়াফ অবস্থায় হযরত ইবনে যুবাইর রা. নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিলে হযরত ইবনে ওমর রা. তাঁকে বললেন, "তুমি আমার সাথে মহিলাদের আলোচনা করছ, অথচ আমি তাওয়াফ অবস্থায় আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করছি"। এ জাতীয় আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। এ সকল ঘটনা দ্বারা ইল্‌মী মুশাহাদা উদ্দেশ্য।"[৬৫৮]

তাবাররুক ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

কথিত আহ্‌লে হাদীসরা تبرك باثار الصالحين বা ওলী-আউলিয়া ও বুজুর্গের নিদর্শন ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ করাকে বিদ'আত ও নাজায়েয বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান করে। অথচ তাদের অনুসরনীয় ব্যক্তিত্বের অবস্থা সকলকে আশ্চর্যান্বিত করে।

নবাব সিদ্দীক হাসান খান ও তাবাররুক :

নবাব সিদ্দীক হাসান খান তার নিজের পিতার কবর সম্পর্কে বলেন, لا يزال النور على قبره الشريف والناس يتبركون به، তার (নিজ পিতার) কবর শরীফ সব সময়

---

[৬৫৭] মাজমূআতুল ফাতাওয়া, খ. ১১, পৃ. ৩১৩

[৬৫৮] প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫১

নূরানীময় ছিলো। আর মানুষরা উক্ত কবর থেকে বরকত হাসিল করতো।[৬৫৯] পাঠক! লক্ষণীয় বিষয় হলো, নবাব সিদ্দীক হাসান খান উক্ত কথার মধ্যে শুধু তাবাররুকের কথাই বলছেন না বরং কবরের সাথে "শরীফ" শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্যনীয়।

আবূ আওয়ানা র. এর কবর সম্পর্কে তিনি বলেন,

مزار العلم ومتبرك الخلق

ইল্‌মের মাযার এবং সৃষ্টির বরকত লাভের স্থান।[৬৬০]

হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কথিত আহ্‌লে হাদীস :

হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা নবীগণ কবরে জীবিত এ বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আলিমগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কথিত আহ্‌লে হাদীস নামীয় মুনকিরে হাদীসরা হায়াতুন নবী বা নবীগণ কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে।

হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইবনে তাইমিয়া :

ইবনে তাইমিয়া বলেন,

ولا يدخل في هذا الباب، ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبور غيره من الصالحين. وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم

"[কবরের নিকট মুনাজাত ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞার মাঝে] ঐ সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেগুলো বিভিন্ন আউলিয়া থেকে বর্ণিত আছে। যেমন, কেউ কেউ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য ওলীর কবর থেকে সালামের উত্তর শুনেছেন। হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব র. গ্রীষ্মের রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা মুবারক থেকে আজানের ধ্বনি শ্রবণ করতেন। এ বিষয়গুলো সবই সত্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় এগুলো নয়।"[৬৬১]

তিনি আরো বলেন, **كذلك أيضا ما يروى: أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر، فيأمره أن يخرج**

---

[৬৫৯] التاج المكلل পৃ. ২৯৪ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুহাম্মাদ আবূ বকর গাজীপুরী রচিত وقفة مع اللامذهبية في شبه القارة الهندية

[৬৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৬৬১] ইকতেযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, পৃ. ২৫৪

يستسقي بالناس فإن هذا ليس من هذا الباب. "তেমনিভাবে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন, বর্ণিত আছে, রমাদার বছর এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা মুবারকের নিকট এলো এবং তাঁর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলো।

ঐ ব্যক্তি দেখলো যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হযরত ওমর রা. এর নিকট যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং হযরত ওমর রা.কে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন সকলকে নিয়ে ইস্তেসকার নামায আদায় করেন। এ সমস্ত বিষয়ও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।"

তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا، وليس هو مما نحن فيه "তেমনিভাবে বিভিন্ন মানুষ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের কারো কারো নিকট বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের কথা বললে তাদের সে প্রয়োজন পূরণ হওয়ার যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত আছে, সেগুলোও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ ধরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত এটি নয়।"[৬৬২] পাঠক! এখানে আমরা আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের এ আকীদাগুলোর দলীল নিয়ে কোনো আলোচনা করছি না। কারণ আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আলিমদের কিতাবে উক্ত আকীদাগুলোর গ্রহণযোগ্য সহীহ্ দলীল বিদ্যমান রয়েছে।

কারামত ও কথিত আহ্লে হাদীস :

কথিত আহ্লে হাদীসরা আল্লাহ্র মাহ্বূব বান্দাদের কারামত অস্বীকার করে।

ইবনে তাইমিয়া ও কারামত :

ইবনে তাইমিয়া বলেন, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ كَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الْأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الْأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, ওলীদের কারামতের সত্যায়ন করা। এবং ইল্ম, কাশ্ফ, বিভিন্ন প্রকার কুদরত ও তাছীরের ক্ষেত্রে তাদের থেকে যে সমস্ত অস্বাভাবিক

[৬৬২] প্রাগুক্ত

বিষয় প্রকাশিত হয়, তার সত্যায়ন করা। যেমন পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে আসহাবে কাহাফ ও অন্যান্যদের কারামত এবং এ উম্মতের মাঝে সাহাবা, তাবে‘ঈন ও তাবে-তাবে‘ঈন ও কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে কারামত প্রকাশ পেতে থাকবে। সুতরাং এ উম্মতের কারামত কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।”[৬৬৩]

শায়েখ ইউসুফ বিন সাইয়িদ হাশিম রিফা‘ঈ এর নসীহত :

পাঠক! শায়েখ ইউসুফ বিন সাইয়িদ হাশিম রিফা‘ঈ এর নসীহত দ্বারা এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানতে চাচ্ছি। শায়েখ ইউসুফ বিন সাইয়িদ হাশিম রিফা‘ঈ তাঁর **نصيحة لإخواننا علماء نجد** (নজদের আলিমদের প্রতি নসীহত)[৬৬৪] কিতাবে নজদের উলামায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, **إذا اختلف معكم أحد في موضوع أو أمر فقهيٍّ أو عقديٍّ أصدرتم كتبًا في ذمه وتبديعه أو تشريكه**

ফিক্‌হ, আকীদা অথবা অন্য কোনো বিষয়ে তোমাদের সাথে কেউ যখন মতানৈক্য করে, তখন তোমরা তাকে নিন্দা করে বিদ‘আতী ও মুশরিক আখ্যায়িত করে কিতাব প্রকাশ করে থাক।

لقد كفَّرتم الصوفية، ثم الأشاعرة، وأنكرتم واستنكرتم تقليد واتباع المذاهب الأربعة : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل

“তোমরা সর্বপ্রথম সূফীদেরকে কাফির বলেছ, অতঃপর আশ‘আরীদেরকে। তোমরা চার মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণকে অস্বীকার করেছ কিংবা অপছন্দ করেছ অর্থাৎ আবূ হানিফা, মালেক, শাফে‘ঈ ও আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল র. এর মাযহাব।”[৬৬৫]

كفرتم الصوفية ثم الأشاعرة والماتردية و هم سواد المسلمين،....فماذا أبقيتم غيركم من المسلمين؟

“তোমরা সূফীদেরকে কাফির বলেছ। অতঃপর আশ‘আরী ও মাতুরীদীদেরকে কাফির বলেছ; অথচ এরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম। তোমরা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাদেরকে মুসলমান হিসেবে বাকী রেখেছ?”

---

[৬৬৩] মাজমূআতুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ১৫৬

[৬৬৪] এ পুস্তিকার ভূমিকা লিখেছেন শায়েখ ড. সা‘ঈদ রমযান বাউতী।

[৬৬৫] নসীহাতুন লি-ইখওয়ানিনা ওলামায়ে নজদ, পৃ. ২৮-২৯

পনেরোতম অধ্যায়

মাযহাববিরোধীদের ব্যাপারে শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত

মাযহাব বিরোধীদের ব্যাপারে শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত :

এ প্রবন্ধের শেষ প্রান্তে পাঠক খেদমতে আমরা গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী ও কথিত আহ্‌লে হাদীস সম্পর্কে আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের মতামত তুলে

ধরছি। এক্ষেত্রে আমরা জামিয়া শার্‘ইয়্যাহ্ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত “মাযহাববিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে” গ্রন্থের শেষে “মাযহাববিরোধীদের ব্যাপারে শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত” শিরোনামে গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী ও কথিত আহ্‌লে হাদীসদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে লিখা হয়েছে,

“আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আত এক কথায় হকপন্থী উলামায়ে কেরামের সাথে বর্তমান যুগের লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের মতভেদ শুধু শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রেই নয়, (যেমনটি অনেকে ধারনা করেন) বরং এ মতভেদ দ্বীনের অনেক মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা‘আলার অনেক সিফাত বা গুনাবলীও এদের বাড়াবাড়ির শিকার।

“যে সকল লোক কুরআন সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে না, বুঝে না তার সূক্ষ্ম ইশারা-ইঙ্গিত, তারা কুরআন সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে জ্ঞানীদের অনুসরণ বা তাকলীদ করবে” উম্মতের তেরশ বছরের এ স্বীকৃত ও অনুসৃত মতকে তারা শিরক আখ্যা দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও আলিম উলামাকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ছে, তা তারা নিজেরাও খতিয়ে দেখছেনা। মতভেদের ক্ষেত্রে শরীয়তের যে মৌলিক নীতিমালা রয়েছে সেগুলোরও কোনো তোয়াক্কা করছে না।

এসকল কারণে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের একনিষ্ঠ অনুসারী উলামায়ে দেওবন্দের সুমহান জামা‘আতের প্রায় সকলেই লা-মাযহাবীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সকলেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে লা-মাযহাবী বা মাযহাববিরোধী সম্প্রদায়, নাজাতপ্রাপ্ত জামা‘আত তথা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

তবে কিছু কিছু লোকের এ ব্যাপারে সংশয় থাকার দরুন তারা লা-মাযহাবীদেরকে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তাই এ সংশয় দূর করণার্থে উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দেওবন্দী (দা.বা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

یہ فرقے اگرچہ اسلامی فرقے میں یعنی مسلمان ہیں مگر فرقۂ ناجیہ اہل سنت والجماعت مین شامل نہیی– کیونکہ اہل سنت سے اختلاف صرف فروعی نہیی -

অর্থাৎ এই (লা-মাযহাবী) সম্প্রদায় মুসলমান হলেও নাজাতপ্রাপ্ত জামা‘আত তথা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের সাথে তাদের মতবিরোধ কেবল শাখাগত নয় বরং মৌলিক।

যে সকল দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে তারা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয় ঃ

১নং দলীল ঃ আল্লামা সাইয়িদ আহ্মাদ তাহতাবী (র.) আদ্‌দুর্‌রুল মুখতারের টীকার পশু জবাই অধ্যায়ে, জবাইকারী মুসলমান হওয়া শর্ত কিনা?

মাসআলার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وخذلانه او سخطه ومقته في مخالفتهم– وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله ومن كان خارجاً عن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار (رد المحتار ج:٤ ص:١٥٣)

অর্থাৎ হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের কর্তব্য হলো, নাজাতপ্রাপ্ত দল তথা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য, হেফাজত ও তাওফীক উক্ত জামা'আতের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত জামা'আতের বিরোধিতা করাই হল, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষোভ, অসন্তোষ ও শাস্তির কারণ। আর এ জামা'আত বর্তমানে চার মাযহাব তথা হানাফী, মালেকী, শাফে'ঈ ও হাম্বলীতে সীমাবদ্ধ। তাই যে ব্যক্তি বর্তমান যুগে উক্ত চার মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, সে বিদ'আতপন্থী ও জাহান্নামী বলে বিবেচিত হবে।

২নং দলীল ঃ ফকীহুন নফ্‌স আল্লামা রশীদ আহ্‌মাদ গাংগুহী (রহ.) প্রণীত 'সাবিলুর্ রশাদ' নামক গ্রন্থে সাতটি প্রশ্নোত্তর দেওয়ার পর কিছু বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তার মধ্য থেকে পঞ্চম প্রশ্ন ও এর উত্তর তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন ঃ লা-মাযহাবী সম্প্রদায় দাবী করে থাকে যে, নাজাতপ্রাপ্ত জামা'আত হলো, আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়। আর এটিই প্রকৃত আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত। সুতরাং যে সমস্ত ফিক্‌হী মাসআলা হাদীসের বিপরীত হবে সেগুলো বর্জন করা ওয়াজিব। অতএব আপনাদের উপাধি শুধু হানাফী, শাফে'ঈ, হাম্বলী, মালেকী না রেখে মুহাম্মাদী ও মুয়াহ্‌হিদী রাখা উচিত।

উত্তর ঃ সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম ও মুজতাহিদীনে কেরাম এবং তাদের অনুসারীদের সকলেই কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করে আসছেন। তবে দু'বিপরীতমুখী হাদীসের ক্ষেত্রে কেউ একটিকে প্রাধান্য দিয়ে তার ওপর আমল করেছেন। আবার অন্যরা অপরটিকে প্রাধান্য দিয়ে তার উপর আমল করেছেন এবং সকলেই কুরআন ও হাদীসের বিরোধিতাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মোটকথা যারা কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করেন তারা সকলেই আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী। যার প্রতিধ্বনি হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কণ্ঠে।

একদা রাসূলে আরাবী (সা.) সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। আর আমার উম্মত অচিরেই তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সকলেই হবে জাহান্নামী। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দল কোনটি? উত্তরে রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, ما أنا عليه وأصحابي অর্থাৎ আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথ ও মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উক্ত হাদীসের আলোকে সমস্ত মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের অনুসরণীয় জামা'আত হলো, আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত।

অতএব, যে অজ্ঞ-মূর্খরা তাকলীদকে অস্বীকার করে গোঁড়ামী বশতঃ মুজতাহিদগণকে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করে থাকে বা নিজেদেরকে আহ্‌লে হাদীস বলে দাবী করে, ফুকাহায়ে কেরাম ও মুজতাহিদীনে কেরামকে গাল-মন্দ করে এবং 'নস' থেকে ইজতেহাদ প্রসূত ফিক্‌হী মাসআলাসমূহকে দৃষ্টিকটূ ও বিকৃত মনে করে থাকে, তারা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা প্রবৃত্তির অনুসারী।

تأليفات رشيدية ٥١٦

৩নং দলীল ঃ "ফাতওয়ায়ে জামে'উশ্ শাওয়াহিদ" নামক গ্রন্থে দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম সদরুল মুদার্‌রিসীন আল্লামা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.)সহ আল্লামা রশিদ আহ্‌মাদ গাংগুহী (রহ.) শাইখুল হিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) মুফতি আজিজুর রহমান ওসমানী র. প্রমূখ ফুকাহায়ে কেরামের স্বাক্ষর ও সীল মোহর মেরে লা-মাযহাবীদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত ফাতওয়া প্রদান করা হয়।

"আল্লাহ্ তা'আলার শারীরিক গঠন, চারের অধিক স্ত্রী রাখা এবং তাকিয়ার মাসআলাসহ বেশ কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে জমহুর ও আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের সম্পূর্ণ বিপরীত আকীদা পোষণের মাধ্যমে তাদের (লা-মাযহাবীদের) ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং নামাজ, বিবাহ, পশু জবাইসহ সকল ক্ষেত্রে, খাওয়ারিজ ও রাওয়াফিজদের থেকে সতর্কতা অবলম্বনের মত তাদের থেকেও সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।"

৪নং দলীল ঃ মাক্‌তাবায়ে দারুল উলূম করাচী থেকে প্রকাশিত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) প্রনীত **مأة الدروس** নামক গ্রন্থের (৯৫) পঁচানব্বই নং **درس** বা পাঠে বর্ণিত আছে,

الدرس الخامس التسعون في المذاهب المنتحلة الى الإسلام في زماننا: اهل الحق منهم اهل السنة والجماعة – المنحصرون باجتماع من يعتد بهم في الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة–

واهل الأهواء منهم غيرالمقلدين الذين يدعون اتباع الحديث وأني لهم ذلك وجهلة الصوفية واشياعهم من المبتدعين وان كان بعضهم في زي العلم والروافض والنيجرية الذين يضاهون المعتزلة وإياهم فتدنس بهواهم

অর্থাৎ "বর্তমান যুগে যারা নিজেদেরকে ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করে তাদের মাযহাব প্রসঙ্গে : বর্তমান যুগে যারা নিজেদেরকে ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে তার মধ্যে আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতই হল আহ্‌লে হক তথা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী। যেটা চার মাযহাব তথা হানাফী, শাফে'ঈ, হাম্বলী ও মালেকী এই চার মাযহাবের মাঝেই সীমাবদ্ধ। আর প্রবৃত্তির পূজারী লোকজন যেমন, মাযহাববিরোধী সম্প্রদায়; তারা নিজেদেরকে আহ্‌লে হাদীস বলে পরিচয় দেয়, অথচ এ নামে পরিচয় দেওয়ার অধিকারটুকুও তাদের নেই।

আরো কিছু মূর্খ সূফী ও বিদ'আতী সম্প্রদায় তাদের অনুসারী; যদিও তাদের কারো কারো মধ্যে কিছুটা ইল্‌মের ঢং প্রকাশ পেয়েছে, তদ্রূপ রাওয়াফিজ ও বস্তুবাদী সম্প্রদায় যারা মু'তাযিলাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এসব লোকের সংশ্রব থেকে তোমরা দূরে থেকো। যাতে তাদের কু-প্রবৃত্তি দ্বারা তোমরা কলুষিত না হয়ে যাও।"

অতএব আল্লামা থানভী (র.) এর উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লা-মাযহাবী সম্প্রদায় আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫নং দলীল ঃ ইমদাদুল ফাতওয়া গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৯৩ নং পৃষ্ঠায় বিধি মাসায়েল শিরোনামে লা-মাযহাবীদের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে। সে প্রশ্ন ও তার উত্তরটি নীচে তুলে ধরা হলো,

প্রশ্ন নং ৫৪৮ ঃ সম্মানিত মুফতীয়ানে কেরাম! লা-মাযহাবী সম্প্রদায়, যারা ব্যক্তি তাকলীদকে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তারা কি আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত? নাকি খারেজী ও রাফেজীদের ন্যায় ভ্রান্ত ও গোমরাহ্‌দের দলভুক্ত? তাদের সাথে উঠা-বসা, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েয কি না? তাদের পেছনে নামায পড়া জায়েয কি না?

উত্তর ঃ কুরআন, হাদীস, ইজমা', কিয়াস, প্রসূত ফুরু'ঈ শাখাগত মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মতানৈক্য বা ভিন্নমত পোষণ করার দ্বারা কেউ আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত থেকে বেরিয়ে যায় না। পক্ষান্তরে আকীদাগত মাসআলাসমূহে মতানৈক্য তথা ভিন্নমত পোষণ করা বা ফুরু'ঈ (শাখাগত) মাসআলায় চার মূলনীতিকে বর্জন করার দ্বারা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত থেকে বের হয়ে যায়। উপরন্তু বিদ'আতী সাব্যস্ত হয়। আর বিদ'আতীর পেছনে ইকতিদা করা মাকরুহে তাহ্‌রিমী। সুতরাং এ নীতি অনুযায়ী উপরোক্ত মাসআলার সমাধান স্পষ্ট হয়ে যায়।

উপরোক্ত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই তাদেরকে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাছাড়া নিম্নোক্ত সর্বস্বীকৃত মাসআলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাধারা পোষণ করে গোমরাহীর আরো এক ধাপ অতিক্রম করেছে। লা-মাযহাবী সম্প্রদায় প্রধানত ৬টি বিষয়ে জমহুর উম্মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে।

১. তাকলীদ বা মাযহাব প্রসঙ্গে
২. তাসাওউফ বা পীর-মুরীদী প্রসঙ্গে
৩. দু'আর মধ্যে ওসীলা গ্রহণ প্রসঙ্গে
৪. তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গে
৫. বুযুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়াদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গে
৬. রওজায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গে

তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত ও মনগড়া চিন্তা চেতনা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী র. মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে গেছেন যে, "লা-মাযহাবীদের সাথে উঠা-বসা, লেনদেন, বিবাহ-শাদী কোনো কিছুই করবে না।" (**القول الجميل ص٣٤**)

সুতরাং উক্ত ওসিয়ত থেকেই বুঝা যায়, লা-মাযহাবী সম্প্রদায় কতটুকু ভ্রান্ত ও গোমরাহ।

("মাযহাববিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে" গ্রন্থ থেকে আলোচনা শেষ হলো।)

দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীস বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহ্‌মাদ পালনপুরী দা.বা. এর "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "রহ্‌মাতুল্লাহিল ওয়াসিআ" কিতাবের ভাষ্য :

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহ্‌মাদ পালনপুরী দা.বা. তাঁর "রহ্‌মাতুল্লাহিল ওয়াসি'আ" কিতাবে খ. ২, শেষে **غیر مقلدین کا شرعی حکم** বা "গাইরে মুকাল্লিদদের ব্যাপারে শরিয়তের ফায়সালা" শিরোনামে লা-মাযহাবী, গাইরে

মুকল্লিদদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনাতে তিনি ৮টি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, লা-মাযহাবী, গাইরে মুকল্লিদরা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। পাঠক খেদমতে ৬ ও ৭ নং দলিল তুলে ধরছি। যার মধ্যে ওলামায়ে দেওবন্দের ইজমা'ঈ সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত লিখেছেন,

چھٹی دلیل : امداد الفتاوی کی اسی جلد میں سوال نمبر ৫৮২ غیر مقلدین کے ساتھ معاملہ کے بارے میں ہے، جواب کا ضروری حصہ درج ذیل ہے۔

" ہمارا نزاع غیر مقلدین سے فقط بوجہ اختلاف فروع و جزئیات کے نہیں ہے اگر یہ وجہ ہوتی تو حنفیہ اور شافعیہ کی کبھی نہ بنتی، لڑائی دنگہ رہا کرتا، حالانکہ ہمیشہ صلح واتحاد رہا، بلکہ نزاع ان لوگوں سے اصول میں ہوگیا ہے کیونکہ سلف صالح کو خصوصا امام اعظم علیہ الرحمہ کو طعن و تشنیع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور چار نکاح سے زائد جائز رکھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودوبارۂ تراویح بدعتی بدعتی بتلاتے ہیں اور مقلدوں کو مشرک سمجھ کر مقابلہ میں اپنا لقب موحد رکھتے ہیں اور تقلید ائمہ کو مثل رسم جاہلان عرب کے کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے وجدنا علیه آباء نا معاذالله ! استغفر اللہ خدا تعالی کو عرش پر بیٹھا ہوا مانتے ہیں،فقہ کی کتابوں کو اسباب گمراہی سمجھتے ہیں اور فقہاء کو مخالف سنت بتلاتے ہیں اور ہمیشہ جویا ئے فساد و فتنہ انگیزی رہتے ہیں[666]

---

[666] رسالہ الاحتواء علی مسئلۃ الاستواء تصنیف نواب صدیق حسن خاں امیر بھوپال، مطبوعہ گلشن اودھ لکھنؤں میں لکھا ہے: خدا عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اس کا مکان ہے اور دونوں قدم اپنے کرسی پررکھے ہیں اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔(بحوالہ شرعی فیصلے ص ৪৫০)

(হযরত পালনপুরী দা.বা.বলেন,) 'আলইহ্‌তেওয়া আলা মাসআলাতিল ইসতিওয়া' (কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে, গুলশান আওদা লাখনু থেকে) কিতাবে নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী লিখেছেন, আল্লাহ্‌ আরশের ওপর বসে আছেন এবং আরশ আল্লাহ্‌ তা'আলার স্থান। আল্লাহ্‌ দু'কদম নিজ কুরসির ওপর রেখে দিয়েছেন এবং কুরছি আল্লাহ্‌র কদম রাখার স্থান। (সূত্র : শর'ঈ ফায়সালা পৃ. ৪৫০) বর্তমানের **কথিত আহ্‌লে হাদীস, লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, সালাফী-নজদী, ফেরকার অনুসারিরাও এরূপ আকিদা রাখে। এ বিষয়ে তাদের ভ্রান্ত আকিদার কিঞ্চিত নমুনা দেখুন-পরিশিষ্টে।**

علی ہذا القیاس بہت سے عقائد باطلہ رکھتے ہیں کہ تفصیل و تشریح اس کی طویل ہے اور محتاج بیان نہیں، بہت سے بندگان خدا پر ظاہر ہے خاص کر جو صاحب ان کی تصنیفات کو ملاحظہ فرماویں ان پر یہ امر اظہر من الشمس ہو جائے گا۔ پھر اس پر عادت تقیہ کی ہے موقعہ پر چھپ جاتے ہیں اکثرباتوں سے مکر جاتے ہیں اور منکر ہوجاتے ہیں۔ پس بوجوہ مذکورہ ان سے احتیاط سب امور دینی و دنیاوی میں بہتر معلوم ہوتی ہے۔ (امداد الفتاوی ج:8 ص: ৫৬২)

ساتویں دلیل: دار العلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقعہ پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دار العلوم دیوبند نے درجۂ علیا اور وسطی الف کے اساتذہ کو مشورہ کے لئے طلب فرمایا میں اس زمانہ میں وسطی الف مدرس تھا چنانچہ میں بھی مشورہ میں شریک ہوا، مجلس میں زیر بحث موضوع یہ تھا کہ اجلاس صد سالہ میں دعوت کن لوگوں کودی جائے، مجلس میں بالاتفاق یہ بات طے پائی کہ صرف اہل سنت و الجماعت کو دعوت دی جائے دیگر گمراہ فرقوں کو دعوت نہ دی جائے، چنانچہ سب سے پہلے غیر مقدین کا تذکرہ آیا اور تمام اساتذۂ دار العلوم دیوبند نے بالاتفاق طے کیا کہ غیر مقلدین اہل السنۃ و الجماعۃ میں شامل نہیں ہیں، پس ان کو دعوت نہ دی جائے چنانچہ اجلاس صد سالہ میں کسی غیر مقلد عالم کو دعوت شرکت نہیں دی گئ۔

ইমদাদুল ফাত্ওয়ার ভাষ্য :

গাইরে মুকাল্লিদদের সাথে আমাদের ফুরু‘ঈ তথা শাখাগত ইখতিলাফ নয় বরং উসূলী বা মৌলিক ইখতিলাফ রয়েছে :

৬ নং দলীল : ইমদাদুল ফাত্ওয়ার উক্ত খণ্ডে প্রশ্ন নং ৫৮২ গাইরে মুকাল্লিদদের সাথে মু‘আমালা সম্পর্কিত। উত্তরের প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে তুলে ধরা হলো। গাইরে মুকাল্লিদদের সাথে আমাদের বিরোধ শুধু ফুরূ‘ঈ ও জুযই নয় অর্থাৎ শুধু শাখাগত খুটিনাটি ইখতিলাফ নয়। বিষয়টি যদি এমনই হত, তাহলে হানাফী ও শাফে‘ঈদের মধ্যে কখনো সম্প্রীতি ভালোবাসা থাকতো না বরং সবসময় ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। অথচ হানাফী ও শাফে‘ঈদের পারস্পারিক মহব্বত ও ভালবাসা সব সময় রয়েছে। বরং গাইরে মুকাল্লিদদের সাথে আমাদের বিরোধ উসূলী তথা মৌলিক বিষয়ে। কারণ

১. তারা সালফে সালিহীন বিশেষ করে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা র. এর সমালোচনা বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার সাথে করে থাকে।

২. চারের অধিক বিবাহকে জায়েয মনে করে।

৩. হযরত ওমর রা. বিশ রাকাত তারাবীহ্ চালু করার কারণে তাঁকে বিদ'আতী বলে থাকে।

৪. তাকলীদকারীদের মুশরিক বলে বিপরীতে নিজেদের মুওয়াহ্হিদ তথা একত্ববাদের ভূষণে ভূষিত করে।

৫. ইমামগণের তাকলীদ করাকে আরবের জাহেলী যুগের কু-প্রথা মনে করে এবং এ ব্যাপারে তাদের উক্তি হলো, - ! وجدنا عليه آباءنا معاذ الله আসতাগ্ফিরুল্লাহ্।

৬. তারা বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আরশে বসে আছেন।

৭. ফিক্হের কিতাব তথা মাসআলা মাসায়েলের কিতাবসমূহকে ভ্রষ্টতার কারণ মনে করে।

৮. এবং ফকীহ্গণকে হাদীসবিরোধী বলে থাকে।

এ ধরণের আরো অনেক ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে থাকে। যার বিস্তারিত বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নেই বরং অনেক মানুষের কাছেই এ বিষয়গুলো স্পষ্ট। বিশেষ করে যারা তাদের লিখিত বই-পত্র পাঠ করবে তাদের কাছে এ বিষয়গুলো দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যাবে।

তাছাড়া তাদের 'তাকিয়া' তথা সত্য গোপন করার অভ্যাস রয়েছে। কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিজেকে গোপন করে ফেলে এবং অধিকাংশ বিষয়ে বাহানা করে পাশকেটে পড়ে, অস্বীকার করে বসে। অতএব উল্লেখিত বিষয়গুলোর কারণে ধর্মীয় ও পার্থিব সকল বিষয়ে তাদের থেকে দূরে থাকা অধিকতর উত্তম।[৬৬৭]

দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার সকল উস্তাদের ইজমা তথা সম্মিলিত মত হলো, গাইরে মুকাল্লিদরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয় :

৭ নং দলীল : দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার শত বছর পূর্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত মাদরাসার প্রধান শিক্ষক (মুহ্তামিম) হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তয্যব সাহেব র. প্রথম ও মধ্যম শ্রেণীর উস্তাদদের সাথে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠান। (হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. বলেন) ঐ সময় আমি মধ্যম স্তরের উস্তাদ ছিলাম। এজন্য আমিও ঐ পরামর্শে উপস্থিত ছিলাম। এ পরামর্শ সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো শত বছর পূর্তী এ অনুষ্ঠানে কাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে। মজলিসের সকলে এ বিষয়ে একমত হয় যে, শত

[৬৬৭] ইমদাদুল ফাত্ওয়া খ.৪, পৃ. ৫৬২

বছর পূর্তী অনুষ্ঠানে শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের দাওয়াত দেওয়া হবে। অন্য কোনো গোমরাহ্ ফিরকাকে দাওয়াত দেওয়া হবে না।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গাইরে মুকাল্লিদ ফিরকা আলোচনায় আসে। দারুল উলূম দেওবন্দের সকল উস্তাদ একমত পোষণ করেন যে, গাইরে মুকাল্লিদরা আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তাদের দাওয়াত দেওয়া যাবে না। এজন্য দেওবন্দের শত বছর পূর্তী অনুষ্ঠানে কোনো গাইরে মুকাল্লিদ আলিমকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি।[৬৬৮]

মূলত এ সিদ্ধান্ত আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ পূর্বেই প্রদান করেছেন। গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী, কথিত আহ্‌লে হাদীস ফিরকার শুরু লগ্নে, হরি চাঁদ (পিতা: দেওয়ান চাঁদ) নামে এক হিন্দু মুসলমান হয়ে[৬৬৯] মুসলমানদের ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ্‌গণের নামে নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে, গালি দিয়ে, অসম্মানের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক অভিসম্পাত করে। **الظفر المبين** "আয্‌যফারুল মুবীন" নামে একটি কিতাব লিখে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

উক্ত "আয্‌যফারুল মুবীন" কিতাবের প্রতারণা, ধোঁকা ও বিকৃতি তুলে ধরে হযরত মাওলানা মানসূর আলী খান মুরাদাবাদী র. **فتح المبين في كشف مكائد غير المقلدين** "ফাত্‌হুল মুবীন ফী কাশফি মাকায়িদি গাইরিল মুকাল্লিদীন"[৬৭০] নামে এক অনুপম কিতাব রচনা করেন।

উক্ত কিতাবের শেষে মাওলানা মানসূর আলী খান মুরাদাবাদী র. গাইরে মুকাল্লিদরা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত কিনা? তাদের পেছনে নামায জায়েয কিনা? এ বিষয়ে ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন।

উক্ত ফাত্‌ওয়াতে হারামাইন শরীফাইনের আলিমগণসহ বিশ্বের বিভিন্ন মারকাযের আলিমগণ দস্তখত ও নিজ নিজ সীল মোহরসহ উক্ত ফাত্‌ওয়াতে নিজেদের মত ও সমর্থন প্রদান করেন।

---

[৬৬৮] "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআ" খ. ২, পৃ. ৭৪৩

[৩০] কোনো কোনো লিখক তার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন। برای نام مسلمان هو کر "নামে মাত্র মুসলমান হয়ে " দেখুন فتح المبين পৃ. ২১

[৩১] বর্তমানে এ فتح المبين في كشف مكائد غير المقلدين "ফাত্‌হুল মুবীন ফী কাশ্‌ফি মাকায়িদি গাইরিল মুকাল্লিদীন" কিতাবটি নতুন করে দেওবন্দ থেকে ছাপা হয়েছে এবং দেওবন্দের যাকারিয়া বুক ডিপোসহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে।

উল্লেখ্য উক্ত কিতাবের শুরুতে আব্দুল হাই লাখনবী র. ও তাঁর পিতার তাকরীয বা প্রশংসা বাণী রয়েছে। যা হোক এ ফাত্ওয়া ও আলিমগণের সত্যায়নের অনুবাদ আল্লামা রূহুল আমিন বশিরহাটী র. তাঁর "নবাবপুরে হানাফী মোহাম্মাদিদের বাহাছ" কিতাবের শেষে তুলে ধরেছেন। পাঠক খেদমতে তা তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন ঃ কি বলেন শরীয়তের আলেমগণ এ সমন্ধে যে, গায়রে মোকাল্লেদগণ ছুন্নত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত কিনা? উহাদের সহিত মোকাল্লেদগণের (চারি মজহাবালম্বি) মেলামেশা, সমাজ করা ও বিবাদের সম্ভাবনা থাকিলে মছজেদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা দোরস্ত কিনা? এবং উহাদের পিছনে নামাজ জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ গায়রে মোকাল্লেদগণ তাহাদিগের লিখিত ও গ্রহণীয় কতক আকায়েদ ও মসলার জন্য রাফেজী খারেজী প্রভৃতি গোমরাহ ফেরকার ন্যায় ছুন্নত জামায়াতের বহির্ভূত। উহাদের সহিত মোকাল্লেদগণের মেলামেশা, সমাজ করা ও মছজেদে প্রবেশ করিতে দেয়া এবং বিবাহ শাদী দেয়া শরীয়তানুযায়ী নাজায়েজ ও দ্বীনের ক্ষতিকারক। উহারা মোকাল্লেদগণকে কাফের মোশরেক বলিয়া জানে ও উহাদের আকায়েদ প্রভৃতির জন্য উহাদের পিছনে নামাজ পাঠ নাজায়েজ। নিম্নলিখিত আলেমগণের দস্তখত ও মোহর আছে।

<u>দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানের আলিমগণের দস্তখত ও মোহরের নকল:</u>

১. কাজী শেখ আহমদ	২. মোহম্মদ আদেল,	৩. মোহাম্মদ আলী
৪.অছি আহমদ	৫. মোহাঃ আবদুল্লাহ	৬. মোহাঃ আবদুল হক
৭. মুনছুর আলী ৮. মোহাঃ ওমার	৯. মোহাম্মদ শাহ	১০. মোহাম্মদ হোছায়েন
১১. মোহাঃ নছিরদ্দিন	১২. নজির মোহম্মদ	১৩. মোহাঃ এছমাইল
১৪. মোহাঃ আব্দুল গফুর	১৫. মোহাঃ কাছেম	১৬. এলাহি বখশ
১৭. মোহাঃ আবদুল্লাহ	১৮. মোহাঃ আবুদর রউফ	১৯. ফতেহদ্দিন
২০. আবদুল আজিজ	২১. আবদুর রহমান	২২. আহমদ আলী
২৩. মোহাঃ আবদুল আজিজ	২৪. আবদুল্লাহ	২৫. ছৈয়দ মোহাঃ এছমাইল
২৬. মোহাঃ জোলাব	২৭. মোহাঃ মোহছেন আলী	২৮. খান মোহাম্মদ
২৯. হাফেজ আবদুল হক	৩০. আব্দুল্লাহ	৩১. মোঃ আবদুল করিম
৩২. হাজী মোহাম্মদ	৩৩. মোহাঃ গরীব উদ্দিন	৩৪. আহমদ
৩৫. আবদুল হাকিম	৩৬. মোহাঃ ফয়েজ উল্লাহ	৩৭. আবদুর রশিদ,
৩৮. আহমদ হোছায়েন	৩৯. মাজেদদ্দিন	৪০. নুরন্নবি
৪১. মোহাঃ আবদুর রহমান	৪২. মোহাঃ এছহাক	৪৩. মোহাঃ জমিরুদ্দিন
৪৪. মোহাঃ আমিরুদ্দিন,	৪৫. মোহাঃ ফখরুল হাছান	৪৬. মোহাঃ আমির
৪৭.হাফেজ ফতেহ মোহাম্মাদ ফারুকী	৪৮. ফজলোল্লাহ	৪৯. মোহাম্মদ মেহ্দী
৫০. মোহাঃ ওজিহ উদ্দিন	৫১. মোহাঃ হাবিবুল্লাহ	৫২. গোল মোহাম্মদ

৫৩. মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন ৫৪. শরক মোহাম্মাদ ৫৫. আঃ লতিফ মোজাদ্দেদী ৫৬. মাহবুবুর রহমান ৫৭. মোহাঃ আবদুর রব ৫৮. মোহাঃ নাজের হোছায়েন ৫৯. মোহাঃ আঃ রহিম, ৬০. আবদুর রাজ্জাক হানাফী

লুধিয়ানা দেওবন্দের আলেমগণের দস্তখত ও মোহরের নকল :

১. মোহাঃ আবদুর রহমান পানিপথি ২. আবুল বশির আবদুল আলী কারী, ৩. আবুল ওলা বদরদ্দিন ৪. মোহাঃ আবদুর রহমান ৫. আবদুল কাদের ৬. আবদুল আজিজ ৭. এলাহি বখশ ৮. মোহাম্মদ হায়দার আলি ৯. আবদুর রহমান ১০. মইনোল এছলাম ১১. মোহাঃ হাবিবার রহমান ১২. রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী ১৩. ছৈয়দ আহমদ ১৪. মাহ্মুদ হাছান ১৫. মোহাঃ মাহমুদ ১৬. গোলাম রছুল ১৭. মোহাঃ মোজাহেরুল হক ১৮. মোহাঃ হাছান ১৯. মোহাঃ আজিজুর রহমান ২০.আহছানদ্দিন মোহাম্মদ আকবার আলী ২১. আবদুল্লাহ ২২. মোহাঃ ওছমান আলী ২৩. বদরদ্দিন ওলব্বি ২৪. আবদুল বাকী ২৫. আবুদল ছালাম ২৬. মোহাঃ আমানতুল্লাহ ২৭. মোহাঃ ছালামতুল্লাহ ২৮. আফজাল আলী ২৯. মোহাঃ বোরহানোল হক ৩০. মোহাঃ ছলিমজ্জমান ৩১. কাছেম আলি ৩২. আবদুল হাকিম ৩৩. নছিরদ্দিন আহমদ ৩৪. ফছিহদ্দিন ৩৫. মোঃ এমাদোল এছলাম

আনাদারু ছাউনীর আলেমগণের দস্তখত ও মোহরের নকল :

১. কাজি হাবিবুল্লাহ ২. ছৈয়দ আহছান আলী ৩. মোহাঃ আবদুল হামিদ ৪. কাজী হাবিবুল্লাহ ৫. মোহাঃ ঈছা খান ৬. আহমদ খান ৭. মোহাঃ আনয়ামুল্লাহ ৮. মোহাঃ হোছেন খান ৯. ছৈয়দ মোহাঃ এয়াকুব পাঞ্জাবী ১০. আবদুল ওয়াহিদ ১১. গেয়াছদ্দিন ১২. মোহাঃ আলাউদ্দিন ১৩. আবরার আলী ১৪. মোহাঃ আকরাম কাজী ১৫. মোহাঃ ফজলোর রহমান ১৬. মোহাঃ আবদুর রহমান ১৭. শেখ লায়াল মোহাম্মদ ১৮. আবদুল্লাহ ১৯. হায়দারদ্দিন

রামপুরের আলেমগণ :

১. মোহাঃ এরশাদ হোছেন ২. মোহাঃ আবদুল আলী খান ৩. ছায়ফুদ্দিন খান ৪. মোহাঃ গওহর আলী ৫. আবদুল্লাহ্ খাঁন ৬. মোহাঃ ইয়াকুব ৭. হাবিব আহমদ ৮. মোহাম্মদ হামেদ ৯. শাহ মোহাম্মদ খান ১০. আহমদ শাফি ১১. ছৈয়দ মোহাঃ আবদুল হক ১২. মোহাঃ করিমউল্লাহ ১৩. মোহাঃ আবেদ হোছায়েন ১৪. আবদুর রসিদ সিদ্দিক ১৫. আহমদ আলী খান ১৬. ছইদ রহমান ১৭. ছঈদ আহমদ ১৮. মোহাম্মদ আমীন ১৯. আবদুছ ছোবহান ২০. আবদুল হামিদ আনছারী ২১. ফখরদ্দিন বিনে আনওয়ার আলি ২২. মোহাম্মদ ২৩. আবূ মোহাম্মদ ওছমান খান ২৪. ওলি ওন্নবি ২৫. মোহাম্মদ হাছান ২৬. এনায়েতুল্লাহ ২৭. কাদের বখশ ২৮. মোহাঃ আবদুল জলিল ২৯. আবূ ন্নো'মান মহিউদ্দিন মোহম্মদ এ'জাজ হোছায়েন ৩০. মোহাম্মদ এরশাদ হোছায়েন ৩১. ছৈয়দ মোহাঃ জিয়াউল হক ৩২. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ৩৩. মোহাম্মদ ফজলোর রহমান ৩৪. আবদুল কাদের ৩৫. আবদুল কাদের খান

৩৬. মোহাম্মদ আবদুল করিম ৩৭. মোহাম্মদ লোতফোল্লাহ ৩৮. এরফান আলী
৩৯. মোহাম্মদ আবদুল কাদের ৪০. মোহাম্মদ হাছান ৪১. মোহাম্মদ এমদাদ হোছায়েন
৪২. হামেদ হোছায়েন ৪৩. ছেরাজদ্দিন মোহাম্মদ ছালামতুল্লাহ ৪৪. মোহাম্মদ এনাএতুল্লাহ খান
৪৫. মোহাম্মাদ রেয়াছত আলী খান

মক্কা শরীফের আলেমগণ :

১.আবদুর রহমান এবনে আবদিল্লাহ্ ছেরাজল হানাফি মুফতি মক্কা শরিফ
২. আহমদ দেহলান মুফতি শাফিয়ী মক্কা শরিফ ৩. হোছায়েনেবনে এবরাহিম মুফতি মালেকী
৪. মোহাম্মদ এবনে আবদিল্লাহ মুফতি হাম্বালি ৫. আহমদ মক্কী ৮.আবদুর রহমান এবনে হামেদ
৬. ছৈয়দ মোহাম্মদ হানাফি মোদাররেছ
৯. ছৈয়দ আবদুর রহমান ৭. আবদুর রহমান এবনে ওছমান জামাল
১৪. আবুবাকার ১০. মোস্তফা বেন মোহম্মদ
১১. ওমার বারাকাত শামি ১২. আবদুর রহমান বেন মোহাম্মদ মোরাদ
১৩. রহমতুল্লাহ ১৫. হামিদ বেন মোহাম্মদ বেনে আলী

মদিনা শরীফের আলেমগণ :

১.মোহাম্মদ মোস্তফা ইল্‌ইয়াছ মুফতি মদিনা শরিফ
২. ছৈয়েদ জাফর বেন এছমাইল মুফতি শাফিয়ী, মদিনা শরিফ
৩. মোহাম্মদ জালালউদ্দিন, কাজী মদিনা শরিফ
৪. আবদুর জাব্বার, মুফতি হাম্বলী মদিনা শরিফ ৫. হাছান বেন হোছায়েন
৬. ইউছুফ ৭. মোহাম্মদ এবরাহিম. ৮. আবদুল জলিল আফেন্দি
৯. আবদুল্লাহ্ বেন আহমদ ১০. মোহাম্মদ আমিন মুফতি মদিনা শরিফ
১১. হাছান আছকুনী ১২. আবদুর রহমান আরুলী ১৩. মোহাঃ আবদুল হক

ভারতীয় আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ কোতবদ্দিন ২. মোহাঃ আবদুর রব ৩. খাজা জিয়া উদ্দিন
৪. মোহাম্মদ ইউছুফ দেহলবী ৫. মোহাঃ মছউদ ৬. জা'ফর আলী
৭. মোহাঃ হাশেম ৮. মোহাঃ করিম উল্লাহ৯. মোহাম্মদ শাহ
১০. মোহাঃ আলী দেহলবী ১১. মোহাম্মদ হোছায়েন দেহলবী
১২. হোছায়েন শাহ ১৩. মোহাঃ লোতফুল্লাহ. ১৪. মোঃ আবদুল হক
১৫. এলাহী বখশ ১৬. মোহাম্মদ তোরাব আলী ১৭. মোহাম্মদ নুরুল হাছান
১৮. আহমদ আলী ছাহারান পুরী, ১৯. মোহাম্মদ ওজিহা

পাঞ্জাবের আলেমগণ :

১. কাদের বখশ ২. আবদুর রাব্ব ৩. আবদুর রহমান মুলতানী ৪. গোলাম নবি, মুলতানী ৫. কাদের বখশ্ মুলতানী ৬. ফতেহ মোহাম্মদ মুলতানী ৭. গোলাম গওছ ৮. নূর আহমদ লাহোরী ৯. নুর মোহাম্মদ মুলতানী
১০. খোদা বখশ্ মুলতানী ১১. আহমদুদ্দিন ১২. ছোলতান মাহমুদ
১৩. আবদুল্লাহ্ ১৪. মোহাঃ আহছান ১৫. মোহাম্মদ খান

১৬. ফতেহ মোহাম্মদ ১৭. কারী ১৮. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ
১৯. জিয়া উদ্দিন ২০. আবদুল্লাহ ২১. লোতফোর রহমান
২২. জিয়া উল্লাহ ২৩. আহমদ ইয়ার ২৪. মাহমুদ আলী
২৫. মোহাঃ আবদুল অহিদ ২৬. কাজী আজিমুল্লাহ ২৭. তাজদ্দিন মুফতী লাহোরী
২৮. মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ ২৯. কাজী আহমদ ৩০. রহিম বখশ
৩১. হাছান শাহ্ ৩২. হাফেজ মোহাম্মদ হাছান কাশমিরী
৩৩. হাফেজ আজিজুল্লাহ ৩৩. হাজী দোস্ত মোহাম্মদ ৩৪. গোলাম হাছান
৩৫. আবদুল গাফফার ৩৬. মোহাঃ আতা ৩৬. শেহাবদ্দিন
৩৭. কাজী ছইদ উদ্দিন কান্দাহার৩৮ মোল্লা আবদুল হক মুফতী কান্দাহার
৩৯. মোহাঃ ছইদ মুফতী কান্দাহার ৪০. গোলাম মোহাম্মদ আমিন মুফতি ৪১. মোহাঃ ওমার মুফতী কাবুল
৪২। আবদুর রহমান, কাজী কাবুল, ৪৩. ফয়েজ আহমদ ৪৪. মোহাঃ ইদরিছ
৪৫. এনশা আল্লাহ ৪৬. নেজামদ্দিন।

লক্ষৌ ফিরিঙ্গী মহল্লার আলেমগণ :

১. আবুল হাছানাত মোহাঃ আবদুল হাই ২. আবুল হায়া মোহাঃ আবদুল হালিম ৩. মোহাঃ ফজলোল্লাহ
৪. মোঃ আমানুল হক ৫. ফখরদ্দিন আহমদ ৬. মোহাঃ আবদুল ওহাব
৭. মোহাঃ কেয়ামদ্দিন ৮. মোহাঃ লাময়ানোল হক ৯. মোহাঃ মেহদি
১০. আবুল করম মোহাঃ আকরাম ১১. মোহাঃ আবদুল আজিজ ১২. মোহাঃ এবরাহিম
১৩. মোঃ আবদুল কফি ১৪. মোহাঃ নিজামদ্দিন আহমদ
১৫. মোঃ আবদুল হাদি ১৬. আবুল গেনা মোহাঃ আবদুল মজিদ
১৭. আবুল হামেদ মোহাঃ আবুল হামিদ ১৮। মোহাঃ আনওয়ার আলী ১৯. মোহাঃ আব্বাছ আলী ২০. ফতেহ মোহাম্মদ ২১. হাফেজ ফতেহ মোহাঃ ফারুকী ২২. মোহাঃ শামছদ্দিন
২৩. মোহাঃ হামেদ আলী ২৪. মোহাম্মদ বখশ ২৫. মোহাঃ আইউব কুয়েলী ইছরাইলী ২৬. মোহাঃ আশরাফ আলী থানবি ফারুকী।

জৌনপুরের আলেমগণ :

১. আবদুল আউয়াল ২. মোহাঃ কেয়ামদ্দিন ৩. মোহাঃ আজিম
৪. হেদায়েতুল্লাহ ৫. মোহাম্মদ মোহছেন।

কানপুরের প্রসিদ্ধ আলেমগণঃ-

১. মোহাম্মদ আবদুল গাফ্ফার ২. মোহাম্মদ ইয়াকুব ৩. মোহাঃ আবদুল্লাহ
৪. ফাকরোল হোছেন ৫. মোহাম্মদ এছহাক ৬. ফয়েজোল হোছেন
৭. মোহাম্মদ ফজলোল্লাহ ৮. এলাহি বখশ্ ৯. মোহাম্মদ আলী

বেরেলীর আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ আবদুল কাদের ২. মোহাম্মদ হাছান ৩. আবদুল মোকতাদের
৪. আহমদ হাছান ৫. ওয়াজেদ আলী ৬. বোরহান উদ্দিন
৭. আলি আহমদ মাহমুদুল্লাহ ৮. এ'জাজ আহমদ ৯. এনায়েত আহমদ
১০. মোঃ আমির আহমদ ১১. আবদুল গাফফার ১২. ছেরাজল হক
১৩. আবদুল কাদের ১৪. আনওয়ারল হক ১৫.আবূ মোহাম্মদ মোজাফফার
১৬. আবদুল আলি ১৭. আহমদ রেজা খান

ছাহারানপুর ও মাঙ্গালোরের আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ ইয়াকুব ২. মোহাম্মদ মাহমুদ ৩. আহমদ
৪. মাহমুদ হাছান ৫. রহম এলাহি মাঙ্গালোরি ৬. মোহাঃ খলিলর রহমান
৭. মোহাম্মদ হবিবর রহমান।

মোরাদাবাদ ও আলীগড়ের আলেমগণ :

১.মোহাঃ কাছেম আলী মোরাদাবাদী ২. আহমদ ৩. আবদুল গনি
৪. মোহাম্মদ হাছান ৫. খলিলুল্লাহ ৬. খাদেম হোছায়েন
৭. এহ্ইয়া ৮. আবদুল হক ৯. মোহাম্মদ রওশন
১০. মোহাম্মদ লোতফোল্লাহ

মোকাম পিলিভেতের আলেমগণ :

১. ওছি আহমদ হানাফি ছুরতি ২. আবদুল লতিফ ছুরতি

লাহোর ও অমৃত শহরের আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ উদ্দিন ২. হামিদুল্লাহ কাজী ৩. নূর আহমদ
৪. মোহাম্মদ ঝিলমি ৫. বোরহানদ্দিন ৬. আবদুল আলি কাদেরী

হুগলী ও কলিকাতার আলেমগণ :

১. মোহাঃ আলি আকরাম ২. ছৈয়দ আলী হানাফি ৩. তাজাদ্দাক রসুল
৪. ছৈয়দ নুরন্নবি ৫. মোহাঃ আবদুল কাদের ৬. কাজী আবদুল ওহাব
৭. ফয়েজোল মান্নান ৮. আহমদুদ্দিন ৯. মোহাঃ আলী নেজামী
১০. জামালদ্দিন ১১. তকি হোছায়েন ১২. গোলাম ছালমানি আব্বাছি
১৩. মোহাঃ আবদুল আলি ১৪. মোহাঃ ছাবেত আলি
১৫. আজম আলী ১৬. আহমদ আলী ১৭. ছফিউদ্দিন
১৮. মোহাঃ এরশাদ ১৯. লায়েক উদ্দিন ২০. আকরাম আলী
২১. বেলায়েত হোছায়েন ২২. ছৈয়দ মোহাম্মদ ২৩. মোহাম্মদ মাহমদুল্লাহ

হায়দারাবাদের আলেমগণ :

১.আবুল ফতেহ মোহাম্মদ নুর আলি ২. মোহাম্মদ ফজলোল্লাহ মুফতী
৩. মোহাম্মদ আকবার আলী ৪. মোহাঃ আবূ ছইদ ৫. এনায়েত মোহাম্মদ
৬. মোহাঃ মুফতী ৭. মোহাম্মদ আলী ৮. কাজী মোহাম্মদ
৯. মোহাঃ আবদুল হক ১০. এলাহি বখশ ১১. মোহাঃ আবদুল গফফার
১২. আহমদ ১৩. ফজলোল্লাহ ১৪. আমিরুদ্দিন
১৫. ছৈয়দ বোরহানদ্দিন ১৬. ওবায়দুল্লাহ ১৭. তারজাস খান বাহাদুর
১৮. মাহমুদ ১৯. আহমদ ২০. মোহাঃ আকরাম
২১. মোহাম্মদ মাহমুদ ২২. মোহাঃ আবদুল করিম
২৩. মোহাঃ শাহাবদ্দিন ২৪. ছৈয়দ আলী রেজা ২৫. ছোলতান মাহমুদ
২৬. আলী মুছা রেজা ২৭. মোহাঃ আবদুল বারি ২৮. জাহেদ হোছায়েন
২৯. মোহাঃ আবুল খায়রাত ৩০. খাদেম হোছায়েন ৩১. মোহাম্মদ জিরিয়া কুটি
৩২. আবুল খায়ের মোহাম্মদ জান, ৩৩. মোহাঃ বাকী ৩৪. ফজলোল্লাহ

৩৫. ছৈয়েদ এবরাহিম আলী	৩৬. মোঃ আমানতুল্লাহ	৩৭. আহছানুল্লাহ
৩৮। মহবুব আলী	৩৯. নুরদ্দিন	৪০. এমাদোল হক
৪১. আবুল হাছান	৪২. আবূ মোহাম্মদ কাদেরী	৪৩. আমির মোহাম্মদ
৪৪. ওকিল আহম্মদ	৪৫. মোহাঃ হাবিবল হক	৪৬. মোহাঃ আবদুল্লাহ
১৭. মোহাঃ হোছায়েন	৪৮. মোহাঃ শফী	৪৯. মোহাঃ শাহাবুদ্দিন
৫০. আয়নাল হক	৫১. ফারাহতুল্লা	৫২. মোহাঃ আহমদ

মোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি স্থানের আলেমগণ :

১. মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ	২. মোহাঃ ছালেহ	৩. মোহাঃ ওমার
৪. মুরিদ গওছ	৫. ছৈয়দ জয়নুদ্দিন	৬. মাহমুদ বেন মোহাম্মদ হাশেম
৭. ফতেহ উদ্দিন	৮. মোহাঃ আবদুল কাদের	৯. আনওয়ারুল ফতেহ
১০. আবদুল কাইউম	১১. মোহাঃ কাজেম	১২. আবদুল কাদের
১৩. শের আহমদ	১৪. মোহাঃ আবদুল হক	১৫. মইনোল এছলাম
১৬. আজিজ হাছান	১৭. ওহিদুদ্দিন	১৮. হেদায়েতুল্লাহ
	১৯. মোহাঃ নছিরল হক	

মক্কা মদীনা প্রভৃতি স্থানের উপরোক্ত জগদ্বরেণ্য আলেমগণ একবাক্যে সকলেই ফতহোল মবিন কেতাব ও তাহার ফাত্ওয়ার সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব দস্তখত ও মোহর দিয়াছেন।

বিনীত নিবেদন :

এ ফেতনা-ফাসাদের যামানাতে মুসলমানদের মাযহাব অনুসরণের এ মীমাংসিত বিষয় নিয়ে পরস্পর কলহ্-বিবাদে লিপ্ত না হয়ে, দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক খেদমতের আঞ্জাম দেওয়া কাম্য। বিশেষত যে দেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতায় মুসলিম সমাজ হুমকির সম্মুখীন, সেখানে চৌদ্দশত বছরের এ জাতীয় মীমাংসিত বিষয় নিয়ে পরস্পর কলহ্-বিবাদে লিপ্ত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু হারাম-নাজায়েযই নয় বরং মানবতাবিরোধী কাজও বটে। সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরও সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনো বাতিলপন্থী তাদের ঈমান হরণ করতে না পারে।

اللهم اهدنا واهدبنا واهد الناس جميعا.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

মাযহাববিষয়ক গুরুত্তপূর্ন কিছু বই

ক্র. নং	বইয়ের নাম	পৃ.নং	মূল্য	লেখক/তত্ত্বাবধায়ক/সম্পাদক	প্রকাশক	প্রকাশকাল	ফোন / মোবাইল	প্রাপ্তিস্থান
০১	মাযহাববিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে	৪৬৭	১৮০	মাও. আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া	জামিয়া শরইয়্যাহ মালিবাগ	০২/০৯/০৫ইং		জামিয়া শরইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা। ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
০২	মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ	৩৬০	২৬০	মাও. মুহাম্মাদ মনিরুল ইসলাম	ইদারাতুল ফুরকান সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা	০১/০৯/১২ইং	০১৯৬৩ ৩৩১ ৩৬০ ০১৯১৪ ৭৩৫ ৬১৫	হাকীমুল উম্মত লাইব্রেরি, ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
০৩	তোহফায়ে আহলে হাদীস	২৮৮	২৩০	শায়খুল হিন্দ মাও.মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ.	নাসীম পাবলিকেশন্স	এপ্রি-২০১১ইং	০১৭১৩ ৬১০ ১১৪ ০১৭১২ ৬৪২ ৭০৩	নাসীম পাবলিকেশন্স ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
০৪	সহীহ হাদীস ও কথিত আহলে হাদীস	৫০২	২৪০	মাও. মনিরুজ্জামান, প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস	জামিআ ইসলামিয় বাইতুন নূর (সায়েদাবাদ ব্রিজ সংলগ্ন)	মে ২০১৪ইং	০১৯৬৩ ৩৩১ ৩৬০ ০১৯১৪ ৭৩৫ ৬১৫	হাকীমুল উম্মত লাইব্রেরি, ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
০৫	লা-মাযহাবীদের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ	২৮৮	২০০	মুফতী মুহাম্মাদ ফালাহ উদ্দীন	আল এসহাক প্রকাশনী	০১/০২/১৩ইং	৭১১৪০৪০	আল এসহাক প্রকাশনী বাংলাবাজার, ঢাকা
০৬	মাযহাব একটি অনিবার্য বাস্তবতা	২২৪	১৮০	মাও. মুহাম্মাদ বদরুজ্জামান রিয়াদ	দারুননাজাত প্রকাশনী	১০/১২/১৩ইং	০১৯২৩ ১৩০ ৫৬৫ ০১৭১২ ৬২৭ ৮১৬	দারুননাজাত কামিল মাদরাসা, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
০৭	আহলে হাদীসদের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ	১৭৬	২০০	রুহুল্লা বিন মোস্তফা নোমানী	আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ	০১/০৬/১২ইং	০১৯১৮ ০০৪ ৩২৩ ০১৭২৩ ৩০৭ ০২২	ইব্রাহীম বইঘর, গোলাম সরোয়ার রোড, বরগুনা
০৮	আহলে হাদীস মতবাদ ও ইজতিহাদে ফুকাহা			রুহুল্লা বিন মোস্তফা নোমানী	আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ	০১/০৬/১২ইং	০১৯১৮ ০০৪ ৩২৩ ০১৭২৩ ৩০৭ ০২২ ০১৯৩৩ ০৮২ ৬৩৬	ঐ, আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, ডাকবাংলো রোড হাটহাজারী, চট্রগ্রাম
০৯	মাযহাব ও তাকলীদ			আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.	মাকতাবাতুল আশরাফ			মাকতাবাতুল আশরাফ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
১০	মাযহাব মানি কেন?	১৫১	১০০	মুফতী রফিকুল ইসলাম আলমাদানী	ইসলামিয়া কুতুবখানা		০১৯১৬ ৩৭৩ ৩১৯	ইসলামিয়া কুতুবখানা বাংলাবাজার, ঢাকা
১১	মাযহাব মানব কেন?							

১২	আহলে হাদীস ও ডা. জাকির নায়েকের শেকড় সন্ধানে			মাও.মুহাম্মাদ আবূ মূসা	শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা	২৫/০৫/১২		শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা ৮নং পশ্চিম চৌধুরীপাড়া, ঢাকা
১৩	ইসলাম ও মাযহাব	৩২	৩০	মুহাম্মাদ আকামত আলী	দারুননাজাত প্রকাশনী		০১৯২৩ ১৩০ ৫৬৫ ০১৯১৪ ৭৩৫ ৬১৫	দারননাজাত কামিল মাদরাসা, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
১৪	সাইফুল মুকাল্লিদীন						০১৬৮২ ৩০৬ ৭২১ ০১৯৩৩ ০৮২ ৬৩৬	আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, ডাকবাংলো রোড হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
১৫	আনওয়ারুল মুকাল্লিদীন			মাওলানা ওসমান গনী	বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন			
১৬	হাকীকাতুল মযহাব			আল্লামা নেছার উদ্দীন আহমাদ রহ.			০১৭২০ ৬৪২ ৩২৩	ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
১৭	মযহাব মিমাংসা			আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটী রহ.			০১৫৫৩ ৭৩৭ ১৯৪	সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা